কহিতেছে 'আর বর্ষার প্রভাব নাই।' লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, নদী মৎস্যরূপ মেখলা ধারণ পূর্ব্বক প্রত্যূষে সম্ভোগকৃশা কামিনীর ন্যায় অলসগমনে যাইতেছে। উহা দুকূলবৎ কাশপুষ্পে আবৃত এবং চক্রবাক ও শৈবালে আকীর্ণ হওয়াতে পত্ররোচনা এবং গোরোচনায় অলঙ্কৃত বধুমুখের ন্যায় শোভিত হইয়াছে। ভাই! এক্ষণে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষে পরিশোভিত ভ্রমরগণের গুণ গুণরবে প্রতিধ্বনিত এই অরণ্য মধ্যে কামদেব একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রচণ্ড শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বিরহিদিগকে দণ্ডবিধান করিতেছেন।

ভাই! এক্ষণে মেঘ সকল সুবৃষ্টি দ্বারা সকলকে তুষ্ট, নদী সরোবর পূর্ণ এবং পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। নবসঙ্গমে লজ্জিতা কামিনী যেরূপ অল্পে অল্পে জঘন প্রদর্শন করে, তদ্রূপ শরদাগমে নদী অল্পে অল্পে পুলিনদেশ প্রকাশ করিতেছে। লক্ষ্মণ! পরস্পরের প্রতি বদ্ধবৈর বিজীগিষু ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধযাত্রার এই প্রকৃত সময়। কিন্তু আমি সংগ্রামের কি উদ্যোগ করিতেছি? কৈ সুগ্রীবকেও ত আর দেখিতেছি না। বর্ষার এই চারিমাস আমার পক্ষে শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও অতিবাহিত করিলাম, এক্ষণে শরৎকাল উপস্থিত। শৈলশৃঙ্গে অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধুজীব এবং তমাল বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়াছে। নদীপুলিনে হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা বিচরণ করিতেছে। কিন্তু হায়! এক্ষণে সীতা কোথায়? যিনি চক্রবাকবধূর ন্যায় পতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, যিনি পতির সহবাসে থাকিয়া ভীষণ দণ্ডকারণ্যকেও

উদ্যানের ন্যায় বিবেচনা করিতেন সেই সরলা আজ রাক্ষসগণের মধ্যে থাকিয়া না জানি কতই কষ্ট ভোগ করিতেছেন! লক্ষ্মণ! আমি প্রিয়াহীন, রাজ্যভ্রষ্ট, নির্ব্বাসিত ও দুঃখার্ত্ত ইহা জানিয়া শুনিয়াও সুগ্রীব আমার প্রতি কৃপা করিতেছেন না। 'রাম দূরদেশীয়, অনাথ, রাজ্যভ্রষ্ট, দরিদ্র ও কাতর; রাবণ উঁহাকে পরাভব করিয়াছে এবং সে আমার শরণাপন্ন;' বোধ হয় কপিরাজ সুগ্রীব এই ভাবিয়াই আমার অপমান করিতেছে। সে জানকীর অনুসন্ধানের অঙ্গীকার করিয়া এবং তাহাতে সমর্থ হইয়াও এখন বিস্মৃত হইয়াছে। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি একবার কিষ্কিন্ধায় গমন কর, এবং সেই গ্রাম্যসুখাসক্ত অকৃতজ্ঞ মূর্খ বানরকে আমার বাক্যে বলিও যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বোপকারী বলিষ্ঠ অর্থীর স্বার্থসাধনে প্রতিশ্রুত হইয়া পশ্চাৎ তাহাতে বিমুখ হয়, সে অতি নরাধম। বাক্য ভালই হউক বা মন্দই হউক একবার ওষ্ঠের বাহির হইলে তাহা রক্ষা করিতে যে ব্যক্তি পরাঙ্মুখ হয় না সেই প্রকৃত বীরপুরুষ। যে নিজের কার্য্য সিদ্ধ হইলে অকৃতকার্য্য মিত্রের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকে—বলিতে কি, সে মরিলে মাংসাশী শৃগাল কুক্কুরেরাও তাহাকে ভক্ষণ করে না। অতএব নিজ প্রতিজ্ঞাপালনে সত্বর হও, নতুবা নিশ্চয়ই অচিরে আমার স্বর্ণপৃষ্ঠ আকৃষ্ট শরাসনের বিদ্যুদাকার রূপ দর্শন এবং রোষ বিজৃম্ভিত বজ্র-নির্ঘোষ সদৃশ ঘোর জ্যাশব্দও শ্রবণ করিতে হইবে।

লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় বীরপুরুষ আমার সহায় ইহা জানিয়া শুনিয়াও যে সুগ্রীব কোন্ সাহসে নিশ্চিন্ত আছে

তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি জানকীর উদ্ধারার্থ তাহার সহিত সখ্যতাসূত্রে বদ্ধ হইলাম, কিন্তু সে পূর্ণকাম হইয়া অঙ্গীকারের কথা বিস্মৃত হইয়াছে। বর্ষার অন্তে আমাদিগের সঙ্কেত কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা উপস্থিত হইয়াছে তথাপি সুগ্রীব ভোগাশক্তিবশতঃ তাহা জানিতে পারিল না। দুরাত্মা পারিষদগণকে লইয়া সর্ব্বদা মদ্যপানে উন্মত্ত থাকে; আমরা যে এত শোকার্ত্ত তথাপি উহার হৃদয়ে কৃপার সঞ্চার হইতেছে না। অতএব ভাই! তুমি শীঘ্র যাও, এবং আমার ক্রোধের বিষয় উল্লেখ করিয়া ইহাও কহিও, 'সুগ্রীব! বালী যে পথে গিয়াছেন, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে। যদি জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিবার ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে সত্বর প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। রাম সমরে একমাত্র বালীকেই সংহার করিয়াছেন কিন্তু সত্যপালনে বিমুখ দেখিলে তোমাকেও সবান্ধবে সেই পথে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।' লক্ষ্মণ! তোমায় আর অধিক কি বলিব; উপস্থিত বিষয়ে যাহা হিতকর তুমি তাহাই কহিও। সুগ্রীবের বিলম্ব দেখিয়া আমি অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছি।"

একত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণের কিষ্কিন্ধায় গমন।

মহাত্মা রামচন্দ্র দীনভাবে এইরূপ বলিলে ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং অগ্রজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! আমি সুগ্রীবের মনোগত ভাব বড় ভাল বুঝিতেছি না; যাহা হউক সেই দুরাত্মা বানর সুগ্রীব, যদি আজ সদাচার রক্ষা না করে, তাহার সৌভাগ্য যে সখ্যতামূলক ইহা যদি না স্বীকার করে, আমি নিশ্চয় কহিতেছি তাহা হইলে আর অধিকদিন তাহাকে রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ করিতে হইবে না। আপনি নিতান্ত সরলপ্রকৃতি ও শান্তস্বভাব এই জন্যই সেই দুরাত্মার এরূপ মতবৈপরীত্য ঘটিয়াছে ও এতদূর আস্পর্দ্ধা হইয়াছে। দুর্ব্বৃত্ত মদ্যপান এবং বিলাসিনীদিগের সহবাসেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করে, অথচ আমাদের প্রত্যুপকার করিবার কথা একবার ভ্রমেও চিন্তা করে না। উহার আর বাঁচিয়া থাকিয়া কোন প্রয়োজন নাই। বালী যে পথে গমন করিয়াছে, তাহার অকৃতজ্ঞ ভ্রাতাও সেই পথে গমন করুক। এরূপ গুণধরের হস্তে রাজ্যভার রক্ষা করা উচিত নহে। আর্য্য! আমার এ ক্রোধের আর কিছুতেই শান্তি হইবে না; আজি সেই মিথ্যাবাদীকে নিশ্চয়ই বধ করিব। অতপর কুমার অঙ্গদ বানরগণের সহিত জানকীর অনুসন্ধান করিবেন।"

লক্ষ্মণ ক্রোধভরে এই বলিয়া এক ভীষণ শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক গমনার্থ উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে মিত্রবৎসল রামচন্দ্র মধুরবাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন " ভাই। ক্ষান্ত হও, পরিশেষে যাহার জন্য অনুতাপ করিতে হইবে, ক্রোধভরে তাহা করা কি তোমার ন্যায় বিচক্ষণ লোকের উচিত? যিনি বিবেকবলে কোপানলের শান্তি করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সাধু। অতএব মিত্রের বিনাশ সঙ্কল্প করিও না। এক্ষণে সদ্ভাব সহকারে এবং প্রীতির অনুসরণ পূর্ব্বক সুগ্রীবকে আমার পূর্ব্বকার্য্য ও সখ্যতা স্মরণ করাইও। অনন্তর মৃদুভাবে তাহাকে এইমাত্র বলিও, 'সখে! জানকীর অন্বেষণের সময় অতিবাহিত হইয়া যায়।'

লক্ষ্মণ রামের একান্ত হিতার্থী ও আজ্ঞাবহ ছিলেন সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন এবং ক্রোধভরে এক কালান্তকোপম ইন্দ্রধনুতুল্য প্রকাণ্ড শরাসন গ্রহণ করিলেন। তৎকালে তাঁহাকে উচ্চশিখর মন্দর পর্ব্বতবৎ বোধ হইতে লাগিল। রামের নৈরাশ্যজনিত প্রবল রোষানল তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিতে লাগিল। ঐ বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান বীর উত্তর প্রত্যুত্তর সমস্ত সংকলন করিয়া লইলেন এবং অপ্রসন্নমনে দ্রুতবেগে কিষ্কিন্ধার দিকে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার গতিবেগে শাল, তাল, অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল পতিত এবং গিরিশৃঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কার্য্যগৌরবে শিলা সকল পদতলে খণ্ড খণ্ড করিয়া এক পদ দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দ্রুতগামী গজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন।

অদূরে পর্ব্বতোপরি সুগ্রীবের বাহুবল পালিতা কিষ্কিন্ধা-নগরী; উহা বানরসৈন্যে সমাকীর্ণ এবং অতিশয় দুর্গম। মাতঙ্গাকার ভীমবল বানরেরা দূর হইতে মহাবীর লক্ষ্মণের ক্রোধভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শৈলশৃঙ্গ ও অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া লইল। তাহাদিগকে অস্ত্র গ্রহণ করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিলেন, তাঁহার ওষ্ঠ অনবরত প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ সাক্ষাৎ কালের ন্যায় ভীষণ মহাবীর লক্ষ্মণকে সন্নিহিত হইতে দেখিয়া ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ সুগ্রীবের বাসভবনে গমন করিয়া তাঁহার আগমন ও ক্রোধের কথা নিবেদন করিল। তৎকালে সুগ্রীব অন্তঃপুরে তারার সহিত ভোগসুখে আসক্ত ছিলেন, সুতরাং তাহাদিগের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না।

অনন্তর গিরিশৃঙ্গাকার, পর্ব্বতাকার ও মেঘাকার ভীষণ বানরগণ সচিবদিগের আদেশে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। উহারা বিকৃত আকার ও শার্দ্দূল দর্শন; নখ ও দন্তই উহাদিগের অস্ত্র। উহাদিগের মধ্যে কেহ দশ, কেহ শত, কেহ বা সহস্র মত্তহস্তীর ন্যায় বলবান। বানরগণ প্রাকারের অদূরস্থ পরিখা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রকাশ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। বীর লক্ষ্মণ এই সমস্ত মহাবল কপিসৈন্যে কিষ্কিন্ধা পরিপূর্ণ ও নিতান্ত দুর্গম দেখিয়া এবং রামচন্দ্রের কার্য্য-গৌরব ও সুগ্রীবের অবহেলা চিন্তা করিয়া ভীষণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ

নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহাকে যেন এক পঞ্চমুখ ভীষণ ভুজঙ্গ বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল; বাণের অগ্রভাগই উহাঁর লোলজিহ্বা, শরাসন দেহ এবং স্বীয় তেজই সুতীক্ষ্ণ বিষ।

অনন্তর অঙ্গদ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে যারপরনাই বিষণ্ণ হইয়া মৃদুপদে নিকটে আগমন করিলেন। লক্ষ্মণ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া তাহাকে কহিলেন, "বৎস! তুমি শীঘ্র গিয়া সুগ্রীবকে আমার আগমন সম্বাদ দাও। বলিও 'লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। যদি ইচ্ছা হয় তাঁহা'র বাক্যে কর্ণপাত কর।' বৎস! তুমি এই কথা বলিয়া শীঘ্র আমার নিকটে আইস।"

লক্ষ্মণের এই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে অঙ্গদের মন চঞ্চল হইল, মুখশ্রী ম্লান হইয়া গেল। তিনি দ্রুতপদে সুগ্রীবের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে এবং রুমা ও তারাকে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মণের আগমন ও ক্রোধের কথা সমস্তই কহিলেন। সুগ্রীব কামমত্ত হইয়া এবং প্রচুর পরিমাণে মদিরা পান করিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, সুতরাং অঙ্গদ কি কহিলেন তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। তখন ভীত বানরগণ লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে কিলকিলা রব আরম্ভ করিল এবং সুগ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য বজ্রের ন্যায় ভীষণ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

ঐ কোলাহলে সুগ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তৎকালে তাঁহার নেত্রদ্বয় মদবিহ্বল ও আরক্ত। তিনি চতুর্দ্দিকে ঐ

সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া কিয়ৎকাল নিতান্ত ব্যাকুল ও হত-বুদ্ধির ন্যায় হইয়া রহিলেন।

ঐ সময়ে যক্ষ ও প্রভাব নামক ধীমান উদারদর্শন দুইজন মন্ত্রী অঙ্গদের নিকট লক্ষ্মণের আগমনের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা ইন্দ্রতুল্য সুগ্রীবের সম্মুখে গিয়া বসিল এবং উহাঁকে প্রসন্ন করিয়া সুসঙ্গত বাক্যে কহিল, "রাজন! আপনি অবগত আছেন মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ রাজপ্রভাব ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তাঁহাদেরই অনুগ্রহে আপনি বানররাজ্যলাভে সমর্থ হইয়া-ছেন। এক্ষণে ঐ দুই ভ্রাতার মধ্যে কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ শরাসন হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহার মূর্ত্তি এরূপ ভীষণ হইয়াছে যে, বোধ হয় অচিরেই ক্রোধাগ্নিতে বানরগণের সহিত এই সুরম্য পুরী দগ্ধ করিবেন। কপিরাজ! অঙ্গদ তাঁহারই কথা বলিবার নিমিত্ত আপনার নিকট আসিয়াছিল এবং বানরগণও তাঁহারই ভয়ে এরূপ কলরব করিতেছে। অতএব আপনি শীঘ্র পুত্রকলত্রের সহিত গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধ শান্তি করুন, নতুবা আপনার মঙ্গল নাই। ধর্ম্মশীল রামচন্দ্র যেরূপ আদেশ করিয়াছেন আপনি এক্ষণে তাহাই করুন এবং নিজের সত্যরক্ষার্থ যত্নবান হউন।"

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

হনুমানের সুগ্রীবকে উপদেশ দান।

লক্ষ্মণ ক্রোধভরে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন এই কথা শুনিয়াই সুগ্রীব আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং উপস্থিত বিষয়ের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, "দেখ, আমি ত লক্ষ্মণকে কোন অনুচিত কথা কহি নাই, কিম্বা তাঁহার প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার করি নাই; তথাপি তিনি কি জন্য আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় কোন ছিদ্রান্বেষী শত্রু আমার মিথ্যা দোষ তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া থাকিবে। যাহা হউক তোমরা এক্ষণে স্ব স্ব বিবেচনানুসারে তাঁহার ক্রোধের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা কর। আমি রাম কি লক্ষ্মণ কাহাকেও শঙ্কা করি না, কিন্তু অকারণ যে মিত্র কুপিত হইয়াছেন ইহাই দুঃখের বিষয়। দেখ মিত্রতা অনায়াসেই লভ্য হয় কিন্তু উহা রক্ষা করাই কঠিন ব্যাপার। চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু অল্প কারণেই প্রীতিবিচ্ছেদ হইতে পারে। আমি রামের নিকট অত্যন্ত উপকৃত, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার প্রত্যুপকার করিতে না পারায় বড়ই লজ্জিত আছি। আমার আশঙ্কা হইতেছে লক্ষ্মণ এই জন্যই ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিবেন।"

সুগ্রীব এই বলিয়া বিরত হইলে মহাবীর হনূমান তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন,

"রাজন্! উপকার বিস্মৃত না হওয়া তোমার ন্যায় মহাত্মার পক্ষে বিস্ময়কর নহে। মহাবীর রামচন্দ্র লোকলজ্জা ভয় না করিয়া তোমার প্রিয়সাধনার্থ ইন্দ্রপরাক্রম দুর্জ্জয় বালীকে বিনাশ করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে তোমার অবহেলায় যে তাঁহার প্রণয়-কোপ উপস্থিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি এই জন্যই লক্ষ্মণকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কপিরাজ! তুমি শরতের প্রারম্ভেই রাম-চন্দ্রের সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে, এক্ষণে সেই শরৎকাল উপস্থিত হইয়াছে। সপ্তপর্ণ পুষ্পিত হইতেছে, গ্রহনক্ষত্র সকল নির্ম্মল, আকাশে মেঘ দৃষ্ট হয় না, চতুর্দ্দিক পরিষ্কৃত এবং নদ নদী ও সরোবরের জলও স্বচ্ছ হইয়াছে। কিন্তু তুমি মত্ততা নিবন্ধন ইহার কিছুই জানিতেছ না, এবং এই সময়েই যে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে হইবে তাহাও বুঝিতেছ না। মহাবীর লক্ষ্মণ তোমার এই অমনোযোগ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াই এস্থানে আসিয়াছেন। রামচন্দ্র পত্নী বিরহে অতিশয় কাতর, সুতরাং লক্ষ্মণের মুখে তাঁহার দুএকটী কঠোর কথা তোমাকে অবশ্যই শুনিতে হইবে। রাজন্! তুমি অপরাধী এক্ষণে লক্ষ্মণকে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রসন্ন করা ব্যতীত আমি তোমার পক্ষে অন্য কিছুই শ্রেয়স্কর দেখি না। কপিরাজ! রাজার অপ্রিয় হইলেও অধিকৃত মন্ত্রীগণ সদুপদেশ দিয়া থাকেন, এই জন্যই আমি অকুণ্ঠিতমনে তোমাকে এত কথা বলিলাম। রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলে দেবাসুর গন্ধর্ব্বের সহিত সমস্ত জগতকে অনায়াসে বশীভূত করিতে পারেন। তাহাতে আবার তুমি

তাঁহার নিকট বিশেষ উপকৃত সুতরাং তাঁহাকে প্রসন্ন না করিয়া কি কুপিত করা তোমার সঙ্গত হইতেছে ? অতএব তুমি পুত্র, কলত্র এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হও এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশ্যতা অবলম্বন কর। কপিরাজ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের শাসন, মনেও অতিক্রম করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। উহঁাদের বলবীর্য্য যে কিরূপ অলৌকিক তাহা ত তোমার অবিদিত নাই।”

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

ক্রোধাকুল লক্ষ্মণের প্রতি তারার উক্তি।

এ দিকে লক্ষ্মণ অঙ্গদের নিকট সুগ্রীবের মত্ততার কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিলেন। উহার দ্বারে বহু সংখ্যক মহাকায় ও মহাবল বানর ছিল, তাহারা তাঁহার সেই ক্রোধভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ত্রস্তভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। লক্ষ্মণের নেত্রদ্বয় আরক্ত, তিনি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। বানরেরা তাঁহার এই প্রকার ভাব দর্শনে তাঁহাকে আর বেষ্টন করিয়া যাইতে সাহসী হইল না।

মহাবীর লক্ষ্মণ গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন

অত্যুচ্চ রত্নময় হর্ম্ম্য ও রমণীয় প্রাসাদ সকল অপরূপ কৌশলে নির্ম্মিত রহিয়াছে। সুরম্য কাননে যথেষ্ট ফল ও পুষ্প উৎপন্ন হইয়াছে। প্রিয়দর্শন দেবকুমার গন্ধর্ব্বপুত্র এবং কামরূপী বানরেরা দিব্যমাল্য ও বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মনোসুখে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। স্থানে স্থানে অগুরু চন্দন, পদ্ম ও মদ্যে সৌরভ, রাজপথ সুবাসিত জলে সিক্ত এবং মধ্যে মধ্যে স্বচ্ছ সলিলা গিরিনদী সূক্ষ্মপ্রবাহে প্রবাহিতা হইতেছে।

লক্ষ্মণ গমনকালে অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গজ, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, সূর্য্যাক্ষ, হনূমান, বীরবাহু, সুবাহু, মহাত্মা নল, কুমুদ, সুষেণ, তারা, জাম্বুবান, দধিবক্ত্র, নীল, সুপাটল ও সুনেত্র এই সমস্ত প্রধান বানরদিগের রমণীয় আবাসগৃহ সকল দেখিতে পাইলেন। ঐ সমুদয় গৃহ শারদীয় মেঘের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, সুবাসিত জলে সিক্ত, মাল্যে সজ্জিত এবং ধনধান্যে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে বহুসংখ্যক সুন্দরী রমণীও বাস করিতেছেন। লক্ষ্মণ দ্রুতবেগে তৎসমুদায় অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ সুগ্রীবের বাসভবন দেখিতে পাইলেন। উহা চতুর্দ্দিকে স্ফটিকময় প্রাকারে পরিবেষ্টিত এবং উহার সুধাধবলিত উচ্চ শিখর সকল কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। মহাবল বানরগণ শস্ত্রধারণ পূর্ব্বক নানাবিধ মাল্য ও স্বর্ণতোরণ শোভিত দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। সর্ব্বত্র নানাবিধ তরু শ্রেণী; ইন্দ্রের প্রসাদে গাঢ় মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এক সুরম্য কল্পবৃক্ষ সর্ব্বঋতুসুলভ ফলপুষ্পে শোভিত হইয়া সুশীতল ছায়া বিস্তার করিতেছে।

লক্ষ্মণ, মেঘমধ্যে তেজস্বী সূর্য্যের ন্যায় অপ্রতিহত পদে

সুগ্রীবের বাসভবনে প্রবেশ করিয়া, যান ও আসনে সজ্জিত সাতটী কক্ষ্য অতিক্রম করিলেন এবং অবশেষে সুগ্রীবের অন্তঃপুর দেখিতে পাইলেন। ঐ অন্তঃপুর সুরক্ষিত বিস্তীর্ণ; উহার স্থানে স্থানে বহুমূল্য আস্তরণমণ্ডিত স্বর্ণ ও রজতময় আসন সজ্জিত রহিয়াছে। সুমধুর বীণাধ্বনির সহিত তাললয়বিশুদ্ধ মৃদঙ্গ বাদিত হইতেছে এবং সদ্বংশোৎপন্না রূপযৌবনগর্ব্বিতা রমণীগণ উজ্জ্বল বেশে বিরাজ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উৎকৃষ্ট মাল্যরচনায় ব্যগ্র। স্থানে স্থানে অনুচরগণ হৃষ্টমনে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সহসা বিলাসিনীগণের কাঞ্চীরব ও নূপুরধ্বনি উত্থিত হইল। লক্ষ্মণ শুনিবামাত্র অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। স্ত্রীজনসমাজে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি অন্তঃপুর গমনে পরাঙ্মুখ হইয়া একান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্তু রামের কার্য্যব্যাঘাত-জনিত রোষ তাঁহার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি দিক সকল প্রতিধ্বনিত করিয়া স্বীয় বৃহৎ ধনুকে টঙ্কার প্রদান করিলেন।

সেই টঙ্কার সুগ্রীবের কর্ণগোচর হইল। তিনি ত্রস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া ভাবিলেন অঙ্গদ আমাকে যেরূপ বলিয়াছিল তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ আসিয়া থাকিবেন। তিনি শুষ্কমুখে প্রিয়দর্শনা তারাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সুন্দরি! লক্ষ্মণ স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি হইয়াও কি জন্য এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? তুমি কি আমার কোন দোষ দেখিতেছ? মহাবীর লক্ষ্মণ ত কখন অকারণ রুষ্ট হন না। যাহা

হউক যদি তুমি তাঁহার প্রতি আমার কোন অসৎ ব্যবহার দেখিয়া থাক তবে শাস্ত্রই বল। অথবা তারা তুমি বুদ্ধিমতী তুমি স্বয়ংই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্ব-বাক্যে প্রসন্ন কর। তোমাকে দেখিলে অবশ্যই তাঁহার ক্রোধ দূর হইবে। মহানুভব ব্যক্তিরা কদাচ স্ত্রীলোকের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করেন না। তোমার বাক্যে লক্ষ্মণের ক্রোধ শান্তি হইলে আমি পশ্চাৎ তাঁহার সহিত যাইয়া সাক্ষাৎ করিব।

তখন মদিরায়তনয়না সুলক্ষণা তারা স্খলিত গমনে লক্ষ্মণের নিকট চলিলেন। তাঁহার অঙ্গযষ্টি স্তনভরে সন্নত এবং কাঞ্চীদাম লম্বিত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণ উহাঁকে আসিতে দেখিয়াই তটস্থ হইলেন এবং স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য বশতঃ ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অবনতমুখে রহিলেন।

মদভরে নির্লজ্জা তারা লক্ষ্মণকে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন দেখিয়া প্রণয়গর্ব্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "রাজকুমার! অকস্মাৎ তোমার এরূপ ক্রোধের কারণ কি? কে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল? দাবানল শুষ্কবন দগ্ধ করিতেছে, কোন্ মূর্খ তাহাতে গিয়া পতিত হইল?"

লক্ষ্মণ তারার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন, "তারা! তোমার স্বামী নিতান্ত কামুক, তাঁহার ধর্ম্মে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। তিনি নিকৃষ্ট পারিষদগণকে লইয়া সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়সুখভোগে উন্মত্ত আছেন; কিন্তু আমরা বিপদাপন্ন ও শোকাকুল, রাজ্য পাইয়া আমাদিগকে একবার মনেও করেন না। তিনি বর্ষার

অবসানেই সৈন্যসংগ্রহ করিবেন আমাদিগের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই কাল অতীত তথাপি তিনি মদ্যপানে উন্মত্ত থাকিয়া ইহার কিছুই জানিতেছেন না। মহিষি! মদ্য অতি ঘৃণিত বস্তু, উহার প্রভাবে ধর্ম্ম ও অর্থ নাশ হয়। প্রত্যুপকারের অভাবে ধর্ম্মলোপ এবং গুণবান মিত্রের সহিত অসদ্ভাবে অর্থলোপ হইয়া থাকে। ধার্ম্মিকতা এবং মিত্রের কার্য্যসাধনে তৎপরতাই যথার্থ মিত্রতা কিন্তু সুগ্রীবের এই দুইটীর একটীও নাই; তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদা একবারে লঙ্ঘন করিয়াছেন। যাহা হউক এক্ষণে আমাদের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে, তুমি সুগ্রীবের নিকট গিয়া তাহা বিশেষ করিয়া কহিও।”

অনন্তর বুদ্ধিমতী তারা লক্ষ্মণের এই ধর্ম্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রামের কার্য্য প্রসঙ্গ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “রাজকুমার এখন ক্রোধের সময় নহে, বিশেষতঃ বন্ধু বান্ধবের প্রতি কোপ কোন কালেই কর্ত্তব্য নহে। কপিরাজ সুগ্রীব তোমাদের কার্য্যসাধনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, অতএব তাঁহার অপরাধ ক্ষমা কর। দেখ, নিকৃষ্টের উপর কি উৎকৃষ্টের কোপ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, না ভবাদৃশ সাত্ত্বিক লোকের উহার বশীভূত হওয়া উচিত? বীর! মহাত্মা রামচন্দ্র যে কারণে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং যে জন্য তাঁহার কার্য্যের বিলম্ব ঘটিতেছে, আমি সমস্তই অবগত আছি। সুগ্রীব যে তোমাদের নিকট কতদূর উপকৃত তাহাও আমার অবিদিত নাই। বোধ হয় রামচন্দ্রের কার্য্যে প্রাণ দিলেও সে উপকারের যথার্থ প্রতিশোধ হয় না। কিন্তু রাজকুমার!

কামের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য! সুগ্রীব যে আজ কর্ত্তব্যকার্য্যে পরাঙ্মুখ হইয়া নিরন্তর স্ত্রীসমাজে আছেন কামই তাহার একমাত্র কারণ। তুমি এক্ষণে ক্রুদ্ধ হইয়াছ সুতরাং উহার প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। কামাসক্ত মনুষ্য দেশকাল ও ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিচার করে না। বীর! এক্ষণে কপিরাজ কামের প্রভাবে লজ্জাহীন হইয়া নিরন্তর আমার সন্নিহিত আছেন; কিন্তু তিনি তোমার ভ্রাতার বন্ধু, সুতরাং ভ্রাতৃতুল্য, অতএব তাঁহাকে তোমার ক্ষমা করা উচিত। বিবেচনা করিয়া দেখ, ধর্ম্মশীল তাপসেরাও মোহবশতঃ কামের বশীভূত হইয়া থাকেন; সুগ্রীব বানর, সুতরাং স্বভাবতঃ চপল, অতএব ভোগসুখে আসক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে আর আশ্চর্য্য কি?"

তারা সঙ্গতবাক্যে এইরূপ বলিয়া মদালসলোচনে কাতর বাক্যে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "রাজকুমার! কপিরাজ সুগ্রীব যদিও কামাসক্ত তত্রাপি তিনি ইতিপূর্ব্বেই সৈন্য-সংগ্রহে আদেশ দিয়াছেন। নানা পর্ব্বত হইতে কামরূপী অসংখ্য মহাবল বানর তোমাদের কার্য্যসাধনার্থ সত্বর উপস্থিত হইবে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত অন্তঃপুরে আইস। তোমার চরিত্র অতি পবিত্র অতএব মিত্রভাবে পরস্ত্রী দর্শন করা তোমার পক্ষে অধর্ম্মের হইবে না।"

লক্ষ্মণ তারার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সত্বর তাঁহার সহিত অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী মহাবল সুগ্রীব মহার্হ আস্তরণাচ্ছাদিত স্বর্ণাসনে প্রিয়তমা রুমাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক উপবিষ্ট আছেন।

তাঁহার গলে দিব্য মাল্য এবং সর্ব্বাঙ্গে দিব্য আভরণ। তিনি দিব্যরূপের ছটায় সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী রমণীগণ দিব্য আভরণে ভূষিতা হইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে। কৃতান্তভীষণ লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে এই অবস্থায় দেখিয়াই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণের সুগ্রীবকে ভৎর্সনা।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ ক্রোধে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় অপ্রতিহত গমনে প্রবিষ্ট হইলে, সুগ্রীব অত্যন্ত ভীত ও লজ্জিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্ণাসন পরিত্যাগ করিয়া সুসজ্জিত, সুদীর্ঘ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। পূর্ণচন্দ্রের পার্শ্বস্থ তারাগণের ন্যায় রুমা প্রভৃতি রমণীগণ তাঁহার সহিত উত্থিত হইলেন। সুগ্রীবের নেত্রদ্বয় মদরাগে রঞ্জিত, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণের সম্মুখে প্রকাণ্ড কল্পবৃক্ষবৎ দণ্ডায়মান হইলেন।

তারাগণ পরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে রুমা ও অন্যান্য স্ত্রীগণমধ্যে নিশ্চিন্তচিত্তে বিহার করিতে দেখিয়া

ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, "কপিরাজ! যে রাজা সত্ত্ব-সম্পন্ন, কুলীন, জিতেন্দ্রিয় ও কৃতজ্ঞ এবং যাঁহার সত্যপ্রিয়তা ও দয়া আছে সেই রাজাই পূজনীয়। কিন্তু যে রাজা অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া উপকারী মিত্রের নিকট মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে, এ জগতে তাহার তুল্য নরাধম আর কেহই নাই। দেখ, একটী অশ্বের জন্য মিথ্যা কথা কহিলে শত অশ্বের এবং একটী গো জন্য মিথ্যা কথা কহিলে শত গো-হত্যাপাপে দূষিত হইতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালনে বিমুখ হয় তাহার আত্মহত্যার পাপ জন্মে এবং সে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণকে নরকে পাতিত করে। বানররাজ! যে পাপিষ্ঠ পূর্ব্বে স্বকার্য্য সাধন করিয়া মিত্রের কার্য্যে উপেক্ষা করে সে কৃতঘ্ন ও বধ্য। সুগ্রীব! সর্ব্বলোকপূজ্য ভগবান ব্রহ্মা কৃতঘ্ন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা গোঘ্ন, সুরাপায়ী তস্কর ও ভগ্নব্রতীকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন কিন্তু কৃতঘ্নের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। বানর! তুমি অগ্রে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া এক্ষণে তাঁহার কার্য্যে উপেক্ষা করিয়াছ, সুতরাং তুমি অনার্য্য কৃতঘ্ন ও মিথ্যাবাদী। যদি তোমার প্রত্যুপকার করিবার বাসনা থাকিত তাহা হইলে জানকীর অনুসন্ধানে অবশ্যই যত্ন করিতে। তুমি গ্রাম্যভোগে আসক্ত ও মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ; ভুজঙ্গ যে মণ্ডূকরবে নিজ স্বভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল সরলপ্রকৃতি রামচন্দ্র অগ্রে তাহা জানিতেন না। মহাত্মা রামচন্দ্র কৃপা করিয়া তোমার ন্যায় দুরাত্মাকে বানররাজ্য প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে যদি তুমি সেই উপকার বিস্মৃত হও তাহা

হইলে এই দণ্ডেই সুশাণিত শরে নিহত হইয়া বালীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। জানিও বালী যে পথে গিয়াছেন সে পথ সঙ্কীর্ণ নহে। সুগ্রীব! অঙ্গীকার পালন কর, বালীর পথে যাইও না। তুমি আজিও তাঁহার শরাসন হইতে উন্মুক্ত বজ্রবৎ কঠিন শর দেখ নাই, তাই কামাসক্ত হইয়া তাঁহার কার্য্যে উপেক্ষা করিতেছ।”

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণের প্রতি তারার উক্তি।

লক্ষ্মণ যেন স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়াই কপিরাজকে এইরূপ কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করিতেছেন, ইত্যবসরে চন্দ্রাননা তারা তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিতে লাগিলেন, “বীর! তুমি আর ভর্ৎসনা করিও না, কপিরাজ এইরূপ কঠোর বাক্যের অযোগ্য, বিশেষতঃ আমরা তোমার মুখ হইতে এরূপ কথা শুনিবার প্রত্যাশা করি নাই। মহাত্মা সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ, শঠ, মিথ্যাবাদী বা কুটিলস্বভাব নহেন। রামচন্দ্র ইহাঁর উপকারার্থ যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন ইনি তাহা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারই অনুগ্রহে ইনি বিস্তৃত কপিরাজ্য, কীর্ত্তি, রুমা এবং আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু বলিতে কি সুগ্রীব বহু

দিন যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগের পর সুখপ্রাপ্ত হইয়া যথাকালে স্বকর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। দেখ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র সুরসুন্দরী ঘৃতাচীর অনুরাগে আসক্ত দশবৎসরকালকে এক দিবসমাত্র অনুমান করিয়াছিলেন। তাদৃশ বিজ্ঞ ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তিও যদি কামবশে এরূপ হতজ্ঞান হইতে পারেন, তাহা হইলে আর সামান্য ব্যক্তির অপরাধ কি? এক্ষণে কপিরাজ সুগ্রীব আহার, নিদ্রা, মৈথুন প্রভৃতি পশুধর্ম্মাক্রান্ত ও পরিশ্রান্ত আছেন; আজিও ভোগে ইহাঁর সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হয় নাই অতএব রামচন্দ্র ইহাঁকে ক্ষমা করুন। দেখ, এই বিলম্বের যথার্থ কারণ কি তুমি তাহা জানিতে না, অতএব সামান্য লোকের ন্যায় সহসা ক্রোধের বশীভূত হওয়া তোমার উচিত হয় নাই। মহাত্মন্! তোমার ন্যায় সত্ত্বসম্পন্ন পুরুষেরা সহসা ক্রোধের বশীভূত হন না। এক্ষণে আমি তোমাকে সুগ্রীবের জন্য প্রসন্ন করিতেছি, ক্রোধ দূর কর। কপিরাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের প্রিয়োদ্দেশে রাজ্য, ধন, ধান্য, পশু এবং রুমা ও আমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন। তিনি সেই রাক্ষসাধম রাবণকে বধ করিয়া অচিরেই জানকীকে রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিবেন।

বীর! লঙ্কায় শতসহস্রকোটী ষট্‌ত্রিংশৎ অযুত ও ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র কামরূপী দুর্নিবার রাক্ষস আছে। উহাদিগকে না বিনাশ করিলে রাবণবধ করা সুকঠিন হইবে। রাবণের সৈন্যসংখ্যা যে এইরূপ, আমি স্বর্গীয় কপিরাজ বালীর নিকট তাহা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু দুরাত্মা যে কিরূপে এত সৈন্য সংগ্রহ করিল তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক লক্ষ্মণ!

সত্য কথা বলিতে কি, রামচন্দ্র মহাবীর হইলেও বানররাজ সুগ্রীব ও তাঁহার অনুচরদিগের সাহায্য ব্যতীত কখনই সেই মায়াবী রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া জানকীর উদ্ধারে কৃতকার্য্য হইবেন না। এক্ষণে কপিরাজ বানরসৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান বানরদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত মহাবল বানরেরা সত্বরই আগমন করিয়া তোমাদের কার্য্যের সহায়তা করিবে। কিন্তু উহারা যে পর্য্যন্ত না আসিতেছে, সে পর্য্যন্ত সুগ্রীব রামের কার্য্যসিদ্ধির জন্য নির্গত হইতে পারিতেছেন না। ইনি যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে, আজই সকলে উপস্থিত হইবে। অতএব ক্রোধ সম্বরণ কর। সহস্র ভল্লুক, শতকোটী গোলাঙ্গুল এবং অন্যান্য অসংখ্য বানর আজই তোমার নিকট গমন করিবে। বীর! ক্রোধে তোমার নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়াছে। পাছে বালীর ন্যায় সুগ্রীবেরও প্রাণবিনষ্ট হয় এই ভয়ে আজ আমরা তোমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহসী হইতেছি না।”

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের কথোপকথন।

মৃদুস্বভাব লক্ষ্মণ তারার এই যুক্তিসঙ্গতবাক্য শ্রবণ করিয়া শান্ত হইলেন। তদ্দর্শনে সুগ্রীবও ভয় দূর করিলেন এবং কণ্ঠের উন্মাদকর বিচিত্র মাল্য ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার মত্ততা দূর হইল, তখন তিনি লক্ষ্মণকে পুলকিত করিয়া বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, "বীর! আমি রামচন্দ্রের অনুগ্রহে অপহৃত শ্রী, কীর্ত্তি ও রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি কার্য্যগুণে ভুবনবিখ্যাত; সেই দেব আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আংশিক প্রতিশোধ করাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। এক্ষণে তিনি আমাকে সহায়মাত্র করিয়া স্ব বিক্রমেই রাবণকে বধ করিবেন। জানকীও অচিরেই তাঁহার হস্তগত হইবেন। যিনি একমাত্র শরে সপ্ততাল, পর্ব্বত এবং পৃথিবী পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, যাঁহার ধনুষ্টঙ্কারের শব্দে সশৈলকাননা পৃথিবী পর্য্যন্ত কম্পিতা হইতে থাকে, সেই মহাবীরের আর সহায়ে প্রয়োজন কি? তিনি যখন সসৈন্যে রাবণবধার্থ যাত্রা করিবেন, তখন আমি কেবল নিজ সত্যরক্ষার্থ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। বীর! আমি তোমার কিঙ্করতুল্য, যদি অজ্ঞানবশতঃ কোন অপরাধ করিয়া থাকি প্রণয় ও বিশ্বাসের অনুরোধে ক্ষমা কর। দাসের ব্যতিক্রম পদে পদেই ঘটিয়া থাকে।"

লক্ষ্মণ সুগ্রীবের এই বিনয়পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎ-পরোনাস্তি প্রসন্ন হইয়া প্রীতিভরে কহিতে লাগিলেন, "কপিরাজ! আর্য্য রামচন্দ্র ভবাদৃশ বিনীত সাধুশীল মিত্র লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তোমার প্রভাব অতি বিচিত্র এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। সুতরাং এই বিস্তৃত কপিরাজ্যের উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি ভোগ করিবার তুমিই একমাত্র উপযুক্ত। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, প্রতাপশালী রামচন্দ্র তোমার সহায়ে অচিরেই শত্রুবধ করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি ধর্ম্মশীল, কৃতজ্ঞ ও সংগ্রামে অদ্বিতীয়; অতএব তুমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিলে তাহা তোমারই উপযুক্ত হইয়াছে। জগতে তুমি এবং রামচন্দ্র ব্যতীত সমকক্ষের প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে এমন কাহাকেও দেখি না। তুমি বলবিক্রমে রামচন্দ্রেরই অনুরূপ। আমরা সৌভাগ্যবলেই তোমার ন্যায় সহায় প্রাপ্ত হইয়াছি। সখে! এক্ষণে তুমি একবার শীঘ্র আমার সহিত আর্য্যের নিকট চল; তিনি জানকী-বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, তুমি যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান কর। তাঁহার কষ্ট দর্শনে হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া আমি তোমাকে যে সমস্ত কঠোর বাক্য বলিয়াছি তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর।"

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বানরসৈন্যের আগমন।

লক্ষ্মণের বাক্য সমাপ্ত হইলে কপিরাজ পার্শ্বস্থ হনূমানকে কহিলেন, "দেখ, মহেন্দ্র, হিমাচল, বিন্ধ্য, কৈলাস, মন্দর ও ধবলশিখরে যে সমস্ত বানর আছে; সমুদ্রের অপর পারে, পশ্চিম দিক, উদয় ও অস্তগিরি, পদ্মাচল ও অঞ্জনাচলে যে সমস্ত কজ্জলবর্ণ তেজস্বী কপিকুল বাস করে, মহাশৈলের গুহা, সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্ব, সুরম্য তাপসাশ্রম এবং সুবাসিত অরণ্যে যে সমস্ত স্বর্ণবর্ণ বানর আছে এবং যাহারা মহারুণশৈলে মৈরেয়ধূম পান পূর্ব্বক কালযাপন করে, তুমি সত্বর সেই সকল বানরকে সামদানাদি উপায় দ্বারা আনয়ন করাও। পূর্ব্বে যে এই নিমিত্ত বহুসংখ্যক বেগবান দূত নিযুক্ত হইয়াছে তাহা আমি জ্ঞাত আছি; কিন্তু তাহাদিগকে সত্বর করিবার জন্য পুনরায় অন্যান্য বানর প্রেরণ করা আবশ্যক হইয়াছে। যাহারা কামাসক্ত ও দীর্ঘসূত্রী তাহাদিগকে সত্বর আসিতে বল! আমি দশ দিবস সময় দিলাম, ইহার মধ্যে যে সকল দূত না প্রত্যাগমন করিবে, আমি তাহাদিগকে রাজাজ্ঞা অবহেলার অপরাধে নিশ্চয়ই বধ করিব। এক্ষণে শতসহস্রকোটী শৈলসঙ্কাশ, ঘোরদর্শন মেঘবর্ণ বানর আমার আদেশে গগনতল আচ্ছন্ন করিয়া অবিলম্বে নির্গত হউক। উহারা পথ পর্য্যটনে সুপটু, এক্ষণে সত্বর পৃথিবীর সমস্ত বানরকে আনয়ন করুক।"

মন্ত্রিপ্রধান হনূমান্ কপিরাজের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে মহাবল বানরদিগকে প্রেরণ করিলেন। ঐ সকল গগনচারী বানর তৎক্ষণাৎ আকাশপথে যাত্রা করিল এবং বন, পর্ব্বত, সরোবর ও সাগরে যাইয়া রামচন্দ্রের কার্য্যসাধনার্থ বানরসৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। দিগ্‌দিগন্তবাসী বানরেরা কৃতান্ততুল্য সুগ্রীবের শাসনে শঙ্কিত হইয়া আসিতে লাগিল। অঞ্জন পর্ব্বত হইতে তিনকোটী অস্তাচল হইতে দশকোটী এবং কৈলাসশিখর হইতে সহস্রকোটী বানর আগমন করিল। যাহারা হিমাচল আশ্রয় পূর্ব্বক ফলমূলমাত্রে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, এরূপ সিংহপরাক্রম দশলক্ষকোটী বানর আগমন করিল। বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে ভীমরূপ ভীমবল অঙ্গারবর্ণ সহস্রকোটী বানর আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা ক্ষীরোদসাগরের তীর ও তমালবনে নারিকেল ফল ভক্ষণ পূর্ব্বক জীবনধারণ করে এবং যাহারা অরণ্য, গহ্বর ও নদীতে বাস করিয়া থাকে, এরূপ অসংখ্য বানরীসেনা যেন সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। যে সকল দূত বানরসৈন্য সংগ্রহার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা প্রত্যাগমনকালে হিমালয় পর্ব্বতে একটী সুপ্রসিদ্ধ উচ্চ বৃক্ষ দেখিতে পাইল। পূর্ব্বে ঐ পবিত্র স্থানে দেবগণের প্রীতিকর একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দৈবীশক্তি-প্রভাবে ঐ বৃক্ষের ফল মূল অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু এবং উহা ভক্ষণ করিলে আর একমাস ক্ষুধা থাকে না। ফলপ্রিয় বানরেরা সুগ্রীবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সেই উৎকৃষ্ট ফলমূল, ওষধি এবং সুগন্ধি পুষ্প সকল সংগ্রহ করিয়া লইল।

অনন্তর দূতগণ কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইল এবং কপিরাজের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ফল মূল উপহার প্রদান পূর্ব্বক কহিল, "রাজন্! আমরা নানা পর্ব্বত নদী ও কাননে পর্য্যটন করিয়াছি। এক্ষণে আপনার আদেশে পৃথিবীস্থ সমস্ত বানর আগমন করিতেছে।"

সুগ্রীব এই শুভ সম্বাদে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া উহাদের প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিলেন এবং উহাদিগকে যথোচিত অভিনন্দন পূর্ব্বক বিদায় দিয়া আপনাকে ও রামচন্দ্রকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

রামসন্নিধানে সুগ্রীবের গমন।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক বিনীতবচনে কহিতে লাগিলেন, "সখে! আর্য্য রামচন্দ্রের কার্য্যে তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমি যে কতদূর আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা আর কি বলিব। এক্ষণে যদি তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে চল আমরা কিষ্কিন্ধা হইতে নিষ্ক্রান্ত হই। আর্য্য রামচন্দ্র আমাদের জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত আছেন।"

সুগ্রীব লক্ষ্মণের এই সুমধুর বাক্যে একান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, "রাজকুমার! তোমার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। চল, আমি এখনই যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি তারা প্রভৃতি রমণীদিগকে বিদায় দিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অন্তঃপুর সঞ্চারে অধিকৃত ভৃত্যেরা আহ্বানমাত্র আসিয়া সুগ্রীবের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। লোহিতকান্তি সুগ্রীব উহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা সত্বর আমার জন্য একখানি শিবিকা আনয়ন কর।" আদেশমাত্র ভৃত্যেরা একখানি সুদৃশ্য শিবিকা আনয়ন করিল।

অনন্তর সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত ঐ স্বর্ণময় উজ্জ্বল শিবিকা-যানে আরোহণ করিলেন। উহাঁর মস্তকে শ্বেতছত্র শোভিত হইল এবং উভয় পার্শ্বে শ্বেতচামর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ও ভেরীধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং বন্দীরা স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইল। সুগ্রীব রাজশ্রী অধিকার করিয়াছিলেন সুতরাং রাজযোগ্য সমারোহের সহিত যাইতে লাগিলেন। ভীমবল শস্ত্রধারী বানরেরা তাঁহাকে পথিমধ্যে বেষ্টন করিয়া চলিল। অদূরেই রামচন্দ্রের আশ্রম, বাহকেরা শিবিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। মহাতেজা সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত যান হইতে অবতরণ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রের সন্নিহিত হইয়া তদীয় পাদপদ্মে প্রণত হইলেন। তৎসহচর বানরেরাও বদ্ধাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কমলকলিকাশোভিত সরোবরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর রামচন্দ্র বানরসৈন্য অবলোকন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সুগ্রীবকে পদতল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক বহুমান ও প্রীতিনিবন্ধন গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "মিত্র! উপবেশন কর।" সুগ্রীব ভূমিতেই উপবিষ্ট হইলেন। তখন রামচন্দ্র কহিতে লাগিলেন, "সখে! যিনি সতত কাল বিভাগ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করেন, তিনিই যথার্থ রাজা; আর, যে নির্ব্বোধ ধর্ম্মসংগ্রহে উদাসীন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্নই আপনার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে সে বৃক্ষাগ্র-নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় পতিত হইলেই চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে। যিনি শত্রুক্ষয় এবং মিত্রবৃদ্ধি করিয়া যথাকালে ত্রিবর্গের ফলভোগ করিয়া থাকেন সেই রাজাই ধার্ম্মিক। বীর! এক্ষণে যুদ্ধের উদ্যোগ করিবার সময় উপস্থিত; অতএব মন্ত্রিগণের সহিত তাহার পরামর্শ স্থির কর।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে সুগ্রীব কহিতে লাগিলেন, "সখে! আমি তোমারই অনুকম্পায় অপহৃত শ্রী, কীর্ত্তি ও রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ তাহার তুল্য অধার্ম্মিক আর কেহই নাই। বীর! এক্ষণে এই প্রধান কপিগণ পৃথিবীর যাবদীয় বানরকে লইয়া আসিয়াছে। তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলাঙ্গুল প্রভৃতি স্ব স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পথে বর্ত্তমান। উহারা ঘোরদর্শন, কামরূপী এবং দেবতা ও গন্ধর্ব্বদিগের ঔরসে জাত। নিবিড় বন ও দুর্গম স্থান সকল উহাদের কিছুই অবিদিত নাই। সখে! এক্ষণে এই মেরু

ও বিন্ধ্য পর্ব্বতবাসী মেঘ ও শৈলসদৃশ মহাবল অসংখ্য বানরগণ সৈন্য লইয়া সংগ্রামে তোমার সমভিব্যাহারে যাইবে এবং অচিরেই রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীকে আনয়ন করিবে।"

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

অবশিষ্ট বানরসৈন্যের আগমন।

আজ্ঞানুবর্ত্তী সুগ্রীব বিনীতবাক্যে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র তাঁহার সাংগ্রামিক উদ্যোগ দেখিয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় প্রীতি বিকসিত হইয়া প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি সুগ্রীবকে বারম্বার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "সখে! দেবরাজ ইন্দ্র জলবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে শস্যশালিনী করেন; দিবাকর নিজ কিরণমালা দ্বারা অন্ধকার রাশি বিদূরিত করেন; চন্দ্রমা সুধাময় কৌমুদীতে জগৎ আহ্লাদিত করেন, অতএব তুমি যে মিত্রের প্রিয়কার্য্যসাধন দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবে ইহার আর বিচিত্র কি? তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও প্রিয়বাদী। তুমি পার্শ্বে থাকিলে আমি যুদ্ধে কাহাকেও ভয় করি না। সখে! আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি,

তোমার বাহুবল অবলম্বন করিয়া আমি অচিরেই সেই রাক্ষসাধমকে বিনাশ করিব। পূর্ব্বকালে অনুহ্লাদও গর্ব্বান্ধ হইয়া ইন্দ্রাণীকে অপহরণ করিয়াছিল; কিন্তু দেবরাজ অচিরেই তাহাকে বিনাশ করিয়া শচীর উদ্ধারসাধন করেন। সখে! দুরাত্মা রাবণও সেইরূপ আত্মবিনাশার্থ আমার জানকীকে অপহরণ করিয়াছে, তাহার আর নিস্তার নাই; আমি তাহাকে সবংশে বিনাশ পূর্ব্বক জানকীর উদ্ধার সাধন করিয়া সমস্ত দুঃখ দূর করিব।"

রামচন্দ্র এইরূপ বলিতেছেন, ইতিমধ্যে আকাশে সহসা রজোরাশি উত্থিত হইয়া ভগবান সহস্রাংশুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। চতুর্দ্দিকে প্রগাঢ় অন্ধকার, কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। পর্ব্বত ও কাননের সহিত সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই কোটী কোটী বানরসৈন্য, সমস্ত ভূভাগ আচ্ছন্ন করিয়া মেঘবৎ গম্ভীর গর্জ্জন সহকারে নদী, পর্ব্বত, বন ও উপবন হইতে আগমন করিতে লাগিল। ঐ সকল বানর তীক্ষ্ণদন্ত ও মহাবলপরাক্রান্ত। উহাদের কেহ তরুণ সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ, কেহ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কেহ বা পদ্মকেশরের ন্যায় পীতবর্ণ।

মহাবীর শতবলি দশ সহস্র কোটী, মহাবল সুষেণ বহু-সহস্রকোটী, তার সহস্রকোটী, রক্তমুখ, পাণ্ডুবর্ণ বুদ্ধিমান কেশরী বহুসহস্রকোটী, ভীমবিক্রম গোলাঙ্গুলরাজ মহাবীর গবাক্ষ সহস্রকোটী, ভীমবেগ ধূম্র দুই সহস্রকোটী, যূথপতি-পনস তিনকোটী, নীলাঞ্জনবর্ণ মহাকায় নীল দশকোটী, কাঞ্চন শৈলাকার যূথপতি গবয় পাঁচকোটী, দরীমুখ সহস্রকোটী,

অশ্বিপুত্র মহাবল মন্দ ও দ্বিবিদ সহস্র কোটী, বলবান গজ তিন কোটী, মহাতেজা ঋক্ষরাজ জাম্বুবান দশকোটী, তেজস্বী রুমণ শতকোটী, গন্ধমাদন লক্ষকোটী, বালীর ন্যায় বলবান যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম ও শত শঙ্খ, তারকাকান্তি মহাবল তার * পাঁচকোটী, মহাবল ইন্দ্রজানু একাদশকোটী, তরুণ সূর্য্যবর্ণ রম্ভ শত সহস্র অযুত, যূথপতি দুর্ম্মুখ দুই কোটী এবং মহাবীর হনূমান সহস্র কোটী সংগ্রামকুশল ভীমবিক্রম কৈলাসশিখরাকার বানর লইয়া সুগ্রীবের সন্নিধানে উপস্থিত হইল। অনন্তর শরভ, কুমুদ ও বহ্নি প্রভৃতি বীরগণ বানরসৈন্যে বন, পর্ব্বত ও পৃথিবী আবৃত করিয়া আগমন করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়াই স্বজাতিসুলভ চপলতাবশতঃ লম্ফপ্রদান, কেহ বা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া নানা প্রকারে নিজ নিজ বাহুবল প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর মেঘজাল যেরূপ সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ঐ মহতী বানরসেনা যূথপতিদিগের আদেশানুসারে সুগ্রীবকে বেষ্টন করিল এবং নিজ নিজ নাম ধাম উল্লেখ পূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া আজ্ঞা প্রতীক্ষায় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

সুগ্রীব রামচন্দ্রের নিকট যূথপতিগণের পরিচয় প্রদান করিয়া পরে তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা এক্ষণে ইচ্ছামত পর্ব্বত, বন, উপবনমধ্যে সেনানিবেশ পূর্ব্বক অবস্থিতি কর এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা সৈন্যতত্ত্বজ্ঞ

* ইনি রুমার পিতা নহেন।

তাহারা সৈন্যদিগের পরিদর্শনে নিযুক্ত হউক এবং অশিক্ষিত সৈন্যগণকে শিক্ষাপ্রদান করুক। পর্ব্বত এবং কানন পরিত্যাগ করিয়া কেহ দূরবনে অথবা গিরিশৃঙ্গে গমন করিও না। সকলেই সসজ্জ ও সশস্ত্র হইয়া প্রস্তুত থাকিবে। একবারমাত্র ভেরীবাদনেই যেন সমস্ত বানরীসেনা একত্রীভূত হয়।"

চত্বারিংশ সর্গ।

সীতান্বেষণে বানরনিয়োজন ও পৃথিবীর পূর্ব্বদিকের সংস্থান কথন।

কপিরাজ সুগ্রীব এইরূপে সৈন্যসংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়া রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "সখে! যাহারা আমার অধিকারে বাস করিয়া থাকে, সেই সমস্ত অপ্রতিহতগতি ইন্দ্রপরাক্রম বানরেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে সেনানিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে। উহারা দৈত্য ও দানবদিগের ন্যায় ভীমদর্শন, ভীমপরাক্রম ও ভীমকর্ম্মা। উহাদের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের কথাও বিলক্ষণ প্রথিত আছে। উহারা কার্য্যকুশল, পরিশ্রমী, আলস্যহীন ও অধ্যবসায়শীল। উহাদের মধ্যে কেহ পর্ব্বত, কেহ দ্বীপ, কেহ বা অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া থাকে। সখে! ইহারা তোমার সঙ্কল্পসাধনে অবশ্যই

সমর্থ হইবে। এই সমস্ত বানর আমার একান্ত বশ্য; অতএব তুমিও ইহাদিগকে নিজ কিঙ্করের ন্যায় গণনা করিও। এক্ষণে জানকীর অন্বেষণার্থ কি করিতে হইবে তাহা আমাকে ও এই সমস্ত যূথপতিদিগকে অসঙ্কুচিতচিত্তে আদেশ কর।”

সুগ্রীব এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র তাঁহাকে প্রণয়ভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “সখে! তুমি আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলে। আমি সৌভাগ্যবলেই তোমার ন্যায় মিত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার আশা হইতেছে, তোমা হইতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইবে। সখে! এক্ষণে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের নিবাস কোথায় এবং জানকী জীবিতা আছেন কি না অগ্রে তাহারই উদ্দেশ কর। পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য আমরা তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিব। কপিরাজ! আমরা বানরদিগকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিব না; তুমিই আমাদের কার্য্যসাধনের একমাত্র হেতু ও আমাদের সকলেরই প্রভু, অতএব যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই কর। বীর! কিছুই তোমার অবিদিত নাই; তুমি বিজ্ঞ ও কালদর্শী; অতএব তোমাকে আর অধিক কি বলিব। যাহাতে আমার দুঃখ মোচন হয় তাহাই তোমাকে করিতে হইবে।”

এই বলিয়া রামচন্দ্র বিরত হইলে সুগ্রীব তাঁহার ও লক্ষ্মণের সমক্ষে গভীরনাদী যূথপতিবিনতকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, “বীর! তুমি দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে এবং কর্ত্তব্যনির্ণয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ। এক্ষণে তুমি সহস্রসংখ্য সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বানর লইয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা কর এবং

তত্রত্য নদ, নদী, গিরি, দুর্গ, পর্ব্বত, বন ও উপবনে আর্য্যা জানকী ও দুরাত্মা দশাননের অন্বেষণ কর। বীর! তুমি গঙ্গা, সুরম্য, সরযূ, কৌশিকী, কালিন্দী, স্বরস্বতী, সিন্ধু, সুনির্ম্মল শোণ, সশৈলকাননা মহী ও কালমহী প্রভৃতি নদ ও নদী এবং কলিন্দগিরি, ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, মগধ, কাশি, কোসল, মহাগ্রাম, পুন্ড্র, অঙ্গ প্রভৃতি দেশ, কোশকারক কীটের স্থান এবং রজতখনি সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবে। পরে সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বীপ ও পর্ব্বত এবং মন্দরশিখরস্থ জনপদে গমন করিবে। যে সকল জীবের কর্ণ বস্ত্রের ন্যায় আয়ত ও ওষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, যাহাদের মুখ লৌহবৎ কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ এবং যাহারা একপদ হইলেও দ্রুতপদে গমনাগমন করিতে সক্ষম, তুমি তাহাদের মধ্যেও আর্য্যা জানকীর অন্বেষণ করিবে। অনন্তর যাহাদের বংশ অবিনাশী এরূপ নরমাংসাশী রাক্ষসসমাজ এবং আমমাংসভোজী পিঙ্গলকেশ দ্বীপবাসী কিরাতদিগের মধ্যেও গমন করিও। যে সকল জাতির অর্দ্ধাঙ্গ ব্যাঘ্র ও অপর অর্দ্ধাঙ্গ মনুষ্যের ন্যায় সেই সমস্ত অন্তর্জলচর ঘোরদর্শন প্রাণীর আলয়ে ও দুরাত্মা রাক্ষসের অনুসন্ধান করিও। অধিক কি, যে কোন দেশ বা দ্বীপে পর্ব্বতশৃঙ্গ অবলম্বন, উল্লঙ্ঘন বা সন্তরণ দ্বারা যাওয়া যাইতে পারে তোমরা তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিও না।

অনন্তর সপ্তরাজ্যে বিভক্ত যবদ্বীপ। তোমরা অতি যত্নের সহিত তথায় অন্বেষণ করিয়া স্বর্ণকারবহুল স্বর্ণদ্বীপ ও রৌপ্যদ্বীপে গমন করিও। যবদ্বীপ অতিক্রম করিয়া তোমরা

শিশির পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ গগন-স্পর্শী এবং উহা দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগের ক্রীড়াস্থান। তোমরা ঐ পর্ব্বতের গিরিদুর্গ, প্রস্রবণ ও অরণ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবে। অনন্তর সাগরপারে সিদ্ধাচরণ শোভিত শোণ নদ। উহা নিরন্তর রক্তবর্ণ প্রবাহে বেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছে। তোমরা উহার সুরম্য তীর্থ ও বিচিত্র কাননে সীতা ও রাবণের অনুসন্ধান করিবে। অদূরেই সুদৃশ্য পার্ব্বতীয় নদী, কন্দর পরিশোভিত পর্ব্বত, বন এবং সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জ তোমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইবে।

অনন্তর ভীষণ ইক্ষুসমুদ্র। উহা নিবিড় মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এবং বায়ুবেগে উদ্বেলিত হইয়া নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে। ভীষণ অজগর সর্প সকল উহার সলিলোপরি ভাসমান হইতেছে। তথায় মহাকায় অসুরগণ দীর্ঘকাল বুভুক্ষিত থাকিয়া ব্রহ্মার আদেশে মধ্যে মধ্যে ছায়া গ্রহণ দ্বারা প্রাণীগণকে ভক্ষণ করে। তোমরা অতি সাবধানে ঐ বিপদসঙ্কুল ইক্ষুসমুদ্রে পার হইয়া রক্তজল ভীষণ লোহিত সাগর দেখিতে পাইবে। সেই স্থানে একটী বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ আছে। উহার অদূরেই বিনতাতনয়ের গৃহ। ঐ গৃহ দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা নির্ম্মিত, নানারত্নবিভূষিত এবং কৈলাসশিখরের ন্যায় শুভ্র। ঐ স্থানে মন্দেহ নামক শৈলাকার ভয়াবহ রাক্ষসগণ শৈলশৃঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে লম্বিত থাকে। উহারা সূর্য্যোদয়ে সন্তপ্ত এবং ব্রহ্মতেজে বিনষ্ট হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়; কিন্তু পতিত

হইবামাত্র পুনর্ব্বার জীবিত ও পূর্ব্ববৎ লম্বিত হইয়া থাকে।

লোহিত সমুদ্র পার হইয়া তোমরা শুভ্রমেঘাকার ক্ষীরোদ সমুদ্র দেখিতে পাইবে। তরঙ্গমালা যেন উহার বক্ষে মুক্তামালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ সমুদ্রের মধ্যে ঋষভ নামে একটী অত্যুচ্চ শ্বেতবর্ণ রমণীয় পর্ব্বত আছে। উহা নানাবিধ কুসুমিত বৃক্ষে সুশোভিত। ঐ পর্ব্বতের একস্থলে সুদর্শন নামে একটী প্রসিদ্ধ সরোবর আছে। উহা কেবল নামে সুদর্শন নহে। উহার স্বচ্ছ সলিলে হেম-কেসর উজ্জ্বল পদ্ম সকল নিরীক্ষণ করিলে মনপ্রাণ পুলকিত হয়। রাজহংসগণ ইহাতে সর্ব্বদা সানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও দেবতারাও এই সরোবরের অতুল শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ক্রীড়ার্থ মধ্যে মধ্যে ইহাতে আগমন করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদসাগর অতিক্রম করিয়া তোমরা সর্ব্বভূত ভয়াবহ জলদসমুদ্র দেখিতে পাইবে। ঔর্ব্বনামক তেজস্বী মহর্ষির ক্রোধোৎপন্ন বাড়বানল ইহা হইতে সর্ব্বদা উত্থিত হইতেছে। প্রলয়কালে ঐ অগ্নি প্রবল হইয়া চরাচর সমস্ত জগৎকে গ্রাস করিয়া থাকে। তথায় সকল প্রকার জলচর প্রাণী ঐ বড়বামুখ দর্শনে ভীত হইয়া ভীষণ আর্ত্তরব করি-তেছে। উহাদের চীৎকার অতি দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ জলোদ সমুদ্রের উত্তর তীরে কনকশীল নামক একটী স্বর্ণপ্রভ পর্ব্বত আছে। উহা ত্রয়োদশ যোজন বিস্তৃত। তোমরা তথায় গিয়া সর্ব্বলোকপূজিত ধরণীধর

ভগবান অনন্তদেবকে দেখিতে পাইবে। তিনি নীলবসন পরিধান করিয়া শুভ্রদেহে উচ্চ শৈলশৃঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। উহাঁর মস্তক সহস্র এবং নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশে তাঁহার চিহ্নস্বরূপ একটী বেদী সহিত স্বর্ণময় ত্রিশিরস্ক তালবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পরে সুবর্ণময় মনোরম উদয় পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের স্বর্ণময় শৃঙ্গ সকল মূলদেশ হইতে শতযোজন উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে। স্বর্ণময় শাল, তাল, তমাল ও কর্ণিকার বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। এই পর্ব্বতের সৌমনস নামে অত্যুচ্চ একটী শৃঙ্গ আছে, উহা একযোজন বিস্তৃত ও দশযোজন উন্নত। ভগবান বিষ্ণু ত্রিলোক আক্রমণ কালে এই শৃঙ্গে এক পদ এবং সুমেরুশিখরে দ্বিতীয় পদ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব সত্যযুগে উত্তরদিক দিয়া ইহাতে আরোহণ করিলে জম্বুদ্বীপে দৃষ্ট হইতেন। তথায় বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহর্ষিগণ ব্রহ্মোপাসনা করিতেছেন। ঐ পর্ব্বতের অদূরেই সুদর্শনদ্বীপ। পূর্ব্ব সন্ধ্যা ঐ স্বর্ণময় পর্ব্বত এবং সূর্য্যের জ্যোতিতে লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে। উদয়াচল ভুবনতল প্রকাশের এবং পৃথিবীতে গতায়াতের পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম দ্বার, এই নিমিত্ত ঐ দিকের নাম পূর্ব্বদিক হইয়াছে। বীরগণ! তোমরা সকলে ঐ পর্ব্বতের পৃষ্ঠ, বন, উপবন এবং প্রত্যেক গুহাতে আর্য্যা জানকী এবং দুরাত্মা রাবণের অনুসন্ধান করিও। পূর্ব্বদিকে উহার পরে আর জীব যাইতে পারে না। তথায় ঘোর অন্ধকার, তন্মধ্যে চন্দ্র সূর্য্যের

আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল দিগন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তথায় বিরাজ করিতেছেন। ইহার অধিক সে স্থানের বিষয় আমি আর কিছুই জানি না। বীরগণ! এক্ষণে আমি যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ করিলাম, অথবা ভ্রান্তিবশতঃ যে সকল স্থান অনির্দ্দিষ্ট রহিল তোমরা সর্ব্বত্রেই গমন করিও। উদয়গিরি পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া এক মাসের মধ্যে প্রত্যাগমন করিও, নতুবা তোমাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আমার আদেশ মনে রাখিও। তোমাদিগের মঙ্গল হউক এবং তোমরা সত্বর কার্য্যে সফল হইয়া প্রত্যাগমন কর।"

একচত্বারিংশ সর্গ।

পৃথিবীর দক্ষিণ দিকের সংস্থান কথন।

কপিরাজ সুগ্রীব ঐ সমস্ত বানরকে সীতার অন্বেষণার্থ পূর্ব্বদিকে নিয়োগ করিয়া পরে মহাবীর নীল, অগ্নিসুত, হনূমান, পিতামহপুত্র, মহাতেজা জাম্ববান, সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, গজ, গবাক্ষ, গবয়, তারাপিতা সুষেণ, বৃষভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, সুষেণ, গন্ধমাদন, উল্কামুখ, অনঙ্গ প্রভৃতি মহাবল বানরদিগকে দক্ষিণদিকে নিয়োগ করিলেন এবং বৃহদ্বল ও কুমার

অঙ্গদকে উহাদিগের নায়করূপে নির্দ্দেশ করিয়া, সেইদিকের দুর্গমপ্রদেশ সমস্ত বর্ণনকরতঃ কহিতে লাগিলেন, "বানরগণ! তোমরা প্রথমে নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাশোভিত সহস্রশৃঙ্গ বিন্ধ্যগিরি, উরগবহুলা মহানদী, নর্ম্মদা, সুরম্য গোদাবরী এবং কৃষ্ণবেণী দর্শন করিবে। পরে মেখল, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ ও কৌশিকদেশ এবং দশার্ণ, আব্রবন্তী, অবন্তী, ঋষ্টিক ও মাহিষক নগরে গমন করিবে। অনন্তর দণ্ডকারণ্য; তোমরা তথায় গিয়া পর্ব্বত,নদী ও গুহা সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবে। পরে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল ও কেরলদেশ। অনন্তর সুরম্য মলয়গিরি; ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল বিবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত। তথায় পুষ্পিত কানন এবং সর্পবহুল উৎকৃষ্ট চন্দনবনও আছে। অদূরেই প্রসন্নসলিলা কাবেরী নদী। উহার তীরে অপ্সরাগণ নিরন্তর বিহার করিতেছে। তোমরা মলয়পর্ব্বতে তেজঃপুঞ্জকলেবর পবিত্রদর্শন মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং স্তুতিবাদে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নক্রবহুলা তাম্রপর্ণী পার হইবে। যুবতী যেরূপ নায়কের উদ্দেশে গমন করে, তদ্রূপ এই নদী চন্দনবনে প্রচ্ছন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে।

অনন্তর পাণ্ড্যদেশ; তোমরা দূর হইতে উহার মুক্তামণিমণ্ডিত পুরদ্বারস্থ স্বর্ণকবাট দেখিতে পাইবে। পাণ্ড্যদেশের পরেই সমুদ্র; মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য উহার মধ্যস্থলে বিচিত্রশৃঙ্গ মহেন্দ্রপর্ব্বত স্থাপন করিয়াছেন। ঐ পর্ব্বত স্বর্ণময় ও সুদৃশ্য। নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা পুষ্পশ্রী

বিস্তার করিয়া উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং উহার এক প্রান্ত সমুদ্রের সীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। দেবর্ষি, যক্ষ, অপ্সরা, সিদ্ধ ও চারণগণ সানন্দমনে উহার ইতস্ততঃ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রও প্রতিপর্ব্বে তথায় আগমন করিয়া থাকেন।

বীরগণ! সমুদ্রের অপরপারে একটী দ্বীপ আছে। উহা শতযোজন বিস্তৃত এবং স্বর্ণপ্রভায় রঞ্জিত। মনুষ্যেরা তথায় গমন করিতে পারে না। ঐ দ্বীপই ইন্দ্রপরাক্রম দুরাত্মা রাবণের বাসস্থান। দেখ, দক্ষিণসমুদ্রে অঙ্গারকা নামে এক ভীষণা রাক্ষসী আছে। সে ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাণীগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। তোমরা অতি সাবধানে সমুদ্র পার হইয়া, মহাত্মা রামচন্দ্রের ভার্য্যা সীতার জন্য ঐ দ্বীপের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিও।

তৎপরে শতযোজন বিস্তৃত দক্ষিণসমুদ্রে পুষ্পিতক নামে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বত দেখিতে অতি মনোহর ও উজ্জ্বল। সিদ্ধ ও চারণেরা নিরন্তর তথায় ক্রীড়া করিতেছে। উহার অভ্রভেদী শৃঙ্গ সকলের মধ্যে সূর্য্যদেব যেটী আশ্রয় করিয়া আছেন, খল, কৃতঘ্ন ও নাস্তিকেরা সেটী দেখিতে পায় না। তোমরা ঐ পর্ব্বতকে প্রণাম করিয়া উহার সর্ব্বত্র আর্য্যা জানকীর অন্বেষণ করিও। অনন্তর সূর্য্যবান পর্ব্বত। উহা অতিশয় দুর্গম এবং উহার বিস্তার চতুর্দ্দশ যোজন। উহা অতিক্রম করিয়া তোমরা বৈদ্যুতগিরি দেখিতে পাইবে। ঐ সুন্দর শৈলে বৃক্ষশ্রেণী নানা প্রকার ফল ও পুষ্প প্রসব করিতেছে। তোমরা তথায়

তৃপ্তিকর ফলমূল ভক্ষণ এবং মধু পান করিয়া গমন করিও। বৈদ্যুতগিরির পর নয়নমনের তৃপ্তিকর কুঞ্জরাচল। ঐ স্থানে বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত ভগবান অগস্ত্যের এক বাসগৃহ আছে; উহা দশযোজন উন্নত, একযোজন বিস্তৃত এবং স্বুবর্ণময় ও রত্নখচিত। ঐ পর্ব্বতে ভোগবতী নামে উরগগণের এক পুরী আছে। উহার রাজপথ সকল সুপ্রশস্ত এবং তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র মহাবিষ ভীষণ সর্পগণ সতত উহাকে রক্ষা করিতেছে। সর্পরাজ বাসুকী তথায় বাস করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ পুরীতে প্রবেশ করিয়া উহার দুর্গম ও গুপ্ত স্থান সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিও।

তৎপরে বৃষাকার ঋষভ পর্ব্বত; উহা নানা রত্নবিভূষিত ও উজ্জ্বল। তথায় গোশীর্ষ, পদ্ম ও হরিশ্যাম নামে উৎকৃষ্ট চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তোমরা ঐ সকল চন্দন দেখিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। রোহিত নামে বহু-সংখ্য গন্ধর্ব্ব ঐ ভীষণ বনের রক্ষকস্বরূপ সতত অবস্থিতি করিতেছে। শৈলুষ, গ্রাবণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্রূ নামে পাঁচজন গন্ধর্ব্বরাজও তথায় বাস করিয়া থাকেন।

ঋষভ পর্ব্বতের পরেই পৃথিবীর অবসান। উহা তেজঃপুঞ্জকলেবর পুণ্যাত্মাদিগের বাস। অনন্তর ভীষণ যমালয়—জীবের অগম্য অন্ধকারাচ্ছন্ন পিতৃলোক। বীরগণ! এক্ষণে আমি যে সমস্ত দেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম এবং তোমরা গতিপ্রসঙ্গে আর যে কোন স্থান দৃষ্টিগোচর করিবে, সর্ব্বত্রই প্রাণপণে সীতার অনুসন্ধান করিও। দেখ, যে ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে আসিয়া, "জানকীকে দেখিয়াছি"

আমাকে এই কথা শুনাইতে পারিবে, সে আমারই তুল্য অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল ভোগসুখে অতিবাহিত করিবে। আমি তাহাকে প্রাণাধিক জ্ঞান করিব এবং বারম্বার অপরাধ করিলেও তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকিব। বীরগণ! তোমাদের বলবীর্য্য অপরিচ্ছিন্ন, তোমরা সৎ-বংশোৎপন্ন এবং গুণবান, এক্ষণে যাহাতে আর্য্যা সীতার উদ্দেশ পাওয়া যায় তাহার বিশেষ চেষ্টা কর।”

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

পৃথিবীর পশ্চিম দিকের সংস্থান কথন।

কপিরাজ এইরূপে দক্ষিণদিকে বানরদিগকে প্রেরণ করিয়া মেঘবর্ণ, তারাপিতা, শ্বশুর সুষেণের সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জানকীর অন্বেষণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। পরে বীরবেষ্টিত ইন্দ্রপ্রভাব গরুড়কান্তি বুদ্ধিবিক্রমসম্পন্ন অর্চ্চিষ্মান এবং মহাবল মারীচদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বীরগণ! তোমরা জানকীর অনুসন্ধানার্থ মহাবীর সুষেণের সহিত দুই লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে পশ্চিমদিকে যাত্রা কর এবং সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক, চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি সুসমৃদ্ধ জনপদ, সুরম্য পুরী এবং পুন্নাগ,

বকুল, উদ্দালক প্রভৃতি বৃক্ষশোভিত সুপ্রসিদ্ধ কুক্ষিদেশ ও কেতকবনে গিয়া আর্য্যা জানকীর অনুসন্ধান করিও। তোমরা স্নিগ্ধসলিলা পশ্চিমবাহিনী নদী, শান্তিময় তপোবন, নিবিড় অরণ্য, জনপ্রাণীহীন মরুভূমি, অত্যুচ্চ শীতল শিলা এবং দুর্গম গিরিদুর্গ অতিক্রম করিয়া পশ্চিম সমুদ্রে উপস্থিত হইবে। ঐ সমুদ্রের জলরাশি তিমি, নক্র প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জলজন্তুগণে নিরন্তর আকুল। তোমাদের সৈন্য তত্রত্য কেতকী, তমাল ও নারিকেল বনে মহানন্দে বিহার করিবে। বীরগণ! তোমরা ঐ সমুদ্রের তীরস্থ পর্ব্বত ও বনমধ্যে জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করিও। পরে সুরম্য মুরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী ও অঙ্গলেপাপুরী এবং অলক্ষিতাখ্য বন। অদূরেই সিন্ধুসাগরের সঙ্গম; তথায় পাদপশোভিত শতশৃঙ্গ সোমগিরি। ঐ পর্ব্বতের প্রস্থদেশে সিংহ নামক এক প্রকার পক্ষী আছে। উহারা তিমি মৎস্য ও হস্তী লইয়া অনায়াসে নীড়ে আরোহণ করে। ঐ জলময় পর্ব্বতপ্রস্থে মদগর্ব্বিত মাতঙ্গেরা জলক্রীড়ায় তৃপ্ত হইয়া মেঘগম্ভীরস্বরে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। তোমরা ঐ সোমগিরির অত্যুচ্চ স্বর্ণময় শৃঙ্গ এবং সিংহপক্ষীর নীড় সকল যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিও।

ঐ সমুদ্রেই পারিযাত্র পর্ব্বত। উহার স্বর্ণময় শৃঙ্গ সকল শতযোজন উচ্চ এবং নিতান্তই দুর্নিরীক্ষ্য। তথায় জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য ঘোরদর্শন পাপকর্ম্মা চতুর্ব্বিংশকোটী গন্ধর্ব্ব বাস করে। তোমরা উহাদিগের নিকট প্রাণান্তেও যাইও না এবং উহাদের ফলমূল কিছুমাত্র স্পর্শ করিও না। ঐ সমস্ত

মহাবল দুর্দ্ধর্ষ পাপশীল বীর তৎসমুদয় রক্ষা করিতেছে। তোমরা কপিস্বভাবে সঞ্চরণ করিলে উহাদিগের হইতে কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই।

অনন্তর বৈদূর্য্যের ন্যায় নীলবর্ণ শতযোজন উন্নত ও বিস্তৃত বজ্রের ন্যায় সারবান বজ্র পর্ব্বত। উহা নানাবিধ মনোহর বৃক্ষ ও লতায় শোভিত। বীরগণ! তোমরা ঐ পর্ব্বতের গুহা সকল যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিও।

সমুদ্রের চতুর্থাংশ অতিক্রম করিলে তোমরা চক্রবান নামক আর একটী পর্ব্বতে উপস্থিত হইবে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তথায় সহস্র অরযুক্ত এক চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভগবান বিষ্ণু পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দানবদ্বয়কে বধ করিয়া তথা হইতে এক শঙ্খ ও ঐ চক্র আহরণ করেন। চক্রবান পর্ব্বতের শৃঙ্গ অত্যন্ত রমণীয় এবং গুহা সকল অতিশয় বিশাল; তোমরা জানকী ও রাবণের জন্য উহার সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবে।

পরে বরাহ পর্ব্বত; উহার বিস্তার চতুঃষষ্টিযোজন। অদূরেই সুবর্ণময় মনোহর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর; নরক নামে কোন দুষ্টমতি দানব তথায় বাস করিয়া থাকে। পরে সৌবর্ণ পর্ব্বত; উহাতে সহস্র সহস্র প্রস্রবণ অজস্রধারে প্রবাহিত হইতেছে এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, বরাহ প্রভৃতি প্রাণীগণ গর্ব্বিত হইয়া নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে। সৌবর্ণের অপর নাম মেঘ; পূর্ব্বে সুরগণ ঐ পর্ব্বতে দেবরাজ ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিই উহার রক্ষক। সৌবর্ণ পর্ব্বত অতিক্রম করিলে ষষ্টিসহস্র শৈল দৃষ্ট হইয়া

থাকে। ঐ সমস্ত শৈলের বর্ণ প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় অরুণ। তথায় স্বর্ণময় পুষ্প ও লতা সকল বিচিত্র ফলপুষ্পভারে অবনত হইয়া আছে। ঐ ষষ্টিসহস্র পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া সুমেরুকে এই বলিয়া বরপ্রদান করিয়াছিলেন, 'পর্ব্বতরাজ! আজি হইতে যে পদার্থ তোমাকে আশ্রয় করিবে, তাহা অহর্নিশি স্বর্ণ হইয়া থাকিবে। আর যে সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ তোমাতে বাস করিবেন, তাঁহারা স্বর্ণপ্রভ ও চিরকাল আমার ভক্ত হইয়া থাকিবেন।' সন্ধ্যাকালে বিশ্বদেব, মরুত ও বসুগণেরা এই পর্ব্বতে আসিয়া ভগবান পাপনাশন সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন; অনন্তর তিনি প্রসন্ন হইয়া অস্তাচলে গমন করেন। সুমেরু ও অস্তাচলের ব্যবধান দশ সহস্র যোজন হইবে, কিন্তু তিনি এত দূরের পথ অর্দ্ধ মুহূর্ত্তেই অতিক্রম করেন। সুমেরুর শিখরদেশে সুধাধবল বরুণের এক দিব্য আলয় আছে। উহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। তথায় নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা পুষ্পভারে অবনত হইয়া অপরূপ শোভা সম্পাদন করিতেছে। স্থানে স্থানে পক্ষিগণের সুমধুর কলরব শ্রুত হইতেছে। অদূরেই একটী বৃহৎ তালবৃক্ষ আছে। উহা স্বর্ণময়, বেদিমণ্ডিত এবং দশমস্তকে শোভিত। সুমেরু পর্ব্বতে ধর্ম্মজ্ঞ তপঃপরায়ণ মহর্ষি মেরুসাবর্ণি বাস করিতেছেন। তাঁহার প্রভাব ব্রহ্মার ন্যায় এবং তেজ সূর্য্যের ন্যায়। তোমরা ঐ মহর্ষিকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া জানকী ও দশাননের কথা জিজ্ঞাসা করিও এবং ঐ পর্ব্বতস্থ গুহা, সরোবর, নদী প্রভৃতিও যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিও।

বীরগণ! ভগবান সূর্য্য সুমেরু পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া অস্তাচলে গমন করেন। অস্তাচলের পর আর জীব যাইতে পারে না। উহা ঘোর তিমিরাবৃত ও অসীম—ইহার অধিক আর আমরা কিছুই জানি না। যাহা হউক এক্ষণে তোমরা অস্তাচল পর্য্যন্ত যাইও এবং মাস পূর্ণ হইলেই প্রত্যাগমন করিও। বিলম্বে তোমাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে। কপিগণ! তোমাদিগের সহিত বিচক্ষণ বীর সুষেণ গমন করিবেন; তোমরা সকল বিষয়েই ইহাঁর মতানুসারে চলিও। এই মহাত্মা আমার গুরু ও শ্বশুর; অতএব ইহাঁর যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক সকল বিষয়েই ইহাঁকে প্রমাণ করিয়া পশ্চিম দিকে গমন কর। তোমরা বুদ্ধিমান, সুতরাং আমি আর অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। জানিও রামচন্দ্রের নিকট আমি যথেষ্ট উপকৃত আছি। তাঁহার কার্য্যে প্রাণ দিতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না। এক্ষণে এই বিষয়ে দেশ,কাল ও পাত্র বিবেচনায় তোমাদের যাহা ভাল বোধ হয়,তাহাই করিও।”

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

পৃথিবীর উত্তর দিকের সংস্থান কথন।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের কার্য্যসাধনার্থ মহাবীর শতবলকে কহিতে লাগিলেন, "বীর! এই সকল বানর যমরাজের পুত্র; তুমি ইহঁাদিগকে মন্ত্রিত্বে গ্রহণ কর এবং আত্মানুরূপ অন্যান্য বানরে পরিবৃত হইয়া হিমগিরিশোভিত উত্তরদিকে যাও। এক্ষণে রামচন্দ্রের কার্য্য করা আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে। এতদ্দ্বারা আমি ঋণভার মুক্ত ও কৃতার্থ হইব। বীরগণ! রামচন্দ্র আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, এক্ষণে যদি আমি সেই উপকারের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রতিশোধ দিতে পারি, তাহা হইলেই জন্ম সফল জ্ঞান করিব। রামচন্দ্রের কথা দূরে থাকুক, যাহার নিকট কখন কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই এরূপ ব্যক্তির কার্য্য করিলেও জন্ম সার্থক হয়। তোমরা চিরকাল আমার হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছ, এক্ষণে যাহাতে জানকীর উদ্ধার হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা কর। আরও, রামচন্দ্র সকলেরই পূজনীয়, বিশেষতঃ তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, অতএব প্রাণপণে ইহঁার কার্য্য করিও। অতঃপর তোমরা বুদ্ধি ও বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তরদিকের নদী ও দুর্গ সকল অনুসন্ধান কর। প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণ কুরু ও মদ্রক দেশ এবং ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, কাম্বোজ, শূরসেন, যবন ও বরদরাজ্যে

যাও। পরে হিমালয়ে গিয়া লোধ্র, পদ্মক ও দেবদারু বনে অন্বেষণ করিও।

অনন্তর সোমাশ্রম ; তথায় দেবতা ও গন্ধর্ব্বেরা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন। অদূরেই কাল নামে একটী উচ্চশিখর পর্ব্বত ; উহার স্থানে স্থানে সুবর্ণের আকর আছে। তোমরা ঐ পর্ব্বতের গণ্ডশৈল ও গুহা সকল অন্বেষণ করিও। পরে সুদর্শন পর্ব্বত, উহার পর দেবসখা শৈল। ঐ শৈল নানাবিধ বৃক্ষ ও লতায় পরিশোভিত এবং পক্ষিগণের সুমধুর কলরবে প্রতিধ্বনিত। তোমরা উহার কাঞ্চনবন, নির্ঝর ও গুহায় আর্য্যা জানকীর অন্বেষণ করিও।

পরে একটী বিস্তীর্ণ শূন্য স্থান দেখিতে পাইবে। উহা চতুর্দ্দিকে শতযোজন বিস্তৃত ; তথায় নদী নাই, পর্ব্বত নাই, বৃক্ষ নাই এবং কোন প্রকার প্রাণীও নাই। তোমরা ঐ ভীষণপ্রদেশ শীঘ্র অতিক্রম করিয়া শুভ্রকান্তি কৈলাসে যাইও। তথায় ধনাধিপতি কুবেরের এক সুরম্য প্রাসাদ আছে। উহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত, পাণ্ডুবর্ণ ও সুবর্ণখচিত। ঐ পর্ব্বতে সরোজশোভিত একটী বৃহৎ সরোবর আছে। উহাতে অপ্সরাগণ বিহার করিতেছে এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ নিরন্তর কলরব করিতেছে। সর্ব্বলোক-পূজিত যক্ষরাজ কুবের মধ্যে মধ্যে গুহ্যকগণের সহিত ঐ সরোবরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ পর্ব্বতের গুহা ও গণ্ডশৈল সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবে।

পরে ক্রৌঞ্চপর্ব্বত ; উহার রন্ধ্রদেশ নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য। তোমরা অতি সাবধানে তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। তথায়

সূর্য্যকান্তি দেবরূপা মহর্ষিগণ দেবগণের প্রার্থনাক্রমে বাস করিতেছেন। তোমরা ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের সর্ব্বত্র যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিবে। উহার পর মানসপর্ব্বত ; পূর্ব্বে ঐ স্থানে অনঙ্গদেব তপস্যা করিয়াছিলেন। তথায় বৃক্ষ নাই এবং দেবতা, রাক্ষস প্রভৃতি প্রাণীগণও গমন করিতে পারে না।

পরে মৈনাকপর্ব্বত ; উহাতে ময়দানবের একটী প্রাসাদ আছে, তিনি স্বয়ং উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহার চতুর্দ্দিকে অশ্বমুখী রমণীদিগের আবাসগৃহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেই সিদ্ধাশ্রম। তথায় বৈখানস, বালখিল্য প্রভৃতি নিষ্পাপ তপস্বীরা বাস করিতেছেন। তোমরা উহাঁদিগকে ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক সীতার সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিও। ঐ আশ্রমে বৈখানসদিগের স্বর্ণসরোজশোভিত এক সরোবর আছে। তথায় অরুণবর্ণ হংসেরা নিরন্তর কেলী করিতেছে এবং কুবেরের বাহন সার্ব্বভৌম নামক হস্তীও করেণুকাসহ মধ্যে মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে।

তৎপরে একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে। ঐ স্থানে চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র নাই এবং মেঘও দৃষ্টিগোচর হয় না। সর্ব্বদা গম্ভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। তথায় তপঃসিদ্ধ দেবকল্প তেজস্বী মহর্ষিগণ বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন। উহাঁদের দেহপ্রভা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, তদ্দ্বারাই ঐ স্থান আলোকিত হইয়াছে। ঐ স্থান অতিক্রম করিলেই শৈলোদানদী তোমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। ঐ নদীর উভয় তীরে কীচকবংশ উৎপন্ন হইয়াছে ; সিদ্ধগণ উহা ধারণ পূর্ব্বক পারাপার গমন করিয়া থাকেন।

অনন্তর উত্তরকুরু; উহা পুণ্যাত্মাদিগের বাসস্থান। তথায় বহুসংখ্যক সুরম্য নদী এবং সরোবরও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত সরোবরে স্বর্ণের রক্তোৎপল এবং নীলবৈদূর্য্যের পত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। তীরে বিম্বাকার মুক্তাফল এবং নানাবিধ মণি ও রত্নরাজীও বিরাজিত রহিয়াছে। তথাকার দীর্ঘিকা সকলের জল রক্তবর্ণ। উহার ইতস্ততঃ রত্নময় পর্ব্বত এবং নানাবিধ বৃক্ষও আছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষের গন্ধ, রস ও স্পর্শ উৎকৃষ্ট এবং ফল ও পুষ্প সততই প্রকাশ পাইতেছে। কলকণ্ঠ বিহগকুল শাখায় বসিয়া সুমধুর কলরব করিতেছে। তথায় বৃক্ষ হইতে নানাবিধ বস্ত্র, মুক্তাবৈদূর্য্য-খচিত স্ত্রী ও পুরুষদিগের উপযোগী সর্ব্বকালসুখসেব্য অলঙ্কার, আস্তরণাচ্ছাদিত শয্যা, মনোহর মাল্য, উপাদেয় অন্নপান এবং রূপযৌবনসম্পন্না গুণবতী যুবতী সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় উজ্জ্বলদেহ কৃতপুণ্য ভোগাসক্ত সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও বিদ্যাধরগণ নিরন্তর দিব্যাঙ্গনাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। গীতবাদ্যের শ্রুতিমধুর শব্দ এবং হাস্যের কোলাহল নিরন্তর শ্রুতিগোচর হইতেছে। তথায় সকলেই হৃষ্ট ও আহ্লাদিত এবং নিত্য নূতন ভাব সকলের হৃদয়কে পুলকিত করিতেছে।

অনন্তর উত্তর সমুদ্র। উহার মধ্যে সুবর্ণময় সোমগিরি। ঐ স্থানে সূর্য্যোদয় না হইলেও সোমগিরির প্রভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া আছে। তথায় বিশ্বব্যাপী ভগবান শম্ভু ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন। তিনি রুদ্রমূর্ত্তি ও বিশ্বভাবন। তোমরা উত্তর কুরু অতিক্রম

করিয়া আর যাইও না। সোমগিরি সুরগণেরও অগম্য, অতএব উহা দূর হইতে দর্শন করিয়াই প্রত্যাগমন করিও। উহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম স্থান, আমরা উহার বিষয় কিছুই অবগত নহি। বীরগণ! এক্ষণে যে সমস্ত দেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম এবং যাহা অনির্দ্দিষ্ট রহিল তোমরা সর্ব্বত্রেই অনুসন্ধান করিও। সীতার অনুসন্ধান করিতে পারিলে আমি পরম উপকৃত হইব। তাহা হইলে আমি যাবজ্জীবন তোমাদিগকে সপরিবারে পরম সমাদরে রাখিব এবং তোমরা প্রিয়তমার সহিত নিষ্কণ্টকে পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতে পারিবে।"

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

হনূমানের হস্তে রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক দান।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব একমাত্র মহাবীর হনূমানের উপরেই কার্য্যসিদ্ধির সম্যক প্রত্যাশা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, কি রসাতল, তোমার গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। তুমি অসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য ও দেবলোক সমস্তই বিশেষ অবগত আছ। তোমার গতি, বেগ, তেজ ও ক্ষিপ্রকারিতা

সর্ব্বাংশে তোমার পিতা মহাতেজা অনিলেরই তুল্য। অধিক কি, এই জীবলোকে তোমার ন্যায় তেজস্বী পুরুষ এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই এবং বোধ হয় জন্মিবেও না। এক্ষণে যাহাতে আর্য্যা জানকীর অনুসন্ধান হয় তুমি তদ্বিষয়ে চিন্তা কর। বিদ্বন্! তোমার বল, বুদ্ধি ও উৎসাহ অসাধারণ, তুমি নীতি-নির্ণয়ে এবং দেশকালের অনুসরণেও সুপটু। বলিতে কি, একমাত্র তোমা হইতেই আমি প্রতিজ্ঞামুক্ত হইব এরূপ প্রত্যাশা করি।"

এই বলিয়া সুগ্রীব বিরত হইলে মহাত্মা রামচন্দ্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সুগ্রীব হনূমানকেই কার্য্যসাধনে সক্ষম বোধ করিতেছেন এবং আমারও ঐরূপ অনুমান হইতেছে। ইহাঁর বল ও বুদ্ধি সম্যক পরীক্ষিত এবং বানরেরাও ইহাঁকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছে; অতএব ইনি জানকীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলে যে কৃতকার্য্য হইয়া আসিবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রামচন্দ্র মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া যেন ইষ্টলাভেই হৃষ্ট হইলেন এবং জানকীর বিশ্বাসের জন্য হনূমানের হস্তে এক স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া কহিলেন, "বীর! আমিই যে তোমাকে প্রেরণ করিলাম জানকী এই অভিজ্ঞান দর্শনে তাহা জানিতে পারিবেন এবং অশঙ্কিতমনে তোমাকে দেখিবেন। কপিবর! তোমার যেরূপ বীর্য্য ও অধ্যবসায় তাহাতে আমার যে কার্য্যসিদ্ধি হইবে আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করি না।"

মহাবীর হনূমান রামপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক কৃতাঞ্জলিপুটে

গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। তৎকালে রামচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে বানরসৈন্য; তিনি নির্ম্মল নভোমণ্ডলে তারকাবেষ্টিত অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র পুনরায় হনূমানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! তুমি সিংহবিক্রম ও মহাবল; আমি তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিলাম, এক্ষণে যাহাতে জনকাত্মজাকে দেখিতে পাও তাহার চেষ্টা কর।"

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

সীতান্বেষণে বানরগণের প্রস্থান।

অনন্তর সুগ্রীব রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য পুনরায় বানরদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীরগণ! আমি যেরূপ আদেশ করিলাম, তোমরা তদনুসারেই সীতার অন্বেষণ করিও; দেখিও যেন কিছুতেই তাহার অন্যথা না হয়।"

বানরগণ সুগ্রীবের এই উগ্র শাসন শিরোধার্য্য করিয়া লইল এবং পতঙ্গবৎ দলে দলে ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবল শতবলি হিমাচলশোভিত রমণীয়

উত্তরদিকে, যূথপতি বিনত পূর্ব্বে, হনূমান অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণকে লইয়া দক্ষিণে এবং সুষেণ ভীষণ পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন। সুগ্রীব যোগ্যতানুসারে প্রত্যেককে প্রত্যেক দিকে নিয়োগ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। রামচন্দ্রও সীতাপ্রাপ্তি প্রতীক্ষায় লক্ষ্মণের সহিত মনোরম প্রস্রবণ পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরগণ সুগ্রীবের আদেশে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দিক লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ গর্জ্জন, কেহ আস্ফালনসূচক সিংহনাদ, কেহ বা ভয়াবহ চীৎকার করিতে লাগিল। সকলেই কহিতে লাগিল, "আমি রাবণকে বধ করিয়া জানকীর উদ্ধার করিব।" কেহ কহিতে লাগিল, "তোমরা থাক, আমি একাকীই রাবণকে সংহার করিয়া ভয়কম্পিতা সীতাকে আনয়ন করিব।" কেহ কহিল, "আমি অদ্য বৃক্ষ সকল দগ্ধ করিব, পর্ব্বতশৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়া মহাসাগর পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিব।" কেহ কহিল, "আমি এক যোজন লম্ফপ্রদান করিব।" অপর একজন কহিল, "আমি দশসহস্র যোজন লম্ফপ্রদান করিব।" কেহ কহিল, "আমার গতি পৃথিবী, পর্ব্বত, সমুদ্র, বন বা পাতাল কুত্রাপি প্রতিহত হয় না; আমি অদ্য সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিব।" তৎকালে বানরগণ বীর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া এইরূপে নানা প্রকার আস্ফালন করিতে লাগিল।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের কথোপকথন।

বানরগণ সীতার উদ্দেশে প্রস্থান করিলে, রামচন্দ্র সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে। বল, তুমি কি প্রকারে পৃথিবীর সকল স্থানের বিষয় অবগত হইলে? আমার শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

তখন বিনীতস্বভাব সুগ্রীব কহিতে লাগিলেন. "সখে! আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্তই কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা মহাবল বালী মহিষরূপী দুন্দুভি নামক কোন এক দানবকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হন্। তদ্দর্শনে দানব যার পর নাই ভীত হইয়া মলয়গিরির এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। বালী ক্রোধভরে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সখে! আমিও তৎকালে তাঁহার আদেশ মত তাঁহার প্রতীক্ষায় বিনীতভাবে বিলদ্বারে দণ্ডায়মান রহিলাম।

ক্রমে সংবৎসর কাল অতীত হইয়া গেল, তত্রাচ বালী নিষ্ক্রান্ত হইলেন না। আমার অন্তঃকরণে দারুণ আশঙ্কা হইল; বুঝিলাম বালী দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমি ভ্রাতৃ-শোকে একান্ত কাতর ও হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া পড়িলাম।

পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে অসুরদিগের গর্জ্জনের শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হইত, কিন্তু বালীর সিংহনাদ কখনও শুনি নাই। সহসা একদিন দেখিলাম সফেণ উষ্ণ শোণিত বিলদ্বারে উত্থিত

হইতেছে। ইহাতে আমার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। তখন আমি প্রাণভয়ে দুন্দুভিকে বিবরে অবরোধ পূর্ব্বক বধ করিব ইহাই স্থির করিলাম এবং শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার রোধ করিয়া ফেলিলাম। অনন্তর ভ্রাতৃশোকে একান্ত কাতর হইয়া কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন করিলাম এবং অমাত্যগণের অনুরোধে বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তারা, রুমা ও মিত্রগণকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলাম।

ইত্যবসরে কপিরাজ দুন্দুভিকে নিপাত পূর্ব্বক আগমন করিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভ্রাতৃগৌরব ও ভয়ে জড়ীভূত হইয়া রাজ্য অর্পণ করিলাম। কিন্তু দুষ্টস্বভাব বালীর মন কিছুতেই প্রসন্ন হইল না। আমার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি আমার প্রাণবধেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

আমি বালীর দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া প্রাণের আশঙ্কায় মন্ত্রীবর্গের সহিত পলায়ন করিলাম। তিনিও ক্রোধান্ধ হইয়া আমার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সখে! আমি এই উপলক্ষে নানা বন, নগর, পর্ব্বত ও নদনদী দর্শন করি। তৎকালে আমার চক্ষে এই বিস্তীর্ণা পৃথিবী লম্ফপ্রদানে গোষ্পদবৎ, ভ্রমণবেগে অলাতচক্রবৎ এবং দৃশ্য পদার্থের সুস্পষ্টতানিবন্ধন দর্পণতলবৎ বোধ হইতে লাগিল। রাম! আমি প্রথমে পূর্ব্বদিকে গমন করি, তথায় নানাবিধ বৃক্ষ, পর্ব্বত, রমণীয় গুহা এবং সরোবরও দেখি। ধাতুরঞ্জিত উদয়াচল এবং অপ্সরাদিগের বিহার স্থান ক্ষীরোদসমুদ্রও আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এদিকে বালী আমার অনুসরণ

করিতে করিতে ঐ দিকে উপস্থিত। আমি প্রাণভয়ে তৎক্ষণাৎ দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। ঐ দিকে ধাতুরাগরঞ্জিত বিচিত্র বিন্ধ্যগিরি এবং নিবিড় চন্দনবন সকল শোভা পাইতেছে। বালী বৃক্ষ ও পর্ব্বতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া সেদিকেও গমন করিলেন। তদ্দর্শনে আমি যার পর নাই ভীত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং নানাদেশ ও পরিশেষে সুপ্রসিদ্ধ অস্তাচল দেখিতে পাইলাম। আমি যেদিকে যাই বালীও আমার বিনাশার্থ সেইদিকেই যাইতে লাগিলেন। অনন্তর আমি গিরিশ্রেষ্ঠ হিমাচলপরিশোভিত সুরম্য উত্তরদিকে গমন করিলাম এবং ক্রমশঃ সুমেরু পর্ব্বত ও উত্তর সমুদ্র প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিলাম; কিন্তু কুত্রাপি আশ্রয় পাইলাম না।

তখন বুদ্ধিমান হনুমান আমাকে কহিলেন, 'রাজন্! পূর্ব্বকালে মহর্ষি মতঙ্গ কোন কারণ বশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া উদ্দেশে বালীকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন যে, "অতঃপর যদি বালী আমার এই আশ্রমপদে পুনরায় প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে।" কপিরাজ! এক্ষণে এই কথা আমার স্মরণ হইল। মতঙ্গাশ্রমে থাকিলে আমাদিগের বালী হইতে ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। সেখানে আমরা নিরুদ্বেগে ও সুখে বাস করিতে পারিব।' রাম! অনন্তর আমি ঐ আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলাম। ঐ স্থানে তোমার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। বালী শাপভয়ে তথায় কখন প্রবেশ

করিতে সাহসী হয়েন নাই। সখে! আমি এইরূপে সমগ্র পৃথিবীমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি।”

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

কিয়দংশ বানরসৈন্যের প্রত্যাগমন।

এদিকে বানরগণ সুগ্রীবের উগ্রশাসনে জানকীর উদ্দেশে মহাবেগে চতুর্দ্দিকে যাইতেছে এবং শৈল, কানন, সরোবর ও নদীবহুল দেশ সকল অন্বেষণ করিতেছে। উহারা বহু যত্নে সমস্ত দিন পর্য্যটন করে এবং যথায় ষড় ঋতুর শ্রী বিরাজমান ও বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে পূর্ণ সেই সকল সুখময় স্থানে রাত্রিকালে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে।

এইরূপে ক্রমশঃ যখন প্রস্থান দিবস হইতে গণনায় এক মাস পূর্ণ হইয়া আসিল, তখন বানরেরা সীতার উদ্দেশে হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। মহাবীর বিনত মন্ত্রিবর্গের সহিত পূর্ব্বদিক হইতে, শতবলি ভীত মনে উত্তর দিক হইতে এবং সুষেণ ম্লানবদনে পশ্চিমদিক হইতে আগমন করিতে লাগিল। কপিরাজ সুগ্রীব তৎকালে রামের সহিত প্রস্রবণ পর্ব্বতে উপবিষ্ট ছিলেন। বানরগণ সকলে তাঁহার সন্নিহিত হইল এবং অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, “রাজন্!

আমরা পর্ব্বত ও গহন বন অন্বেষণ করিয়াছি; নদী, সমুদ্রান্তর্গত দ্বীপ ও জনপদ সকল দেখিয়াছি, লতাজটিল গুল্ম এবং আপনার নির্দ্দিষ্ট গুহা সকলও অন্বেষণ করিয়াছি; দুর্গম ও বিষম প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ প্রাণী সকল অন্বেষণ ও হনন করিয়াছি; আমরা এই সমস্ত স্থান পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিয়াছি তথাপি জানকীর উদ্দেশ পাইলাম না। আমাদের বোধ হয় পবনকুমার হনূমান যেদিকে গমন করিয়াছেন আর্য্যা জানকী সেইদিকেই আছেন। ঐ বীর অসাধারণ পরাক্রমশালী এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে যাঁহারা গমন করিয়াছেন তাঁহারাও মহাবীর সুতরাং তিনি যে সীতার উদ্দেশ লইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

হনূমানের সীতান্বেষণ ও মহর্ষি কণ্ডুর আশ্রমে গমন।

এদিকে মহাবীর হনূমান, কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া যূথপতি তার ও অঙ্গদের সহিত দক্ষিণদিক পর্য্যটন করিতেছেন। তিনি বানরসৈন্যের সহিত দুর্গম ও দূরপথ অতিক্রম পূর্ব্বক অবশেষে বিন্ধ্যাচলে উপনীত

হইলেন এবং তত্রত্য গুহা, নিবিড় বন, শিখর, নদ, নদী, দুর্গ, সরোবর ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বানরগণ তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত স্থানই দেখিল কিন্তু কোথাও সীতার উদ্দেশ পাইল না।

অনন্তর কপিগণ নানা প্রকার ফলমূল ভক্ষণ করতঃ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা প্রথমে এক বিস্তীর্ণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল—ঐ প্রদেশ দুষ্প্রবেশ্য, জলশূন্য ও জনশূন্য। বানরেরা কিয়ৎকাল এই ভীষণ স্থানে পর্য্যটন করিয়াই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল এবং উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশঙ্কিতমনে অপর এক অরণ্যে উপনীত হইল।

তাহারা যে প্রদেশে গমন করিল উহা অতীব দুর্গম ও ভীষণ। তথাকার সমস্ত পদার্থই যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষ সকলের ফল, পুষ্প ও পত্র নাই; নদী সরোবর সমুদয় শুষ্ক; ভ্রমরচুম্বিত সুদৃশ্য সুকোমল সুগন্ধি সরোজের বিকাশ নাই; মূল দুষ্প্রাপ্য; হস্তী, ব্যাঘ্র, মহিষ, মৃগ প্রভৃতি পশু বা কোন প্রকার পক্ষী দৃষ্ট হয় না এবং ওষধি ও লতাও দুর্ল্লভ। পূর্ব্বে ঐ অরণ্যে কণ্ডু নামে এক ঋষি বাস করিতেন। তিনি অতি সত্যবাদী ও কোপনস্বভাব ছিলেন। তপঃপ্রভাবে তাঁহার দেহের জ্যোতি এরূপ হইয়াছিল যে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইত না। ঐ ঋষির দশবর্ষবয়স্ক একটী পুত্রের এই ঘোর অরণ্যে মৃত্যু হয়। তজ্জন্য কণ্ডু ক্রোধভরে সমগ্র বনকেই অভিসম্পাত প্রদান করেন। তদবধি ঐ বনের ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে এবং উহা মরুভূমির ন্যায় প্রাণীশূন্য

ও ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। বানরেরা এই দুর্গম স্থানেও প্রবেশ করিল এবং উহার প্রান্তদেশ, গিরিগুহা ও নদীর মূল সকল অন্বেষণ করিল, কিন্তু কোথাও জানকী বা রাবণের সন্ধান পাইল না।

অনন্তর বানরেরা অন্য এক নিবিড় অরণ্যে গমন করিল। ঐ স্থান তরুলতাগহন ও ভীষণ। উহারা তন্মধ্যে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে সহসা এক ভয়ঙ্কর অসুরকে দেখিতে পাইল। ঐ অসুর পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড এবং বরগর্ব্বে অমরগণ হইতেও ভীত নহে। বানরগণ তাহাকে দেখিয়া কটিতট দৃঢ়তর বন্ধন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে অসুর বিকট হাস্য করিয়া কহিল, "ক্ষুদ্র জীবগণ! তোরা এইবার প্রাণ হারাইলি ;" এই বলিয়া সে বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া ক্রোধ-ভরে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ তাহাকে রাবণ জ্ঞান করিয়া রোষভরে তলপ্রহার করিলেন। অসুর তৎক্ষণাৎ প্রহারবেগে কাতর হইয়া শোণিত উদ্গার পূর্ব্বক বিপর্য্যস্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

অনন্তর গর্ব্বিত বানরগণ একটী দুর্গম গুহায় প্রবেশ করিল এবং উহা সম্যকরূপে দৃষ্ট হইলে অপর একটী গহ্বরে গমন করিল। এইরূপে তাহারা সমস্ত স্থানই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। অবশেষে পথশ্রমে সকলেই একান্ত ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ হইয়া নির্জ্জনে এক বৃক্ষমূলে আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

বানরগণকে অঙ্গদের উৎসাহ প্রদান।

অনন্তর সুধীর অঙ্গদ বানরগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "কপিগণ। আমরা বন, পর্ব্বত, নদী, দুর্গ ও গুহা সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কোথাও জানকী বা পাপাত্মা রাবণকে দেখিতে পাইলাম না। আমাদের প্রত্যাগমনের নির্দ্দিষ্ট কাল এক মাস, তাহাও এক্ষণে অতীত হইয়াছে। বানরগণ! তোমরা সকলেই রাজা সুগ্রীবের কঠোর শাসনের বিষয় অবগত আছ। আমরা যদি এক্ষণে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার সম্মুখে গমন করি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন। অতএব আইস, আমরা দুঃখ, ক্লেশ সহ্য করিয়া পুনরায় প্রাণপণে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই—শোক, নিদ্রা ও তন্দ্রা দূর করা আবশ্যক; দক্ষতা সাহস ও অধ্যবসায় কার্য্য-সিদ্ধির কারণ। সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখিও যে, যত্ন ও পরিশ্রমের ফল অবশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে হতাশ হওয়া উচিত নহে। খেদ পরিত্যাগ করিয়া সাহস আশ্রয় পূর্ব্বক পুনরায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। কপিরাজ সুগ্রীব অতিশয় উগ্রস্বভাব, তাঁহার শাসনও ভীষণ। তাঁহাকে এবং মহাত্মা রামচন্দ্রকে সতত ভয় করিতে হইবে। বানরগণ! আমি তোমাদের হিতার্থেই এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে ইহা তোমাদের সঙ্গত বোধ হই-তেছে কি না বল?"

গন্ধমাদন শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত ছিল। সে বীর অঙ্গদের এই কথা শুনিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিল, "কপিগণ! যুবরাজ অঙ্গদ যাহা বলিলেন, ইহা তোমাদের সর্ব্বাংশে উপযুক্ত, হিতজনক ও অনুকূল। আইস, আমরা ক্লান্ত হইলেও পুনরায় সুগ্রীবনির্দ্দিষ্ট শৈল, কন্দর, শিলা, শূন্য কানন ও প্রস্রবণ সমুদয় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া বানরগণ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনরায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। অদূরেই শারদীয়জলদকান্তি সুরম্য শৃঙ্গ ও গুহায় পরিশোভিত শ্রীমান রজত পর্ব্বত। তাহারা জানকীর দর্শনাশায় ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করিল এবং রমণীয় লোধ্র ও সপ্তপর্ণের বনে বিচরণ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ পর্য্যটনশ্রমে তাহারা সকলে পুনরায় ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং সীতার দর্শন না পাইয়া হতাশ মনে পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবতরণ করিল। তৎকালে তাহাদের মন উদ্ভ্রান্ত ও বিকল হইয়া গিয়াছিল। তাহারা এক বৃক্ষমূল আশ্রয় পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিল এবং শ্রান্তি দূর হইলে পুনরায় উৎসাহের সহিত বিন্ধ্যপর্ব্বত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চাশ সর্গ।

বানরগণের ঋক্ষবিলে প্রবেশ।

মহাবীর হনূমান, যূথপতি তার ও যুবরাজ অঙ্গদের সহিত বিন্ধ্যাচলে আরোহণ পূর্ব্বক হিংস্রজন্তুসঙ্কুল গুহা, সঙ্কট স্থল ও প্রস্রবণ সকল অন্বেষণ করিয়া নৈঋতদিকের শিখরে উত্থিত হইলেন। ঐ প্রদেশ সুবিস্তীর্ণ, গুহাগহন ও দুর্গম। তৎকালে গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনূমান, জাম্ববান, অঙ্গদ ও তার প্রভৃতি বানরগণ পরস্পর পরস্পরের অদূরবর্ত্তী হইয়া জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

ঐ স্থানে ঋক্ষবিল নামে একটী অনাবৃত গর্ত্ত ছিল। উহা দানবরক্ষিত, লতাজালসমাবৃত এবং চতুর্দ্দিকে বৃক্ষরাজি-বেষ্টিত থাকায় অতীব দুষ্প্রবেশ্য হইয়াছিল। বানরগণ ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে দৈবগত্যা ঐ বিস্তীর্ণ গর্ত্ত দেখিতে পাইল। গর্ত্ত হইতে হংস, ক্রৌঞ্চ ও সারসগণ দলে দলে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল এবং চক্রবাকগণ পদ্মপরাগে রঞ্জিত হইয়া জলার্দ্রদেহে আসিতেছিল। সুগন্ধি শীতল বায়ুও বিলের মধ্য হইতে প্রবাহিত হইতেছিল। বানরগণ এই সমস্ত দর্শন করিয়া ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল এবং উহার সন্নিহিত হইবা-মাত্র হর্ষে পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিল, উহাতে নানা

প্রকার জীবজন্তু আছে ; কিন্তু উহা নিতান্ত দুর্দ্দর্শ, ভীষণ ও দুষ্প্রবেশ্য ; দেখিলেই বোধ হয় যেন দানবরাজের গুপ্ত-নিবাসের সম্যক উপযুক্ত স্থান।

অনন্তর পর্ব্বতশৃঙ্গাকার পবনকুমার হনূমান বানরগণকে কহিলেন, "আমরা সকলে এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে পর্য্যটন পূর্ব্বক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, পিপাসায় আমাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখ, এই বিলদ্বার হইতে হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ ও চক্রবাকগণ জলার্দ্রদেহে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে এবং ইহার দ্বারস্থ বৃক্ষের পত্রগুলিও রসার্দ্র। ইহাতে বোধ হইতেছে, এই গর্ত্তের অভ্যন্তরে অবশ্যই কোন কূপ বা হ্রদ আছে। অতএব আইস, আমরা ইহাতে প্রবেশ করি।"

অনন্তর সকলে ঐ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। উহা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অতীব ভীষণ। ইতস্ততঃ মৃগ, পক্ষী ও সিংহ সকল সঞ্চরণ করিতেছিল ; কিন্তু তন্মধ্যে মহাবল বানরদিগের দৃষ্টি, তেজ ও পরাক্রম কিছুতেই প্রতিহত হইল না। উহারা ঐ প্রগাঢ় অন্ধকারে পরস্পরকে ধারণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল এবং রমণীয় স্থান ও বৃক্ষ সকল অবলোকন করিতে করিতে এক যোজন অতিক্রম করিল। তৎকালে তাহাদের সকলেরই সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায় ; সকলেই পিপাসার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অবিশ্রান্ত যাইতেছে ; সকলেরই দেহ শীর্ণ ও মুখ মলিন এবং সকলেই প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ।

সহসা আলোক দৃষ্ট হইল। ক্রমে বানরেরা একটী বনে

প্রবেশ করিল। তথায় অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই। জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ স্বর্ণময় বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে। শাল, তাল, তমাল, পুন্নাগ, বঞ্জুল, ধব, চম্পক, নাগ ও কুসুমিত কর্ণিকার সকল বিচিত্র স্বর্ণের স্তবক, শেখর, রক্তবর্ণ পল্লব ও লতাজালে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষ তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং মূলদেশে বৈদূর্য্যময় বেদি দ্বারা মণ্ডিত। তথায় কোথাও নীলবৈদূর্য্যবর্ণ ভ্রমরচুম্বিত সুকোমল পদ্মলতা, কোথাও স্বচ্ছসলিল সরোবর—তন্মধ্যে স্বর্ণের মৎস্য ও উৎকৃষ্ট পদ্ম রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বৈদূর্য্যখচিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের সপ্ততল গৃহ, উহাতে স্বর্ণের গবাক্ষ সকল মুক্তা-জালে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। বানরেরা ঐ গুহার মধ্যে কোথাও ফলপুষ্পে অবনত প্রবালতুল্য বৃক্ষ; কোথাও স্বর্ণের ভ্রমর; কোথাও মণিকাঞ্চনচিত্রিত মহার্হ শয্যা ও আসন; কোথাও স্বর্ণ, রজত ও কাংস্যের পাত্র; কোথাও দিব্য অগুরু ও চন্দনের স্তূপ; কোথাও পবিত্র ফলমূল; কোথাও মহামূল্য যান ও স্বাদু মদ্য এবং কোথাও বা উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও বিচিত্র কম্বল দেখিতে পাইল।

বানরেরা আরও কিয়দ্দূর গিয়া একটী তাপসীকে দেখিল। তাঁহার পরিধান চীর ও কৃষ্ণাজিন এবং আহার পরিমিত। তিনি যেন স্বতেজে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছেন। বানরেরা উহাঁকে দেখিবামাত্র যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিল।

অনন্তর হনূমান কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ বৃদ্ধা তাপসীকে অভি-বাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাপসি! আপনি কে? এই

অদ্ভুত বিল, এই সমস্ত সুরম্য ভবন এবং মনোহর রত্নরাজিই বা কাহার ?”

একপঞ্চাশ সর্গ।

তাপসীর হনুমানকে পরিচয় দান।

মহাবীর হনুমান সেই চীরপরিধানা সর্ব্বভূতহিতকারিণী ধর্ম্মচারিণী তাপসীকে পুনরায় কহিলেন, “তপোধনে ! আমরা শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া জলান্বেষণ প্রসঙ্গে এই গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই স্থানের সমস্তই অদ্ভুত—দেখিয়া আমরা চকিত, ভীত ও একবারে হতচেতন হইয়াছি। তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল স্বর্ণময়ফলপুষ্পশোভিত বৃক্ষ সকল চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে ; এ সমস্ত কাহার ? ঐ সমস্ত পবিত্র ফলমূল, এই মুক্তাজালখচিত গবাক্ষশোভিত স্বর্ণ ও রজতের গৃহ, এই স্বর্ণের বিমান, এ সমস্তই বা কাহার ? ওখানে সরোবরের নির্ম্মল জলে সুবর্ণের পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে এবং তাহাতে স্বর্ণের মৎস্য ও কচ্ছপ সকল ক্রীড়া করিতেছে। দেবি ! এ সমস্ত কি আপনার প্রভাব ? না অন্য কাহারও তপোবল ? আমরা ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি

না। যদি আপত্তি না থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সবিশেষ বলুন।"

তাপসী কহিতে লাগিলেন, "বৎস! পূর্ব্বে ময় নামে কোন এক মায়াবী দানব ছিল। সে দানবদিগের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ ময় অরণ্যমধ্যে সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করে এবং তাঁহারই বরে উৎকৃষ্ট শিল্পজ্ঞান লাভ করিয়া মায়াবলে এই স্বর্ণের বন এবং দিব্য গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মনোসুখে স্বীয় অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে থাকে।

কিয়ৎকাল এইরূপ সুখে অতিবাহিত হইলে হেমা নামে এক অপ্সরাতে দানবরাজের অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে। তদ্দর্শনে দেবরাজ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র দ্বারা উহার প্রাণ-সংহার করেন। পরে ব্রহ্মা হেমাকে এই উৎকৃষ্ট বন, এই স্বর্ণের গৃহ এবং এই সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করেন। আমি মেরুসাবর্ণির কন্যা, নাম স্বয়ম্প্রভা। হেমা আমার প্রিয়সখী। তিনি নৃত্যগীতে অতিশয় অনুরক্তা। আমি তাঁহারই অনুরোধে এই গৃহ রক্ষা করিতেছি। এক্ষণে তোমরা কিজন্য এই নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছ এবং কিরূপেই এ স্থানের বিষয় অবগত হইলে জানিতে বড় কৌতূহল হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে পবিত্র স্বাদু ফল এবং পানীয় জল দিতেছি; তোমরা পান ভোজন দ্বারা শ্রান্তি দূর করিয়া আমাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বল।"

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

তাপসীর নিকট বানরদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত কথন।

ধর্ম্মচারিণী তাপসী বানরগণের পান ভোজন সমাপ্ত হইলে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বানরগণ! যদি ফলমূলে তোমাদের শ্রান্তিদূর হইয়া থাকে এবং আদ্যোপান্ত উল্লেখ করিতে কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তোমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর।"

তাপসীর এই কথা শুনিয়া হনুমান অকপটে কহিতে লাগিলেন, "তপোধনে! রাজা দশরথের পুত্র ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীকে সঙ্গে লইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি সকলের রাজা এবং পরাক্রমে ইন্দ্র ও বরুণের তুল্য। পাপাত্মা রাবণ সেই রামচন্দ্রের পত্নীকে অপহরণ করিয়াছে। কপিরাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের প্রিয়সখা; তিনিই এক্ষণে আমাদিগকে সীতা ও রাবণের অন্বেষণার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহারই আদেশে দক্ষিণদিকে আসিয়াছি। দেবি! আমরা এইদিকের বন, পর্ব্বত সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কোথাও সীতার উদ্দেশ পাইলাম না।

আমরা পর্য্যটনশ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এক তরুমূল আশ্রয় করিয়াছিলাম। তৎকালে আমাদের সকলেরই মুখশ্রী

ম্লান, সকলেই বিষণ্ণ এবং সকলেই চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছি, ইত্যবসরে সহসা এক তিমিরাচ্ছন্ন লতাগহন গর্ত্ত দেখিতে পাইলাম। ঐ গর্ত্ত হইতে হংস, কুরর ও সারসেরা জলার্দ্রদেহে পদ্মপরাগরঞ্জিত পক্ষে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল।

এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টে স্পষ্টই অনুমান হইল যে গর্ত্তের মধ্যে হ্রদ বা কূপ আছে। অনন্তর আমি বানরগণকে কহিলাম, 'চল, আমরা ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হই।' পরে আমরা পরস্পরের হস্তধারণ পূর্ব্বক গর্ত্তে আসিলাম।

দেবি! এই আমাদিগের কার্য্য, এই কার্য্য সাধনার্থই আমরা এখানে আসিয়াছি। আমরা ক্ষুধার্ত্ত ও ক্ষীণ হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম; আপনি আতিথ্য উপলক্ষে যে সমস্ত ফলমূল প্রদান করিয়াছেন তাহা ভক্ষণ করিয়া সুস্থ হইলাম। বলিতে কি, আমরা একবারে মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম, আপনিই আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে বলুন, বানরেরা আপনার কি প্রত্যুপকার করিবে?"

এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদর্শিনী স্বয়ংপ্রভা বলিলেন, "বানরগণ! আমি তোমাদের বাক্যেই পরিতুষ্ট হইলাম। ধর্ম্মাচরণই আমার কার্য্য। আমি তোমাদিগকে ফলমূল প্রদান করিয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছি। অন্য কিছুতে আমার স্পৃহা নাই।"

অনন্তর হনূমান সুলোচনা তাপসীর এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "ধর্ম্মশীলে! আমরা

সকলেই তোমার শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা সুগ্রীব জানকীর অনুসন্ধানার্থ যে সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, এই গর্ত্তে পরিভ্রমণ করিয়া তাহা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা উগ্রশাসন সুগ্রীবের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রাণসঙ্কটে পড়িয়াছি। তাঁহার ভয়ে আমাদের বুদ্ধি লোপ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আর্য্যে! আমাদের উপরি গুরুতর কার্য্যের ভার আছে। আমরা উহাতে কৃত-কার্য্য না হইলে কপিরাজ সুগ্রীব আমাদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন; কিন্তু এস্থলে বদ্ধ থাকিলে আমাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়া যাইতেছে।"

তাপসী কহিলেন, "এই গর্ত্তে একবার প্রবেশ করিলে প্রাণসত্ত্বে নির্গত হওয়া কঠিন। যাহা হউক, আমি তপ ও নিয়ম প্রভাবে তোমাদিগকে উদ্ধার করিব। তোমরা চক্ষু নিমীলিত কর। উন্মীলিত নেত্রে এস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া যায় না।"

বানরেরা এই কথা শুনিয়া নির্গমন প্রত্যাশায় সকলেই স্ব স্ব হস্ত দ্বারা নয়ন আবৃত করিল। তখন তাপসী তপো-বলে নিমেষমধ্যে উহাদিগকে বিবরের বাহিরে আনিলেন এবং সুমিষ্ট বাক্যে কহিলেন, "বানরগণ! ঐ অদূরে তরুলতা শোভিত শ্রীমান বিন্ধ্যগিরি, এই প্রস্রবণশৈল এবং ঐ মহাসাগর। এক্ষণে তোমাদের কুশল হউক, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।" এই বলিয়া মেরুসাবর্ণিকন্যা স্বয়ংপ্রভা গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

বানরগণের মন্ত্রণা।

বানরেরা ঋক্ষবিল হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল অদূরে অনন্তবিস্তৃতি ভীষণ সমুদ্র উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল হইয়া গর্জ্জন করিতেছে। উহারা ময়ের মায়াকৃত গিরিদুর্গে প্রবেশ করিয়া সুগ্রীবের নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়াছিল। এক্ষণে দেখিল, বসন্তকাল উপস্থিত; বৃক্ষ সকল পুষ্পস্তবকে অবনত এবং লতাজালে বেষ্টিত। তদ্দর্শনে উহারা সুগ্রীবের উগ্র শাসন স্মরণ করিয়া যার পর নাই ভীত হইল এবং বিন্ধ্যাচলের প্রত্যন্তদেশে উপবেশন পূর্ব্বক পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

অনন্তর বৃষস্কন্ধ দীর্ঘভুজ যুবরাজ অঙ্গদ ঐ সকল ভীত শান্তপ্রকৃতি বৃদ্ধ বানরকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, "বানরগণ! আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি—কিন্তু ঐ গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া আমাদের কালবিলম্ব ঘটিয়াছে। দেখ, আমরা কার্ত্তিকমাসের শেষে যাত্রা করি, এখন একবারে বসন্তকাল উপস্থিত। তোমরা নীতিনিপুণ, কর্ম্মক্ষম, রণদক্ষ ও সুবিখ্যাত এক্ষণে এ বিষয়ে কর্ত্তব্য কি স্থির কর। যখন কার্য্য নিষ্ফল হইল তখন আমাদের সকলেরই মৃত্যু স্থির। কপিরাজের আজ্ঞা পালন না করিয়া কে কবে সুখী হইতে পারিয়াছে? অতএব আমি বলি এরূপ অবস্থায় আমাদের

প্রায়োপবেশন করাই শ্রেয়স্কর। বিবেচনা করিয়া দেখ, সুগ্রীব স্বভাবতঃই উগ্রস্বভাব, তাহাতে এক্ষণে প্রভুভাবে বিরাজমান; আমরা অপরাধী, তিনি কখনই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। বিশেষতঃ যখন সীতার উদ্দেশ হইল না তখন পরিত্রাণের বিন্দুমাত্রও আশা নাই। অতএব আজি গৃহ, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রায়োপবেশন কর। রাজা সুগ্রীবের নিষ্ঠুর দণ্ডে মৃত্যু অপেক্ষা এই স্থানেই মৃত্যু ভাল। দেখ, সুগ্রীব কিছু আমাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক যৌবরাজ্য দেন নাই, মহাত্মা রামচন্দ্রের অনুরোধই ইহার কারণ। আমার উপরি তাঁহার পূর্ব্বাবধিই জাতক্রোধ আছে, এক্ষণে এই ব্যতিক্রম পাইলে আমাকে গুরু দণ্ড প্রদান করিবেন। অতএব কেন আর কিষ্কিন্ধায় আত্মীয়স্বজনের সমক্ষে তাহাদের অশ্রুজল দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিব? আমি স্থির করিয়াছি অদ্য এই পবিত্র সাগরতটেই প্রায়োপবেশন দ্বারা উগ্রদণ্ড সুগ্রীবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।"

বানরগণ যুবরাজ অঙ্গদের এই কথা শুনিয়া করুণস্বরে কহিতে লাগিল, "সুগ্রীব স্বভাবতঃ উগ্র এবং রাম স্ত্রৈণ; নির্দ্দিষ্ট কালও অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে জানকীর উদ্দেশ লইয়া না যাইতে পারিলে সুগ্রীব রামচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমাদের প্রাণদণ্ড করিবেন। অপরাধী ব্যক্তির প্রভুর নিকটে গমন নিষিদ্ধ। আমরা সুগ্রীবের সর্ব্বপ্রধান অনুচর সকল একদিকে আসিয়াছি। এক্ষণে হয় অনুসন্ধান করিয়া জানকীর সম্বাদ লইয়া যাইতে হইবে, নচেৎ এই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"

তখন মহাবীর তার বানরদিগকে ভীত দেখিয়া কহিল, "কপিগণ! বিষণ্ণ হইও না। এক্ষণে যদি তোমাদের সকলের অভিমত হয়, আইস পুনরায় এই গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া বাস করি। এই গর্ত্ত ময়ের মায়ারচিত ও দুর্গম। এখানে পান ভোজনের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে আছে এবং পুষ্প ও জলও যথেষ্ট। ইহার মধ্যে থাকিলে কি ইন্দ্র, কি রাম, কি সুগ্রীব, কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না।"

তখন বানরগণ যূথপতি তারের এই অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টমনে কহিল, "দেখ, যাহাতে আমরা প্রাণে বাঁচি, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রথমে তাহাই স্থির করা যাউক।"

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

হনুমানের অঙ্গদকে উপদেশ প্রদান।

অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ * বুদ্ধিযুক্ত চতুর্দ্দশ † গুণসম্পন্ন ও সামাদি ‡ প্রয়োগে সুনিপুণ। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং

---

* বুদ্ধির অষ্ট অঙ্গ শুশ্রূষা শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, তর্ক, বিতর্ক, অর্থজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান।

† দেশকালজ্ঞতা, দার্ঢ্য, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশসহিষ্ণুতা, সর্ব্বজ্ঞতা, দক্ষতা, গূঢ়মন্ত্রতা, অবিসংবাদিতা, উর্জ্জস্বিতা, শৌর্য্য, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি শরণাগতবৎসলতা, অমর্ষিতা অচাপল্য।

‡ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড।

বিক্রমেও স্বীয় পিতা বালীর অনুরূপ। তাঁহার তেজ ও বীর্য্য শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রণা শুনিয়াছিলেন সেইরূপ তিনিও শশাঙ্কশোভন তারের মন্ত্রণা শুনিতেছেন। কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হনুমান দেখিলেন অঙ্গদ সুগ্রীবের কার্য্যে যেরূপ পরাঙ্মুখ হইয়াছেন তাহাতে বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য তাঁহার ভোগে নাই। এই ভাবিয়া তিনি বানরদিগের মধ্যে ভাবান্তর জন্মাইবার সংকল্প করিলেন এবং বাক্ কৌশলে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ করিয়া দিলেন।

অনন্তর হনুমান অঙ্গদকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "যুবরাজ! তুমি বালীর ন্যায় রণপণ্ডিত এবং কপিরাজ্যের ভার বহন করিতে সক্ষম কিন্তু তুমি যে মন্ত্রণায় কর্ণপাত করিতেছ তাহা শুনিয়া আমি ভীত ও বিস্মিত হইয়াছি। মনে রাখিও বানরজাতি স্বভাবতঃ চঞ্চলমতি; ইহারা এই স্থানে স্ত্রী পুত্র বিহীন হইয়া থাকিলে কখনই তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে না। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি তুমি জাম্ববান, নীল, সুহোত্র ও আমাকে সামদানাদি রাজগুণে অধিক কি, দণ্ড দ্বারাও সুগ্রীব হইতে ভেদ করিয়া লইতে পারিবে না। আরও প্রবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের সহিত বিরোধাচরণ করিয়া অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কিন্তু দুর্ব্বলের সর্ব্বদা আত্মরক্ষা আবশ্যক, সুতরাং বিরোধে অনর্থ ঘটিবে। যূথপতি তারের কথা শুনিয়া তুমি মনে করিতেছ, এই গর্ত্ত নিরাপদ হইবে কিন্তু সে আশাকে মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে স্থান দিও না। মহাবীর লক্ষ্মণের পক্ষে ইহার বিদারণ অতি

অকিঞ্চিৎকর কথা। পূর্ব্বে ইন্দ্রদেব বজ্রের দ্বারা ঐ গর্ত্তের অতি অল্পই ক্ষতি করিতে পারিয়াছিলেন বটে কিন্তু বলিতে কি, লক্ষ্মণের বাণ উহাকে পত্রপুটবৎ অক্লেশে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। তাঁহার শর বজ্রাপেক্ষাও সারবান্ এবং পর্ব্বতভেদে সুপটু। বীর! আরও মনে রাখিও এই নিভৃত গর্ত্তে দুই দিন বাস করিলেই বানরেরা তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। তাহারা স্ত্রী পুত্রের চিন্তায় সতত উৎকণ্ঠিত, দুঃখশয্যায় লুণ্ঠিত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কি কখন তোমার অনুরোধ রাখিবে? তখন তুমি সুহৃৎ ও হিতৈষী বন্ধুশূন্য হইয়া সামান্য তৃণ স্পন্দনেও কম্পিত হইবে।

কিন্তু যুবরাজ! তুমি যদি এ দুরাশা ছাড়িয়া দিয়া আমাদিগের সহিত বিনীতবেশে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হও তাহা হইলে তিনি মৃত্যুকালে অবশ্যই তোমাকে রাজ্যপ্রদান করিয়া যাইবেন। সুগ্রীব অতি ধার্ম্মিক, ব্রতনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ ও পবিত্রস্বভাব; তোমার প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহও আছে অতএব তিনি তোমাকে কখনই বধ করিবেন না। কপিরাজ তোমার জননীকেও যারপরনাই ভাল বাসেন; অধিক কি তাঁহাকে প্রীত করার জন্যই কপিরাজের জীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তোমার জননীরও আর সন্তান নাই; তোমাকে না দেখিলে তিনি অত্যন্ত কাতর হইবেন। অতএব অঙ্গদ! কাহারও মন্ত্রণা শুনিও না; এ সমস্ত কুবুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া গৃহে চল।"

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

বানরগণের প্রায়োপবেশনের সংকল্প।

অঙ্গদ হনূমানের এই প্রভুভক্তিযুক্ত ধর্ম্মসঙ্গত বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বীর! তুমি যে কি হেতু সুগ্রীবের এত প্রশংসা করিলে বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, প্রভুভক্তি তোমাকে অন্ধ করিয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখ, স্থৈর্য্য, পবিত্রতা, সরলতা, অনৃশংসতা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্গুণ সমুদয়ের কিছুমাত্র তাঁহাতে নাই। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশাতেই জননীসম তৎপত্নীকে গ্রহণ করিতে পারে তাহার তুল্য জঘন্য আর কে আছে? মহাত্মা বালী উহাকে ভ্রাতৃজ্ঞানে বিশ্বাস করতঃ রক্ষকস্বরূপ দ্বারে নিয়োগ করিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক দুরাচার প্রস্তর দ্বারা সেই গর্ত্তের মুখ রুদ্ধ করিয়া আইসে; সুতরাং তাহাকে আর কিরূপে ধার্ম্মিক বলিব? আরও দেখ, সুগ্রীব রামের নিকট পরম উপকৃত হইয়া এবং তাঁহার সহিত সত্য-বন্ধনে মিত্রতা করিয়াও তাঁহার কথা বিস্মৃত হইয়াছিল। এরূপ কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে তুমি কিরূপে সত্যপরায়ণ বলিলে বুঝিতে পারি না। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি সুগ্রীব কেবল লক্ষ্মণের ভয়ে আমাদিগকে জানকীর অন্বেষণার্থ নিয়োগ করিয়াছে নতুবা তাহার ধর্ম্মভয় কিছুমাত্র নাই। সে পাপী, কৃতঘ্ন ও চপল এবং স্মৃতিশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন

করিয়াছে ; এক্ষণে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আর কেহই তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে না।

হনুমান! অধিক কথার প্রয়োজন নাই। সুগ্রীব গুণ-বানই হউন বা নির্গুণই হউন, আমি তাঁহার শত্রুপুত্র। রাজ্য দেওয়া দূরে থাকুক তিনি আমাকে নিশ্চয়ই প্রাণে রাখিবেন না। আমি একে দুর্ব্বল, তাহাতে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অপরাধী হইয়াছি সুতরাং কিষ্কিন্ধায় যাইলে নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইব। সেই ধূর্ত্ত ও নিষ্ঠুর রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার জন্য উপাংশুবধ দ্বারা আমাকে বিনাশ করিবে। বিবেচনা করিয়া দেখ, সেরূপ বধ বা বন্ধন অপেক্ষা আমার প্রায়োপবেশনই শ্রেয়ঃ। বানরগণ! তোমরা এক্ষণে আমাকে এই বিষয়ে অনুমতি দিয়া গৃহে গমন কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর কিষ্কিন্ধায় যাইব না। আজ এই সমুদ্র তীরেই প্রাণত্যাগ করিব। তোমরা মহারাজ সুগ্রীব, মহা-বীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এবং আর্য্যা রুমাকে আমার প্রণাম জানাইও। আমার দুঃখিনী জননী তারা স্বভাবতঃ পুত্র-বৎসলা। তিনি অকস্মাৎ এই নিদারুণ মৃত্যু সম্বাদ পাইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন অতএব তোমরা তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিও।"

এই বলিয়া অঙ্গদ বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে দীনমুখে তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন। তদ্দৃষ্টে বানরগণও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল এবং নিরবচ্ছিন্ন বালীর প্রশংসা এবং সুগ্রীবের নিন্দাবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর তাহারা অঙ্গদকে বেষ্টন পূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করিতে সংকল্প করিল এবং নদীতীরে আচমন পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে দক্ষিণাগ্রদর্ভোপরি উপবেশন করিল। তৎকালে সকলে অঙ্গদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক মৃত্যুকামনা করিয়া, রামের বনবাস, দশরথের মৃত্যু, জনস্থানবিমর্দ্দন, জটায়ুবধ, সীতাহরণ, বালীবধ ও রামের কোপ আনুপূর্ব্বিক এই সমস্ত বিষয় সভয়ে উল্লেখ করিতে লাগিল।

তখন গগনে গম্ভীর জলদনাদের ন্যায় ঐ সমস্ত গিরিশৃঙ্গাকার বানরগণের তুমুল নিনাদ প্রস্রবণের ঝর্ঝর শব্দ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল।

ষটপঞ্চাশ সর্গ।

সম্পাতির সহিত বানরগণের সাক্ষাৎ।

বানরগণ প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প হইয়া এইরূপে সাগরতীরে উপবিষ্ট হইলে, অসামান্য বলবীর্য্যশালী মহাত্মা জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতি নামক চিরজীবী পক্ষিরাজ যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানের উপরিভাগে বিন্ধ্যপর্ব্বতের এক শিখরে উপস্থিত হইলেন। সম্পাতি কন্দর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র বানরদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া অপার আহ্লাদের সহিত কহিতে

লাগিলেন, "অহো ! আজ আমার কি শুভ দিন। আমি বার্দ্ধক্য বশতঃ খাদ্যসংগ্রহে অক্ষম হইয়াছি কিন্তু আজ আপনা হইতেই খাদ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত বানরেরা যেমন ক্রমে ক্রমে মরিবে, আমিও তেমনি ক্রমে ক্রমে ইহা-দিগকে ভক্ষণ করিব। বোধ হয় আমি পূর্ব্বজন্মে অনেক সৎ কার্য্য করিয়াছিলাম তাহারই পুণ্যফলে বহুকালের পর এত আমিষভক্ষ্য আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে।"

পক্ষীরাজ সম্পাতির এই ভীষণ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া ভয়ে অঙ্গদের প্রাণ শুকাইয়া গেল। তিনি কাতরদৃষ্টিতে হনূমানের প্রতি চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, "পবনকুমার ! দেখ সাক্ষাৎ কালান্তক যম পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া বানর-দিগের বিনাশার্থ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অথবা ইহাতে আমাদের বিষাদের কারণ কি ? আমরা না রামের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারিলাম, না সুগ্রীবের উগ্র শাসন পালন করিতে সক্ষম হইলাম। এরূপ অবস্থায় আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। এই অচিন্তনীয় বিপদই সেই মৃত্যুর কারণ হউক। হনূমান। আরও দেখ রামচন্দ্রের প্রিয়কার্য্য সাধ-নার্থ যে কেবল আমরা প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছি এমত নহে, মহাত্মা জটায়ু আমাদিগকে এই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধবয়সে রামচন্দ্রের কার্য্যের জন্য অসীম সাহসের সহিত প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। আমরাও জটায়ুর ন্যায় রামচন্দ্রের প্রিয়কার্য্যের জন্য অনেক পরিশ্রম করিলাম, প্রাণীর অগম্য শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ কান্তারে তন্ন তন্ন করিয়া সীতার অন্বেষণ করিলাম ; কিন্তু কিছুতেই

কৃতকার্য্য হইলাম না। এক্ষণে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিলেই আমরা সুগ্রীবের ভয় হইতে মুক্ত হইব এবং জটায়ুর ন্যায় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া পরলোকে সুখী হইতে পারিব।

পবনকুমার! যদি জটায়ু আর মুহূর্ত্তকাল রাবণকে যুদ্ধে আবদ্ধ রাখিতে পারিতেন তাহা হইলে আজ আমাদের এ বিপদ ঘটিত না। অথবা যদি মহারাজা দশরথ রামকে বনে পাঠাইয়া অত শীঘ্র না প্রাণত্যাগ করিতেন তাহা হইলেও আজ আমাদিগকে অকালে কালকবলে পতিত হইতে হইত না। পুত্রবৎসল রাজা নিশ্চয়ই রামকে প্রত্যানয়ন করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আর কাহারও দোষ নাই। রামের বনবাস, জানকীর হরণ, বালীবধ, রাক্ষসবধ এবং আমাদের এই মৃত্যু অপেক্ষাও ভীষণ বিপদ সমস্তই সেই পাপীয়সী কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় ঘটিয়াছে।"

এদিকে পক্ষিরাজ সম্পাতি অঙ্গদের এই বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা করুণস্বরে চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "অরে! বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় সহসা আমার প্রাণাধিক ভ্রাতা জটায়ুর নিধনবার্ত্তা কর্ণগোচর করিয়া কে আমার হৃদয় কম্পিত করিল? হায় ভ্রাতঃ! আমি বহুদিন তোমার কুশলবার্ত্তা না পাইয়া ব্যাকুল ছিলাম আজ কি একবারে মৃত্যুসম্বাদই পাইলাম।"

এইরূপে বৃদ্ধ সম্পাতি বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, অনন্তর বানরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "কপিগণ! জনস্থানে রাবণের সহিত আমার

ভ্রাতার কিজন্য যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা তাঁহার মৃত্যু হইল তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বল। হায়! যাহার পরাক্রমে দেবগণও কম্পিত হইত, ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের পিতা মহারাজ দশরথ যাহার প্রাণসম বন্ধু ছিলেন, সেই জনস্থাননিবাসী মদীয় ভ্রাতা প্রাণাধিক জটায়ুর যে মৃত্যু হইয়াছে ইহা যেন আমার এখনও বিশ্বাস হইতেছে না। বানরগণ! বহুকাল হইল সূর্য্যকিরণে আমার পক্ষ দুইটী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এজন্য আমি স্বয়ং কোথাও গমনাগমন করিতে পারি না অতএব তোমরা অনুগ্রহ করিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আমার নিকটে আইস এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন কর।”

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

সম্পাতির নিকটে জটায়ুর মৃত্যুঘটনা কথন।

সম্পাতির এই শোকব্যঞ্জকস্বরেও বানরদিগের মনে বিশ্বাসের সঞ্চার হইল না। তাহারা নিকটে যাইলেই দুরাত্মা পক্ষী তাহাদের এক একটীকে ধরিয়া ভক্ষণ করিবে এই ভয়ে বানরগণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে আবার ভাবিল, “আমরা ত প্রায়োপবেশনেই কৃতসংকল্প

হইয়াছি তবে আর ভয় কি? এই পক্ষী আমাদিগকে ভক্ষণ করিলে বরং আমাদের অতি সহজে মৃত্যু হইবে।" এই ভাবিয়া তাহারা গিরিশৃঙ্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে সম্পাতির সন্নিহিত হইল। পরে যুবরাজ অঙ্গদ কহিতে লাগিলেন, "পক্ষিরাজ! ঋক্ষরাজ নামে মহাপ্রতাপ এক বানরেন্দ্র আমার পিতামহ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠের নাম বালী ও কনিষ্ঠের নাম সুগ্রীব। তাঁহারা উভয়েই মহাপরাক্রমশালী ও ধার্ম্মিক। তন্মধ্যে বালী বল-বীর্য্যে ভুবনে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; আমি তাঁহারই ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

পক্ষিরাজ! আপনি অবগত আছেন উত্তর কোশলেশ্বর দশরথ নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র পিতার সত্যপালনার্থ ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী হয়েন। ঐ মহাত্মার জনস্থানে অবস্থিতি কালে পাপাত্মা রাবণ মৃত্যুমোহে আকৃষ্ট হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মপত্নীকে অপহরণ করে। পাপিষ্ঠের গমনকালে মহারাজ দশরথের প্রিয়সখা পক্ষিরাজ জটায়ু এই রোমহর্ষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন এবং তৎক্ষণাৎ রাবণের গমনপথ অবরোধ পূর্ব্বক বীর্য্যবলে তাহাকে বিরথ এবং মৈথিলীকে ভূতলে স্থাপিত করিয়া প্রাণপণে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তিনি বার্দ্ধক্য বশতঃ শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পাপিষ্ঠ রাক্ষস অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে বিনাশ পূর্ব্বক অযোনিসম্ভবা সীতাকে লইয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরে রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে সীতার অন্বেষণ

করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মুমূর্ষু জটায়ুর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। অনন্তর তিনি সাদরে যথাবিধি স্বয়ং জটায়ুর সৎকার করিলেন। ধর্ম্মাত্মা জটায়ু এইরূপে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র পক্ষীরাজের সৎকারের পর সীতার অন্বেষণে ইতস্ততঃ গমন করিয়া আমার পিতৃব্য সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। তৎকালে সুগ্রীব আমার পিতা মহাপরাক্রম বালী কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া সভয়ে ঋষ্যমূকে কালযাপন করিতেছিলেন। রামচন্দ্র বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবের ভয় দূর এবং তাঁহাকে বিস্তৃত কপিরাজ্য প্রদান করিলেন। এক্ষণে সুগ্রীব রামচন্দ্রের কার্য্যার্থ আমাদিগকে সীতার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু পক্ষিবর! আমরা রামের অনুরোধে সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু রাত্রিকালে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় কোথাও সীতাকে দেখিতে পাইলাম না। পরে আমরা দুর্গম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া সমাহিতচিত্তে নানাস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে অজ্ঞান বশতঃ ঋক্ষবিল নামক এক বিস্তৃত বিলমধ্যে প্রবেশ করিলাম। উহা ময় নামক দানবের মায়ায় রচিত ও অতিশয় দুর্গম। ঐ স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের প্রত্যাগমনের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইয়া গেল। উগ্রশাসন রাজা সুগ্রীব আসিবার সময় আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন কাল অতীত হইলে আমাদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন। আমরা সেই ভয়ে কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া যাইতে সাহসী হই নাই এবং

মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া প্রায়োপবেশনের দ্বারা প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।”

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

সম্পাতি ও বানরদিগের কথোপকথন।

বানরেরা জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক করুণ বাক্যে এই-রূপ বলিলে বৃদ্ধ পক্ষিরাজ অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিলেন, “বানরগণ! তোমরা যে ধর্ম্মশীল বীর পক্ষীর মরণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, তিনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ু। আমি যে রাবণের এই নিষ্ঠুর আচরণের কথা শুনিয়াও স্থির হইয়া আছি, বার্দ্ধক্য, পক্ষহীনতা এবং তন্নিবন্ধন দৌর্ব্বল্যই তাহার একমাত্র কারণ। হায়! আমার আর পূর্ব্বের ন্যায় শক্তি নাই যে প্রাণাধিক ভ্রাতা জটায়ুর বধের প্রতিশোধ লইব। বানরগণ! আমি যেরূপে পক্ষহীন হইয়াছি তাহা আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি শ্রবণ কর। দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্র বধ করিলে আমরা দুই ভ্রাতা একদিন তাহাকে জয় করিবার জন্য আকাশমার্গে গমন করি। ক্রমে আমরা ভগবান সূর্য্য-দেবের সন্নিহিত হইলাম। ঐ সময়ে তিনি গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে উপনীত হইয়া প্রখর কিরণে জীবগণকে উত্তাপিত

করিতে লাগিলেন। অল্পবয়স্ক জটায়ু তাহাতে ক্রমশঃ অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আমি তদ্দৃষ্টে ভ্রাতৃস্নেহে অত্যন্ত কাতর হইয়া স্বীয় পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক জটায়ুকে আবৃত করিয়া রাখিলাম। ইহাতে জটায়ু রক্ষা পাইলেন বটে কিন্তু আমার পক্ষদ্বয় একবারে দগ্ধ হইয়া গেল। আমি গগনতল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বিন্ধ্যাচলে পতিত হইলাম এবং তদবধি এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি। বানরগণ! এই ঘটনার পর অবধি আমি প্রাণাধিক জটায়ুর কোন সংবাদ পাই নাই কেবল অদ্য তোমাদের মুখে একবারে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম।"

এই বলিয়া পক্ষিরাজ বিরত হইলে যুবরাজ অঙ্গদ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "পক্ষিবর! যদি তুমি যথার্থই মহাত্মা জটায়ুর ভ্রাতা হও, যদি রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের বিপদবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইয়া থাকে এবং যদি দুরাত্মা দশাননের বাসস্থান কোথায় অবগত থাক, তাহা হইলে তাহা সত্বর বলিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা কর।"

তৎশ্রবণে সম্পাতি উৎসাহের সহিত কহিতে লাগিলেন, "বানরগণ! যদিও আমি বৃদ্ধ, দগ্ধপক্ষ ও হীনবীর্য্য হইয়াছি এবং যদিও আমার সম্প্রতি কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, তত্রাপি রামচন্দ্রের কার্য্যের জন্য আমি কেবলমাত্র বাক্য দ্বারাই তোমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিব। দেখ, এই ত্রিভুবনে আমার কোন স্থানই অবিদিত নাই। আমি বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম, দেবাসুরের যুদ্ধ ও অমৃতমন্থন প্রভৃতি ঘটনা

সমস্তই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব জরার প্রভাবে আমার তেজ বিনষ্ট এবং শরীর শিথিল হইলেও আমা হইতে তোমরা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবে।

বানরগণ! এক্ষণে আমার অনুমান হইতেছে আমি রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতাকেই দেখিয়াছি। দুরাত্মা সেই রূপযৌবনসম্পন্না তরুণীকে যৎকালে অপহরণ করিয়া লইয়া যায় তৎকালে তিনি 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছিলেন এবং গাত্রস্থ আভরণ সমুদয় দূরে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। অরণ্যস্থ পশু পক্ষী সকল এই লোমহর্ষণ দৃশ্য অবলোকনে ভীত ও চকিত হইয়াছিল, বৃক্ষসকলও পত্রচ্ছলে অবিরল অশ্রুপাত করিয়াছিল। তৎকালে সেই কৃষ্ণবর্ণ পাপাত্মা রাক্ষসের ক্রোড়ে অশ্রুজলপ্লুতা সীতা নীলমেঘস্থ বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। হায়! সেইদিন যদি আমি তাঁহাকে সীতা বলিয়া জানিতাম এবং পূর্ব্বের ন্যায় যদি আমার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে ইহার বহুদিন পূর্ব্বে জগতে রাবণ নাম বিলুপ্ত হইত।"

এই বলিয়া গৃধ্ররাজ কিয়ৎকাল নীরব হইয়া রহিলেন, পরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "বানরগণ! এক্ষণে আমি সেই বিশ্রবাপুত্র দুরাত্মা রাবণের বাসস্থান কোথায় বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। এই সমুদ্রমধ্যে শতযোজন দূরে লঙ্কা নামে এক নগরী আছে। উহা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত এবং অতিশয় রমণীয়। উহার চতুর্দ্দিকে সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ প্রাকার এবং কাঞ্চনময় কবাট ও গৃহ সকল শোভা পাইতেছে। ঐ পুরীই পাপাত্মা রাবণের রাজ-

ধানী। কপিগণ! সেই রামভার্য্যা জানকী এক্ষণে নিতান্ত মলিনবসনে ও দীনবেশে রাবণের অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে ভীমদর্শনা নিশাচরীরা তাঁহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। বানরগণ! তোমরা অবিলম্বে লঙ্কায় যাইতে যত্ন কর, তাহা হইলেই আর্য্যা জানকীকে দেখিতে পাইবে। আমরা দেবযোনি; দেবযোনিত্ব প্রভাবে এবং আয়ুষ্মতী বিদ্যাবলে দূরস্থ বস্তুও করতলস্থিত বস্তুর ন্যায় স্পষ্টই দেখিতে পাই। এক্ষণে তোমরা গমনকালে আকাশপথে যে যে স্থান দেখিতে পাইবে তাহাও কহিতেছি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। প্রথমে ধান্যজীবী পারাবত-গণের পথ; পরে বলি এবং সুপক্ক ফলভোজী কাক ও শুকাদির দ্বিতীয় পথ; তৎপরে ক্রৌঞ্চ ও কুররগণের তৃতীয় পথ। অনন্তর শ্যেনাদি পক্ষিগণের চতুর্থ পথ; তদূর্দ্ধে গৃধ্র-গণের পঞ্চম পথ এবং তাহার ঊর্দ্ধে বলবীর্য্যশালী রূপযৌবন-সম্পন্ন মরালকুলের ষষ্ঠ পথ। অবশেষে বিনতাপুত্র অরুণের সপ্তম পথ তোমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। আমরা এই অরুণের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বানরগণ! যে পাপাত্মা অযোনিসম্ভবা সীতাদেবীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়াছে যে আমার প্রাণসম ভ্রাতা জটায়ুকে বিনাশ করিয়াছে, মহাবীর রামচন্দ্রের শরে সবংশে যমালয়ে গমন করিয়া সে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হউক। দিব্যশক্তি প্রভাবে শতযোজন দূর হইতেও আমাদের দৃষ্টি প্রতিহত হয় না—অতএব আমি এই স্থানে থাকিয়াই পাপিষ্ঠ রাবণ ও জানকীকে দেখিতে পাই-তেছি। এক্ষণে তোমরা এই লবণসমুদ্র লঙ্ঘনের উপায়

উদ্ভাবন কর। তাহা হইলেই জানকীর সম্বাদ লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে।

বানরগণ! এক্ষণে তোমাদের নিকট আমার একটী নিবেদন আছে। আমি বার্দ্ধক্যবশতঃ চলিতে অক্ষম হইয়াছি, তোমরা আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমুদ্রতীরে লইয়া চল; আমি প্রাণাধিক জটায়ুর উদককার্য্য সম্পন্ন করিব।"

বানরেরা এই কথা শুনিয়া পক্ষিরাজ সম্পাতিকে সমুদ্রতীরে লইয়া গেল এবং তাঁহার নিকটে জানকীর উদ্দেশ পাইয়া অসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

বানরগণ ও সম্পাতির কথোপকথন।

বানরগণ সহসা সীতার উদ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে কপিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান গৃধ্ররাজ সম্পাতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, "মহাত্মন্! আপনিই আমাদিগের একমাত্র গতি। আমরা সীতার উদ্দেশ করিতে না পারিয়া প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম; কিন্তু আপনিই অদ্য আমাদিগকে প্রাণদান করিয়াছেন। এক্ষণে বিশেষ

করিয়া বলুন, জানকী কোথায় আছেন। শুভসংবাদ বারবারই শুনিতে ইচ্ছা হয়, এইজন্য আপনাকে বিরক্ত করিতেছি। যৎকালে রাবণ তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায় তৎকালে কি আপনি একাকীই দেখিয়াছিলেন না আরও কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল? সে দুরাত্মা রাক্ষসই বা কে? মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের বজ্রসার অব্যর্থ বাণের প্রভাব কি সে অবগত নহে?"

গৃধ্ররাজ সম্পাতি বানরগণের আগ্রহ দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "আমি কেবল একাকী সীতাকে দর্শন করি নাই। আর যাহার নিকটে ও যেরূপে সীতার হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি এবং সেই আয়তলোচনা এক্ষণে যথায় আছেন তাহা সমস্তই কহিতেছি শ্রবণ কর। আমি এই বহুযোজন দীর্ঘ গিরিদুর্গে অনেকদিন হইতে নিপতিত আছি। জরা ও বার্দ্ধক্যবশতঃ আমি স্বশক্তিতে কোথাও গমনাগমন করিতে পারি না। সুপার্শ্ব নামে আমার এক প্রিয়পুত্র প্রতিদিন যথাকালে আহার প্রদান করিয়া আমাকে রক্ষা করিতেন। বানরগণ! যেরূপ গন্ধর্ব্বদিগের কাম অধিক, ভুজঙ্গদিগের ক্রোধ অধিক, মৃগদিগের ভয় অধিক সেইরূপ আমাদিগের ক্ষুধা অধিক। আমি একদিন আহার না পাওয়াতে ক্ষুধায় আকুল হইয়া উপবিষ্ট আছি—এমত সময়ে বৎস সুপার্শ্ব সমস্ত দিনের পর সায়ংকালে রিক্তহস্তে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে আমি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নানা প্রকার কটূক্তি করিলাম। বৎস সুপার্শ্ব তাহাতে সাতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া বারংবার

আমার ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক এইরূপে আত্মবৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন ;—

'পিতঃ! আমি যথা সময়ে আমিষার্থী হইয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হইলাম এবং যে দিক দিয়া প্রতিদিন শত শত প্রাণী সমুদ্রে গমনাগমন করে মহেন্দ্র পর্ব্বতের এইরূপ এক দ্বার অবরোধ করিয়া উপবিষ্ট রহিলাম। এমন সময়ে দেখিলাম নিবিড় মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ একজন পুরুষ সূর্য্যরশ্মির ন্যায় দীপ্তিমতী এক রমণীকে লইয়া বেগে আকাশপথে গমন করিতেছে। ইহাদিগকে লইয়া যাইলে অদ্য পিতার তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার হইবে এই ভাবিয়া আমি ঐ কৃষ্ণকায় পুরুষের পথ অবরোধ করিলাম, কিন্তু সে এরূপ কাতার ও বিনীত-ভাবে জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিল যে আমার মনে বড় দয়ার সঞ্চার হইল এবং আমি তাহাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলাম। কৃষ্ণকায় পুরুষ তাহাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া উক্ত রমণীকে লইয়া বেগে অভীষ্টস্থানোদ্দেশে গমন করিল।

অনন্তর গগনে সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণ আসিয়া নানা প্রকারে স্তুতিবাদ পূর্ব্বক আমার যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "পক্ষিরাজ! পাপিষ্ঠ রাক্ষস কাতরভাবে মিনতি করাতে যে তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলে ইহাতে যে কেবল তোমার নিজের ঔদার্য্য প্রকাশ হইতেছে এমত নহে—ইহা দ্বারা ত্রিলোকেরও এক মহৎ উপকার সংসাধিত হইয়াছে। জানিও ঐ পাপাত্মা কৃষ্ণকায় রাক্ষসের নাম রাবণ; আর যিনি শোকে ভ্রষ্টবেশা ও আলুলায়িতকেশা

হইয়া অবিরল অশ্রুপ্লুতবদনে 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন উনি দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের ধর্ম্মপত্নী। অদ্যকার এই পাপে দুরাত্মা রাক্ষস সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে।" পিতঃ! ঋষিদিগের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়াই আমি আসিতেছি। এই আমার বিলম্বের কারণ।'

কপিগণ! বৎস সুপার্শ্বের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার মন যে কিরূপ হইল তাহা আর কি বলিব। কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃ দুরাত্মা রাক্ষসকে মনোমত শাস্তি দিতে পারিলাম না। আমি পক্ষহীন পক্ষী, সুতরাং কোন কার্য্যেরই ক্ষমতা নাই। যাহা হউক আমি এক্ষণে বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা যতদূর সাধ্য তোমাদের সাহায্য করিব। রামচন্দ্রের কার্য্যে আমি আমার প্রাণ পর্য্যন্তও দিতে কুণ্ঠিত হইব না। আমার এরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, তোমরা এই কার্য্যে নিশ্চয়ই সফল হইবে। তোমরা সকলেই তেজস্বী, বলবান ও বুদ্ধিমান এবং মহাপরাক্রম কপিরাজ সুগ্রীব তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, সুতরাং দেবতারাও তোমাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিশিত বাণ ত্রিলোকের নিগ্রহ বা রক্ষণে সমর্থ; তোমরা যখন তাঁহার কার্য্য করিতেছ তখন তোমাদের কিছুই দুষ্কর হইবে না। দুরাত্মা রাবণ যতই কেন বলবান ও তেজস্বী হউক না তাহাকে এবার প্রাণ হারাইতেই হইবে। এক্ষণে আর বৃথা বিলম্ব করিও না; সত্বর সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় গমনের চেষ্টা কর। তোমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান পুরুষেরা কদাচ আলস্য অবলম্বন করে না।"

ষষ্টিতম সর্গ।

মহর্ষি নিশাকরের বিবরণ।

অনন্তর পক্ষিরাজ সম্পাতি স্নানান্তে জটায়ুর উদককার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুনরায় অঙ্গদকে সম্বোধন পূর্ব্বক হর্ষভরে কহিতে লাগিলেন, "বীর ! আমি যে সত্য সত্যই জানকীকে দেখিয়াছি তাহার আর এক প্রমাণ আছে। প্রায় আট সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এক মহর্ষি আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন ; তোমাদিগের বিশ্বাসের জন্য তাহা আদ্যোপান্ত কহিতেছি শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজে দগ্ধপক্ষ হইয়া এই পর্ব্বতে পতিত হই। তৎকালে আমি এরূপ অজ্ঞান ও বিহ্বল হইয়াছিলাম যে, ছয় রাত্রি কোনদিক দিয়া অতিবাহিত হইল তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। ক্রমশঃ সংজ্ঞালাভ হইলে আমি চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু প্রথমতঃ কোথায় আসিয়াছি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরে সাগর, শৈল, নদ, নদী, সরোবর, বন প্রভৃতি প্রদেশ নেত্রগোচর হওয়াতে আমি ক্রমশঃ বুদ্ধিস্থ হইয়া উঠিলাম। তখন হৃষ্ট পক্ষিগণের কলরবে প্রতিধ্বনিত, নানাবিধ তরু এবং কন্দর, গুহা ও শৃঙ্গ প্রভৃতি শোভিত এই পর্ব্বতকে আমার বিন্ধ্যপর্ব্বত বলিয়া অনুমান হইল।

ঐ পর্ব্বতের শিখরে সুরগণসেবিত এক পবিত্র আশ্রম ছিল। তথায় নিশাকর নামে এক উগ্রতপা ঋষি বাস করিতেন। জটায়ু ও আমি পূর্ব্বে প্রায়ই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতাম। আমি দগ্ধপক্ষ হইয়া ঐ পর্ব্বতে পতিত হইলে শুনিলাম ঐ ঋষি তপঃপ্রভাবে স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। তদবধি তাঁহার পবিত্র শান্ত মূর্ত্তি না দেখিয়া আমি আট সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলাম। পরে একদিন নিতান্ত নিরাশ হইয়া অতি কষ্টে বিষম বিন্ধ্যশিখর হইতে অবতরণ করিলাম এবং তৃণপূর্ণ নিম্নভূমি দিয়া ধীরে ধীরে নিশাকরের তপোবনোদ্দেশে গমন করিলাম। দেখিলাম, বৃক্ষ সকল পূর্ব্বের ন্যায় ফল ও পুষ্পে অবনত হইয়া আছে, সমীরণ সুগন্ধ বহন করতঃ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে; কেবল সেই মহর্ষির সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না।

অনন্তর আমি সেই পুণ্যাশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং ঋষি কৃপাপূর্ব্বক অবশ্যই দর্শন দিবেন এই প্রত্যাশায় এক বৃক্ষমূলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে দেখিলাম, তেজঃপুঞ্জকলেবর প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান নিশাকর দূরে সমুদ্রতীর হইতে উত্তরাভিমুখে আগমন করিতেছেন। অর্থলোভে যাচকগণ যেমন দাতাকে বেষ্টন করে তদ্রূপ ভল্লুক, সৃমর, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি প্রাণী ও নানা প্রকার সরীসৃপ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছে। অনন্তর রাজা যেমন আবাসে প্রবেশ করিলে তৎসহাগত অমাত্য প্রভৃতি স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করে তদ্রূপ ঋষি আশ্রমে উপস্থিত হইলে জন্তুগণ স্ব স্ব স্থানে গমন

করিল। ভগবান নিশাকর আমাকে দেখিয়া প্রসন্নবদনে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল পরে পুনরায় বাহিরে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য! তোমার অঙ্গ বিকৃত হওয়াতে আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আহা! তোমার দুইটী পক্ষই দগ্ধ হইয়াছে। কেবল শরীরে প্রাণমাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি পূর্ব্বে তোমাদের ভ্রাতাদ্বয়কে অনেকবার দেখিয়াছি; তৎকালে তোমরা বায়ুর ন্যায় বেগবান, কামরূপী ও সমস্ত পক্ষিকুলের অধীশ্বর ছিলে এবং মনুষ্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে আমার চরণ গ্রহণ করিতে। এক্ষণে তোমার শরীরে কি কোন ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে যে উহা এরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে? যাহা হউক পক্ষিবর! তোমার পক্ষদ্বয় কি কারণে দগ্ধ হইল এবং কেই বা তোমার এরূপ দুর্দ্দশা করিল আমাকে সবিশেষ বল।'"

একষষ্টিতম সর্গ।

নিশাকরের নিকট সম্পাতির পক্ষনাশের বৃত্তান্ত কথন।

"কপিবর! মহর্ষি নিশাকর এইরূপ আদেশ করিলে আমি তাঁহাকে সবিনয়ে কহিতে লাগিলাম, 'ভগবন্! আমি

ব্রণযুক্ত ও ছিন্নপক্ষ হইয়া এরূপ দুর্ব্বল ও লজ্জিত হইয়াছি যে আপনার বাক্যের উত্তর দিতে সম্যকরূপে সমর্থ নহি; যাহা হউক আমার দুর্দ্দশার কথা প্রাণপণে কথঞ্চিৎ কহিতেছি শ্রবণ করুন। বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে আমি ও জটায়ু একদিন স্পর্দ্ধা করিয়া ইন্দ্রবিজয়ার্থ আকাশপথে উড্ডীন হইলাম। প্রথমে কৈলাসশিখরে উপনীত হইয়া মুনিগণের সমক্ষে এইরূপ পণ করিলাম যে, সূর্য্য অস্তমিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা সূর্য্যলোকে গমন করিব। আমরা উভয়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধপথে উত্থিত হইতে লাগিলাম। তৎকালে পৃথিবীস্থ নগর ও জনপদ সকল গতিবেগে আমাদের চক্ষে রথচক্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কোন স্থানে বাদিত্রনির্ঘোষ, কোন স্থানে ভূষণশিঞ্জিত, কোথাও বা সঙ্গীতধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আমরা ক্রমশঃ উৎসাহান্বিত হইয়া মহাবেগে উত্থিত হইতে লাগিলাম এবং পরিশেষে আদিত্যলোকে উপনীত হইলাম। দূরত্বনিবন্ধন সে স্থান হইতে পৃথিবীস্থ বনবিভাগ সকলকে ক্ষুদ্র তৃণাচ্ছন্ন ভূমিখণ্ডের ন্যায়, প্রকাণ্ড পর্ব্বত সকলকে ক্ষুদ্র উপলখণ্ডের ন্যায়, বৃহৎ নদী সকলকে শুভ্র ও সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় এবং হিমাচল, বিন্ধ্যাচল, সুমেরু প্রভৃতি মহাগিরি সকলকেও জলাশয়স্থ মাতঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে আমাদের শরীর হইতে অনবরত স্বেদবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, সমস্ত অঙ্গ অবসন্ন হইয়া গেল, ভয়ে সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে দিগ্‌ভ্রমও হইতে লাগিল এবং পর্য্যায়ক্রমে মোহ ও দারুণ

মূর্চ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের বোধ হইল যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রাণীগণ সেই যুগান্তের অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত ও দগ্ধ হইতেছে।

অনন্তর সেই ভীষণ সৌরতেজে আমার মন ও চক্ষু নিহত হইয়া গেল। তত্রাপি আমি অনেক যত্নে পুনরায় ভগবান ভাস্করকে দেখিতে লাগিলাম। আমার অনুমান হইল দিবাকরও পৃথিবীর ন্যায় এক প্রকাণ্ড পদার্থ। ইত্যবসরে দেখি, ভ্রাতা জটায়ু সূর্য্যতাপে অবসন্ন হইয়া আমাকে কিছু না বলিয়াই ক্রমশঃ অধোভাগে নিপতিত হইতেছেন। তদ্দর্শনে আমি তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইয়া নিজ পক্ষদ্বারা জটায়ুকে আবৃত করিয়া রাখিলাম। ইহাতে তাঁহার দেহ রক্ষা পাইল বটে কিন্তু আমার পক্ষ দুইটী নিঃশেষে ভস্ম হইয়া গেল। সে সময়ে আমার অনুমান হইল জটায়ু যেন জনস্থানে পতিত হইলেন এবং আমিও জড়ের ন্যায় এই বিন্ধ্যপর্ব্বতে পতিত হইলাম। তপোধন! আমি তদবধি দগ্ধপক্ষ, রাজ্যহীন ও বিক্রমহীন হইয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছি। স্নেহাস্পদ ভ্রাতা জটায়ু যে কোথায় আছেন, তাঁহাও জানি না; অতএব আমার আর ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা নাই। স্থির করিয়াছি এই পর্ব্বতশিখর হইতে পতিত হইয়া এককালে এই জীবন ও ক্লেশের অবসান করিব।'"

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

সম্পাতিকে মহর্ষির আশ্বাস দান।

"কপিগণ! আমি ভগবান নিশাকরকে এইরূপ কহিয়া দুঃখভরে অবিরল অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি কিয়ৎ-কাল ধ্যান করিয়া আমাকে কহিলেন, 'সম্পাতি! তুমি দুঃখিত হইও না; তোমার পক্ষ, চক্ষু, বল ও বিক্রম সমুদায় আবার নূতন হইবে। আমি পূর্ব্বে নারদাদি মুনিগণের মুখে যাহা শুনিয়াছি এবং তাপসী শক্তিপ্রভাবে নিজেও যাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জানিতেছি তাহাতে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। এক্ষণে সে সমস্ত তোমায় কহিতেছি শ্রবণ কর। ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূত মহারাজা দশরথের রাম নামে এক মহাতেজা পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি পিতার সত্য-পালনার্থ হস্তগত রাজ্যে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যে গমন করিবেন। দেব ও দানবের অবধ্য রাবণ নামে এক রাক্ষস জনস্থান হইতে তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা ভার্য্যাকে অপহরণ করিবে এবং নিজগৃহে লইয়া গিয়া নানা প্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য এবং বিলাসোপযোগী বস্তুর দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সাধ্বী মহাভাগা পতিপ্রাণা বৈদেহী তাহার কথায় কর্ণপাতও করিবেন না। অনন্তর দেবরাজ

বাসব ব্রহ্মার আদেশে সীতাকে প্রাণধারণার্থ অমরদুর্ল্লভ দিব্য পরমান্ন প্রদান করিবেন। মৈথিলী ঐ অন্ন প্রাপ্ত হইয়া এবং উহা যথার্থই ইন্দ্রপ্রদত্ত জানিয়া, উহার অধিক অংশ এই বলিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিবেন যে, 'আমার স্বামী রামচন্দ্র ও দেবর লক্ষ্মণ এক্ষণে যে অবস্থায় এবং যেখানেই থাকুন, এই তাঁহাদিগের অন্ন।'

অনন্তর বানরেরা রামচন্দ্রের কার্য্যের জন্য সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে নিতান্ত হতাশ হইয়া এই স্থানে আগমন করিবে। সম্পাতি! তুমিই তাহাদিগকে সীতার সংবাদ দিয়া আশ্বাস প্রদান করিবে। অতএব এস্থান পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি যাইও না। আর এরূপ অবস্থায় কি করিয়াই বা যাইবে? বানরদিগের আগমনকাল পর্য্যন্ত তুমি এই স্থানে অপেক্ষা কর, তাহা হইলেই তুমি পূর্ব্বের ন্যায় পক্ষদ্বয় প্রাপ্ত হইবে। আমি তাপসী শক্তিপ্রভাবে তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই পক্ষযুক্ত করিতে পারিতাম কিন্তু তাহা হইলে তুমি হয়ত চপলতাবশতঃ এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। পক্ষিরাজ! তুমি এস্থানে থাকিলে সর্ব্বলোকের হিতকার্য্যসাধনে সমর্থ হইবে। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের কথা দূরে থাকুক তুমি ব্রাহ্মণ, মহর্ষি, গুরুজন এবং দেবরাজ ইন্দ্রেরও অশেষ উপকার করিতে পারিবে।'

কপিবর! সেই তত্ত্বদর্শী মহর্ষি আমাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। আমি তদবধি এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি। পবিত্রদর্শন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব, আমি এই আশাতেই বাঁচিয়া আছি; নতুবা

ইহার বহুদিন পূর্ব্বেই এই জরাজীর্ণ পাপদেহ পরিত্যাগ করিতাম।”

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

সম্পাতির নবপক্ষোদ্গমন।

সম্পাতি পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “কপিগণ! সেই তত্ত্বজ্ঞ বাক্যবিশারদ ঋষি এইরূপ এবং অন্যান্য বহুবিধ সুমিষ্ট বাক্যে আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। আমিও সেই কন্দর হইতে ধীরে ধীরে নিঃসৃত হইয়া অতি কষ্টে বিন্ধ্যপর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া তোমাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অদ্য প্রায় আট সহস্র বৎসর হইল, আমি মুনির বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া এইরূপে তোমাদের প্রতীক্ষা করিতেছি। আমি যেরূপ কষ্ট পাইতেছি তাহাতে এতদিন নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতাম, কেবল সেই মুনি আমাকে প্রাণরক্ষার্থ যে বুদ্ধি দিয়াছিলেন উহা তমোরাশিকে প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় আমার দুঃখরাশিকে দূরীকৃত করিয়াছিল।

কপিগণ! আমার পুত্র সুপার্শ্ব, রাবণ অপেক্ষা সমধিক বল সত্ত্বেও এবং মহারাজা দশরথের পুত্রবধূ সীতার তাদৃশ

বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়াও যে তাঁহাকে উদ্ধারের কোন চেষ্টা করে নাই ইহাতে আমি তাহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছি।”

এই কথা বলিতে বলিতেই বানরগণের সমক্ষে সম্পাতির সর্ব্বশরীরে নূতন পক্ষ উদ্গত হইয়া উঠিল। তিনি সহসা স্বীয় শরীর অরুণবর্ণ পক্ষে আচ্ছাদিত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত কহিতে লাগিলেন, “বানরগণ! দেখ, দেখ, কি আশ্চর্য্য! মহাতেজা ভগবান নিশাকরের প্রসাদে আমার সূর্য্যরশ্মিদগ্ধ পক্ষ পুনরায় উদ্গত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে যৌবনকালে আমার যেরূপ বল ও পৌরুষ ছিল, পক্ষোদ্ভেদের সহিত আমি আবার তাহা প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে তোমরা সীতার উদ্দেশার্থ লঙ্কাগমনের উদ্যোগ কর। এ বিষয়ে যত্ন করিলেই যে তোমরা কৃতকার্য্য হইবে আমার পক্ষলাভ তাহাতে প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতেছে।”

পক্ষিরাজ সম্পাতি বানরদিগকে এই কথা বলিয়া আকাশমার্গের বিবরণ অবগত হইবার জন্য বিন্ধ্যশিখর হইতে উড্ডীন হইলেন। এদিকে পবনতুল্য বেগবান পরাক্রান্ত বানরেরা সীতার সংবাদে যার পর নাই হৃষ্ট হইল এবং তাঁহার অনুসন্ধানার্থ উন্মুখ হইয়া বেগে দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিল।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

সমুদ্র দর্শনে বানরগণের বিষাদ।

সিংহপরাক্রম বানরেরা সম্পাতির বাক্যে উৎসাহান্বিত হইয়া মহাবেগে লঙ্কাভিমুখে গমন করিল এবং অল্পকালমধ্যেই দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে উপনীত হইল। তাহারা দেখিল, সেই সুবিস্তীর্ণ ভীষণ সমুদ্র কোথাও প্রসুপ্তের ন্যায় স্তিমিত, কোথাও ক্ষুদ্রতরঙ্গলহরী লইয়া ক্রীড়াশীল, কোথাও বা পর্ব্বতপ্রমাণ উত্তাল তরঙ্গমালায় সমাচ্ছন্ন। ইহার কোন স্থান চন্দ্র, সূর্য্য এবং গ্রহনক্ষত্রাদি সকলের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়াতে গম্ভীর সৌন্দর্য্যময় হইয়াছে, কোন স্থান বা ভয়ঙ্কর জলচর প্রাণী এবং পাতালবাসী দৈত্যদানবগণ কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া অতীব ভীষণ হইয়াছে। বানরেরা এই লোমহর্ষণ আকাশবৎ অসীম দুস্তর সমুদ্র দর্শনে নিতান্ত বিষণ্ণ এবং কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

অনন্তর যুবরাজ অঙ্গদ, বানরদিগকে সাগর দর্শনে নিতান্ত চিন্তাকুল দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বানরগণ! তোমরা এরূপ বিষণ্ণ হইলে কেন? বিপদকালে এরূপ নিরুৎসাহ হওয়া অত্যন্ত দোষাবহ। যেরূপ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ বালকের প্রাণ নষ্ট করে তদ্রূপ বিষাদও পুরুষের পুরুষকার নষ্ট করিয়া ফেলে। বিক্রম প্রকাশের সময় যাহারা বিষণ্ণ

হয় তাহারা অত্যন্ত তেজোহীন ; তাহাদের পুরুষার্থ কখনও সিদ্ধ হয় না। অতএব তোমরা এই অনর্থকর বিষাদ দূর করিয়া উৎসাহ অবলম্বন কর।”

যুবরাজ অঙ্গদ, বানরদিগকে এইরূপ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় তাহারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। পরদিন প্রাতে অঙ্গদ বৃদ্ধ বানর-দিগকে সমবেত করিয়া সাগর লঙ্ঘনের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি বানরসেনা বেষ্টিত হইয়া দেবসেনাবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বালীনন্দন অঙ্গদ এবং পবনকুমার হনূমান ব্যতীত তথায় আর এমন কেহই ছিলেন না যে সেই বৃহতী বানরী সেনাকে নিস্তব্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। অনন্তর অঙ্গদ বৃদ্ধ বানর-গণ এবং সৈন্যগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “বীরগণ। তোমাদিগের মধ্যে কোন্ তেজস্বী মহাত্মা এই শতযোজন বিস্তৃত সাগর লঙ্ঘন করিয়া জগতে অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবেন? কোন্ বীর অদ্য কপিরাজ সুগ্রীবকে প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত করিবেন এবং আমাদিগেরও এই উপস্থিত মহাভয় দূর করিবেন? আমরা কাহার অনুগ্রহে পূর্ণমনোরথ হইয়া সুখে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্ত্রীপুত্রের মুখদর্শন করিব এবং প্রফুল্লমুখে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সম্মুখে দাঁড়াইতে সমর্থ হইব? যদি এই সমবেত বানরমণ্ডলীর মধ্যে কেহ সাগরলঙ্ঘনে সমর্থ থাকেন তবে তিনি সত্বর আসিয়া আমাদিগকে অভয়দান করুন।”

যুবরাজ অঙ্গদ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন ; কিন্তু সেই

অসংখ্য বানরসৈন্যের মধ্যে একজনও তাঁহার বাক্যের উত্তর দিতে সাহসী হইল না। সকলেই এক একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হতাশের ন্যায় সেই অনন্ত, দুস্তর, ভীষণ সাগর অবলোকন করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

তদ্দর্শনে অঙ্গদ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "বীরগণ! তোমরা সকলেই পবিত্র ও উন্নত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমরা সকলেই মহাপরাক্রমশালী এবং কপিরাজ সুগ্রীবের আদরের পাত্র। তোমাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। এক্ষণে সাগরলঙ্ঘনে তোমাদিগের কাহার কিরূপ ক্ষমতা আছে বিশেষ করিয়া বল।"

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বানরদিগের সাগরলঙ্ঘনে নিজ নিজ শক্তি কথন।

অঙ্গদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান প্রভৃতি বানরগণ সাগরলঙ্ঘন বিষয়ে স্ব স্ব শক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইল। গজ কহিল, "আমি দশযোজনমাত্র লম্ফপ্রদান করিতে পারি; গবাক্ষ কহিল, "আমি বিংশতিযোজন লম্ফপ্রদান করিতে পারি।" শরভ কহিল, "আমি ত্রিংশৎযোজন লম্ফনে

সমর্থ।” ঋষভ কহিল, “আমি অনায়াসে চত্বারিংশৎযোজন লম্ফপ্রদান করিব।” গন্ধমাদন কহিল, “আমি নিশ্চয়ই পঞ্চাশৎযোজন লম্ফপ্রদান করিতে পারি।” মৈন্দ কহিল, “ষষ্টিযোজনের অধিক উল্লঙ্ঘন করিতে আমি সাহসী হই না।” মহাতেজা দ্বিবিদ কহিল, “আমি সপ্ততিযোজন লম্ফপ্রদান করিব।” পরিশেষে মহাবীর সুষেণ কহিল, “অশীতিযোজন পর্য্যন্ত লম্ফপ্রদানে আমার সামর্থ্য আছে।”

অনন্তর বৃদ্ধ মহাবীর জাম্ববান তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান পূর্ব্বক কহিলেন, “বীরগণ! পূর্ব্বে আমার বিলক্ষণ গতিশক্তি ছিল; এক্ষণে বার্দ্ধক্য ও জরাবশতঃ তাহার অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে, যাহা হউক উপস্থিত রামকার্য্য সাধনার্থ আমাদিগের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। অতএব আমার এখনও যেরূপ শক্তি আছে তাহা তোমাদিগকে কহিতেছি; আমি এখনও এক লম্ফে নবতি যোজন উল্লঙ্ঘন করিতে পারি। বানরগণ! ইহা শুনিয়া তোমরা মনে করিও না আমার শক্তি কখন ইহার অধিক ছিল না। পূর্ব্বে দানবরাজ বলির যজ্ঞে যখন ভগবান বিষ্ণু ত্রিবিক্রমে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে বার্দ্ধক্য ও জরাবশতঃ আমার গতিশক্তি আর তাদৃশ নাই, কিন্তু যৌবনকালে আমার বলবিক্রম অতি আশ্চর্য্যই ছিল। যাহা হউক সম্প্রতি আমি নবতি যোজন পর্য্যন্তই গমন করিতে পারি কিন্তু দেখিতেছি ইহাতেও কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে না।”

এই বলিয়া জাম্ববান বিরত হইলে যুবরাজ উদারচেতা

অঙ্গদ তাঁহাকে যথোচিত সম্মানপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি এই শতযোজন এক লম্ফেই গমন করিতে পারি কিন্তু আমার প্রত্যাগমনের শক্তি আছে কি না জানি না।"

তৎশ্রবণে বাক্যবিশারদ জাম্ববান কহিলেন, "যুবরাজ! তোমার গতিশক্তি যে অসীম তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। সামান্য শতযোজন কেন, তুমি ইচ্ছা করিলে সহস্র যোজনও অনায়াসে গমন এবং প্রত্যাগমন করিতে পার। কিন্তু তুমি আমাদিগের সকলের প্রভু; প্রভু হইয়া অধীনের কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া ভাল দেখায় না। আমরা সকলেই তোমার ভৃত্য; তুমি আমাদিগকে আজ্ঞা প্রদান কর, আমরা প্রাণপণে তাহা পালন করিতেছি। বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমাকে যথাসাধ্য রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য। আমরা এখানে যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি তুমিই তাহার মূল। কার্য্যের মূল রক্ষা করাই কার্য্যবিৎদিগের প্রথম কর্ত্তব্য; কারণ মূল থাকিলে সকল কার্য্যই সফল হইয়া থাকে। যুবরাজ! আরও দেখ, তুমি আমাদের গুরু এবং গুরুপুত্র, বিশেষ তোমাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, অতএব ইহাতে তোমার কোনমতেই ব্যাপৃত হওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে না।"

তখন অঙ্গদ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "মহাত্মন্! যদি আমি বা অন্য কোন কপিশ্রেষ্ঠ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করেন তাহা হইলে পুনর্ব্বার প্রায়োপবেশনে দেহ বিসর্জ্জন ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর নাই। উগ্রশাসন সুগ্রীবের আজ্ঞা পালন না করিয়া প্রত্যাগত হইলে আমাদের নিস্তার

নাই তিনি এক্ষণে অনুগ্রহ ও নিগ্রহে সমর্থ অতএব নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন। বীর! তুমি বহুদর্শী; এক্ষণে যাহাতে এই দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করা যায়, এমত কোন উপায় চিন্তা কর।"

জাম্ববান কহিল, "বীর! তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না এবং ভাবী কার্য্যবৈফল্যের বিষয় মনে করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিতও হইও না। আমাদিগের মধ্যে যিনি এই কার্য্যে সমর্থ হইবেন আমি এক্ষণে তাঁহাকেই নিয়োগ করিতেছি।"

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

হনূমানকে সাগরলঙ্ঘনে অনুরোধ।

অনন্তর জাম্ববান বিসাদসাগরে নিমগ্ন বানরসৈন্যকে কিয়ংকাল নিরীক্ষণ করতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাবীর হনূমানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বীর! তুমি কিজন্য একান্তে মৌনাবলম্বন করিয়া আছ এবং কি নিমিত্তই বা এই সঙ্কটের সময়ও বাক্যালাপ করিতেছ না? তুমি গুণে সুগ্রীবের তুল্য এবং তেজ ও বলে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণেরই অনুরূপ। যেরূপ বিনতা-তনয় মহাবল গরুড় পক্ষিজাতির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তদ্রূপ

তুমিও বানরজাতির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমি স্বচক্ষে অনেকবার দেখিয়াছি সেই মহাবল পক্ষিরাজ সাগরগর্ভ হইতে ভীষণ সর্প সকল উদ্ধার পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছেন। হনূমান! তাঁহার পক্ষদ্বয় যেরূপ বলবান তোমার বাহুযুগলও সেইরূপ বলবিশিষ্ট। ফলতঃ বলবিক্রমে তুমি তাঁহার অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহ। জীবগণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলবান, বুদ্ধিমান ও তেজোবিশিষ্ট। এরূপ অবস্থায় তুমি কিজন্য উপস্থিত কার্য্যে সজ্জিত হইতেছ না?

বীর! তোমার বলবিক্রমের আমি একটী উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর;—পূর্ব্বে পুঞ্জিকস্থলা নামে এক অপ্সরা ছিলেন তাঁহার অপর নাম অঞ্জনা। তিনি কপিরাজ কেসরীর ভার্য্যা ও কুঞ্জরের দুহিতা ছিলেন। তাঁহার রূপমাধুরী ত্রিলোকবিখ্যাত ছিল; তিনি কেবল অভিশাপগ্রস্ত হইয়া বানরীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি অঞ্জনা দৈবী শক্তিপ্রভাবে ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারিতেন।

রূপযৌবনসম্পন্না কেসরীভার্য্যা একদিন মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, উৎকৃষ্ট মাল্য এবং উপান্তরক্ত পীতবসন পরিধান পূর্ব্বক পর্ব্বতশিখরে সানন্দে বিচরণ করিতেছিলেন। তৎকালে শিখরস্থা অঞ্জনাকে নীলমেঘগত বিদ্যুতের ন্যায় বোধ হইতেছিল। ঐ সময়ে পবনদেব মৃদু হিল্লোলে অঞ্জনার দেহ হইতে বস্ত্র অপসারণ করিলেন এবং তাঁহার সুগঠিত উরু, সুকঠিন ও উন্নত স্তনদ্বয়, সূক্ষ্ম কটিদেশ, সুচারু আনন এবং অনুপম যৌবন নিরীক্ষণ করিয়া কামমোহিত হইয়া দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

পতিব্রতা অঞ্জনা সহসা এই ব্যাপারে বিহ্বলার ন্যায় হইয়া চীৎকার করতঃ কহিয়া উঠিলেন, 'হায়! কোন্ দুরাত্মা আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিল!'

বায়ু কহিলেন, 'সুন্দরি! ভয় নাই আমি তোমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছি না। আমি পবনদেব; তোমার রূপদর্শনে উন্মত্ত হইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক সঙ্কল্পমাত্রে তোমাতে সংক্রান্ত হইয়াছি। তোমার গর্ব্ভে একটী বীর্য্যবান বুদ্ধিসম্পন্ন মহাবল ও মহাপরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে। কি লঙ্ঘন, কি প্লবন সে সকল বিষয়েই আমার সমতুল্য হইবে।'

কপিবর! তোমার জননী পবনদেবের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সেই পর্ব্বতের এক গুহাতে তোমাকে প্রসব করিলেন। তুমি জাতমাত্র অরণ্যমধ্য হইতে সূর্য্যকে উত্থিত হইতে দেখিয়া আহার্য্য কোন ফল মনে করিয়া গ্রহণ করিবার আশয়ে আকাশে উত্থিত হইয়াছিলে। তৎকালে তুমি তিন শত যোজন ঊর্দ্ধে গমন করিয়া এবং ভগবান সূর্য্যের তেজে ক্ষিপ্ত হইয়াও কিছুমাত্র অবসন্ন হও নাই। তোমাকে মহাবেগে গগনে উত্থিত হইতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধভরে তোমার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করেন। তুমি সেই আঘাতে শৈলশিখরে পতিত হও এবং তাহাতেই তোমার বাম জানু ভগ্ন হইয়া যায়। তদবধি তোমার নাম হনূমান হইয়াছে।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রে তোমার এইরূপ পরাভব দেখিয়া পবনদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ত্রিলোকে স্বীয় গতিরোধ করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রাণীগণ নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ

ইহাতে যার পর নাই ভীত হইয়া ক্রুদ্ধ পবনদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, 'পবন! ক্ষান্ত হও, আমি বরদান করিতেছি, তোমার এই পুত্র সমরে অস্ত্রশস্ত্রের অবধ্য হইবে।' ইন্দ্র কহিলেন, 'তোমার এই পুত্র যখন আমার বজ্রের আঘাতেও জীবিত আছেন, তখন আমি বর-প্রদান করিতেছি ইনি ইচ্ছামৃত্যু অধিকার করিবেন।'

বীর! তুমি কপিরাজ কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র এবং পবনদেবের ঔরস পুত্র। তুমি তেজ ও বিক্রমে তোমার দেব পিতার অনুরূপ। এক্ষণে আমরা বিষম প্রাণসঙ্কটে পতিত হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। পবনকুমার! আমি যৌবনকালে অদ্ভুত বীর্য্য ও পরাক্রমের কার্য্য করিয়াছি কিন্তু ইদানীং বার্দ্ধক্যবশতঃ আমার শক্তির হ্রাস হইয়াছে। এক্ষণে বানর-জাতির মধ্যে তুমিই বলবিক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব আর বিলম্ব করিও না। এই বানরী সেনা তোমার পরাক্রম দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে; উঠিয়া সাগরলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হও। বীর! তোমার এই শ্রেষ্ঠা গতি, কেবল আমাদিগকে কেন, ত্রিলোকস্থ সকলকেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে; অতএব সত্বর নিজ বিক্রম প্রকাশ কর। মহাত্মন্! সহচর বানরদিগকে এরূপ বিষণ্ণ দেখিয়াও তুমি কিজন্য উপেক্ষা করিতেছ?"

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

হনূমানের সমুদ্রলঙ্ঘনে উদ্যোগ।

এই বলিয়া জাম্ববান বিরত হইলে পবনকুমার বীর হনূমান বানরী সেনাকে আহ্লাদিত করিয়া সমুদ্রলঙ্ঘন যোগ্য ভীষণ আকার ধারণ করিলেন। বামনাবতারে ভগবান বিষ্ণুর ত্রিলোক আক্রমণকালে জগতের লোক যেরূপ বিস্মিত হইয়াছিল, সেইরূপ বানরেরাও হনূমানের ভীমদেহ দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইল। তাহারা যতই আনন্দধ্বনি পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিল, বীর পবনকুমারও লাঙ্গুল আস্ফালন পূর্ব্বক ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার শরীর তেজোময় হইয়া উঠিল। গিরিগহ্বরস্থ বিবৃতবদন সিংহের ন্যায় তিনি অনবরত জৃম্ভণত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় এবং বিধূম পাবকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্তর পবনকুমার রোমাঞ্চিত দেহে বানরগণের মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বৃদ্ধবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "যিনি স্বীয় অপ্রতিম বেগবলে পর্ব্বত সকল বিদারণ পূর্ব্বক আকাশমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি সেই পবনদেবের ঔরস পুত্র। পরাক্রমে আমি আমার দেব পিতার অনুরূপ। আমি অভ্রভেদী সুবিস্তীর্ণ সুমেরু পর্ব্বতকে অবিশ্রান্তে সহস্রবার প্রদক্ষিণ করিতে পারি এবং বাহুবলে

মহাসমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করিয়া তদ্দ্বারা পর্ব্বত, নদ, নদী এবং হ্রদের সহিত সমুদয় লোককে প্লাবিত করিতে পারি। অদ্য সমুদ্রে আমার উরু ও জঙ্ঘার বেগে আলোড়িত হইয়া কুম্ভীরাদি জলজন্তুর সহিত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে। বিনতাতনয় বিহগরাজ গরুড় আকাশে একবার না উত্থিত হইতে হইতেই আমি সহস্রবার উত্থিত হইব, অথবা সূর্য্যদেব উদয়াচলে উদিত হইয়া অস্তাচলে না যাইতে যাইতেই আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আগমন করিব এবং ধরাতল স্পর্শ না করিয়াই পুনরায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইব। আমি আজ গগনমণ্ডলস্থ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রকে অতিক্রম করিব, মহাসাগরকে শোষণ করিব, পর্ব্বত সকলকে চূর্ণ করিব এবং সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলকে বিদারণ করিয়া ফেলিব। অদ্য বৃক্ষ ও লতার পুষ্প সকল গতিবেগে ছিন্ন হইয়া আমার অনুসরণ করিবে এবং তদ্দ্বারা গগনতলে নক্ষত্রমণ্ডিত ছায়াপথের ন্যায় পুষ্পমণ্ডিত আমার গমনপথও লক্ষিত হইবে। বানরগণ! এখনি ত্রিলোকস্থ প্রাণীমণ্ডলী দেখিতে পাইবে আমি এই অসীম আকাশে কখন মহাবেগে উত্থিত হইতেছি, কখন নিম্নাভিমুখে পতিত হইতেছি, কখন এই সুমেরু পর্ব্বতাকার শরীর লইয়া যেন আকাশমণ্ডল গ্রাস করিয়া যাইতেছি, কখন বা মেঘমণ্ডলী ছিন্ন এবং পর্ব্বত সকল কম্পিত করিয়া ভয়াবহ আস্ফালন করিতেছি। বিনতানন্দন গরুড় এবং মহাপ্রতাপ মারুতদেবের শক্তি যদ্রূপ আমারও শক্তি তদ্রূপ, অতএব এই দুইজন ব্যতীত আমার গতির অনুসরণ করে এমন কাহাকেও দেখি না। নিমেষমধ্যে আমি অবলম্বশূন্য গগনতলে উত্থিত

হইয়া মেঘনির্ম্মুক্ত তড়িতের ন্যায় প্রকাশ পাইব। ত্রিবিক্রমকালে ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় সাগরলঙ্ঘনকালে আমার রূপ অতিশয় বিস্ময়জনক হইবে। বানরগণ! তোমরা আর কিছুমাত্র চিন্তা করিও না; হৃষ্ট হও। আমি বুদ্ধিবলে দেখিতেছি এবং অনুমানও করিতেছি যে বৈদেহীকে অবশ্যই দেখিতে পাইব। আমার বেগ ও গতি মারুত ও গরুড়ের ন্যায়। শতযোজন কেন, আমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে অযুত যোজন গমন করিতে পারি। আমি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা অথবা বজ্রহস্ত পুরন্দরের হস্ত হইতেও অনায়াসে বলপূর্ব্বক অমৃত আনয়ন করিতে পারি। কিম্বা লঙ্কানগরীকে উৎপাটন পূর্ব্বক মহাবেগে আগমন করিতে পারি।"

বানরশ্রেষ্ঠ তেজস্বী হনূমান এইরূপে বীরদর্পে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; বানরেরাও বিস্মিতনেত্রে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। অনন্তর বৃদ্ধ জাম্ববান এই সমস্ত উৎসাহকর শোকনাশক বীরদর্পমিশ্রিত বচনাবলী শ্রবণে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "বীর! তুমি তোমার বন্ধুবর্গের বিপুল শোক দূর করিলে। তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এই সমস্ত বানর মিলিত হইয়া একমনে তোমার কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ মঙ্গলাচরণ করুক। ঋষিদিগের প্রসাদে এবং আমার ন্যায় বৃদ্ধদিগের আশীর্ব্বাদে তুমি নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্র লঙ্ঘন কর। তুমিই আমাদের জীবন; অতএব তুমি যতদিন না প্রত্যাগমন করিতেছ ততদিন আমরা তোমার প্রতীক্ষায় এইস্থানে একপদে দণ্ডায়মান থাকিব।"

হনূমান পুনরায় কহিলেন, "বানরগণ! প্রথম লম্ফপ্রদান

কালে কে আমার বেগ ধারণ করিবে আমি তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছি।" এই বলিয়া পবনকুমার একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অদূরে মহেন্দ্র পর্ব্বতকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "এই নানা-দ্রুমশোভিত ধাতুরাগরঞ্জিত অচলের শিখর ও শিলা সকল সুদৃঢ় ও বৃহৎ বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ পর্ব্বতই লম্ফ-প্রদান সময়ে আমার বেগ ধারণ করিবে। অতএব উহাতে আরোহণ করিয়া পরে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিব।"

এই বলিয়া পবনের ন্যায় বেগশালী পবনকুমার উচ্চশৃঙ্গ মহেন্দ্রপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ঐ পর্ব্বতে নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা সকল ফল ও পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে; নবশাদ্বলপূর্ণ শ্যামল ভূমিখণ্ডে মৃগগণ সুখে বিচরণ করিতেছে। কোথাও সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীগণ ইতস্ততঃ গমন করিতেছে কোথাও বা মত্ত-মাতঙ্গগণ দলে দলে ভ্রমণ করিতেছে। কোথাও মদগর্ব্বিত পক্ষিগণ কলরব করিতেছে, কোথাও ঝর্ঝর শব্দে প্রস্রবণ হইতে নির্ম্মল জল পতিত হইতেছে। যৎকালে মহেন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী মহাবীর হনূমান শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে গমন করিতে লাগিলেন, তৎকালে পর্ব্বতরাজ তাঁহার বাহুবলে পীড়িত হইয়া সিংহসমাক্রান্ত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রাণীদিগের চীৎকারচ্ছলে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সরোবরের সলিলরাশি বিচলিত হইয়া উঠিল। মৃগ ও মাতঙ্গগণ প্রাণ-ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। শিলাখণ্ড সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং অত্যুচ্চ বৃক্ষসকলও কম্পিত হইতে

লাগিল। পানভোজনে আসক্ত গন্ধর্ব্বমিথুন ও বিদ্যাধরেরা অকস্মাৎ এই বিপদ দর্শনে পর্ব্বতের সানুদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিল এবং পক্ষিগণও নীড় পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইল। সর্পগণ ভীত হইয়া কেহ গর্ত্তমধ্যে লুকাইল, কেহ বা অর্দ্ধনিঃসৃত হইয়া পর্ব্বতের পতাকার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঋষিগণ নিবিড় অরণ্যে অবসন্ন স্বার্থশূন্য পথিকের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর হনূমান বেগ প্রদর্শনের জন্য মনে মনে লঙ্কা নগরী স্মরণ করিতে লাগিলেন।

রামায়ণ।

সুন্দরকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

হনূমানের সমুদ্রলঙ্ঘন।

অনন্তর শত্রুনাশন মহাবীর হনূমান দুরাত্মা রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা সীতাদেবীর অন্বেষণার্থ আকাশপথে যাইবার সংকল্প করিলেন। তিনি এই দুষ্কর কর্ম্ম একাকীই সম্পাদনের জন্য গ্রীবা ও মস্তক উন্নত করিয়া বলগর্ব্বিত বৃষভের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং সমুদ্রজলের ন্যায় শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন ভূমিখণ্ডে ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ বীর দৃপ্ত সিংহের ন্যায় মৃগসকলকে পদতলে দলিত, বক্ষের আঘাতে বৃক্ষ সকল কম্পিত এবং পক্ষিগণকে আকুল করিয়া তুলিলেন। মহেন্দ্র পর্ব্বতে স্বভাবজাত ও নির্ম্মল নানারূপ ধাতু নীল, রক্ত ও পাটল প্রভৃতি বিবিধ রাগ বিস্তার করিতেছে। উহার সানুদেশে দেবপ্রভাব যক্ষ, কিন্নর, পন্নগ ও গন্ধর্ব্বগণ উজ্জ্বলবেশে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। হনূমান ঐ পর্ব্বতের

শ্যামলবর্ণ নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়া হ্রদমধ্যস্থ মহামাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি সূর্য্য, ইন্দ্র, স্বয়ম্ভু ও ভূতগণকে কৃতাঞ্জলিপুটে বন্দনা করিয়া স্বীয় পিতা পবনদেবকে পশ্চিমাস্যে প্রণাম পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে গমনে সমুদ্যত হইলেন এবং রামচন্দ্রের অভ্যুদয় কামনায় পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে বানরেরা চতুর্দ্দিক হইতে বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। তিনি সাগরলঙ্ঘনার্থ অপরিমিত দেহ ধারণ পূর্ব্বক করচরণ দ্বারা পর্ব্বতে বলপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত তৎক্ষণাৎ বিচলিত হইয়া উঠিল, বৃক্ষের পুষ্পসকল সমস্ত পতিত হইয়া গেল। ঐ সমস্ত সুগন্ধি পুষ্প সর্ব্বত্র আকীর্ণ হওয়াতে গিরিবর মহেন্দ্র যেন পুষ্পময় হইয়া উঠিল। মহাবল হনূমানের বিষম নিষ্পীড়নে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পর্ব্বতরাজের দেহ হইতে জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে প্রস্রবণ সকলের কোন স্থানে স্বর্ণের, কোথাও কজ্জলের, কোথাও রজতের ন্যায় ধারা বহিতেছিল কিন্তু এক্ষণে বিপুল জলস্রোতে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। অনবরত মনঃশিলার সহিত বিশাল শিলাসকল স্খলিত হওয়াতে পর্ব্বতকে শিখাবান বহ্নির ধূমরাশির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। গহ্বরস্থ জীবজন্তুগণ বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল; ঐ শব্দে সকানন৷ বসুন্ধরা পরিপূর্ণ এবং দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সর্পগণ নীলরেখাচিহ্নিত ফণমণ্ডল বিস্তার করিয়া রোষভরে ভয়াবহ বিষানল উদ্গার পূর্ব্বক অনবরত শিলা



হনূমানের সাগরলঙ্ঘন।

দংশন করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত শিলা তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড ও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তথায় যে সমস্ত বিষঘ্ন ওষধি ছিল তাহারাও তৎকালে এই ঘোর বিষানলের উপশমনে সমর্থ হইল না। তপস্বীগণ অকস্মাৎ এই ভয়াবহ কাণ্ড উপস্থিত দেখিয়া মনে করিলেন বুঝি ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতি প্রাণীগণ এই পর্ব্বত বিদীর্ণ করিতেছে। এই ভাবিয়া তাঁহারা সকলে ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরগণ পানভূমিস্থ স্বর্ণাসন, স্বর্ণপাত্র, স্বর্ণকমণ্ডলু, সুস্বাদু লেহ্য দ্রব্য, বিবিধ মাংস, আর্ষভ চর্ম্ম ও স্বর্ণমুষ্টি খড়্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যস্তভাবে প্রমদাগণের সহিত ভীতমনে পলায়ন করিল। রমণীগণ হার, নূপুর ও কেয়ূর ধারণ পূর্ব্বক রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে বেশ রচনা এবং পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল নেত্র মদরাগে আরক্ত করিয়া বিহার করিতেছিল; উহারা সহসা এই লোমহর্ষণ কাণ্ড দেখিয়া স্ব স্ব প্রিয়তমের সহিত গগনমার্গে আরোহণ পূর্ব্বক হর্ষ ও বিস্ময়ের সহিত সমস্ত অবলোকন করিতে লাগিল। সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণ বিমল অম্বর হইতে নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পরস্পরকে কহিতে লাগিলেন, "এই পর্ব্বত প্রমাণ মহাবীর মহাবেগে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন। ইনি রামচন্দ্র ও বানরগণের শুভসঙ্কল্পে অতি দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই দুস্তর সমুদ্রও অনায়াসে পার হইবেন।" বিদ্যাধরগণ মহর্ষিদিগের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া পর্ব্বতস্থ হনূমানকে বারংবার বিস্ময়ের সহিত দেখিতে লাগিল।

তৎকালে প্রদীপ্ত পাবকতুল্য মহাবল হনূমান পুনঃ পুনঃ

কম্পিত হইতেছেন, সর্ব্বাঙ্গের রোমরাজী কম্পিত করিতেছেন এবং বৃহৎ মেঘের ন্যায় গভীরস্বরে গর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার লাঙ্গূল অনুক্রমে বর্ত্তুল ও লোমে আচ্ছন্ন। তিনি উহা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে মুহুর্মুহু আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন পক্ষিরাজ গরুড় একটী ভীষণ অজগরকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন।

অনন্তর পর্ব্বতকুমার অর্গলাকার ভুজদণ্ড পর্ব্বতোপরি দৃঢ়রূপে স্থাপন করিলেন, পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্রোড়দেশে আকুঞ্চন করিয়া লইলেন এবং গ্রীবা ও বাহুদ্বয় খর্ব্ব করিয়া তেজ ও বীর্য্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি হৃদয়ে প্রাণনিরোধ পূর্ব্বক কেবল ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া গমনপথ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং কর্ণসঙ্কোচ করিয়া বানরগণকে কহিলেন, “রামচন্দ্রের কার্ম্মুকনির্ম্মুক্ত শর যেরূপ বেগে গমন করে আমিও সেইরূপ বেগে রাবণের বাহুবল-পালিতা লঙ্কায় গমন করিব। যদি তথায় জানকীর দর্শন না পাই তাহা হইলে এইরূপ বেগেই দেবলোকে উপস্থিত হইব। যদি সেস্থানেও কৃতকার্য্য না হই তাহা হইলে রাবণকে বন্ধন করিয়া আনিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি অদ্য হয় জানকীর উদ্দেশ লইয়া আসিব না হয় রাবণের সহিত লঙ্কাপুরী উৎপাটন করিয়া আনিব।”

এই বলিয়া বেগবান পবনকুমার গরুড়ের ন্যায় অক্লেশে মহাবেগে গগনমার্গে লম্ফপ্রদান করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ সকল গতিবেগে উৎখাতমূল হইয়া শাখাপ্রশাখা

সঙ্কুচিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মহাবেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। বৃক্ষসমূহে নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে এবং বিহঙ্গেরা উন্মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে। হনূমান গমন-বেগে ঐ সমস্ত বৃক্ষ সঙ্গে লইয়া বিমল আকাশপথে যাইতে লাগিলেন। স্বজনেরা যেমন দূরদেশগমনোদ্যত বন্ধুর এবং সৈন্যেরা যেমন রাজার অনুগমন করে সেইরূপ শালাদি বৃক্ষসকলও মুহূর্ত্তকাল তাঁহার অনুসরণ করিল। ঐ সময়ে পর্ব্বতকায় অদ্ভুতদর্শন মহাবীর পবনকুমার বৃক্ষ, অঙ্কুর ও কলিকায় সমাকীর্ণ হইয়া খদ্যোতপরিবৃত পক্ষবিশিষ্ট শৈলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সারবান বৃক্ষ সকল স্খলিতবেগ হইয়া পুষ্পভার পরিত্যাগ করতঃ পক্ষচ্ছেদনভীত পর্ব্বতের ন্যায় সাগরজলে নিমগ্ন হইল। পুষ্পরাশি লঘুত্ব বশতঃ কিয়ৎকাল পরে আসিয়া পতিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে মহাসমুদ্র নানা-বিধ বিচিত্র পুষ্পে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের শোভা পাইতে লাগিল। হনূমানের বাহুদ্বয় অম্বরতলে প্রসারিত; উহা শৈলবিবরনিঃসৃত পঞ্চমুখ উরগের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল ঐ বীর যেন তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রকে এবং অনন্ত আকাশকে পান করিবার জন্য যাইতেছেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ ও বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল; উহা পর্ব্বতস্থ প্রজ্জ্বলিত অনলের ন্যায় এবং মণ্ডলস্থ চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ হইয়াছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ; উহা রক্তনাসিকা সংযোগে সন্ধ্যা-রাগযুক্ত ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। উহাঁর

লাঙ্গূল ঊর্দ্ধে উন্নত হওয়াতে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। পবনকুমার ঐ লাঙ্গূলচক্রের মধ্যগত হইয়া জ্যোতিশ্চক্রগত সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত ভীমদর্শন হইলেন। উহাঁর কটিতট সম্পূর্ণরূপে লোহিতবর্ণ সুতরাং পর্ব্বত যেমন দলিত গৈরিকাদি ধাতু দ্বারা শোভিত হয় তিনিও সেইরূপ শোভিত হইলেন। বেগপ্রভাবে তদীয় কক্ষমধ্যস্থ বায়ু জলদের ন্যায় গম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। মহাবীর সুদীর্ঘ লাঙ্গূল বিস্তার পূর্ব্বক গমন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন সপুচ্ছ ধূমকেতু মহাবেগে উত্তরদিক হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিতেছে। তাঁহার দেহ ঊর্দ্ধে এবং ছায়া সমুদ্র বক্ষে, সুতরাং তিনি বায়ুবেগ প্রেরিত নৌকার ন্যায় যাইতে লাগিলেন। পবনকুমার সমুদ্রের যে যে ভাগ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন সেই সেই ভাগ তাঁহার গতিবেগে উন্মত্তের ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। তিনি শৈলবৎ বিশাল বক্ষে সাগরের ঊর্ম্মিজাল ভেদ করিয়া মহাবেগে চলিলেন। একে তাঁহার দেহবায়ু নিতান্ত প্রবল তাহাতে মেঘবায়ু উত্থিত হওয়াতে সমুদ্র যার পর নাই বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। হনূমান গতিবেগে উহার মেরুমন্দরাকার বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গসকলকে আকর্ষণ পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে পৃথক নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছেন অথবা ঊর্ম্মিজালকে একাদিক্রমে গণনা করিতেছেন। সমুদ্রের জলরাশি মহাবীর পবনকুমারের গতিবেগে মেঘপথ পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া আকাশে প্রসারিত শারদীয় মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

যেমন বস্ত্রাপকর্ষণে শরীরের সমস্ত অবয়ব সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ জল উত্থিত হওয়াতে তৎকালে সমুদ্রচর জীবজন্তুগণ সম্পূর্ণ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। সর্পগণ আকাশমার্গে হনূমানকে গমন করিতে দেখিয়া গরুড় বোধে যার পর নাই ভীত হইল। ঐ বীরের ছায়া দশযোজন বিস্তৃত ও ত্রিশ যোজন দীর্ঘ; বেগপ্রভাবে উহা আরও সুদৃশ্য হইল এবং সমুদ্রবক্ষে সুবিস্তীর্ণ মেঘশ্রেণীর ন্যায় নিপতিত হইয়া বেগে সততই তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। মহাবীর হনূমান নিরবলম্ব আকাশে সপক্ষ পর্ব্বতবৎ যাইতেছেন; তাঁহার গমনবেগে মেঘ হইতে বারিধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। তিনি অরুণ, নীল প্রভৃতি নানাবর্ণের মেঘ আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় পিতা পবনদেবের ন্যায় মহাবেগে যাইতে লাগিলেন এবং কখন উহাদের অন্তরালে কখন বা বহির্ভাগে থাকিয়া মেঘাবৃত ও মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় যার পর নাই শোভিত হইলেন।

দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বেরা হনূমানকে এই অদ্ভুত ও দুষ্কর কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত দেখিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সূর্য্য উত্তাপদানে বিরত হইলেন; বায়ুও মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। ঋষিগণ এবং নাগ ও যক্ষগণ পবনকুমারের নানারূপ স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাসমুদ্র ইক্ষ্বাকুকুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ মনে মনে চিন্তা করিলেন, "যদি আমি এ সময়ে হনূমানকে সাহায্য না করি তাহা হইলে লোকে নিশ্চয়ই আমাকে নিন্দা করিবে। ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূত মহারাজ সগর আমাকে সংবর্দ্ধিত

করিয়াছেন। এই কপিবর সেই বংশের পরম সহায়; অতএব যাহাতে ইহাঁর শ্রান্তিদূর হয় আমার তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইনি অবশিষ্ট পথ অনায়াসে গমন করিতে পারিবেন।”

সমুদ্র এইরূপ স্থির করিয়া স্বীয় সলিলে মগ্ন কনকময় মৈনাককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “মৈনাক! পাতালবাসী অসুরগণের সঞ্চার রোধ জন্য দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে অর্গল স্বরূপ স্থাপন করিয়াছেন। তুমি ঐ সকল বীর্য্যবান দুরাত্মা-দিগের উত্থানে ব্যাঘাত দিবার জন্য সুবিস্তীর্ণ পাতালের দ্বার অবরোধ করিয়া আছ। তোমার শক্তি অতীব অদ্ভুত। তুমি সর্ব্বদিকে সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হইতে পার। আমি এইজন্য তোমাকে নিয়োগ করিতেছি তুমি সত্বর উর্দ্ধদিকে বর্দ্ধিত হও। ঐ দেখ, দুষ্করকর্ম্মা মহাবীর হনূমান রামচন্দ্রের কার্য্য-সাধনার্থ আকাশমার্গে গমন করিতেছেন; উনি অতিশয় শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছেন অতএব আর বিলম্ব করিও না।”

সমুদ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৈনাক বিবিধ লতা বৃক্ষা-দির সহিত জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন। সহসা বোধ হইল যেন দীপ্তরশ্মি সূর্য্য মেঘরূপ আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রকাশিত হইলেন। ঐ পর্ব্বত চতুর্দ্দিকে সাগরজলে বেষ্টিত এবং উহার শৃঙ্গ সকল গগনস্পর্শী, স্বর্ণময় এবং কিন্নর ও উরগগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত। তৎকালে উহার প্রভায় অসি-শ্যামল আকাশও স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

হনূমান সহসা এই পর্ব্বতকে সম্মুখে উত্থিত হইতে দেখিয়া নিজ কার্য্যের অন্তরায় বিবেচনা করিলেন এবং

বায়ু যেরূপ মেঘকে অপসারিত করে তদ্রূপ উহাকে বক্ষের আঘাতে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিলেন। তদ্দর্শনে মৈনাক হনূ-মানের অসীম পরাক্রমের বিষয় অবগত হইয়া হর্ষভরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া স্বীয় শিখরে উপবেশন পূর্ব্বক প্রীতিভরে কহিলেন, "কপিবর! তুমি অতি দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ অতএব আমার শিখরে কিয়ৎ কাল অবস্থিতি করিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব কর। দেখ, রঘুকুলোৎপন্ন রাজাদিগের দ্বারা সমুদ্র বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তুমিও তদ্বংশোদ্ভূত মহাত্মা রামচন্দ্রের কার্য্যে দীক্ষিত, অতএব সমুদ্র তোমাকে অর্চ্চনা করিতেছেন। উপকারের প্রত্যুপকার করাই সনাতন ধর্ম্ম। এইজন্য সমুদ্র তোমার পূজার্থে আমাকে নিয়োগ করিলেন এবং কহিলেন, 'এই কপিবীর শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘনার্থ আকাশমার্গ দিয়া যাইতেছেন। ইনি তোমার শিখরে শ্রান্তি দূর করিলে অবশিষ্ট পথ অক্লেশে গমন করিতে পারিবেন।' বীর! তুমি কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর এবং আমার শিখরে শ্রান্তি দূর করিয়া যাও। এখানে সুস্বাদু ও সুগন্ধি কন্দ, ফল এবং মূলও প্রচুর পরিমাণে আছে তুমি ইচ্ছানুরূপ ভক্ষণ কর। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিও। বীর! এই দেবলোকে যত বেগবান বানর আছে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব তোমার আতিথ্য সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা বলেন অতি সামান্য ব্যক্তিও অতিথি হইলে পূজ্য হয়েন। আরও হনূমান! তুমি দেবশ্রেষ্ঠ পবনের পুত্র এবং বেগেও তাঁহার অনুরূপ; তোমার পূজা করিলে তদ্দ্বারা তোমার পিতারও

পূজা করা হইবে। বীর! আমি যে কেবল সমুদ্রের আদেশে তোমার পূজা করিতে আসিয়াছি এমত বিবেচনা করিও না। তুমি আমারও পূজার পাত্র; কেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

সত্যযুগে পর্ব্বতদিগের পক্ষ ছিল এবং তাহারা গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে ত্রিলোকের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিত। তাহাতে দেবতা ও মহর্ষিগণকে পর্ব্বতপাতভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হইত।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বতদিগের পক্ষচ্ছেদে প্রবৃত্ত হন্। তিনি একদা বজ্র উদ্যত করিয়া আমার প্রতি ধাবমান হন্। কিন্তু তোমার পিতা পবন অনুকম্পা করিয়া আমাকে আকাশে উত্তোলন পূর্ব্বক এই লবণ সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তিনি আমাকে এইরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া আমি পক্ষহীন হই নাই। পবনকুমার! আমি এইজন্যই তোমার পূজা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। এক্ষণে প্রত্যুপ-কারের কাল উপস্থিত; অতএব তুমি প্রসন্নচিত্তে পূজা গ্রহণ করিয়া আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর। বীর! আমি তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে কিয়ৎকাল আমার শিখরে বিশ্রাম কর।”

অনন্তর হনূমান কহিলেন, “মৈনাক! আমি তোমার সুমিষ্ট বাক্যেই সৎকৃত হইলাম। কিন্তু আমি যে সুস্থির হইয়া তোমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না তজ্জন্য তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। গুরুতর কার্য্যের ভার আমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে এবং দিবসও প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। বিশেষতঃ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এই শতযোজন সমুদ্রের

মধ্যে কোথাও বিশ্রাম করিব না। অতএব এক্ষণে চলিলাম। এই বলিয়া হনূমান পর্ব্বতকে স্পর্শমাত্র করিয়া অবলীলাক্রমে মহাবেগে আকাশমার্গে গমন করিলেন। সমুদ্র ও মৈনাক উহাঁকে সাদরে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ হনূমান অতি দূর আকাশে উত্থিত হইলেন এবং মৈনাককে দেখিতে দেখিতে মহাবেগে গমন করিলেন। দেব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ তাঁহার এই দ্বিতীয় দুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে দেবরাজ বাসব মৈনাকের এই সদাচরণে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া আহ্লাদে গদ্গদকণ্ঠে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "শৈলেন্দ্র! আমি তোমার ব্যবহারে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। হনূমান ভয়ের কারণ সত্ত্বেও নির্ভয়চিত্তে রামচন্দ্রের কার্য্য সাধনার্থ যাইতেছেন, তুমি ইহাঁকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমাকে অভয়দান করিতেছি; তুমি অতঃপর যথা ইচ্ছা সুখে বিচরণ কর।"

গিরিবর মৈনাক দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রসন্ন দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে বরগ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় সাগরজলে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিনী নাগজননী সুরসাকে কহিলেন, "দেবি! এই পবনকুমার শ্রীমান হনূমান সাগর পার হইতেছেন; তুমি পর্ব্বতাকার গগনস্পর্শী ভীষণ রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া পিঙ্গল চক্ষু ও বিকট দন্তশ্রেণী বিস্তার পূর্ব্বক কিয়ৎকাল ইহাঁর

গমনপথে বিঘ্ন আচরণ কর। আমরা এই বীরের বলবীর্য্য জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি; দেখিব, উনি কি উপায়ে তোমাকে পরাভব করেন অথবা স্বয়ংই পরাভূত হন্।

দেবগণ সমাদর পূর্ব্বক এইরূপ কহিলে সুরসা ভয়াবহ বিকৃত ও বিরূপ রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমুদ্রমধ্যে হনুমানের গতিরোধ পূর্ব্বক কহিল, "কপিবর! অদ্য দেবগণ অনুকূল হইয়া তোমাকে আমার ভক্ষ্যস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন; সুতরাং আজ আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব। তুমি আমার এই আননমধ্যে প্রবিষ্ট হও।" এই বলিয়া সুরসা বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া হনুমানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তখন হনুমান কহিলেন, "রাক্ষসি! দশরথপুত্র রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছিলেন। তথায় রাক্ষসগণের সহিত কোন কারণে তাঁহার অত্যন্ত শত্রুতা জন্মে। একদিন তিনি কোন কার্য্যপ্রসঙ্গে ভ্রাতার সহিত কুটির পরিত্যাগ করিয়া যান, ইত্যবসরে পাপাত্মা রাবণ বলপূর্ব্বক তাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া আইসে। এক্ষণে আমি রামচন্দ্রের আদেশে যশস্বিনী সীতার নিকট দূতস্বরূপ হইয়া যাইতেছি। রাক্ষসি! চরাচর সমস্তই রামচন্দ্রের অধিকার; তুমি তন্মধ্যে বাস করিয়া আছ, অতএব তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অথবা তোমার সাহায্য করিয়াও আবশ্যক নাই; তুমি আপাততঃ আমাকে ছাড়িয়া দাও; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জানকীকে দর্শন এবং রামচন্দ্রকে তাঁহার বৃত্তান্ত জ্ঞাপনপূর্ব্বক পশ্চাৎ তোমার নিকটে আসিব।"

এই বলিয়া হনূমান যাইবার উপক্রম করিলেন কিন্তু সুরসা তাঁহার বল পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "হনূমান! প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে এই বর প্রদান করিয়াছেন যে, যে কেহ আমার সম্মুখীন হইবে আমি তাহাকেই গ্রাস করিব। অতএব, যদি পার ত আমার আস্যকুহর হইতে গমন করিও; অন্য কোনরূপে তোমার পরিত্রাণের উপায় নাই।" এই বলিয়া সুরসা পুনরায় হনূমানকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিলেন। তদ্দর্শনে হনূমান ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "রাক্ষসি! যদি নিতান্তই আমাকে গ্রাস করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমার এই দেহের অনুরূপ মুখ বিস্তার কর।" এই বলিয়া পবনকুমার সুরসার দেহপ্রমাণ স্বয়ং দশ যোজন দীর্ঘ হইলেন। সুরসা বিশ যোজন মুখ বিস্তার করিলেন। ঐ ঘোর মুখ মেঘাকার, দংষ্ট্রাকরাল ও নরকের ন্যায় ভীষণ। হনূমান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ত্রিশ যোজন বর্দ্ধিত হইলেন; সুরসা চল্লিশ যোজন মুখ ব্যাদান করিলেন। হনূমান পঞ্চাশ যোজন দীর্ঘ হইলেন। সুরসার মুখ ষষ্টি যোজন হইল। হনূমান সপ্ততি যোজন দেহ বৃদ্ধি করিলেন; সুরসার মুখ অশীতি যোজন হইল। হনূমান নবতি যোজন বর্দ্ধিত হইলেন; সুরসার মুখও শত যোজন হইল।

অনন্তর মহাবীর হনূমান ঝটিতি মেঘবৎ দেহ সংক্ষিপ্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইলেন এবং সুরসার আননমধ্যে প্রবেশ ও নিমেষের মধ্যে নির্গমন পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়া কহিলেন। "দাক্ষায়ণি! আপনার বর সত্যই হইয়াছে; আমি আপনার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। এক্ষণে

আপনাকে নমস্কার করি। আমি জানকীর উদ্দেশে চলিলাম; আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার কার্য্য সিদ্ধ হয়।”

সুরসা রাহুমুখনিষ্ক্রান্ত চন্দ্রের ন্যায় হনূমানকে নিজ মুখ হইতে নির্গত দেখিয়া পূর্ব্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, “বীর! যথা ইচ্ছা সুখে গমন কর; আশীর্ব্বাদ করি তোমার উদ্দেশ্য সফল হউক।”

এই বলিয়া সুরসা নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে জীবগণ হনূমানের এই তৃতীয় দুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাবীর পবনকুমার পূর্ব্বের ন্যায় অপ্রতিহত প্রভাবে আকাশপথে যাইতে লাগিলেন। বিশাল জলদজাল যে পথ সর্ব্বদা শীতল রাখিয়াছে, বিহগগণ নিয়ত যথায় বিচরণ করিতেছে, নৃত্যগীতাচার্য্য তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরা যথায় সানন্দমনে ভ্রমণ করিতেছে, যে পথ ঐরাবত কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছে, যাহা সিংহ, হস্তী, শার্দূল, পক্ষী এবং উরগবাহ্য বিমল বিমান সকলে অলঙ্কৃত হইয়াছে, যে স্থানে অগ্নিকল্প পুণ্যাত্মা স্বর্গজয়ী মহর্ষিগণ সর্ব্বদা অধিবাস করিতেছেন, যথায় হব্যবাহী হুতাশন নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত হইতেছেন, যাহা চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রগণের দ্বারা নিরন্তর উদ্ভাসিত হইতেছে, যে পথ মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও যক্ষগণ অধিষ্ঠান করিয়া আছেন, যে পথ বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক পরিষেবিত হইতেছে এবং যাহা ব্রহ্মনির্ম্মিত হইয়া জীবলোকের বিমল চন্দ্রাতপস্বরূপ বিস্তৃত আছে, পবনতনয় সেই পথ অবলম্বন করিয়া গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। রক্ত, পীত, শ্বেত প্রভৃতি

নানা বর্ণের মেঘ সকল তৎকালে তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট ও ছিন্ন হইয়া যার পর নাই শোভা ধারণ করিল। মহাবীর কখন সেই মেঘসমূহের বহির্গত কখন বা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ষাকালীন চন্দ্রমার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সিংহিকা নামে এক কামরূপিণী বৃদ্ধা রাক্ষসী হনূমানকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, "অহো! বুঝি বহুদিনের পর আজ তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করিতে পাইব। এই যে প্রকাণ্ড জীবটী আসিতেছে, উহা নিশ্চয়ই আমার হস্তগত হইবে।" এই বলিয়া সিংহিকা ব্রহ্মার নিকটে লব্ধ বরপ্রভাবে হনূমানের ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার গতিরোধ করিল। হনূমান সহসা পঙ্গুর ন্যায় পরাক্রমশূন্য হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "একি! প্রতিকূলবায়ু প্রেরিত নৌকার ন্যায় আজ কিজন্য সহসা আমার গতিরোধ হইল?" এই বলিয়া মহাবীর হনূমান চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন একটা বিকটাকার রাক্ষসী মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে। তদ্দর্শনে তিনি বুঝিলেন যে কপিরাজ সুগ্রীব যে লবণসমুদ্রস্থ ছায়াগ্রাহী মহাকায় মহাবীর্য্য প্রাণীর কথা বলিয়াছিলেন ঐ রাক্ষসী নিশ্চয় তাহাই। এইরূপ অনুমান করিয়া হনূমান বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

সিংহিকা পবনকুমারের এই প্রকাণ্ড আকার দর্শন করিয়া আকাশপাতালপ্রমাণ মুখব্যাদান করিল এবং জলদগম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতে করিতে হনূমানকে লক্ষ্য করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ধীমান কপিবীর

তৎকালে রাক্ষসীর বিকৃত মুখ ও দেহের প্রমাণ দর্শন করিয়া মর্ম্মভেদের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে ক্ষুদ্রকায় হইয়া তাহার আস্যকুহরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করে, তদ্রূপ ঐ রাক্ষসী উহাঁকে এককালে গ্রাস করিয়া ফেলিল। গগনবিহারী সিদ্ধচারণ প্রভৃতি সকলে এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া যার পর নাই ভীত হইলেন।

মহাবল হনুমান সিংহিকার উদরে প্রবেশ করিয়া উহার মর্ম্মস্থান ছিন্নভিন্ন করিলেন এবং ধৈর্য্য ও চাতুর্য্যে তাহাকে বধ করিয়া পুনরায় বেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সিংহিকা ছিন্নমর্ম্ম হইয়া সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইল।

অনন্তর গগনবিহারী সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি জীবগণ সিংহিকার বিনাশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক হনুমানকে কহিলেন। "বীর! তুমি আজ অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছ; তোমারই পরাক্রমে এই ভয়ঙ্কর জীব নষ্ট হইল। এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে স্বকার্য্য সাধন কর। যাহাঁর তোমার ন্যায় ধৈর্য্য, দৃষ্টি, বুদ্ধি ও দক্ষতা আছে, তাঁহাকে কখন কোন বিষয়ে অবসন্ন হইতে হয় না।"

মহাবীর হনুমান গগনচারী জীবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে সম্মানিত এবং প্রস্থানে অনুজ্ঞাত হইয়া পুনরায় গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অদূরেই সমুদ্রের অপর পার; তিনি তত্রস্থ বনরাজী, বৃক্ষপূর্ণ দ্বীপ এবং মলয়পর্ব্বতের উপবন দেখিতে পাইলেন। ক্রমশঃ সাগরের অনূপদেশ; তথায় সুরম্য কানন এবং লঙ্কা হইতে বিনির্গত নদী-

গণের সঙ্গমস্থান প্রভৃতি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। হনূমান মনে মনে ভাবিলেন "আমার এই মহামেঘবৎ দেহ আকাশ অবরোধ করিয়া যাইতেছে। রাক্ষসেরা ইহা দেখিলে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইবে, অতএব এ দেহ এক্ষণে সঙ্কুচিত করাই কর্ত্তব্য।" এই ভাবিয়া পবনকুমার নিজ পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড দেহ খর্ব্ব করিলেন এবং মোহমুক্ত যোগীর ন্যায় পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন বলিদর্পহারী ভগবান বিষ্ণু ত্রিবিক্রমের পর পুনরায় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

সাগরতীরে বিচিত্রশৃঙ্গ রমণীয় লম্বপর্ব্বত; কেতক, উদ্দালক, নারিকেল প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষ উহার উপরি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। পবনকুমার স্ববিক্রমে ভুজঙ্গসঙ্কুল তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্র পার হইয়া লম্বপর্ব্বতে অবতীর্ণ হইলেন। পর্ব্বত কম্পিত হইয়া উঠিল। মৃগ পক্ষিগণ চকিত ও ভীত হইল। হনূমান ঐ পর্ব্বতের উপরি হইতে লঙ্কানগরীর শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

হনূমানের লঙ্কাপ্রবেশোদ্যোগ।

হনূমান লম্বপর্ব্বতে উপস্থিত হইলে বৃক্ষ সকল ঐ বীরের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। তিনি তদ্দারা সমাচ্ছন্ন হইয়া যেন পুষ্পময় দেহে দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ মহাবীর শতযোজন বিস্তৃত সাগর লঙ্ঘন করিয়াও কিছু-মাত্র শ্রান্ত হয়েন নাই; তাঁহার নিশ্বাসও ঘন ঘন প্রবাহিত হয় নাই। কেনই বা হইবে? সামান্য শত যোজনের কথা দূরে থাকুক তিনি ইচ্ছা করিলে ওরূপ লক্ষযোজন গমন করিতে পারিতেন।

লম্ব পর্ব্বতের অপর নাম ত্রিকূট। তিনি ঐ পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ লঙ্কাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তথায় হরিদ্বর্ণ সুবিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন প্রদেশ, মধুগন্ধি বন এবং সুচারু তরুশ্রেণী শোভা পাইতেছে। হনূমান একটী বনমধ্যস্থ পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে দেবদারু, কর্ণি-কার, পুষ্পিত খর্জ্জূর, প্রিয়াল, জম্বীর, কুটজ, কেতক, প্রিয়ঙ্গু, নীপ, সপ্তচ্ছদ, অসন, কোবিদার, করবীর প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। ঐ সকল বৃক্ষের বহুসংখ্য মুকুলিত এবং বহুসংখ্য পুষ্পভরে অবনত রহিয়াছে। উহাদের পল্লবদল বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে এবং বিহঙ্গগণ শাখায় বসিয়া মধুরস্বরে কূজন করি-

তেছে। মধ্যে মধ্যে নানারূপ স্বচ্ছ ও রমণীয় জলাশয়, তাহাতে হংস ও সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ নিরন্তর কলরব করিতেছে। তীরে স্থানে স্থানে ক্রীড়াপর্ব্বত ও রমণীয় উদ্যান সকল রহিয়াছে। মহাবীর হনূমান এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে লঙ্কানগরীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ নগরী চতুর্দ্দিকে এক উৎপলশোভী পরিখায় পরিবেষ্টিত; সীতাহরণাবধি ভীমমূর্ত্তি শস্ত্রধারী রাক্ষসগণ নিরন্তর উহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। সুবর্ণময় প্রাকারে, পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ ও শারদীয় মেঘখণ্ডের ন্যায় শুভ্র গৃহে এবং সুপ্রশস্ত রাজপথে লঙ্কার অতিশয় শোভা হইয়াছে। উহার ইতস্ততঃ পতাকা ও লতাকীর্ণ স্বর্ণময় তোরণ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা উহা বহুযত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহাকে সহসা দেখিলে বোধ হয় যেন কাহারও মানসী সৃষ্টি হইবে। ঐ নগরী পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত থাকায় দূর হইতে বোধ হয় যেন গগনে উড্ডীন হইতেছে। তীরস্থিত প্রাকার উহার জঘনের ন্যায় এবং পরিখাস্থ অম্বুরাশি ও সমীপস্থ কানন উহার বসনের ন্যায়। উহার স্থানে স্থানে শতঘ্নী ও শূলাস্ত্র। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দেবপুরী অমরাবতীকে নিরীক্ষণ করেন, তদ্রূপ হনূমান সবিস্ময়ে লঙ্কার শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর পুরীর উত্তর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ দ্বার গগনস্পর্শী; দেখিবামাত্র যেন কুবেরপুরী অলকার দ্বার বলিয়া ভ্রম হয়। তত্রস্থ গৃহগুলিও এত উচ্চ যে, বোধ হয় যেন আকাশকে ধারণ করিয়া আছে। গিরিগুহা যেমন বিষধর সর্প সমূহে সমাকীর্ণ থাকে, তদ্রূপ ঐ দ্বারও ঘোর-

দর্শন রাক্ষসসমূহে নিরন্তর ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ধীমান বীর পবনকুমার লঙ্কার রক্ষাপ্রণালী, উহার সম্মুখে বিস্তৃত দুস্তর সমুদ্র এবং দুরাত্মা শত্রু রাবণের প্রবল পরাক্রমের বিষয় চিন্তা করিয়া অনুমান করিলেন যে, "বানরগণ লঙ্কায় আগমন করিলেও সহসা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। যুদ্ধ ব্যতীত ইহা জয় করা সুরগণেরও অসম্ভব। এ পুরী যেরূপ দুর্গম দেখিতেছি তাহাতে না জানি মহাবীর রামচন্দ্র এস্থানে উপস্থিত হইয়াই কি করিবেন। রাক্ষসদিগের সহিত সন্ধির ত কোনই সম্ভাবনা নাই; দান, ভেদ বা যুদ্ধেরও কোনরূপ সুবিধা দেখিতেছি না। বালীপুত্র অঙ্গদ, নীল এবং কপি-রাজ সুগ্রীব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরেরাও এখানে আসিতে পারেন কি না সন্দেহ; আর আসিয়াই বা কি করিবেন? যাহা হউক অগ্রে জানকী জীবিতা আছেন কি না জানি; তাঁহার দর্শন পাইলে যাহা হয় করা যাইবে।"

এই বলিয়া সুধীর কপিবর কিয়ৎকাল জানকীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "ভীমমূর্ত্তি রাক্ষসেরা নিরন্তর শস্ত্র হস্তে এই পুরীর চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে। ইহাদের সমক্ষে প্রকাশ্যরূপে প্রবেশ করা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। ইহারা মহাবল ও মহাবীর্য্য; ইহাদিগকে বঞ্চনা করা আবশ্যক হইতেছে। অতএব ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়া অদ্য এই পুরীতে প্রবেশ করিব। অথবা যে দুরাত্মা দশাননের ভয়ে সুরাসুরেরাও এস্থানে প্রবেশ করিতে সাহসী হয়েন না আমি তাহাকে কিরূপেই বা বঞ্চনা করিব?"

এইরূপ চিন্তা করিয়া মহাত্মা হনূমান মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "হায়! আমি কি উপায়ে রাবণের অগোচরে জনকাত্মজাকে দেখিতে পাইব? যাহাতে রামচন্দ্রের কার্য্যহানি না হয়, প্রাণপণে তাহা করিতে হইবে। যেরূপ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ দূতের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে সিদ্ধপ্রায় কার্য্যও দেশকালবিরোধী হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে মন্ত্রণা স্থির হইলেও দূতের দোষে সমস্ত বিফল হইয়া যায়। যাহা হউক এক্ষণে যাহাতে সংকল্প সিদ্ধ হয়, আমার বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ না পায় এবং সমুদ্রলঙ্ঘনও ব্যর্থ না হয়, তাহা করিতে হইবে। রামচন্দ্র রাবণের অনিষ্ট ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু যদি রাক্ষসেরা আমাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে তাঁহারই কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে। লঙ্কানগরীর যেরূপ রক্ষাপ্রণালী দেখিতেছি, তাহাতে অন্য কোন আকারের কথা দূরে থাকুক বোধ হয় রাক্ষসরূপেও আত্মগোপন করিতে পারিব না। স্বয়ং পবনদেবও এস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে পারেন না। এই নগরীমধ্যে রাক্ষসদিগের অগোচর কোন বিষয়ই নাই। এখানে যদি প্রকাশ্যরূপে থাকি তবে নিজের প্রাণ বিনষ্ট হইবে এবং স্বামীরও কার্য্যহানি হইবে। অতএব দিবাভাগে কোন গুপ্তস্থানে থাকিয়া রাত্রিকালে খর্ব্বাকৃতি হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিব এবং উহার মধ্যস্থ সমস্ত গৃহে জানকীর অনুসন্ধান করিব।" এই ভাবিয়া হনূমান সীতাদর্শনার্থ উৎসুকচিত্তে সূর্য্যাস্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্যদেব অস্তমিত এবং নিশাকাল উপস্থিত হইল। হনূমান নিজ দেহ খর্ব্ব করিয়া মার্জ্জারপ্রমাণ হইলেন। তৎকালে তাঁহার মূর্ত্তি অতি অদ্ভুত হইল। তিনি প্রদোষকালে গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া রমণীয় লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিলেন। ঐ পুরীর রাজপথ সকল সুপ্রশস্ত; দুই পার্শ্বে রমণীয় প্রাসাদ, স্বর্ণের স্তম্ভ ও গবাক্ষ। কোথাও গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় সপ্ততল ও অষ্টতল গৃহ; উহাদের কুট্টীম সকল স্বর্ণ ও স্ফটিকে শোভিত। স্থানে স্থানে বিচিত্র কাঞ্চনময় তোরণ। পবন-কুমার এই দুরাক্রমণীয় লঙ্কানগরী দর্শন করিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন।

ইত্যবসরে শীতরশ্মি ভগবান চন্দ্র জ্যোৎস্নারূপ চন্দ্রাতপে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া যেন হনূমানের সাহায্যার্থই উদিত হইলেন। তিনি তারাগণের মধ্যস্থ, শঙ্খধবল ও মৃণালকান্তি। হনূমান উহাঁকে নীল নভোমণ্ডলে উদিত দেখিয়া মনে করিলেন যেন সরোবরে রাজহংস সন্তরণ করিতেছে।

তৃতীয় সর্গ।

হনূমানের নিকট লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষসীর পরাভব।

অনন্তর কালজ্ঞ মেধাবী হনূমান রাত্রিকালে সাহসে নির্ভর করিয়া রাবণপালিতা লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। ঐ নগরী রমণীয় কানন, স্বচ্ছজল সরোবর এবং শারদীয় মেঘের ন্যায় ধবল প্রাসাদে পরিশোভিত। তথায় রাক্ষসগণ সমুদ্রের ন্যায় ভীষণরবে গর্জ্জন করিতেছে এবং সামুদ্রিক বায়ু নিরন্তর ভীষণরবে প্রবাহিত হইতেছে। দ্বারদেশে বৃহদাকার মত্তহস্তী সকল বদ্ধ এবং চতুর্দ্দিকে মহাবল রাক্ষসবল। ঐ পুরীকে সহসা দেখিলে ভুজগভীষণ ভোগবতী নগরী বলিয়া ভ্রম হয়। উহা অতিশয় উচ্চ হওয়ায় বিদ্যুৎ ও মেঘে আবৃত এবং গ্রহনক্ষত্রে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। সুবর্ণময় বিস্তৃত প্রাকার উহার চারিদিকে শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে কিঙ্কিণীযুক্ত পতাকা সকল পবনকম্পিত হইয়া সুমধুর শব্দে উড্ডীন হইতেছে। লঙ্কার দ্বার সকল হেমময় এবং দ্বারবেদী সকল মহামূল্য বৈদূর্য্যমণি দ্বারা সুকৌশলে নির্ম্মিত, মরকতময় মুক্তামণিস্ফটিকে খচিত এবং মণিসোপানে শোভিত। তথায় ধূলি কিছুমাত্র নাই; সমস্তই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে সুরম্য সরোবর, তাহাতে রাজহংসেরা ক্রীড়া করিতেছে। লঙ্কার কোথায় ক্রৌঞ্চ ও ময়ুরের কণ্ঠস্বর, কোথাও তূর্য্যধ্বনি কোথাও বা ভূষণরব উত্থিত হইতেছে।

মহাবল হনূমান দেবপুরীসদৃশ সুসমৃদ্ধ লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, "রাবণের সৈন্যগণ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া সর্ব্বদা এই পুরী রক্ষা করিতেছে। ইহাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু বলিতে কি, কোন সুযোগে একবার লঙ্কায় আসিতে পারিলে কুমুদ, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, মহাবীর সুষেণ ও ঋক্ষরাজ জাম্ববান এ কার্য্য সহজেই পারিবেন। আর মহাত্মা রামচন্দ্রের যেরূপ পরাক্রম আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহার এবং লক্ষ্মণের অব্যর্থ শরসন্ধানে লঙ্কার কোনরূপেই পরিত্রাণ নাই।" মহাবীর হনূমান এইরূপ চিন্তা করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং বসন ভূষণে সজ্জিতা সুন্দরী প্রমদার ন্যায় দীপ ও জ্যোৎস্নার বিমল আলোকে নষ্টতিমিরা সাগরাম্বরা লঙ্কাকে দর্শন করিতে করিতে গমন করিলেন।

ইত্যবসরে তাঁহাকে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং বিকৃতবদনে ও বিকটনেত্রে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভৈরবনাদে কহিল, "বানর! তুই কে? কিজন্যই বা এখানে আসিয়াছিস্? যতক্ষণ জীবিত আছিস্, আমার কথার উত্তর দে। তুই কোনমতেই এ পুরীতে প্রবেশ করিতে পাইতেছিস্ না। বুঝিলাম তোর মরিতে অত্যন্ত সাধ গিয়াছে, নতুবা যে লঙ্কার চতুর্দ্দিকে ভীমদর্শন শস্ত্রধারী পুরুষেরা সতত রক্ষা করিতেছে, তুই তাহাতে প্রবেশ করিতে সাহসী হইবি কেন?"

হনূমান কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি আমাকে যাহা যাহা

জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহার সমস্তই সত্য উত্তর দিব। কিন্তু বল, তুমি কে? কি নিমিত্ত বিকৃতবদনে পুরদ্বারে দণ্ডায়মান আছ এবং কেনই বা আমাকে ক্রোধভরে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্যে ভর্ৎসনা করিতেছ?”

তচ্ছ্রবনে লঙ্কা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কঠোরবাক্যে কহিল, “বানর! আমার পরিচয় জানিবার জন্য যদি তোর নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে শোন্। আমি মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের আজ্ঞাকারিণী; তাঁহারই আদেশে এই নগরী রক্ষা করিতেছি। আমি এই পুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, নাম লঙ্কা। তুই আমাকে উপেক্ষা করিয়া কখনই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবি না। আজ তোকে আমার হস্তে নিহত হইয়া যমালয়ে গমন করিতে হইবে।”

এই কথা শুনিয়া হনূমান লঙ্কাবিজয়ে যত্নবান এবং পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু যদি বিনা বিবাদ বিসম্বাদে কার্য্যসিদ্ধি হয় এই ভাবিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, “ভদ্রে! আমি এই প্রাকারবেষ্টিত তোরণসজ্জিত লঙ্কা এবং অত্রস্থ বন, উপবন ও অত্যুচ্চ অট্টালিকা সকল স্বচক্ষে দেখিয়া জীবন সার্থক করিব এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছি এবং তজ্জন্যই এখানে আসিয়াছি।”

তখন লঙ্কা পুনরায় পরুষস্বরে কহিল, “নির্ব্বোধ! মহাপ্রতাপ রাবণ এই নগরী রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং তুই আমাকে জয় না করিয়া কখনই ইহা দেখিতে পাইবি না।” তখন হনূমান বিনীতবচনে কহিলেন, “ভদ্রে! আমি এই পুরী দর্শন করিয়াই স্বস্থানে প্রস্থান করিব।”

লঙ্কা হনূমানের এইরূপ আগ্রহ দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং ভয়াবহ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত করিল। হনূমান ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ঘোর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করতঃ উহাকে প্রহার করিলেন। লঙ্কা স্ত্রীলোক, সুতরাং তিনি আর অধিক কোপ প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু রাক্ষসী এক আঘাতেই বিহ্বল হইয়া বিকট দশন বিবৃত করতঃ ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর পবনকুমার স্ত্রীবধ ভয়ে যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর লঙ্কা নিতান্ত কাতর হইয়া গদ্গদকণ্ঠে বিনীত-বচনে হনূমানকে কহিতে লাগিল, "বীর! প্রসন্ন হও, আমায় রক্ষাকর। শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীবধ মহাপাপ; তোমার ন্যায় মহাত্মারা কখন শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না। কপিবর! আমি এই নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তুমিই আমাকে প্রথমে বলবীর্য্যে পরাভব করিলে। এই সূত্রে আমার যে একটী পূর্ব্বকথা মনে পড়িয়াছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। একদা ভগবান পিতামহ আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, 'লঙ্কে! যখন তুমি কোন বানরের হস্তে পরাজিত হইবে, তখনই জানিও রাক্ষসগণের ভয়ের কারণ উপস্থিত।' কপিবর! আজ তোমার আগমনে সেই সময় আসিয়াছে। ব্রহ্মবাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে। বুঝিলাম পতিব্রতা জানকীর জন্য দুরাত্মা রাবণ এবং রাক্ষসকুলের সর্ব্বনাশ ঘটিল। এই পুরী এক্ষণে অভিশাপে দূষিত হইয়াছে অতএব তুমি

নির্ব্বিঘ্নে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বত্র সীতার অন্বেষণ কর।”

চতুর্থ সর্গ।

রাবণের অন্তঃপুরাভিমুখে হনূমানের গমন।

অনন্তর হনূমান রাত্রিযোগে দ্বার ভিন্ন অন্য স্থান দিয়া প্রাকার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রথমে বামপদ * উদ্ধৃত করিয়া পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি বিপক্ষ রাবণের মস্তকেই বামপদ অর্পণ করিলেন। লঙ্কার রাজপথ সকল সুপ্রশস্ত ও পুষ্পাকীর্ণ; হনূমান উহা আশ্রয় পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। ঐ নগরীর কোথাও হাস্যকোলাহল উত্থিত হইতেছে, কোথাও বা তূর্য্যনিনাদ। মেঘসমূহের দ্বারা গগনমণ্ডলের ন্যায় রাক্ষসগণের বিচিত্র গৃহে লঙ্কা অতিশয় শোভিত হইয়াছে। ঐ সকল গৃহ বজ্র ও অঙ্কুশের প্রতিকৃতি দ্বারা চিত্রিত; পদ্ম ও স্বস্তিকাদি প্রণালীক্রমে নির্ম্মিত, হীরকময় গবাক্ষের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এবং সুধাধবল ও কুসুমদামে সজ্জিত। মহাবীর পবনকুমার এই সমস্ত দর্শন

* শক্রপুরীমধ্যে প্রবেশকালে প্রথমে বামপদ উত্তোলন করিতে হয়।

করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং রামচন্দ্রের কার্য্যসাধনার্থ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতে লাগিলেন। কোথাও স্বর্গীয় অপ্সরার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীগণ মদনাবেশে উন্মত্ত হইয়া বক্ষঃ, কণ্ঠ ও শির এই তিন স্থান হইতে উত্থিত মন্দ্র, মধ্য ও তারস্বরে সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে। কোথাও কাঞ্চী-রব, কোন স্থানে ভূষণ ধ্বনি, কোথাও বা সোপানচারিণী সুন্দরীগণের নূপুরশব্দ শ্রুত হইতেছে। এখানে কেহ করতালি দিতেছে, অন্যত্র একজন সিংহনাদ করিতেছে। কোথাও জাপকেরা জপ করিতেছে, কোন স্থানে বেদ পাঠ হইতেছে, কোথাও বা রাক্ষসগণ ঘোররবে রাবণের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহাবীর হনূমান এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে ক্রমে মধ্যম কক্ষায় উপনীত হইলেন। তথায় রাবণের বহুসংখ্যক দূত উপবিষ্ট আছে; উহাদের কেহ দীক্ষিত, কাহারও মস্তকে জটাজূট, কেহ বা মুণ্ডিত; কেহ গোচর্ম্ম পরিধান করিয়াছে, কেহ বা দিগম্বর। ঐ সমস্ত গুপ্তচরেরা কেহ কূট, কেহ মুদ্গর, কেহ দণ্ড, কেহ অগ্নিকুণ্ড, কেহ কুশমুষ্টি, কেহ ধনু, কেহ খড়্গ, কেহ শতঘ্নী, কেহ মুসল, কেহ পরিঘ, কেহ শক্তি, কেহ বৃক্ষ, কেহ বজ্র, কেহ পট্টিশ, কেহ ক্ষেপণী, কেহ বা পাশ ধারণ করিয়া আছে। কাহারও সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল কবচে আবৃত। উহাদের বর্ণ নানা প্রকার; উহারা কেহ ভীমদর্শন, কেহ চীরধারী, কেহ বিকলাঙ্গ, কেহ বা বামন। কাহার একটীমাত্র চক্ষু, কাহারও বক্ষঃস্থলে একটীমাত্র স্তনচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। উহারা অতি স্থূল বা

অতি কৃশ নহে, অতি দীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব নহে এবং অতি গৌর বা অতি কৃষ্ণও নহে। উহারা বিরূপ ও বহুরূপ এবং সুরূপ ও সুতেজ। উহাদের কাহারও হস্তে ধ্বজদণ্ড, কাহারও বা পতাকা। উহারা বিচিত্র আভরণ ও বেশভূষায় সজ্জিত। উহাদের কাহারও গলে মাল্য ও অঙ্গে বিচিত্র অনুলেপন; কেহ স্বেচ্ছামত ভ্রমণ করিতেছে, কেহ বা সাবধানে প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। হনূমান অন্তঃপুরদ্বারে এই সমস্ত রাবণ-নির্দ্দিষ্ট রক্ষক দেখিতে পাইলেন।

ক্রমশঃ মহাবীর ঐ দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলেন। উহা স্বর্ণপ্রাকারে বেষ্টিত; নিকটে প্রস্ফুটিত কমলশোভিত পরিখা শোভা পাইতেছে। শত শত ভীমদর্শন শস্ত্রধারী পুরুষেরা যমদূতের ন্যায় সর্ব্বদা তথায় পরিভ্রমণ করিতেছে। অদূরে কোথাও অশ্বগণের হ্রেষারব, কোথাও চতুর্দ্দন্তশোভিত সুসজ্জিত শ্বেত হস্তীর গর্জ্জন, কোথাও বা রথ, যান ও বিমান সকলের মেঘগম্ভীর ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। মহাবীর ঐ দ্বার দিয়া অকুতোভয়ে প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্ণ ও মহার্হ মুক্তামণি-মণ্ডিত, কালাগুরু ও চন্দনের সৌরভে সুবাসিত রাবণভবনে গমন করিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

চন্দ্রালোকে রাবণের অন্তঃপুরে হনূমানের ভ্রমণ।

ঐ সময়ে ভগবান চন্দ্রদেব গগনতল হইতে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাজাল উদ্গার পূর্ব্বক জগৎ প্লাবিত করিতেছিলেন। তাঁহার প্রভা শঙ্খের ন্যায় এবং বর্ণ মৃণালের ন্যায়। তিনি তারাগণের মধ্যগত হইয়া সরোবরে হংসের ন্যায় অথবা গোষ্ঠে মদমত্ত বৃষের ন্যায় ব্যোমে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে লোকের দুঃখসন্তাপ দূর হইয়া গেল, মহাসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত জীবলোক শুভ্র আলোকে রঞ্জিত হইল। যে শ্রী গিরিবর মন্দরে, প্রদোষকালে সাগরে এবং দিবাভাগে প্রস্ফুটিত পদ্মবনে বিরাজ করেন, তিনিই এক্ষণে মনোহর চন্দ্রমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিলেন। হংস যেমন গিরিগুহায় এবং বীরপুরুষ যেমন গর্ব্বিত হস্তীপৃষ্ঠে শোভিত হয়েন, চন্দ্রও গগনমণ্ডলে সেইরূপ শোভিত হইলেন। শ্বেত বৃষভের তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ অথবা মহাচল সুমেরুর উচ্চ শিখরের ন্যায় তৎকালে চন্দ্রের অঙ্কদেশস্থ কলঙ্ক অতীব দর্শনীয় হইয়াছিল। শীত ঋতুর অপগমে হিমকণার অভাব এবং দিবাকরের কিরণ সংক্রমণ এই দুই কারণে ভগবান শশাঙ্কদেব অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন এবং শিলাতলে সিংহের ন্যায়, রণস্থলে মাতঙ্গের ন্যায় এবং স্বরাজ্যে রাজার ন্যায় গগনমণ্ডলে প্রকাশ পাইতে

লাগিলেন। চন্দ্রের উজ্জ্বল আলোকে বহিস্থ অন্ধকারের সহিত মানিনীগণের হৃদয়স্থ প্রণয়কোপরূপ অন্ধকারও দূর হইল। চতুর্দ্দিকে শ্রুতিসুখকর সুমধুর বীণারব উত্থিত হইল। নায়িকাগণ সুকোমল বাহুলতা দ্বারা প্রিয়তমকে সুদৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। এদিকে রাক্ষসেরা অন্যায়ি হিংসা দ্বারা মাংসাহারে প্রবৃত্ত হইল এবং রাত্রিচর হিংস্র প্রাণীগণও আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

মহাবীর হনূমান যাইতে যাইতে দেখিলেন, একস্থানে রাক্ষসগণ প্রচুর পরিমাণে মদিরা পান করিয়া কেহ রথে, কেহ স্বর্ণপীঠে, কেহ বা অন্য কোন স্থানে শয়ান, উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান আছে। তাহাদের কেহ নিজ বীরাভিমান প্রকাশ করিতেছে ; কেহ বাহ্বাস্ফোট করিতেছে, কেহ বক্ষঃ আস্ফালন করিতেছে, কেহ শরাসন আকর্ষণ করিতেছে, কেহ বা মত্তহস্তী অথবা বিবরমধ্যস্থ ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। কেহ নানাবিধ বিচিত্র বেশ বিন্যাস করিতেছে, কেহ বা অবশ হস্ত প্রণয়িণীর অঙ্গে ক্ষেপণ করিতেছে। কোন কোন তরুণযৌবনা সুন্দরী অবশ দেহে নিদ্রা যাইতেছে, কেহ সর্ব্বাঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিতেছে, কেহ বা মদভরে অকারণ হাস্য করিতেছে।

পবনকুমার কিয়দ্দূর গমন করিয়া একস্থানে রুচির নামে কতকগুলি রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন ; তাহারা বুদ্ধিমান ও আস্তিক এবং শিষ্টাচার ও সুমিষ্ট বাক্যালাপে সময়াতিপাত করিতেছে। আর একস্থানে কতকগুলি রাক্ষস আছে তাহারা

গুণবান এবং তাহাদের আচার ব্যবহারও সজ্জনের ন্যায়। উহারা উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়া আছে এবং কেহ কেহ কুরূপ হইলেও বেশসৌষ্ঠবে সুরূপবৎ প্রকাশ পাইতেছে। উহাদের স্ত্রীগণও বিশুদ্ধস্বভাব, উদার, পানাসক্ত ও প্রিয়ানুরক্ত। উহারা স্বসৌন্দর্য্যে তারকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ বিহগাশ্লিষ্টা বিহগীর ন্যায় প্রিয়তমের দ্বারা প্রণয়ভরে আলিঙ্গিত হইয়া যুগপৎ লজ্জা ও হর্ষ প্রকাশ করিতেছে, কেহ বা হর্ম্ম্যতলে প্রাণনাথের অঙ্কদেশে উপবিষ্ট হইয়া বিগলিত বসনে তাঁহাকে বারংবার চুম্বন করিতেছে। উহারা ভর্ত্তার মনোনীত ও ভর্ত্তৃসেবায় নিযুক্ত। পবনকুমার স্থানান্তরে আরও কতকগুলি রমণীকে দেখিলেন। উহাদের কাহারও বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, কাহারও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়। কেহ বিচিত্র উত্তরীয়ে উত্তমাঙ্গ আবৃত করিয়া আছে, কেহ উত্তরীয় শূন্য। কেহ প্রাণপতির অদর্শনে উৎকণ্ঠিত, কেহ বা বহুদিনের পর মিলনে পুলকিত। তাহাদের সকলেরই মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় মনোহর, পক্ষ্মশোভী নেত্র কিছু বক্র এবং ভূষণজ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্টি-প্রতিঘাতক। হনুমান এই সমস্ত সুন্দরী রমণীকে দেখিতে লাগিলেন কিন্তু তন্মধ্যে ফুল্লকুসুমা সুজাতা লতার ন্যায় সীতাদেবীকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। সীতা ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজকুলে বিধাতার মন হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি একান্ত পতিদেবতা এবং দিবানিশি রামচন্দ্রকে হৃদয়ে ধ্যান করিতেছেন। যাহাঁরা রমণীকুলের মধ্যে উৎকৃষ্টা তিনি তাঁহাদেরও সকলের শীর্ষস্থানীয়া। বিরহতাপ তাঁহাকে এক্ষণে অত্যন্ত পীড়া

দিতেছে। তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পভরে গদ্গদ। তিনি যে কণ্ঠে মহার্হ ভূষণ ধারণ করিতেন এক্ষণে তাহা শূন্য। তিনি বনবিহারিণী ময়ূরীর ন্যায় কলকণ্ঠে আলাপ করিয়া দুঃখনিমগ্ন রামচন্দ্রের সকল দুঃখ দূর করিতেন। তিনি অস্ফুট চন্দ্র-লেখার ন্যায় এবং বায়ু বেগে ভগ্ন স্বর্ণযষ্টির ন্যায় এক্ষণে অতিশয় শোচনীয়া হইয়াছেন। হনূমান তাঁহাকে না দেখিয়া আপনাকে অকর্ম্মণ্য বোধে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

রাক্ষসদিগের গৃহ।

কামরূপী বীর হনূমান সপ্ততল প্রাসাদে লঘুপদে বিচরণ করিতে করিতে অদূরে রাক্ষসরাজের আবাসভবন দেখিতে পাইলেন। উহা তরুণ সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ উজ্জ্বল প্রাকারে বেষ্টিত। মৃগরাজ সিংহ যেমন ঘোর অরণ্য রক্ষা করে, তদ্রূপ ভীমদর্শন শস্ত্রধারী রাক্ষসেরা সতত উহাকে রক্ষা করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে রৌপ্যখচিত স্বর্বণচিত্রিত উচ্চ তোরণ এবং বিচিত্র কক্ষ্যা। বহুসংখ্যক গজারোহী অশ্বারোহী ও রথারোহী বীর ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছে। রথ সকল হস্তিদন্ত, স্বর্ণ ও রজতের দ্বারা শোভিত হইয়া মেঘ-

গম্ভীর রবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। গৃহমধ্যে স্থানে স্থানে বহুবিধ রত্ন,অত্যাশ্চর্য্য মহামূল্য সিংহাসন এবং সুসজ্জিত দিব্য-রথ সকল শোভা পাইতেছে। উহার সর্ব্বত্র বিবিধ সুন্দর সুন্দর দৃশ্য বস্তু; স্থানে স্থানে মৃগপক্ষীগণ নিরন্তর কলরব করিতেছে। উহার প্রান্তদেশে বিনীত দ্বারপালগণ দণ্ডায়মান। অভ্যন্তরে সুরূপা রমণীগণ নিরন্তর আমোদপ্রমোদ করিতেছে; উহাদের ভূষণধ্বনি সাগরনিঃস্বনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ গৃহে রাজোপযোগী উপকরণ সমুদয় সঞ্চিত রহিয়াছে; স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট চন্দনের সৌরভ। নিবিড় অরণ্যে যেরূপ সিংহ বাস করে তদ্রূপ তথায় মহাজনেরা অবস্থিতি করিতে-ছেন। একস্থানে ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খের রব শ্রুত হইতেছে। তথায় রাক্ষসগণ প্রতিপর্ব্বে প্রস্তুত যজ্ঞার্থ সোমরস দ্বারা নিরন্তর দেবতাগণের পূজা করিতেছে। ঐ গৃহ সমুদ্রের ন্যায় ভীষণ রবে ধ্বনিত হইতেছে। উহা নানাবিধ বহুমূল্য রত্ন, নানারূপ পরিচ্ছদ এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় পূর্ণ। পবনকুমার হনূমান ঐ গৃহের সৌন্দর্য্য দর্শন পূর্ব্বক উহাকে লঙ্কার ভূষণস্বরূপ মনে করিলেন।

অনন্তর তিনি অট্টালিকাশ্রেণীর উপরে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গৃহের পর গৃহ ও উদ্যান সকল অশঙ্কিত মনে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষস প্রহস্তের আলয় হইতে মহাবেগে লম্ফপ্রদান করিয়া মহাপার্শ্বের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে মহাবীর কুম্ভকর্ণের মেঘসদৃশ গৃহ এবং পরে ক্রমশঃ বিভীষণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, বিদ্যুন্মালী, বহুদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিত, জম্বুমালী,

সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, বজ্রকায়, ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, বিদ্যুদ্রূপ, ভীম, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, লোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, সাদী দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষস বীরগণের গৃহে গমন করিলেন। ঐ সমস্ত গৃহ বহুমূল্য রত্নে পরিপূর্ণ। হনূমান গমন প্রসঙ্গে উহাদের ঐশ্বর্য্য দেখিতে লাগিলেন।

পবনকুমার পরিশেষে রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তিনি দেখিলেন, অনেকানেক বিকৃতনয়না রাক্ষসী এবং মহাকায় রাক্ষস শূল, শক্তি, তোমর এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রহরণ ধারণ পূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে রাবণের শয়নস্থান রক্ষা করিতেছে। ঐ গৃহের কোথাও রক্ত, শ্বেত আদি নানাবিধ বর্ণের মহাবেগগামী অশ্ব; কোথাও ঐরাবতের ন্যায় যুদ্ধকুশল সুদৃশ্য সুজাত হস্তী। উহাদের গণ্ডদেশ হইতে নিরবচ্ছিন্ন মদস্রাব হওয়াতে, উহাদিগকে বর্ষণশীল মেঘ এবং উৎসশোভী পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতেছে। ঐ সকল হস্তী মেঘগম্ভীর রবে গর্জ্জন করিয়া সমরে শত্রুসৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করে। মহাবীর হনূমান আরও দেখিলেন, ঐ সুরম্য গৃহের কোন স্থানে সেনা সুসজ্জিত, কোথাও হেমজালজড়িত তরুণসূর্য্যসন্নিভ নানারূপ শিবিকা রহিয়াছে; কোথাও বিচিত্র লতাগৃহ, কোথাও ক্রীড়াগৃহ, কোথাও রতিগৃহ, কোথাও দিবাবিহারগৃহ, কোথাও চিত্রশালা, কোথাও বা দারুনির্ম্মিত ক্রীড়াপর্ব্বত শোভা পাইতেছে। ঐ গৃহ অচলরাজ মন্দরবৎ অত্যুচ্চ ও সুন্দর, উহার স্থানে স্থানে ক্রীড়াময়ূরদিগের কাঞ্চনী বাসযষ্টি, কোথাও বা ধ্বজদণ্ড উচ্ছ্রিত আছে। একস্থানে

নানাবিধ বহুমূল্য নিধি সঞ্চিত রহিয়াছে এবং ধীরপুরুষেরা নিধি রক্ষার্থ মহিষাদি বলি দান করিতেছে। রত্নের কিরণচ্ছটা এবং রাক্ষসাধিপতি রাবণের তেজঃপুঞ্জে সমাকীর্ণ হইয়া ঐ রাজভবন যেন মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের প্রভা বিস্তার করিতেছে। উহার অভ্যন্তরভাগে স্বর্ণময় পর্য্যঙ্ক ও আসন, শুভ্র রজতপাত্র এবং মধু ও আসবপূর্ণ স্ফটিকপাত্র সকল স্থানে স্থানে সজ্জিত থাকায় উহা যেন সমৃদ্ধিশালী যক্ষরাজ কুবেরের গৃহ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। ঐ ভবনের প্রাসাদ সকল ঘনসন্নিবিষ্ট এবং কক্ষ্যা সকল সুবিস্তীর্ণ; তন্মধ্যে সুন্দরী কামিনীগণের কাঞ্চীরব ও নূপুরধ্বনি এবং মৃদঙ্গের সুগম্ভীর রব সর্ব্বদাই শ্রুত হইতেছে।

সপ্তম সর্গ।

রাবণের গৃহ।

মহাবীর হনূমান দেখিলেন, বিদ্যুন্মণ্ডিত বলাকাশোভিত বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় মরকতখচিত স্বর্ণজালজড়িত গবাক্ষে রাবণের গৃহ অতিশয় শোভিত হইয়াছে। উহা প্রশস্ত শঙ্খ ও আয়ুধে পরিপূর্ণ এবং উপরিভাগে একটী বিশাল সুদৃশ্য শিরোগৃহে পরিশোভিত। রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় পরাক্রমে

ঐ সর্ব্বদোষশূন্য, ধনরত্নপূর্ণ, সুরাসুরেরও প্রশংসনীয় নিকেতন অধিকার করিয়াছেন। ইহার ন্যায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহ পৃথিবীতে আর নাই। ইহা বহুযত্নে নির্ম্মিত ; যেন দেবশিল্পী ময় স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ গৃহের এক প্রদেশ এরূপ উৎকৃষ্ট যে তাহার তুলনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহা বিস্তীর্ণমেঘাকার এবং সুবর্ণ ও হীরকাদিখচিত ; দেখিলে বোধ হয় যেন ভূতলে স্বর্গের একখণ্ড অবতীর্ণ হইয়াছে। উহা রাবণের প্রভাবের অনুরূপ এবং বহুবিধ রত্নখচিত হওয়াতে অতিশয় উজ্জ্বল। ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকে শোভিত নানাবিধ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ঐ সকল পুষ্পের পরাগ বায়ুবশে ইতস্ততঃ উড্ডীন হইতেছে। মেঘমণ্ডল যেমন বিদ্যুন্মালায় এবং সরোবর যেমন হংসমালায় শোভিত হয় তদ্রূপ রাবণের আবাসগৃহও দিব্য রমণীগণে অলঙ্কৃত। উহা গৈরিকাদি ধাতুরঞ্জিত পর্ব্বতশিখরের ন্যায়, গ্রহনক্ষত্রাদিখচিত নভোমণ্ডলের ন্যায় এবং সন্ধ্যারাগলাঞ্ছিত মেঘের ন্যায় অতিশয় সুদৃশ্য। উহার শূন্যস্থান সকল স্বর্ণপর্ব্বতে শোভিত, স্বর্ণপর্ব্বত সকল বৃক্ষে শোভিত, বৃক্ষ সকল প্রস্ফুটিত কুসুমে শোভিত এবং কুসুম সকল দল ও কেসরে শোভিত। ঐ গৃহের মধ্যে শুভ্র অট্টালিকা, প্রফুল্ল কমল-শোভী সরোবর এবং বিচিত্র কানন কিছুরই অভাব নাই। উহা অন্যান্য গৃহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; উহাতে রত্নময় বিহঙ্গ, স্বর্ণময় ভুজঙ্গ এবং জীবিতবৎ সুদৃশ্য তুরঙ্গ সকলও নির্ম্মিত রহিয়াছে। বিহঙ্গগুলির পক্ষ কিঞ্চিৎ আবর্জ্জিত ও বক্র উহাতে স্বর্ণ ও হীরকনির্ম্মিত পুষ্প খোদিত রহিয়াছে। স্থানে

স্থানে কৃত্রিম হস্তী দণ্ডায়মান রহিয়াছে ; উহারা যেন সজীবের ন্যায় ব্যস্তসমস্ত। উহাদের দেহে পদ্মের রেণু লাগিয়াছে এবং কমলবনে লক্ষ্মীদেবী পদ্মহস্তে বিরাজ করিতেছেন।

গুহাশোভিত গিরির ন্যায় এবং বসন্তের প্রারম্ভে চারু-পল্লব তরুর ন্যায় একান্ত রমণীয় রাবণের বাহুবলপালিত ঐ পুরী দর্শন করিয়া মহাবীর হনূমান যার পর নাই বিস্মিত হইলেন কিন্তু তন্মধ্যে বিরহকাতরা পতিদেবতা সীতার উদ্দেশ না পাওয়াতে যার পর নাই দুঃখিত হইলেন এবং নিতান্ত কাতরভাবে ইতস্ততঃ তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম সর্গ।

পুষ্পকরথ।

মহাবীর হনূমান ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সহসা রাবণের পুষ্পকরথ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি ঐ রথের অনুপম সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতের ন্যায় একদৃষ্টে উহা দেখিতে লাগিলেন। উহা মণিরত্নখচিত স্বর্ণগবাক্ষশোভিত এবং সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তিসমূহে সজ্জিত। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা উহাকে নিজপ্রস্তুত সমস্ত বস্তুর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার

করিয়াছেন। উহা আকাশপথে উত্থিত হইয়া ভগবান আদিত্যের নির্দ্দিষ্ট পথ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া থাকে। ঐ রথের এমন কোন অংশই ছিল না, যাহা মহামূল্য বস্তু দ্বারা এবং বহুযত্নে নির্ম্মিত হয় নাই। ফলতঃ ইহাতে যেরূপ রচনা-নৈপুণ্য ছিল দেববিমানেও তাহার শতাংশের একাংশ লক্ষিত হইত না। লঙ্কেশ্বর রাবণ অতি কঠোর তপস্যার বলে ঐ রথ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উহা আরোহীর অভিলষিত স্থানে অপ্রতিহত গতিতে গমন করিত। ঐ রথের নির্ম্মাণপ্রণালী অতিশয় বিস্ময়কর; নানা স্থান হইতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট পদার্থ সঞ্চিত করিয়া উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ বিমান পবনের ন্যায় বেগগামী; যাঁহারা পুণ্যবান, যশস্বী ও সুখী উহা কেবল তাঁহাদিগকেই বহন করে। যাহারা পাপী তাহারা উহার নিকটেও যাইতে পারে না। উহা শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় মনোহর এবং বহুসংখ্যক বিচিত্র চূড়ায় বহুশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভিত। উহা গতিবিশেষ অবলম্বন করিয়া আকাশের প্রদেশবিশেষে গমন করিতে পারে। কুণ্ডলধারী ব্যোমচারী ভোজনপটু বেগবান রাত্রিচর ভূতগণ ঘূর্ণায়মান ও নির্নিমেষ লোচনে উহাকে বহন করিয়া থাকে। উহা পুষ্পমালায় সজ্জিত, বসন্তের পুষ্পের ন্যায় চারুদর্শন এবং বসন্তকাল অপেক্ষাও সুন্দর।

নবম সর্গ।

হনূমানের নিদ্রিত রাবণকে দর্শন।

অনন্তর হনূমান অদূরে আর একটী রমণীয় গৃহ দেখিতে পাইলেন। উহা রাক্ষসরাজ রাবণের আবাসগৃহ। ঐ গৃহ বহুসংখ্যক প্রাসাদে পরিপূর্ণ অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ ও এক যোজন দীর্ঘ। শত্রুনাশন বীর হনূমান আয়তলোচনা সীতার অন্বেষণপ্রসঙ্গে উহার সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং লঙ্কেশ্বর যে অংশে অবস্থিতি করিতেন তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ঐ স্থান অতিশয় মনোহর ও প্রশস্ত, উহার স্থানে স্থানে দ্বিদন্ত ও চতুর্দ্দন্ত হস্তী শোভা পাইতেছে; রক্ষকগণ অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক সর্ব্বদা উহা রক্ষা করিতেছে। কোন স্থানে রাবণের রাক্ষসী পত্নী এবং বলপূর্ব্বক আহৃতা রাজকন্যাগণ রহিয়াছে। ঐ গৃহকে দেখিলে যেন নক্রকুম্ভীরভীষণ, তিমিঙ্গিলপূর্ণ সর্পবহুল বায়ুবিক্ষোভিত সাগরের ন্যায় গম্ভীর ও ভয়াবহ বোধ হয়। যক্ষরাজ কুবের ও চন্দ্রের যে শোভা ঐ গৃহে তাহা সর্ব্বদা স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছে। কুবের, যম ও বরুণের যেরূপ ঐশ্বর্য্য রাক্ষসরাজ রাবণেরও তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অধিক হইবে। হনূমান দেখিলেন ঐ হর্ম্ম্যের মধ্যস্থলে পূর্ব্বকথিত সর্ব্বরত্নবিভূষিত সুপ্রসিদ্ধ পুষ্পকরথ। উহার চতুর্দ্দিকে মত্তবারণ সমস্ত বদ্ধ রহিয়াছে। ঐ রথ ত্রিভুবনে এক অপূর্ব্ব পদার্থ।

পূর্ব্বে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বর্গলোকে ভগবান পিতামহের জন্য উহা নির্ম্মাণ করেন। যক্ষাধিপতি কুবের কঠোর তপস্যার বলে উহা ব্রহ্মার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন; অনন্তর রাবণ পরাক্রমে কুবেরকে পরাস্ত করিয়া উহা হস্তগত করিয়াছেন। ঐ রথের স্তম্ভ সকল স্বর্ণময় ও সুগঠিত, তদুপরি ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। উহার মধ্যে নানাবিধ কূটাগার ও বিহারগৃহ শোভা পাইতেছে এবং মেরুপর্ব্বতের ন্যায় উহা যেন শ্রীসৌন্দর্য্যে জ্বলিতেছে। উহা স্বর্ণময় সোপান, স্বর্ণ ও স্ফটিকময় গবাক্ষ এবং ইন্দ্রনীল ও মহানীলময় বেদিসমূহে অলঙ্কৃত। উহার কুট্টীম সকল মহামূল্য বিদ্রুম ও মুক্তাস্তবকে খচিত; স্থানে স্থানে সুগন্ধি রক্তচন্দন তরুণসূর্য্যের ন্যায় রাগবিস্তার করিতেছে।

মহাবীর হনুমান ঐ উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্ব্বক সবিস্ময়ে উহার দিব্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অন্নপানসম্ভূত সর্ব্বব্যাপী অনির্ব্বচনীয় সৌরভ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গোচর হইল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঐ দিব্য গন্ধে সুগন্ধি হইয়া উঠিল। তৎকালে গন্ধ যেন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ সঙ্কেত দ্বারা রাবণের গৃহ দেখাইয়া দিতে লাগিল। হনুমানও তদনুসারে পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রাবণের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরূপিণী মহতী শয়নশালায় উপস্থিত হইলেন।

ঐ গৃহ অতীব সুন্দর। উহার সোপান মণিময়, গবাক্ষ স্বর্ণময় এবং কুট্টিম স্ফটিকময়। মধ্যে মধ্যে হস্তিদন্তনির্ম্মিত অনেক প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে মণিমুক্তাদি খচিত

স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রবালাদি নির্ম্মিত সুদীর্ঘ ও সরল স্তম্ভ সকল রহিয়াছে; সহসা দেখিলে বোধ হয় যেন উক্ত গৃহ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক গগণে উড্ডীন হইতেছে। উহার কুট্টিম-তলে সুবিস্তীর্ণ চিত্র কম্বল আস্তীর্ণ রহিয়াছে। ঐ গৃহ সুবাসিত সলিলে সর্ব্বদা অভিষিক্ত, উহার স্থানে স্থানে মদমত্ত বিহঙ্গেরা হর্ষভরে কলরব করিতেছে, উহা হংসধবল এবং অগুরুধূপে ধূম্রবর্ণ। উহা পত্র ও পুষ্পে সুসজ্জিত থাকায় বশিষ্ঠধেনুর ন্যায় নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং সকলের উল্লাসকর। উহা স্বীয় প্রভায় লোকের কান্তির সৌষ্ঠব সাধন করিয়া থাকে। তৎকালে ঐ শোকনাশিনী শোভা-শালিনী শয়নশালা রূপ, রস প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থের দ্বারা হনূমানের চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। পবনকুমার ঐ দিব্য গৃহ দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এ কি স্বর্গ? না বরুণাদিলোক? না ইন্দ্রপুরী অমরাবতী; না কোন গন্ধর্ব্বের মায়া?" তিনি দেখিলেন মহাধূর্ত্তের নিকট পাশক্রীড়ায় পরাজিত হইলে যেরূপ ক্ষুদ্র ধূর্ত্ত প্রভাহীন হইয়া ম্লানভাবে অবস্থিতি করে, ঐ গৃহের কাঞ্চন-স্তম্ভোপরিস্থ দীপ সকলেরও সেই দশা হইয়াছে। ফলতঃ তৎকালে রত্ন ও মণিমাণিক্যাদির জ্যোতিতেই সেই গৃহ অতীব উজ্জ্বল হইয়াছিল।

অনন্তর হনূমান দেখিলেন শত শত সুন্দরী রমণী উৎকৃষ্ট বসন, ভূষণ ও মাল্যে সজ্জিত হইয়া চিত্র আস্তরণের উপরি অবশ অঙ্গে শয়ন করিয়া আছে। অর্দ্ধ রাত্রি অতীত,— উহারা ক্রীড়াকৌতুকে বিরত হইয়া পানভরে প্রগাঢ় নিদ্রায়

অভিভূত হইয়াছে। উহাদের ভূষণরব আর শ্রুত হয় না, সুতরাং ঐ গৃহ হংস ও ভ্রমরের রবশূন্য বৃহৎ পদ্মবনের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। উহাদের নেত্র নিমীলিত এবং মুখ পদ্মগন্ধি। ঐ সমস্ত সুন্দরীর মুখমণ্ডল দিবসে বিকসিত এবং রাত্রিকালে মুকুলিত পদ্মের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে হনুমান মনে মনে ভাবিলেন, বুঝি মদমত্ত ভ্রমরেরা দিবাভাগে ইহাদের মুখ পদ্মভ্রমে সততই প্রার্থনা করিয়া থাকে। ফলতঃ তৎকালে উনি উহাদের মুখ ও পদ্মের কোনই প্রভেদ দেখিতে পাইলেন না।

তৎকালে ঐ বৃহতী শয়নশালা রমণীগণে নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। রাক্ষসরাজ রাবণ ও তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া তারকাবেষ্টিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় বিরাজিত ছিলেন। হনূমান ঐ সমস্ত সুন্দরী রমণীগণকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন,যে সকল তারকা পুণ্যক্ষয় হইলে গগনতল হইতে চ্যুত ও পতিত হয় বুঝি তাহারা সকলে এই স্থানে মিলিত হইয়াছে। ফলতঃ উহাদের প্রভা রূপ ও উজ্জ্বলতা সমস্তই তারকার অনুরূপ।

হনূমান দেখিলেন, ঐ সমস্ত সুন্দরী মদ্যপান, নৃত্যগীতাদির শ্রান্তি এবং রাত্রির আধিক্য বশতঃ ঘোরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। উহাদের কাহারও তিলক তিরোহিত, কাহার নূপুর চরণস্খলিত, কাহারও হার বিলম্বিত, কাহারও মুক্তাদাম ছিন্ন, কাহারও বসন বিগলিত এবং কাহারও বা কাঞ্চিদাম বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহারা অলস অঙ্গে পথশ্রান্তা ঘোটকীর ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। কোন

সুন্দরীর কর্ণে কুণ্ডল নাই এবং কাহারও বা মাল্য ছিন্ন ও মর্দ্দিত হইয়াছে। সকলেই মহারণ্যে গজদলিতা পুষ্পিতা লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। কাহারও কৌমুদীধবল মুক্তাহার স্তনযুগলের মধ্যে স্তূপাকার হইয়া নদীসিকতে সুপ্ত হংসের ন্যায়, কাহারও নীলকান্তহার জলকাকের ন্যায়, কাহারও বা সুবর্ণহার চক্রবাকের ন্যায় দৃষ্ট হই- তেছে। আরও উহাদের জঘনস্থল পুলিনের ন্যায়, কিঙ্কিণী- জাল তরঙ্গের ন্যায়, মুখ কনকপদ্মের ন্যায় এবং বিলাস নক্র কুম্ভীরের ন্যায় সুতরাং উহারা সর্ব্বাংশে নদীর অনুকরণ করিয়াছে। কাহারও সুকুমার অঙ্গে কাহারও বা স্তনযুগলে বিহারচিহ্ন ভূষণের ন্যায় শোভিত হইয়াছে। কাহারও বস্ত্রাঞ্চল নিশ্বাসপবনে আন্দোলিত হইয়া পুনঃ পুনঃ মুখেরই উপর পড়িতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন মুখমূলে নানা বর্ণের পতাকা উড্ডীন হইতেছে। কোন রমণীর কুণ্ডল শ্বাসপবনে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছে। তৎকালে ঐ সমস্ত সুন্দরীগণের আসবগন্ধি স্বভাবসুরভি সুখকর নিশ্বাস- বায়ু যেন রাবণকে সেবা করিতেছিল। কোন রমণী নিদ্রা- বেশে রাবণ ভ্রমে পুনঃ পুনঃ সপত্নীকে আলিঙ্গন করিতেছে। উহাদের সকলেই রাবণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত এবং সক- লেই মদ্যপানে হতজ্ঞান; সুতরাং ঐ সপত্নীও উহাকে রাবণ ভ্রমে চুম্বন করিতেছে। কোন যুবতী বলয়মণ্ডিত ভুজলতা কেহ বা রমণীয় বসন উপাধান করিয়া শয়ান। একজন অন্যের বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়াছে, অপর এক জন উহার ভুজলতা উপাধান করিয়াছে। এক জন অন্যের

ক্রোড়ে শয়ান, তৃতীয় একজন উহার কুচযুগের উপরি নিদ্রিত। এইরূপে তাহারা কেহ কাহারও উরুযুগল, কেহ নিতম্বদেশ, কেহ বা পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সুন্দরীগণ পরস্পর পরস্পরের দেহসংস্পর্শে সুখী। তাহারা ভুজসূত্রে পরস্পর গ্রথিত হইয়া যেন স্ত্রীরূপ পুষ্পের মালা হইয়াছে। রাবণ বৃক্ষের ন্যায়, নানাবিধ উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিতা সুন্দরীগণ কুসুমিতা লতার ন্যায় এবং তাহাদের অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র ভ্রমরের ন্যায় সুতরাং সহসা বোধ হয় যেন উপবন মধ্যে লতা সকল বসন্তকালে কুসুমিত, বায়ুভরে পরস্পর মালাকারে গ্রথিত, বৃক্ষের স্কন্ধে সংসক্ত এবং ভৃঙ্গসঙ্কুল হইয়া শোভা পাইতেছে। ফলতঃ তৎকালে প্রমদাগণ পরস্পর এরূপ সংশ্লিষ্টভাবে শয়ান ছিল যে উহাদের প্রত্যেকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা বসন ভূষণের কোন প্রভেদ লক্ষিত হইতে ছিল না।

মহাবীর হনূমান দেখিলেন স্বর্ণপ্রদীপসমূহ ঐ গৃহ আলোকিত করিয়াছে। সহসা বোধ হয় যেন রাবণ নিদ্রিত হইয়াছে এই সাহসেই তাহারা নির্নিমেষলোচনে সুন্দরীদিগকে দেখিতেছে। রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসের কন্যা সকল রাবণের রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্য্যে মোহিত হইয়া কামবশে স্বয়ংই তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন। কোন কোন ভুবনমোহিনী সুন্দরী রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক যুদ্ধে অপহৃতা হইয়া এক্ষণে তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী দাসী হইয়াছেন। রামভার্য্যা জানকী ভিন্ন রাবণকর্ত্তৃক আনীতা এমন কোন সুন্দরীই ছিলেন না যিনি রাবণের গুণের পক্ষপাতিনী

হয়েন নাই বা অন্য কোন পুরুষকে আকাঙ্ক্ষা করিতেন। উহাঁরা সকলেই সৎকুলসম্পন্না, সুশীলা, রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন এবং সুন্দর বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া রাবণের মনোহারিণী হইয়া থাকিতেন। উহাদের মধ্যে কেহই কুবেশা বা কদাশয়া ছিলেন না এবং কাহারও কোন কদর্য্য বিষয়ে অভিরুচি ছিল না। হনূমান ইহাদিগকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "যদি মহাত্মা রামচন্দ্রের পত্নী রাক্ষসরাজের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া থাকেন তবেই রাক্ষসকুলের মঙ্গল। কারণ তেজস্বী রঘুবীর এই কথা শুনিলে কদাপি যুদ্ধ করিবেন না এবং বোধ হয় প্রাণ পর্য্যন্তও ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হনূমান সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ছি! ছি! আর্য্যা সীতা সতীকুলের শিরোমণি; তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ মনে করিলেও পাপ আছে। দুরাত্মা রাবণ কেবল মায়াবলেই তাঁহাকে হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু উহাকে অচিরেই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে।"

দশম সর্গ।

মন্দোদরীকে দর্শন করিয়া হনূমানের সীতা বলিয়া ভ্রম।

হনূমান ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, শয়নগৃহের এক পার্শ্বে একটী স্ফটিকনির্ম্মিত রত্নখচিত বেদী রহিয়াছে। উহা এরূপ রমণীয় যে পৃথিবীতে উহার উপমা নাই বলিলেও হয়। ঐ বেদির উপরি মহামূল্য আস্তরণাচ্ছাদিত এক নীলকান্তনির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক রহিয়াছে। ঐ পর্য্যঙ্কের পদ সকল হস্তিদন্তনির্ম্মিত ও স্বর্ণমণ্ডিত। উহা প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল ও চতুর্দ্দিকে অশোকমাল্যে অলঙ্কৃত। হনূমান দেখিলেন উহার একদেশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রমণীয় একটী শ্বেত ছত্র রহিয়াছে; চারি কোণে যন্ত্রনির্ম্মিত পুত্তলিকা সকল চামর হস্তে বীজন করিতেছে। উহা বিবিধ গন্ধদ্রব্যে সুরভিত, অগুরুধূপে সুবাসিত, পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত এবং মৃদুল ঊর্ণায়ুচর্ম্মে আচ্ছাদিত।

রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত আছেন। তাঁহার বর্ণ ঘন মেঘের ন্যায় নীল, সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল, নেত্রযুগল লোহিত, পরিধান স্বর্ণজড়িত বস্ত্র এবং গাত্রে নানারূপ অলঙ্কার। তিনি সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বিদ্যুৎশোভিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন বৃক্ষলতাপূর্ণ মন্দরপর্ব্বত নিদ্রিত ও ধরাপৃষ্ঠে পতিত আছে। তিনি কামরূপী, সুরূপ, রাক্ষস-

দিগের আনন্দদায়ক ও রাক্ষসকন্যাদিগের প্রিয়। তিনি এক্ষণে পান ও ক্রীড়াদিতে বিরত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন এবং মহানাগের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন।

হনুমান রাক্ষসরাজ রাবণকে প্রথমে দেখিয়াই ভীতের ন্যায় শঙ্কিতমনে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন; পরে সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে সোপানপথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রস্রবণসলিলে গন্ধগজের ন্যায় রাবণ শয্যাতলে পতিত; তাঁহার স্বর্ণাঙ্গদশোভিত ভুজযুগল ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় প্রসারিত আছে। উহারা সুগঠিত, স্থূল ও দৃঢ় এবং দেখিতে অর্গলতুল্য ও করিশুণ্ডাকার। উহাদের অঙ্গুষ্ঠ সুন্দর নখে ও উজ্জ্বল অঙ্গুরীয়কে শোভিত; সুতরাং যেন মণিভূষিত পঞ্চশীর্ষ উরগের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ভুজদ্বয় ঐরাবতের বিষাণপ্রহারে কৃতব্রণ, বজ্রাস্ত্রে অঙ্কিত ও বিষ্ণুচক্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। উহারা সুশীতল ও সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত এবং মন্দরপার্শ্বস্থ রোষদীপ্ত ভুজগের ন্যায় ভীষণ। উহারা কখন সুন্দরী রমণীদিগের সুকোমল অঙ্গ মর্দ্দন করে, কখন বা রণস্থলে সুরাসুরেরও দর্পচূর্ণ করে। উহারা পর্ব্বতাকার রাবণের দুইটি শৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

তৎকালে রাক্ষসরাজের মুখ হইতে চূত, পুন্নাগ ও বকুলসুরভি মদগন্ধবাহী নিশ্বাসবায়ু যেন সমস্ত গৃহ পূর্ণ করিয়াই নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল। মুক্তামণিখচিত ঈষৎ স্খলিত স্বর্ণ মুকুটে এবং উজ্জ্বল কুণ্ডলে তাঁহার আনন অতিশয় শোভা পাইতেছিল। তাঁহার বিশাল বক্ষে রক্তচন্দনলিপ্ত

মণিহার এবং পরিধান পাণ্ডুরবর্ণ পট্টবাস ও পীতবর্ণ উত্তরীয়। তাঁহাকে শুভ্রশয্যায় শয়ান দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন গঙ্গাসৈকতে একটী মাতঙ্গ নিদ্রায় অভিভূত আছে। তৎকালে ঐ শয়নগৃহে চারিটী কাঞ্চনপ্রদীপ জ্বলিতেছিল। বিদ্যুতের প্রভায় মেঘের ন্যায় উহাদের উজ্জ্বল আলোকে রাবণের কৃষ্ণবর্ণ দেহ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল। উহাঁর পদতলে পত্নীগণ শয়ান; উহাদের মুখশ্রী চন্দ্রের ন্যায়, কর্ণে বৈদূর্য্যখচিত কুণ্ডল, হস্তে স্বর্ণাঙ্গদ এবং গলে অম্লান মাল্য। উহাদের শোভায় ঐ শয়নশালা তারকাখচিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইয়াছে। উহারা নৃত্যগীতে অতিশয় পটু এবং রাবণের একান্ত প্রিয়। উহাদের কেহ ক্রীড়াকৌতুকে পরিশ্রান্ত, কেহ বা নৃত্যগীতকালে অঙ্গভঙ্গীপ্রদর্শন পূর্ব্বক ক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। কোন সুন্দরী বীণা আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিতা, তাহাতে বোধ হয় যেন মহানদীতে নলিনী ভাসিতে ভাসিতে একটী পোতের আশ্রয় লইয়াছে। কেহ মড্ডুক যন্ত্র ক্রোড়ে লইয়া বালবৎসা জননীর ন্যায় শয়ান, কেহ বা পটহকে প্রিয়তমের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিতা। কেহ মৃদঙ্গ, কেহ বা পণব গ্রহণপূর্ব্বক প্রসুপ্তা। কাহারও সম্মুখে ও পৃষ্ঠে ডিণ্ডিম থাকাতে বোধ হয় যেন এক পার্শ্বে স্বামী ও এক পার্শ্বে পুত্রকে লইয়া নিদ্রা যাইতেছে। কেহ আড়ম্বর লইয়া শয়িতা। কোন সুন্দরী নিদ্রাভরে জলপূর্ণ কলসী বিপর্য্যস্ত করিয়া জলসিক্তা পুষ্পিতা লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। কামুকেরা যেরূপ কামিনীর কুচযুগল ধরিয়া থাকে তদ্রূপ কেহ বাদ্যযন্ত্রকে ধরিয়া

রহিয়াছে। কেহ স্বয়ং স্বীয় স্বর্ণকলসতুল্য কুচদ্বয় বাহু পাশে বেস্টন করিয়াছে ; কেহ বা অন্যকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে।

অনন্তর হনূমান ঐ সমস্ত রমণীর মধ্যে রাবণের প্রধানা মহিষী রূপযৌবনসম্পন্না মন্দোদরীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি এক পার্শ্বে এক স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ানা, মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারে সুসজ্জিতা এবং আপনার সৌন্দর্য্যে যেন শয়নগৃহ শোভিত করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ কনকের ন্যায় গৌর এবং তিনি সমস্ত অন্তঃপুরের অধীশ্বরী। পবনকুমার হনূমান তাঁহার অসাধারণ রূপ ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে করিলেন বুঝি ইনিই জানকী হইবেন।

এইরূপ চিন্তার উদয় হওয়াতে সহসা হনূমানের মুখ প্রফুল্ল হইল। কার্য্যসিদ্ধ হইয়াছে এই বলিয়া তিনি আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় কপিস্বভাব প্রকাশ পূর্ব্বক কখন লাঙ্গুল আস্ফালন ও চুম্বন, কখন ক্রীড়া, কখন বা গান করিতে লাগিলেন ; একবার স্তম্ভে আরোহণ, পরক্ষণেই আবার নিপতিত হইতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ।

অন্তঃপুরে হনূমানের সীতান্বেষণ।

মহাবীর হনূমান মন্দোদরীকে প্রথম সন্দর্শনে সীতা মনে করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু পরক্ষণেই কপিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে চিন্তা করিলেন, "ইনিই কি সেই সতী পতিপরায়ণা জানকী ? না আমি এরূপ মনে করিয়াই আত্মাকে কলুষিত করিয়াছি। ইনি জানকী হইলে রামবিরহে কদাচ এরূপ পানভোজনে আসক্ত হইতে পারিতেন না, এরূপ বেশভূষা করিতে পারিতেন না এরূপ নিশ্চিন্তের ন্যায় সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। আর তাহা হইলে তিনি পাপিষ্ঠ রাবণের গৃহেই বা আসিবেন কেন ? অন্য ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক তিনি সুররাজ ইন্দ্রকেও কদাচ প্রার্থনা করিবেন না। রামচন্দ্র সকলের প্রধান ; দেবগণের মধ্যেও কেহ তাঁহার সমকক্ষ নাই। তাঁহার ধর্ম্ম-পত্নীর কদাচ এরূপ নীচপ্রবৃত্তি হইবে না। সুতরাং, এই যে সুন্দরীকে দেখিতেছি, ইনি বোধ হয় অন্য কেহ হইবেন।"

মহাবীর হনূমান এইরূপ অনুমান করিয়া সীতার উদ্দেশে পানভূমির ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন তথায় কেহ ক্রীড়ায় ক্লান্ত, কেহ নৃত্যগীতে শ্রান্ত কেহ বা সুরাপানে বিহ্বল হইয়া পতিত আছে।

ইতস্ততঃ মুরজ, মৃদঙ্গ, চেলিকা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র পতিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত সুন্দরীদিগের মধ্যে কেহ স্বপ্নে কাহারও রূপবর্ণনা করিতেছে, কেহ সুসঙ্গতরূপে গীতার্থের ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছে কেহ বা দেশকালবিষয়ক নানাবিধ কথা কহিতেছে। সহস্র সহস্র সুন্দরী যুবতী নিদ্রিতা। তন্মধ্যে রাক্ষসরাজ গোষ্ঠে গাভীপরিবৃত বৃষের ন্যায় এবং মহারণ্যে করেণুপরিবৃত মহাগজের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

মহাবীর হনূমান দেখিলেন পানভূমির ইতস্ততঃ বিলাসোপযোগী সমস্ত উপকরণই সঞ্চিত আছে। উহার একস্থানে বিবিধরূপ আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত; মৃগ, মহিষ ও বরাহমাংস স্তূপাকারে রক্ষিত আছে। বৃহৎ স্বর্ণপাত্রে অভুক্ত ময়ূর ও কুক্কুট মাংস, দধিলবণসংস্কৃত বরাহ ও বাধ্রীণস মাংস, শূলপক্ক মৃগমাংস, সুসংস্কৃত কৃকল, বিবিধ ছাগ ও অর্দ্ধভুক্ত শশক এবং সুপক্ক একশল্য মৎস্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত আছে। কোথাও নানাবিধ লেহ্য ও পেয়, কোথাও লবণাম্ল মিশ্রিত যূপ, কোথাও বা বিবিধ ফলমূল দৃষ্ট হইতেছে। ঐ পানভূমির ইতস্ততঃ নূপুর, কেয়ূর ইত্যাদি মহামূল্য অলঙ্কার বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। উহা পুষ্পোপহার এবং ঘনসংশ্লিষ্ট স্বর্ণময় শয্যা ও আসনে সজ্জিত থাকায় যেন অগ্নিসংযোগ ব্যতীতও প্রদীপ্তের ন্যায় দেখাইতেছে। উহার কোন স্থানে সুসংস্কৃত মাংসসহ শৌণ্ডিক নির্ম্মিত সুনির্ম্মল সুরা, কোন স্থানে বা শর্করা, দ্রাক্ষা, পুষ্প ও ফল হইতে উৎপন্ন চূর্ণ গন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত সুপেয় আসব সুবর্ণ পাত্রে রক্ষিত আছে। উহার কোথাও রাশীকৃত মাল্য, কোথাও স্বর্ণ কলস, কোথাও

বা মণিময় ও স্ফাটিক পানপাত্র। ঐ সমস্ত পাত্রের কোনটীর মদ্য অর্দ্ধাবশিষ্ট, কোনটীর নিঃশেষে পীত, কোনটীর বা একেকালে অস্পৃষ্ট আছে।

হনূমান ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন তথায় বহুসংখ্যক শয্যা শূন্য পতিত আছে। সুন্দরীগণ পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিতা। একজন নিদ্রাবশে অপরের বস্ত্র গ্রহণ ও তদ্দ্বারা আপনার সর্ব্বাঙ্গ আবরণ করিয়াছে। ঐ শয়নশালায় বায়ু সুশীতল চন্দন, সুমধুর মদ্য এবং বিবিধ মাল্য ও ধূপের গন্ধে আমোদিত হইয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে এবং উহার কোন স্থানে শ্যামবর্ণা কোন স্থানে কৃষ্ণবর্ণা ও কোন স্থানে কাঞ্চনবর্ণা রমণী নিদ্রিতা থাকায় উহা যেন দিবাবসানে নলিনীর শোভা অনুকরণ করিয়াছে।

মহাতেজা হনূমান এইরূপে রাবণের অন্তঃপুরের সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথায়ও জানকীর দর্শন পাইলেন না। তিনি রাবণের পত্নীগণকে নিদ্রাবস্থায় দেখিয়া ধর্ম্মলোপভয়ে যারপরনাই শঙ্কিত হইলেন এবং ভাবিলেন, "আমি পূর্ব্বে কখন পরদারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি নাই, কিন্তু আজ ইহাদিগকে বিশেষতঃ এই পরদার-পরায়ণ পাপিষ্ঠ রাবণকে দেখিলাম, ইহাতে আমার অবশ্যই পাপস্পর্শ হইয়াছে।" কিন্তু তিনি পুনরায় চিন্তা করিলেন, "আমি ইহাদিগকে দেখিলাম সত্য, কিন্তু ইহাতে ত আমার চিত্তের কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় নাই। মনই ইন্দ্রিয় সকলকে পাপ পুণ্যে প্রবর্ত্তিত করে কিন্তু আমার মন

অটল। আরও আমি যখন একজন অনুদ্দিষ্টা স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানে আসিয়াছি তখন স্ত্রীলোকের মধ্যে ভিন্ন আর কোথায় তাঁহার অন্বেষণ করিব? স্ত্রীলোকের অন্বেষণ কে কোন কালে মৃগীর মধ্যে করিয়া থাকে বা মৃগীর অন্বেষণ স্ত্রীলোকের মধ্যে করিয়া থাকে? আমি পবিত্র মনে এস্থানে প্রবেশ করিয়াছি সুতরাং ইহাতে আমার কদাচ পাপস্পর্শ হইবে না। সে যাহা হউক, আমি রাবণের অন্তঃপুরের সমস্ত স্থানই দেখিলাম, কিন্তু কোথায়ও সীতার সন্ধান পাইলাম না। এক্ষণে কি করা যায়?"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হনূমান দেবকন্যা ও নাগকন্যা সকল অবলোকন করিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও জানকীর সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং সীতার অন্বেষণার্থ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

হনূমানের বিষাদ।

মহাবীর হনূমান রাবণের গৃহের সর্ব্বত্রই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সেই চারুদর্শনা সীতাকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি মনে মনে ভাবিলেন,

"হায়! সাধ্বী সীতা নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অথবা তিনি সতী ও নিজধর্ম্মরক্ষায় যত্নবতী, এইজন্য পাপিষ্ঠ রাবণ ভগ্নমনোরথ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। রাক্ষসীগণ দীর্ঘাঙ্গী ও বিকৃতদর্শনা এবং উহাদের আস্য বিশাল; হয়ত অসহায়া সরলা সীতা উহাদের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়াই ব্যাঘ্র-ভীতা কুরঙ্গীর ন্যায় প্রাণ হারাইয়াছেন। তাঁহাকে দর্শনের আশা আর বৃথা। হায়! আমার সমুদ্র লঙ্ঘন ব্যর্থ হইল। এক্ষণে অন্বেষণের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইয়াছে। অতঃপর উগ্রশাসন সুগ্রীবের নিকট ফিরিয়া যাইলেও মৃত্যু নিশ্চিত। হায়! আমার এত পরিশ্রম কি সমস্ত বৃথাই হইল; আমি রাবণের অন্তঃপুরের সর্ব্বত্রই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, তাহার পত্নীগণকে দেখিলাম, কিন্তু সাধ্বী সীতাকে কোথায়ও দেখিতে পাইলাম না। আমি সমুদ্র পার হইয়া প্রত্যাগমন করিলে যখন অঙ্গদ, বৃদ্ধ জাম্ববান ও অন্যান্য বানরগণ জিজ্ঞাসা করিবেন 'তুমি কি করিয়া আসিলে' তখন আমি তাঁহাদিগকে কি বলিয়া উত্তর দিব? অতএব এক্ষণে আমার পক্ষে প্রায়োপবেশনই শ্রেয়। অথবা আত্মহত্যা করা উচিত নহে। উৎসাহ ঐশ্বর্য্য লাভের মূল, উৎসাহই সুখ, উৎসাহই কার্য্যে প্রবর্ত্তক এবং উৎসাহই কার্য্যসম্পাদক; সুতরাং উৎসাহ অবলম্বন করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি পানাগার, পুষ্পাগার, চিত্রশালা, ক্রীড়াগৃহ, বিমান, ভূগর্ভস্থ গৃহ, চৈত্যগৃহ এবং উদ্যান ও প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী পথ সকল অনুসন্ধান করিয়াছি; এক্ষণে যে সমস্ত স্থান অবশিষ্ট আছে তাহা অন্বেষণ করা আবশ্যক।"

এইরূপ স্থির করিয়া হনূমান পুনরায় লঙ্কার ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন ঊর্দ্ধে উত্থিত, কখন নিম্নে পতিত হইতে লাগিলেন; কখন একস্থানে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, কখন বা এককালে কয়েক পদ গমন করিলেন; কখন একটী দ্বার রোধ করিয়া দিলেন, কখন বা অপর একটী উদ্ঘাটন করিলেন; একবার প্রবেশ করিলেন, পুনরায় নির্গত হইলেন। এইরূপে মহাবীর হনূমান রাবণের অন্তঃপুরের চতুরঙ্গুলিপ্রমাণ স্থানও অবশিষ্ট রাখিলেন না। গুপ্তপথ, ভূবিবর, চৈত্যবেদি ও সরোবর অনুসন্ধান করিলেন। বিকৃত ও বিরূপ নানাবিধ রাক্ষসী, অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী বিদ্যাধরী এবং পূর্ণচন্দ্রাননা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা নাগকন্যা সমস্ত অবলোকন করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি পতিপরায়ণা জানকীর দর্শন পাইলেন না। তিনি বানরগণের উদ্যোগ ও নিজের সমুদ্রলঙ্ঘন ব্যর্থ দেখিয়া যার পর নাই চিন্তিত ও বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

হনূমানের বিলাপ।

অনন্তর হনূমান রাবণের অন্তঃপুর হইতে প্রাকারে আরোহণ পূর্ব্বক তড়িতের ন্যায় বেগে কিয়দ্দূর গমন করিলেন। তিনি তৎকালে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি রামচন্দ্রের প্রিয়কার্য্যসাধনার্থ লঙ্কার সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু পতিপ্রাণা জানকীকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। বানরেরাও পৃথিবীর সরিৎ, সরোবর, পল্বল, বন, দুর্গ ও পর্ব্বত সকল পর্য্যটন করিয়াছে কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল। গৃধ্ররাজ সম্পাতি কহিয়াছিলেন সীতা এক্ষণে লঙ্কাতেই আছেন, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না ইহার কারণ কি? হায়! সাধ্বী সীতা কি দুর্দ্দান্ত রাবণের ভয়ে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন? না তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সেই পতিপ্রাণা সতী এ অপমানের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিবেন। বোধ হয় রাবণ যৎকালে তাঁহাকে হরণ করিয়া রামচন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ শরপতনভয়ে বেগে আকাশপথে পলায়ন করিতেছিল, তৎকালে তিনি দুরাত্মার ভয়বিকম্পিত হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেন; অথবা তিনি ব্যোমপথ হইতে নিম্নে অসীম, দুস্তর ও ভীষণ মহাসাগর অবলোকন করিয়া স্ত্রীজনসুলভ ভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; কিম্বা সেই কোমলাঙ্গী নৃশংস রাবণের উরু ও বাহুর

পীড়নেই প্রাণ হারাইয়াছেন। জানকী রাবণের রথে মূর্চ্ছিতা ও পতিতা ছিলেন হয়ত গতিবেগে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া লবণসমুদ্রের অতল জলে নিমগ্ন হইয়াছেন। না! পাপিষ্ঠ রাবণ অতি নীচাশয়, সে অনাথা সীতাকে ধর্ম্মরক্ষায় যত্নবতী দেখিয়া ক্রোধে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। কিম্বা দুরাত্মার পত্নীগণ অতিশয় হিংস্র ও দুষ্টস্বভাব, তাহারাই হয়ত সেই মৃগশাবনয়না সরলাকে গ্রাস করিয়াছে। হায়! দুঃখিনী সীতা আর নাই, তিনি পূর্ণচন্দ্রোপম পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্রের মুখমণ্ডল ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। হায়! না জানি তিনি 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা অযোধ্যা!' বলিয়া করুণকণ্ঠে কতই বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছেন। আর যদিও তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলেও পঞ্জরস্থ সারিকার ন্যায় অবিরল ক্রন্দন করিতেছেন। তিনি মহর্ষি জনকের কন্যা এবং মহাত্মা রামচন্দ্রের ধর্ম্মপত্নী; তিনি যে পাপাত্মা রাবণের বশীভূতা হইবেন, ইহা একবারে অসম্ভব। যাহা হউক আমি এক্ষণে সীতাগতপ্রাণ রামচন্দ্রের নিকটে গিয়া কি বলিব। জানকীকে দেখিয়াছি, কি দেখি নাই, কি তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আমি ত ইহার কিছুই বলিতে পারিব না। যদি কোন কথা বলি তাহাতেও দোষ, যদি না বলি তাহাতেও দোষ। হায়! আমি কি বিপদেই পড়িলাম!"

এই বলিয়া মহাবীর হনূমান কিয়ৎকাল কি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনন্তর পুনরায় কহিলেন, "যদি আমি সীতার উদ্দেশ না লইয়া কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন করি

তাহা হইলে আর আমার কি পুরুষার্থ হইল? তাহা হইলে আমার শতযোজন বিস্তৃত সাগরলঙ্ঘন, লঙ্কায় প্রবেশ এবং রাক্ষসদর্শন সমস্তই ব্যর্থ হইল। জানি না তাহা হইলে কপিরাজ সুগ্রীব আমাকে কি বলিবেন, বানরগণই বা কি কহিবে এবং রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণই বা কি বলিবেন? হায়! আমি যদি রামচন্দ্রকে গিয়া বলি যে সীতাকে দেখিতে পাইলাম না, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবেন। তিনি এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া আর এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অতিশয় অনুরক্ত; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কিছু হইলে তিনিও নিশ্চিত প্রাণত্যাগ করিবেন। অনন্তর এই সম্বাদ পাইয়া ভরত এবং তাহার পর শত্রুঘ্ন ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের অনুসরণ করিবেন। দেবী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা পুত্রশোকে কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। মহাত্মা সুগ্রীব কৃতজ্ঞ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; তিনি উপকারী রামচন্দ্রের মৃত্যু দেখিলেই প্রাণত্যাগ করিবেন। অনাথা রুমা পতিশোকে দুর্ম্মনা ও দীনা হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিবেন। মহিষী তারা ত একেই বালীর শোকে মৃতপ্রায় হইয়া আছেন তাহার পর সুগ্রীবের মৃত্যু হইলে আর তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই। কুমার অঙ্গদ জনকজননীর অদর্শন এবং সুগ্রীবের মৃত্যু এই দুই কারণে নিশ্চয়ই দেহ বিসর্জ্জন করিবেন। সর্ব্বশেষে বানরগণ স্বামীবিরহে কাতর হইয়া মুষ্টি ও চপেটাঘাতে স্ব স্ব মস্তক চূর্ণ করিবে। কপিবর সাম, দান প্রভৃতি রাজগুণে ঐ সকল বানরকে প্রতিনিয়ত লালনপালন

করিতেন। এক্ষণে তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় বন, পর্ব্বত ও গুহায় বিহার করিবে না। অতঃপর তাহারা স্ত্রীপুত্রের সহিত শৈলশিখর হইতে সম ও বিষমস্থলে পতনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিবে। তাহাদের মধ্যে কেহ বিষপান, কেহ উদ্বন্ধন, কেহ অগ্নিপ্রবেশ, কেহ উপবাস, কেহ বা শস্ত্রাঘাতে দেহ-ত্যাগ করিবে। বোধ হয় আমি কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিলেই একটী তুমুল রোদনধ্বনি উত্থিত হইবে। অতএব আমার এক্ষণে সে স্থানে গমন করা কোন মতেই উচিত হইতেছে না। সীতার উদ্দেশ না লইয়া আমি কোন ক্রমেই সুগ্রীবের সম্মুখে যাইতে পারিব না। আমি বরং যতদিন না যাই-তেছি ততদিন রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং বানরেরা আশায় জীবন ধারণ করিয়া থাকিবে। অতএব আমি এই স্থানে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া বাস করিব এবং বৃক্ষের যে সমস্ত ফল আপনা হইতে আমার হস্ত ও মুখে পতিত হইবে তাহাই ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করিব। অথবা এই পাপদেহ রক্ষা করিবারই বা প্রয়োজন কি? সাগরতীরে জ্বলন্ত চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিব; তাহা হইলে শৃগাল, কুক্কুর ও কাকেরা ক্রমশঃ আমার শরীর ভক্ষণ করিবে। ঋষিগণ জলপ্রবেশ দ্বারাও মৃত্যু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি না হয় তাহাই অবলম্বন করিব। হায়! আমার সমুদ্র লঙ্ঘনরূপ যশস্কর অতুল কীর্ত্তি সীতার অদর্শনে জগতে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল!” এই বলিয়া মহাত্মা হনূমান কিয়ৎকাল অপার বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন; পরে কহিতে লাগি-লেন, “না আমি আত্মহত্যা করিব না। আত্মহত্যা মহাপাপ;

প্রাণরক্ষা করিলে সর্ব্বপ্রকার শুভ হইতে পারে, সুতরাং আমি জীবন ধারণ করিয়া থাকিব। আমার বিশ্বাস হইতেছে ইহাতে মঙ্গল হইবে।”

এইরূপে পবনকুমার নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিয়ৎকাল কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনন্তর ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “আমি দুরাচার রাবণকেই বধ করিব; সে সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে, আজ তাহার প্রতিশোধ লইব। অথবা তাহাকে পুনঃ পুনঃ সমুদ্রজলে ডুবাইতে ডুবাইতে পরপারে লইয়া গিয়া পশুপতির নিকট পশুর ন্যায় রামচন্দ্রকে উপহার দিব।”

হনুমান এইরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় নানারূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, “আমি যতদিন না সীতাদেবীকে দেখিতে পাইতেছি ততদিন এই পুরীর সর্ব্বত্র পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিব। যদি আমি নিষ্ফল হইয়া কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া যাই তাহা হইলে হয়ত রামচন্দ্র কুপিত হইয়া আমাদিগকে দণ্ড করিবেন। একমাত্র আমার জন্য যে সমস্ত বানরের প্রাণ নষ্ট হইবে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অতএব আমি এই প্রদেশে মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করিব। অদূরে ঐ একটী বিস্তীর্ণ তরুগহন অশোকবন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। উহা আমার অনুসন্ধান করা হয় নাই। এক্ষণে বসু, রুদ্র, আদিত্য, বায়ু ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণকে নমস্কার করিয়া আমি ঐ বনে গমন করিব। তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি

রাক্ষসদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক তাপসকে তপঃসিদ্ধির ন্যায় রামচন্দ্রের হস্তে সীতাদেবীকে অর্পণ করিতে পারি।”

মহাবীর হনূমান ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়াই উত্থিত হইলেন। অনন্তর রুদ্র, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও সুগ্রীবকে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে করিতে অশোকবনের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি ভাবিলেন, “ঐ নিবিড়বন অবশ্যই সুপরিচ্ছন্ন ও রাক্ষসে পরিপূর্ণ হইবে; প্রহরীগণও অবশ্যই সর্ব্বদা উহার বৃক্ষসকলকে রক্ষা করিতেছে। পবনদেবও ঐ বনে যেন ভীতের ন্যায় মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছেন। কিন্তু আমার ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি রাক্ষসদিগের দৃষ্টিপরিহার এবং রামচন্দ্রের উপকার সংকল্পে দেহ সংক্ষেপ করিয়াছি; এক্ষণে দেবতা ও ঋষিগণ আমার কার্য্যসিদ্ধি করুন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, পাশহস্ত বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমার কার্য্যসিদ্ধি করুন। ভূতগণ, প্রজাপতি এবং আর আর অনির্দ্দিষ্ট দেবতা সকলও আমার কার্য্যসিদ্ধি করুন্। হায়! কবে আমি জানকীর সেই অকলঙ্ক মুখখানি—সেই উন্নত নাসা, শুভ্র দন্ত, মধুর হাস্য এবং পদ্মপলাশের ন্যায় বিশালনেত্রে শোভিত চন্দ্রসদৃশ মুখখানি দেখিব। ক্ষুদ্রাশয় ক্রূরমূর্ত্তি রাবণ যে পতিব্রতা সরলাকে হরণ করিয়া নিজ মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছে, আমি কবে তাঁহাকে দর্শন করিয়া আত্মা পবিত্র করিব!”

চতুর্দ্দশ সর্গ।

হনূমানের অশোকবনে গমন।

অনন্তর মহাতেজা হনূমান মুহূর্ত্তকাল ধ্যান এবং মনে মনে জানকীকে স্মরণ করিয়া অশোকবনের প্রাকারে লম্ফ-প্রদান করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সহসা হর্ষে পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন নানাবিধ বৃক্ষ বসন্তাদি ষড় ঋতুর ফল ও পুষ্পে শোভিত হইয়া আছে। শাল, অশোক, ভব্য, চম্পক, উদ্দালক, নাগকেসর এবং নানাবিধ লতাজাল-জড়িত আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ পুষ্পশ্রী বিস্তার করিতেছে।

হনূমান তীরের ন্যায় বেগে লম্ফ দিয়া ঐ বৃক্ষবাটিকার অভ্যন্তরে পতিত হইলেন। দেখিলেন ঐ স্থান অতি রমণীয়, চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ ও রজতের বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং উহারা বিবিধ বর্ণের ফলপুষ্পে শোভিত হওয়াতে সমস্ত কানন যেন তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়াছে। তথাকার প্রাণীগণ সকলেই হৃষ্ট। সর্ব্বত্র নানা জাতীয় মৃগ ও পক্ষী কলরব করিতেছে; ময়ূরগণ কেকারবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে এবং মদমত্ত কোকিল ও ভ্রমরেরা উন্মত্ত হইয়া সঙ্গীত করিতেছে। পবনকুমার জানকীর অনু-সন্ধানার্থ ইতস্ততঃ গমন করিয়া সুখসুপ্ত পক্ষিগণকে জাগরিত করিলেন। তাহারা সভয়ে উড্ডীন হইল। তাহাদের পক্ষ-পবনে কম্পিত হইয়া বৃক্ষগণ নানাবর্ণের পুষ্পবৃষ্টি করিতে

লাগিল। হনূমান ঐ সমস্ত পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া অশোক-বনমধ্যস্থ পুষ্পময় ক্রীড়াপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি যখন ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিলেন তখন প্রাণীগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ বসন্ত বলিয়া অনুমান করিল। বৃক্ষপতিত পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া বসুমতীও সর্ব্বাভরণ ভূষিতা প্রমদার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে হনূমানের গতিবেগে বৃক্ষের পত্র সকল স্খলিত ও পুষ্প সকল পতিত হওয়াতে উহারা দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত অতএব বিবস্ত্র ধূর্ত্তের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। মহাবীর হনূমান কর, চরণ ও লাঙ্গুল দ্বারা ঐ বন ভগ্ন করিতে লাগিলেন। অশোকবনিকা আলুলায়িতকেশা বিগতবিলেপনা নখদন্ত-বিক্ষতা যুবতীর ন্যায় শ্রীহীন হইয়া পড়িল। পক্ষীসকল বৃক্ষের শাখা ত্যাগ করিয়া কলরব করিতে করিতে পলায়ন করিল। বৃক্ষ সকল শাখাপত্রশূন্য এবং স্কন্ধমাত্রাবশিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। যেরূপ বর্ষাকালে পবনদেব মেঘাবলীকে আকর্ষণ করেন তদ্রূপ হনূমান অঙ্গসংলগ্ন লতা সকলকে বেগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি যাইতে যাইতে ঐ অশোকবনের কোন স্থানে মণিভূমি, কোন স্থানে রজতভূমি, কোন স্থানে বা কাঞ্চনভূমি দেখিতে পাইলেন। কোথাও বিমলসলিলে পূর্ণ দীর্ঘিকা ; উহার চতুর্দ্দিকে মণি-সোপান, মুক্তা ও প্রবালের বালুকা এবং স্ফটিকের কুট্টিম ; উহাতে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, হংস সারস ও চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ কলরব করিতেছে এবং তীরে নানাবিধ কাঞ্চনের বৃক্ষ শোভা পাইতেছে।

কোথাও অমৃতের ন্যায় স্বাদু-সলিলা স্রোতস্বতী উহার উভয় তীরে সুদীর্ঘ বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। কোথাও গুল্ম, কোথাও লতাজালজড়িত কল্পবৃক্ষ, কোথাও বা কুসুমিত করবীর। অদূরে একটী মেঘশ্যামল বিচিত্রশৃঙ্গ অত্যুচ্চ পর্ব্বত। উহা নানাবিধ বৃক্ষে পরিশোভিত এবং স্থানে স্থানে শিলাগৃহ থাকায় অতিশয় রমণীয়। প্রিয়তমের অঙ্কচ্যুতা মানিনী রমণীর ন্যায় একটী নগনদী উহা হইতে পতিত হইতেছে। উহার প্রবাহ তীরস্থ বৃক্ষের শাখায় রুদ্ধ; বোধ হয় যেন কোন ক্রুদ্ধা প্রমদাকে তাহার বন্ধুজন যাইতে নিষেধ করিতেছে। মানিনী নায়িকা যেরূপ সখী-জনের অনুরোধে প্রসন্ন হইয়া পুনরায় নায়কের নিকট গমন করে তদ্রূপ ঐ নদীর প্রবাহ বৃক্ষাগ্রে প্রতিহত হইয়া পুনরায় পর্ব্বতের অঙ্কদেশে পতিত হইতেছে। ঐ নদীর অদূরে নানাবিধ বিহগসেবিত সরোবর। কোথাও বা কৃত্রিম দীর্ঘিকা; উহার সোপানপথ মণিময়, বালুকা মুক্তাময় এবং তীরে মৃগগণ-সেবিত রমণীয় কানন। কোথাও সুরম্য প্রাসাদ; দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ঐ সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইতস্ততঃ কৃত্রিম কানন; উহার বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে শোভিত, ছত্রা-কার ও স্বর্ণবেদি দ্বারা মণ্ডিত। অদূরে একটী লতাজাল-জড়িত পত্রবহুল শিংশপা বৃক্ষ। উহা মূলদেশে একটী কাঞ্চননির্ম্মিত বেদি দ্বারা পরিবৃত। স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র পর্ব্বত, প্রস্রবণ এবং প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় স্বর্ণবৃক্ষ সকল রহিয়াছে। হনূমান ঐ সমস্ত বৃক্ষের প্রভায় আপনাকে সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় স্বর্ণময় অনুমান করিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন ঐ সমস্ত বৃক্ষ কুসুমিত এবং কোমল অঙ্কুরও পল্লবে শোভিত। উহারা যৎকালে বায়ুভরে কম্পিত হইতেছিল তৎকালে শত শত কিঙ্কিনীর ন্যায় সুমধুর শব্দ উত্থিত হইতেছিল। হনূমান এই সমস্ত দর্শন করিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর ঐ বীর লতাজালজড়িত শিংশপাবৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক মনে মনে ভাবিলেন, "জানকী রামচন্দ্রের দর্শনলালসায় দুঃখিতমনে অবশ্যই স্বেচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। আমি এইস্থান হইতে তাঁহাকে দেখিব। এই দুরাত্মা রাবণের সুরম্য অশোক কানন। ইহা চন্দন, চম্পক, বকুল প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ এবং বিহগকুলসেবিত রমণীয় সরোবরে বিভূষিত। সেই রামমহিষী অরণ্যে ভ্রমণ করিতে ভাল বাসেন এবং এই বন ও তাঁহার অপরিচিত নহে, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই এখানে আসিবেন। সেই সরলা রামচন্দ্রের চিন্তায় ব্যাকুল এবং তাঁহার শোকে কাতর অতএব এইরূপ নির্জ্জন স্থান ভিন্ন অন্য কোথাও স্থির থাকিতে পারিবেন না। এই অশোকবনই তাঁহার বিচরণের যোগ্য স্থান। বনচরগণ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, সন্ধ্যাবন্দন কালও উপস্থিত; যদি সীতা জীবিতা থাকেন তাহা হইলে এ সময়ে এই শীতলসলিলা নদীতীরে অবশ্যই আগমন করিবেন।" এইরূপ অনুমান করিয়া হনূমান তথায় জানকীর প্রতীক্ষায় রহিলেন এবং বৃক্ষের পত্রাবরণে লুক্কায়িত হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

হনুমানের সীতাদর্শন।

হনূমান শিংশপাবৃক্ষে আরোহণ করিয়া সীতাকে দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অশোকবন কল্পবৃক্ষে সুশোভিত; তথায় দিব্য রস ও গন্ধ সর্ব্বদা উদ্গত হইতেছে। ঐ স্থান এরূপ রমণীয়, যে সহসা নন্দনকানন বলিয়া ভ্রম হয়। উহার ইতস্ততঃ নানাবিধ পক্ষী; স্থানে স্থানে কোকিলগণ কুহুরবে বনবিভাগ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কোথাও সুরম্য হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ এবং স্বর্ণপদ্মে শোভিত সরোবর। ঐ স্থানে ছয় ঋতুরই ফল ও পুষ্প প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে এবং নানারূপ উৎকৃষ্ট আসন ও চিত্র কম্বল বিস্তীর্ণ আছে। অশোকবৃক্ষ সকল কুসুমিত হইয়া নবোদিত সূর্য্যের শ্রী ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সকল শত শত বিহঙ্গের পক্ষপুটে সমাচ্ছন্ন থাকায় সহসা যেন পত্রশূন্য বোধ হইতেছে। ঐ সমস্ত পক্ষী পুনঃ পুনঃ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপবেশন করিতেছে এবং অঙ্গে পতিত পুষ্পসমূহে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে। অশোকের মূল হইতে শাখা প্রশাখা পর্য্যন্ত সমস্তই পুষ্পিত; কর্ণিকার পুষ্পভারে ভূতল স্পর্শ করিয়াছে; কিংশুক, পুন্নাগ, সন্তর্পণ, চম্পক, উদ্দালক প্রভৃতি সকল বৃক্ষই কুসুমিত। বনভূমি যেন ঐ সমস্ত বৃক্ষের

প্রভায় প্রদীপ্ত হইতেছে। কাননমধ্যে সহস্র সহস্র অশোক বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, উহাদের কোনটী স্বর্ণবর্ণ; কোনটী অগ্নি-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল, কোনটী বা নীলাঞ্জনের ন্যায় মনোহর। উহা ইন্দ্রকানন নন্দন এবং কুবেরকানন চৈত্ররথের ন্যায় রমণীয়; বলিতে কি, উহা তাহাদের অপেক্ষাও মনোহর; উহার শোভা এরূপ যে মনে ধারণাও করা যায় না। উহা যেন দ্বিতীয় আকাশ, পুষ্পগণ তন্মধ্যে গ্রহনক্ষত্র; অথবা যেন পঞ্চম সমুদ্র, তন্মধ্যে পুষ্পগণ রত্নশ্রী। ঐ অশোকবনে নানা-রূপ পবিত্র গন্ধ উদ্গত হইতেছে; উহা গন্ধাঢ্য গন্ধমাদন এবং হিমাচলের ন্যায় বিরাজিত আছে। অদূরে উন্নত চৈত্যপ্রাসাদ; উহা কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্র এবং চতু-র্দ্দিকে সহস্র সহস্র স্তম্ভে শোভিত। উহার সোপান সকল প্রবালনির্ম্মিত এবং বেদি সকল স্বর্ণময়। উহা স্বীয় শ্রীসৌন্দর্য্যে নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে এবং লোকের দৃষ্টি অপহরণ করিতেছে। উহা গগনস্পর্শী ও নির্ম্মল।

হনূমান অশোকবনের ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, সহসা একস্থানে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি দেখিলেন একটী পরম সুন্দরী রমণী যেন বন-বিভাগ আলোকময় করিয়া উপবিষ্টা আছেন। তাঁহার বসন মলিন; তিনি রাক্ষসীগণে পরিবৃতা, উপবাসে কৃশা ও দীনা। তিনি পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তিনি শুক্ল-পক্ষীয় নবোদিত চন্দ্রকলার ন্যায় নির্ম্মল ও ধূমজালজড়িত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য ও মললিপ্ত এবং পরিধান একমাত্র মলিন পীতবস্ত্র। তিনি

সরোজশূন্য কমলার ন্যায় নিতান্ত শ্রীহীন হইয়াছেন। তিনি দুঃখসন্তাপে অতিশয় পীড়িতা; তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুবারি বিগলিত হইতেছে। তিনি শোকভরে যেন কাহাকেও নিরন্তর হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিতেছেন। তিনি কেতুগ্রহপীড়িতা রোহিণীর ন্যায় একান্ত দীনা। তাঁহার সম্মুখে প্রিয়জন কেহই নাই; চতুর্দ্দিকে কেবল বিকটদর্শনা রাক্ষসী। তৎকালে তিনি যূথভ্রষ্টা কুক্কুরীপরিবৃতা হরিণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কালসর্পের ন্যায় একটীমাত্র বেণী লম্বিত; তাহাতে তিনি যেন বর্ষাবসানে নীলরেখাঙ্কিত পৃথিবীর ন্যায় শোভা পাইতেছিলেম।

সুধীর হনূমান ঐ বিশাললোচনা মলিনা কৃশা রমণীকে দেখিয়া নানা কারণে সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন। তিনি ভাবিলেন, "কামরূপী রাক্ষস যে সুন্দরী স্ত্রীলোকটীকে অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিল দেখিয়াছি, ইঁহাকেও অবিকল তাঁহারই ন্যায় বোধ হইতেছে।"

জানকীর মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, ভ্রূযুগ সুচারু, স্তনদ্বয় বর্ত্তুল ও সুগঠিত। তিনি স্বীয় প্রভায় যেন চতুর্দ্দিক অন্ধকারমুক্ত করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠ ইন্দ্রনীলমণির প্রভায় নীলবর্ণ, ওষ্ঠ বিম্ববৎ আরক্ত, মধ্যদেশ ক্ষীণ এবং গঠন অতি সুচারু। তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্যে মন্মথের রতির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার কান্তি পৌর্ণমাসী চন্দ্রের প্রভার ন্যায় অতিশয় প্রীতিকর। তিনি নিয়তা তাপসীর ন্যায় ভূতলে উপবেশন করিয়া আছেন এবং পন্নগবধূর ন্যায় পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন।

তিনি সন্দেহযুক্ত স্মৃতির ন্যায়, পতিত সমৃদ্ধির ন্যায়, স্খলিত শ্রদ্ধার ন্যায়, নিষ্ফল আশার ন্যায়, বিঘ্নসঙ্কুল সিদ্ধির ন্যায়, কলুষিত বুদ্ধির ন্যায় এবং মিথ্যা অপবাদে কলঙ্কিত কীর্ত্তির ন্যায় যার পর নাই শোচনীয়া হইয়াছেন। তিনি রামচন্দ্রের অদর্শনে কাতরা এবং রাক্ষসদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িতা। তিনি ভীতা কুরঙ্গীর ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার মুখ বিষণ্ণ; কৃষ্ণবর্ণ ও কুটিল পক্ষ্মরাজী নেত্রজলে ধৌত। তাঁহার অঙ্গ মলিন হওয়াতে তিনি নীলমেঘে আবৃত চন্দ্রপ্রভার ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন।

সীতার এইরূপ দীনাবস্থা অবলোকন করিয়া হনূমানের মনে "ইনি জানকী কি না" এবিষয়ে সন্দেহও উপস্থিত হইল। তৎকালে সীতা অভ্যাস অভাবে বিস্মৃতা বিদ্যার ন্যায় ও সংস্কারহীন অর্থান্তরগত বাক্যের ন্যায় অতিশয় দুর্বোধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু হনূমান নানারূপ তর্কবিতর্ক দ্বারা সে সন্দেহ দূর করিলেন। তিনি ভাবিলেন "রামচন্দ্র যে সমস্ত অলঙ্কারের কথা বলিয়াছিলেন তাহা ইহাঁর গাত্রে সমস্তই রহিয়াছে। ইহাঁর কর্ণে সুগঠিত কুণ্ডল ও ত্রিকর্ণ এবং হস্তে মণিবিদ্রুমখচিত আভরণ। অলঙ্কার গুলি গাত্রের মলসংস্রবে মলিন হইয়াছে বটে কিন্তু রামচন্দ্র যে গুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এগুলি যে তাহাই তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি যে আভরণের যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহারও কোন অন্যথা দেখিতেছি না। কেবল আমাদিগের পূর্ব্বদৃষ্টা রমণী ঋষ্যমূকে যে গুলি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাই দেখিতে পাইতেছি না।

আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে, পূর্ব্বে ইনিই বহুমূল্য ভূষণ সকল ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিকট ঝন্ ঝন্ শব্দে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং আমরা ইহাঁরই কনকবর্ণ উত্তরীয় গাত্র হইতে স্খলিত এবং বৃক্ষে আসক্ত হইতে দেখিয়াছিলাম। ইনি এই বস্ত্র বহুদিন হইতে পরিধান করিতেছেন বলিয়া এত মলিন হইয়াছে, নতুবা ইহাও সেই উত্তরীয়ের ন্যায় সুদৃশ্য এবং বর্ণও প্রায় এখনও একই রূপ রহিয়াছে। এই স্বর্ণবর্ণা কামিনী রামচন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী। ইনি দূরে থাকিয়াও রামচন্দ্রের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাঁরই জন্য করুণা, শোক, দয়া ও কাম পর্য্যায়ক্রমে রামচন্দ্রের হৃদয়কে অধিকার করিতেছে। এই দেবীর যেরূপ রূপ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব, রামচন্দ্রের ও তদ্রূপ। ইহাঁর মন রামের প্রতি এবং রামচন্দ্রের ও মন ইহাঁর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ; এই জন্যই ইহাঁরা উভয়ে জীবিত আছেন, নচেৎ মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে পারিতেন না। বলিতে কি, রামচন্দ্র যে ইহাঁর বিরহে দেহ রক্ষা করিতেছেন এবং শোকে অবসন্ন হইতেছেন না ইহাই আশ্চর্য্য।”

হনূমান সীতাকে দর্শন করিয়া হৃষ্টমনে রামচন্দ্রকে চিন্তা এবং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

সীতাদর্শনে হনূমানের চিন্তা।

মহাবীর হনূমান রামচন্দ্র ও জানকীর পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। সীতার দুরবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার বীর হৃদয়ও শোকে অভিভূত হইল। তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "হায়! কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! জগদেকবীর রামচন্দ্র যাঁহার স্বামী, তেজস্বী লক্ষ্মণ যাঁহার দেবর, তাঁহাকে যে সামান্যা রমণীর ন্যায় এরূপ ঘোর অপমান ও দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর। এই সাধ্বী রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের বলবিক্রম বিলক্ষণ অবগত আছেন; এই জন্যই শোকে ক্ষুব্ধ না হইয়া বর্ষাপ্রভাবে জাহ্নবীর ন্যায় ধীর ও গম্ভীরভাবে কালযাপন করিতেছেন। ইহাঁর কুল, শীল ও বয়স সর্ব্বাংশে রামচন্দ্রেরই অনুরূপ সুতরাং ইহাঁরা যে পরস্পরের প্রতি এরূপ আসক্ত হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? এই পদ্ম-পলাশলোচনা জানকীর জন্যই মহাবল বালী এবং রাবণসম কবন্ধ নিহত হইয়াছে, ইহাঁরই জন্য রামচন্দ্র স্ববিক্রমে ভীমবিক্রম বিরাধকে বধ করিয়াছেন এবং জনস্থানে খর, দূষণ ও ত্রিশিরার সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষসকে নিশিত শরে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাঁরই জন্য মহাত্মা সুগ্রীব বালিপালিত দুষ্প্রাপ্য কপিরাজ্য প্রাপ্ত

হইয়াছেন এবং ইহাঁরই জন্য আমিও এই দুস্তর সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কানগরী দর্শন করিলাম। আমার বোধ হয় মহাবীর রামচন্দ্র যদি ইহার জন্য সসাগরা ধরা, অধিক কি, যদি বিশ্ব সংসারও সংহার করেন তাহাও অনুচিত হইবে না। একদিকে বিশ্বরাজ্য, অন্যদিকে জানকী; তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বিশ্বরাজ্য ইহাঁর শতাংশের একাংশও হইবে না। এই রমণী ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি জনকের কন্যা এবং সতীকুলের শিরোমণি। ইনি হলকর্ষিত যজ্ঞ-ভূমিতে পদ্মরেণুতুল্য পবিত্র ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উত্থিত হইয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্মশীল মহাপরাক্রম রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ এবং মহাত্মা রামচন্দ্রের স্ত্রী। ইনি ভর্ত্তৃ-স্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া রাজকীয় ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অনায়াসে অচিন্তনীয় কষ্ট সমুদয় সহ্য করিয়াছেন। হায়! এই সরলা বনমধ্যে ফলমূলে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াও স্বামী-সেবায় এবং স্বামীর মুখদর্শনে গৃহের ন্যায় সুখানুভব করিতেন। ইনি পূর্ব্বে কখন কষ্ট কাহাকে বলে জানিতেন না কিন্তু এক্ষণে রামচন্দ্রের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্না হইয়া না জানি কত যন্ত্রণাই ভোগ করিতে-ছেন। মহাত্মা রামচন্দ্রও ইহাঁকে হারাইয়া অতিকষ্টে দেহধারণ করিতেছেন। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলে যেরূপ সরোবর দর্শনে ইচ্ছা হয় তদ্রূপ তিনি এক্ষণে এই পতি-প্রাণাকে দর্শন করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা নষ্ট রাজ্য প্রাপ্ত হইলে যেরূপ হৃষ্ট হন রামচন্দ্র ইহাঁকে পাইলে তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইবেন।

আহা! এক্ষণে জানকীর নিকটে বন্ধুজন কেহই নাই, ইনি ভোগসুখেও বঞ্চিত; তত্রাপি কেবল রামচন্দ্রের মিলনের আশাতেই প্রাণধারণ করিতেছেন। ইনি চতুর্দ্দিকস্থ বিকটদর্শনা রাক্ষসীদিগকে দেখিতেছেন না, সুরম্য পুষ্প ও ফলশোভী বৃক্ষলতাও দেখিতেছেন না কেবল একান্তমনে রামচন্দ্রের রূপ ধ্যান করিতেছেন। স্বামীই স্ত্রীজাতির একমাত্র ভূষণ; ইনি এক্ষণে সেই ভূষণ হারাইয়া শ্রীহীন হইয়াছেন। বলিতে কি, রামচন্দ্র ইহার বিরহে যে দেহধারণ করিতেছেন এবং শোকে অবসন্ন হইতেছেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। এই কৃষ্ণকেশা পদ্মপলাশলোচনা সুন্দরী সুখভোগেরই উপযুক্ত; ইহাঁর এইরূপ কষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়া আমারও প্রাণ একান্ত ব্যথিত হইতেছে। হায়! যিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর তুল্য, যাহাকে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন, আজি তাঁহাকে বিকৃতদর্শনা রাক্ষসীরা বৃক্ষমূলে বেষ্টন করিয়া আছে। জানকী দুঃখপরম্পরায় পীড়িতা এই জন্য হিমহতা নলিনীর ন্যায় অত্যন্ত শোচনীয়া হইয়াছেন। আহা! ইনি এক্ষণে সহচরবিহীনা চক্রবাকীর ন্যায় অত্যন্ত দীনদশায় পতিত হইয়াছেন। এই পুষ্প ভারাবনত অশোক এবং বিরহীর পক্ষে সূর্য্যের ন্যায় উষ্ণরশ্মি এই চন্দ্র ইহাঁর শোক অত্যন্ত উদ্দীপিত করিতেছে।"

সপ্তদশ সর্গ।

অশোকবনের রাক্ষসীগণ।

পরদিন রাত্রিকাল উপস্থিত। কুমুদধবল নির্ম্মলপ্রভ চন্দ্র স্বীয় শুভ্র প্রভায় যেন হনূমানের সাহায্য করিবার জন্যই নীলসলিল সরোবরে হংসের ন্যায় নীল নভোমণ্ডলে উদিত হইলেন এবং সুশীতল করজালে ঐ মহাবীরকে পুলকিত করিতে লাগিলেন। হনূমান দেখিলেন তৎকালে পূর্ণচন্দ্রনিভাননা জানকী গুরুভারে মগ্নপ্রায় নৌকার ন্যায় শোকে অভিভূতা আছেন। তাঁহার অদূরেই বহুসংখ্যক ঘোরদর্শনা রাক্ষসী। উহাদের মধ্যে কাহারও একটীমাত্র চক্ষু, কাহারও একটী মাত্র কর্ণ; কাহারও কর্ণ বিশাল, কাহারও শঙ্কুর ন্যায়, এবং কাহারও বা একবারে নাই। কাহারও নাসা যেন ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়াছে; কাহারও দেহের উত্তরার্দ্ধ অতিপ্রমাণ; কাহারও বা গ্রীবাদেশ অতিশয় ক্ষীণ ও অত্যন্ত দীর্ঘ। কাহারও কেশজাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, কাহারও বা সর্ব্বাঙ্গ এরূপ লোমে আচ্ছন্ন হইয়াছে যে দেখিলে সহসা কম্বলাবৃত বলিয়া বোধ হয়। উহাদের কাহারও কর্ণ দীর্ঘ, কাহারও উদর দীর্ঘ, কাহারও স্তন দীর্ঘ, কাহারও ওষ্ঠ দীর্ঘ, কাহারও মুখ দীর্ঘ, কাহারও বা জানু দীর্ঘ। কাহারও ললাটদেশ অতিশয় বিস্তৃত কাহারও বা ওষ্ঠ চিবুকে সংলগ্ন। উহাদের মধ্যে কেহ

দীর্ঘ, কেহ কুব্জ, কেহ বিকট, কেহ বা বামন। কাহারও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ কাহার ও আনন বিকৃত। কেহ ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া আছে। উহাদের কেহ বিকৃতাকার, কেহ পিঙ্গলবর্ণ, কেহ বা কৃষ্ণকায়। কেহ ক্রুদ্ধ, কেহ বা কলহপ্রিয়। উহারা লৌহশূল, কূটাস্ত্র, মুদ্গর প্রভৃতি নানাপ্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়া আছে। উহাদের কাহারও মুখ বরাহের ন্যায়, কাহারও মৃগের ন্যায়, কাহারও শার্দ্দূলের ন্যায়, কাহার ও মহিষের ন্যায়, কাহার ও ছাগের ন্যায়, কাহার ও বা শৃগালের ন্যায়। কাহারও মস্তক বক্ষস্থলে নিবিষ্ট। উহাদের কেহ হস্তিপদ, কেহ অশ্বপদ, কেহ উষ্ট্রপদ, কেহ বা গোপদ; কেহ একহস্ত, কেহ বা একপদ। উহাদের কর্ণ নানাবিধ; কাহারও গর্দ্দভের ন্যায়, কাহারও অশ্বের ন্যায়, কাহারও বৃষের ন্যায়, কাহারও হস্তীর ন্যায়, কাহারও বা সিংহের ন্যায়। কাহারও নাসা অতি দীর্ঘ, কাহারও অতিশয় বক্র, কাহারও করিশুণ্ডাকার, কাহারও বা উহা একবারে নাই। কোন রাক্ষসীর কেশপাশ পাদদেশ স্পর্শ করিয়াছে, কাহারও কেশ করাল ও ধূম্র। উহারা নিরন্তর সুরা ও শোণিত পান এবং আম মাংস ভোজন করিতেছে।

হনূমান শিংশপাবৃক্ষের শাখায় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ঐ সমস্ত ভীষণদর্শনা রাক্ষসীকে দেখিতে লাগিলেন। উহারা ঐ বৃক্ষকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। শ্রীমান পবনকুমার দেখিলেন উহার মূলদেশে জানকী উপবিষ্টা আছেন। তিনি শোকসন্তাপে একান্ত প্রভাশূন্য হইয়াছেন। তাঁহার কেশপাশ মললিপ্ত রুক্ষ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। তাঁহাকে

সহসা দেখিলে বোধ হয় যেন একটী তারকা ক্ষীণ পুণ্য হইয়া গগনতল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। তিনি ভর্ত্তৃদর্শন বিষয়ে দুঃখিনী, কিন্তু পাতিব্রত্যধর্ম্মরূপ ধনে ধনী। তাঁহার অঙ্গ উত্তম অলঙ্কার শূন্য, কিন্তু তিনি ভর্ত্তৃস্নেহেই শোভা পাইতেছেন। তিনি রাক্ষসরাজ রাবণের অশোকবনে অবরুদ্ধা, বন্ধুজনও নিকটে কেহই নাই; সুতরাং যূথভ্রষ্টা সিংহনিরুদ্ধা করিণীর ন্যায় অতিশয় শোচনীয়া হইয়াছেন। তিনি স্বামীর করস্পর্শ-বিরহে অস্পৃষ্টা বীণার ন্যায় এবং সর্ব্বাঙ্গ মলদিগ্ধ হওয়াতে পঙ্কলিপ্তা কমলিনী অথবা মেঘাবৃত শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র মলিন এবং মুখে দীনভাব, কিন্তু পাতিব্রত্য তেজে তাঁহাকে অতিশয় উজ্জ্বল বোধ হইতেছে। তিনি চকিতা হরিণীর ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে চতুর্দ্দিকে দেখিতেছেন এবং নিঃশ্বাসবায়ুতে যেন কাননস্থ পল্লব সহিত বৃক্ষ সকল দগ্ধ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন জগতের শোকরাশি একত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কৃশ ও সুবিভক্ত; তিনি বিনা আভরণেই শোভা পাইতেছেন। মহাত্মা পবনকুমার সীতাকে দেখিয়াই অতুল হর্ষলাভ করিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি উদ্দেশে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে নমস্কার করিলেন এবং শিংশপা বৃক্ষের শাখাতেই প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

রাবণের অশোকবনে আগমন।

রাত্রি অল্পমাত্র অবশিষ্ট। ষড়ঙ্গবেদবিৎ যজ্ঞশীল ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিল। মঙ্গলবাদ্যের সহিত শ্রুতিমধুর গীতধ্বনি উত্থিত হইল। মহাপ্রতাপ রাক্ষসরাজ রাবণ জাগরিত হইলেন। তাঁহার মাল্যদাম শুষ্ক ও ছিন্নভিন্ন এবং পরিধেয় বসন শিথিল হইয়াছে। তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জানকীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ রাবণ সীতার প্রতি এরূপ আসক্ত হইয়াছিলেন যে কামবেগ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিতেন না।

অনন্তর তিনি নানারূপ আভরণে ভূষিত হইয়া বৃক্ষ-শ্রেণীর শোভা দেখিতে দেখিতে অশোকবনের অভিমুখে গমন করিলেন। ঐ কাননের বৃক্ষ সকল সর্ব্বপ্রকার ফল-পুষ্পে শোভিত, মধ্যে মধ্যে কমলাকর সুপ্রশস্ত সরোবর; তাহাতে নানা জাতীয় পক্ষী মধুমদে মত্ত হইয়া কলরব করি-তেছে। তরুতল বায়ুভরে পতিত ফল ও পুষ্পে আচ্ছন্ন, তদুপরি মৃগগণ যথা সুখে বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে মণিখচিত কাঞ্চননির্ম্মিত তোরণ। দেবরাজ ইন্দ্রের গমন-কালে দেব ও গন্ধর্ব্ব রমণীগণ যেমন তাঁহার অনুসরণ করে, তদ্রূপ একশত সুন্দরী রাক্ষসরাজের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। উহাদের কাহারও হস্তে কাঞ্চনপ্রদীপ, কাহারও

হস্তে চামর, কাহারও হস্তে তালবৃন্ত। কেহ জলপূর্ণ কাঞ্চন ভৃঙ্গার লইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছে কেহ মণ্ডলাকার আসন লইয়া পশ্চাতে চলিয়াছে। কেহ মদ্যপূর্ণ স্বর্ণনির্ম্মিত পানপাত্র, কেহ বা স্বর্ণদণ্ডশোভী রাজহংসধবল পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র বহন করিতেছে। সৌদামিনী যেরূপ মেঘের অনুগমন করে, সেইরূপ রাক্ষসবীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার বহুসংখ্যক সুন্দরী পত্নী স্নেহ ও অনুরাগভরে গমন করিতে লাগিল। উহাদের হার ও কেয়ূর কিঞ্চিৎ স্খলিত, অঙ্গরাগ বিলুপ্ত, কেশপাশ বিগলিত, আনন স্বেদজলে আর্দ্র, মাল্য ম্লান, কটাক্ষ উন্মাদকর এবং নেত্রদ্বয় নিদ্রাবেশে ও পানাবশেষে ঘূর্ণিত হইতেছে। রাক্ষসরাজ কামাসক্ত এবং সীতাচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে উহাদের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন।

হনূমান শিংশপা বৃক্ষের শাখায় প্রচ্ছন্ন ছিলেন; সহসা রমণীগণের কাঞ্চীরব ও নূপুরধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। চাহিয়া দেখিলেন, এক অচিন্ত্যবিক্রম পুরুষ অশোকবনের দ্বারদেশে উপস্থিত। তাঁহার অগ্রে অগ্রে বহুসংখ্যক গন্ধ তৈলের প্রদীপ, তিনি কাম, দর্প ও মদে বিহ্বল; তাঁহার নেত্র কুটিল ও আরক্ত। তাঁহার কান্তি এরূপ মনোহর যে তাঁহাকে ত্যক্তশরাসন স্বয়ং কন্দর্প বলিয়া ভ্রম হয়। তাঁহার স্কন্ধে পুষ্পসুরভি অমৃতফেনধবল উত্তরীয়; উহা পুনঃ পুনঃ স্খলিত ও কোটিদেশে সংলগ্ন হইতেছে, আর তিনি উহা যথাস্থানে স্থাপন করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে বহুসংখ্যক সুরূপা রমণী, তিনি তারাগণ মধ্য-

স্থিত চন্দ্রের ন্যায় আসিতেছেন। সুধীর হনূমান প্রথমে ঐ পুরুষকে চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু নানারূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে তাঁহাকে রাবণ বলিয়াই স্থির করিলেন। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "আমি সে রাত্রিতে পুরীমধ্যে যাহাকে উত্তম গৃহে শয়ান দেখিয়াছিলাম, এই সেই পরাক্রান্ত রাবণ।" মহাবীর এইরূপ স্থির করিয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় উত্থিত হইলেন; তৎকালে রাক্ষসরাজের তেজ তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ঐ উচ্চ স্থানে আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় শাখাপল্লবের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সমস্তই দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে রাবণ কৃষ্ণকেশী সীতার দর্শনার্থী হইয়া ক্রমশঃ উক্ত বৃক্ষের সন্নিহিত হইতে লাগিল।

একোনবিংশ সর্গ।

রাবণকে দেখিয়া সীতার ভয়।

সাধ্বী জানকী একমনে রামচন্দ্রকে চিন্তা করিতেছিলেন, সহসা পাপাত্মা দশাননের পাপমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া ভয়ে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। তিনি উরুদ্বয়ে উদর এবং করদ্বয়ে স্তনমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক

জলধারাকুল-লোচনে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলেন। রাবণ রাক্ষসী-পরিবৃতা শোকার্ত্তা দুঃখিনী সীতার সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সমুদ্রমধ্যে জীর্ণ ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায় অবসন্ন হইয়া আছেন। তিনি ধরাসনে নিষণ্ণা, সুতরাং কুঠারচ্ছিন্ন ভূপতিত বৃক্ষশাখার ন্যায় অতিশয় শোচনীয়া হইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মললিপ্ত এবং ভূষণোপযোগী গাত্রে এক-খানিও ভূষণ নাই। তিনি পঙ্কলিপ্তা নলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় তিনি যেন অশোকবনে নাই, মানসরথে সংকল্প অশ্ব যোজনা করিয়া সেই ক্ষত্রিয়সিংহের নিকট গমন করিয়াছেন। চিন্তা ও শোক-তাপে তাঁহার শরীর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; তিনি অনবরত কেবল রোদন করিতেছেন। তিনি আর নিজ দুঃখসাগরের পার দেখিতে পাইতেছেন না, সুতরাং মন্ত্রৌষধিবলে নিরুদ্ধা কালভুজঙ্গীর ন্যায় ধরাতলে লুণ্ঠিতা হইতেছেন। তিনি সদাচারনিরত ধর্ম্মশীল কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিবাহসংস্কারও অনুরূপ কুলেই হইয়াছিল কিন্তু তৎ-কালে তাহার মালিন্য দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি কোন নীচকুলেই উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি ধূমকেতু-নিপীড়িতা রোহিণীর ন্যায়, অনাদৃতা কীর্ত্তির ন্যায়, অপ-মানিতা শ্রদ্ধার ন্যায়, প্রতিহত আশার ন্যায়, বিমানিত আজ্ঞার ন্যায়, বিঘ্নবিহত পূজার ন্যায়, রাহুগ্রস্ত-চন্দ্র পৌর্ণমাসী নিশার ন্যায়, ম্লান কমলিনীর ন্যায়, হতশূর সেনার ন্যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন সূর্য্যপ্রভার ন্যায়,

স্রোতোহীনা শুষ্কা নদীর ন্যায়, দূষিত বেদীর ন্যায়, নির্ব্বাণো-ন্মুখ অগ্নিশিখার ন্যায়, করি-করদলিত ছিন্নপত্র ও ভৃঙ্গশূন্য আকুল পদ্মিনীর ন্যায় অতিশয় শোচনীয়া হইয়াছেন। তাঁহার গাত্র সংস্কারশূন্য সুতরাং তিনি কৃষ্ণপক্ষীয়া নিশার ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছেন। তিনি সুকুমারী, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুজাত; রত্নগৃহই তাঁহার বাসের উপযুক্ত স্থান। তিনি অচিরোদ্ধৃত উত্তাপতপ্ত নলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তিনি যূথপতিশূন্য, ধৃত ও স্তম্ভে বদ্ধ করিণীর ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে এক সুদীর্ঘ বেণী লম্ববান; তাহাতে তিনি শরৎকালে নীলবনরেখাঙ্কিত মহীর ন্যায় শোভিতা হইয়াছেন। তিনি উপবাস, শোক, চিন্তা ও ভয়ে যারপরনাই কৃশ হইয়া-গিয়াছেন এবং সর্ব্বদা যেন কুলদেবতার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণবধ প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় ক্রোধ ও রোদনে আরক্ত এবং উহাদের প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ শুক্ল। তিনি সজলনয়নে ভূতলের দিকে চাহিয়া আছেন।

বিংশ সর্গ।

সীতার প্রতি রাবণের উক্তি।

রাবণ রাক্ষসীপরিবৃতা দীনা সীতার নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে মধুরবাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "সুন্দরি! তুমি আমাকে দেখিয়া কিজন্য ভীতের ন্যায় স্তনদ্বয় ও উদর গোপন করিলে? বিশাললোচনে! আমি তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী; আমাকে ভজনা কর। এই অশোক-বনে মনুষ্য বা কামরূপী রাক্ষস কাহারও আসিবার সাধ্য নাই, অতএব অন্য পুরুষের ভয় দূর কর। সরলে! পরস্ত্রীগমন বা পরস্ত্রীকে বলপূর্ব্বক হরণ যদিও রাক্ষসদিগের স্বধর্ম্ম, তথাপি তুমি আমাকে এরূপ নীচ মনে করিও না যে তোমার অনিচ্ছা-সত্ত্বে আমি তোমাকে স্পর্শ করিব। অনঙ্গদেব আমাকে যতই কেন পীড়া দিন না, আমা হইতে তোমার সে বিষয়ে কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাকে বিশ্বাস কর এবং শোক দূর করিয়া আমার প্রতি অনুরক্ত হও। ছি! ছি! তোমার কি এরূপ একবেণী ধারণ, ধরাতলে শয়ন, উপবাস, মলিন বস্ত্র পরিধান বা চিন্তা শোভা পায়? তুমি রূপে ও গুণে সর্ব্বজনমনোহারিণী, এক্ষণে অনুরূপ পতিতে অনুরক্ত হইয়া ভোগসুখে আসক্ত হও। বিচিত্র মাল্য অগুরু চন্দন, উত্তম বস্ত্র ও উত্তম ভূষণ ধারণ কর। মহার্হ শয্যা ও আসন, সুস্বাদু মদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি যে কোন বিলাস দ্রব্যে

অভিলাষ হয় তাহাই গ্রহণ কর। প্রিয়ে! তুমি স্ত্রীজাতির মধ্যে একটী অদ্বিতীয় রত্ন; সর্ব্বাঙ্গ মহার্হ ভূষণে সজ্জিত কর। এ অধীনের প্রতি অনুগ্রহ করিলে তোমার আর কোন বস্তুরই অভাব হইবে না। সীতে! আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার এই মনোহর যৌবন চিরস্থায়ী নহে। নদীর স্রোতের ন্যায় ইহা একবার গত হইলে আর ফিরিবে না।

সুন্দরি! রূপস্রষ্টা বিধাতা বোধ হয় তোমাতেই তাঁহার কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; জগতে তোমার আর উপমা দৃষ্ট হয় না। বলিতে কি, তোমার এই সৌন্দর্য্য ও যৌবন দর্শন করিলে সাক্ষাৎ পিতামহেরও মনে বিকার উপস্থিত হয়। চন্দ্রাননে! আমি তোমার যে যে অঙ্গ দেখিতেছি সেই সেই অঙ্গেই যেন আমার চক্ষু সংলগ্ন হইয়া থাকিতেছে। প্রিয়ে! তুমি এই বালিকার ন্যায় বুদ্ধি দূর কর এবং আমার ভার্য্যা হইয়া বহুসংখ্যক সুন্দরী মহিষীর অধীশ্বরী হইয়া থাক। আমি স্ববিক্রমে ত্রিলোক হইতে যে সমস্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছি, তৎসমুদয় এবং এই বিস্তৃত রাজ্যও তোমার চরণে অর্পণ করিতেছি। আমি এই গ্রাম-নগরপূর্ণা বসুন্ধরা অধিকার করিয়া তোমার পিতাকে রাজা করিয়া দিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। সরলে! আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, ত্রিভুবনে এমন কাহাকেও দেখি না। একদা সুরাসুর সমস্ত একত্রিত হইয়াও রণক্ষেত্রে আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে নাই। আমি তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ভিন্ন এবং তাহাদের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিলাম। সীতে! তুমি আমাকে ভজনা কর। এ বেশ

পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গসংস্কার ও উজ্জ্বল ভূষণ ধারণ কর। আমি তোমার বেশভূষিত মূর্ত্তিখানি একবার নয়ন ভরিয়া দেখিব। সুন্দরি! কৃপা করিয়া যথেচ্ছা ভোগবিলাসে প্রবৃত্ত হও। সমগ্র পৃথিবী এবং নানারূপ ধনরত্ন আমার অধিকারে আছে, তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিতরণ কর, নিঃশঙ্কচিত্তে প্রণয়সুখ উপভোগ কর এবং এই ধৃষ্ট কিঙ্করকে যখন যাহা ইচ্ছা আজ্ঞা কর। মূঢ়ে! চীরধারী রামচন্দ্রকে লইয়া আর কি করিবে? সে এখন শ্রীহীন হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছে। তাহার আর জয়লাভের আশা নাই; সে ব্রতপরায়ণ ও স্থণ্ডিলশায়ী। সে জীবিত আছে কি না তাহাই সন্দেহ, আর যদিও থাকে তাহা হইলেও এ জীবনে আর তোমাকে দেখিতে পাইতেছে না। বকপক্ষী কি কখন মেঘান্তরিত জ্যোৎস্নাকে দেখিতে পায়? হিরণ্যকশিপু স্বীয় পত্নীকে দেবরাজ ইন্দ্রের হস্ত হইতেও উদ্ধার করিয়াছিল, কিন্তু রামচন্দ্র আমার হস্ত হইতে তোমাকে কোন রূপেই উদ্ধার করিতে পারিবে না। কুরঙ্গনয়নে! গরুড় যেমন সর্পকে হরণ করে সেইরূপ তুমি আমার মনকে হরণ করিতেছ। তোমার এই কৌশেয় বসন মলিন, শরীর উপবাসে কৃশ এবং অঙ্গ অলঙ্কার শূন্য; তত্রাপি তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার আর স্বীয় ভার্য্যায় কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। আমার অন্তঃপুরে যে সমস্ত সুন্দরী রমণী আছে, তুমি তাহাদের প্রধানা মহিষী হও। অপ্সরাগণ যেমন দেবী লক্ষ্মীর সেবা করে সেইরূপ তাহারাও তোমার সেবা করিবে। যক্ষরাজ কুবেরের যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য আছে তৎসমুদয় এবং পৃথিব্যাদি

সপ্তলোক তুমি আমার সহিত উপভোগ কর। মূঢ়ে। রাম তপস্যা, বল, বিক্রম, ধন, তেজ বা যশ কিছুতেই আমার সমতুল্য হইবে না। এই সমুদ্রতীরে ভ্রমর সহিত কুসুমিত বৃক্ষশোভিত সুরম্য কানন আছে তুমি স্বর্ণহার ধারণ করিয়া তথায় অপ্সরার ন্যায় নিয়ত মনোসুখে আমার সহিত বিহার করিবে।"

একবিংশ সর্গ।

সীতার রাবণকে ভৎর্সনা।

সীতা উগ্রস্বভাব রাক্ষসের এই ঘৃণিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুপূর্ণমুখে একমনে রামচন্দ্রকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনন্তর একটী তৃণ ব্যবধান রাখিয়া দীনস্বরে কহিলেন, "রাক্ষস! আমি তোমাকে বার বার কহিয়াছি, আমার অভিলাস পরিত্যাগ কর এবং স্বদারে অনুরক্ত হও। পাপাত্মার পক্ষে যেরূপ সিদ্ধি দুর্ল্লভ সেই-রূপ আমিও তোমার পক্ষে দুর্ল্লভ। জানিও, আমি পতি-ব্রতা, পবিত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং পবিত্রকুলে বিবাহিতও হইয়াছি; পরপুরুষ স্পার্শরূপ ঘৃণিত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য কদাচ আমা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে না।"

এই বলিয়া জানকী রাবণকে পশ্চাৎ করিয়া বসিলেন এবং পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "রাক্ষস! তুই আমাকে সামান্যা ভোগ্যা স্ত্রী বিবেচনা করিস্ না। আমি মহাত্মা রামচন্দ্রের ধর্ম্মপত্নী ও সাধ্বী। রাবণ! তোকে সৎপরামর্শ দিতেছি এখনও এ কুবুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং ধর্ম্মকে শ্রেয়-জ্ঞান করিয়া সৎপথে চল্। আপনার স্ত্রীকে যেরূপ প্রাণপণে রক্ষা করিতে হয়, মনে রাখিস্ পরস্ত্রীকেও সেইরূপ রক্ষা করা উচিত। এক্ষণে আমার প্রতি এ পাপ ইচ্ছা দূর করিয়া নিজ স্ত্রীতে অনুরক্ত হ। যে ব্যক্তি স্বভার্য্যায় অসন্তুষ্ট সেই ইন্দ্রিয়বশ চঞ্চলকে পরস্ত্রীর নিকট অপমানিত এবং সজ্জনের ঘৃণিত হইতে হয়। তোর যেরূপ আচারহীন বিপরীত বুদ্ধি দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় লঙ্কানগরে সজ্জন নাই, থাকিলেও তুই তাহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করিস্ না। অথবা পণ্ডিতেরা যে হিতোপদেশ দেন তুই নিজের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য তাহা উপেক্ষা করিস্। মনে রাখিস্ কুক্রিয়া-সক্ত নির্ব্বোধ রাজার রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, একমাত্র তোর পাপে এই ধনরত্নপূর্ণা লঙ্কা নগরী অচিরেই ছারখার হইবে। অদূর-দর্শী মূর্খ পাপাত্মা নিজ কর্ম্মদোষে বিনষ্ট হইলে, সকলে হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। তোর বিপদেও অনেকে আহ্লাদ সহকারে বলিবে, 'দুর্বৃত্ত নিজকর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছে।'

রাক্ষস! সূর্য্যের প্রভার ন্যায় আমি রামচন্দ্রের চির-সঙ্গিনী। তুই কি মনে করিয়াছিস্, আমাকে ঐশ্বর্য্য ও

ধনের প্রলোভনে ভুলাইবি? হায়! আমি সেই লোকনাথের হস্ত উপাধান করিয়া কি এক্ষণে অন্য লোকের বাহু আশ্রয় করিব? ব্রতস্নাত বিপ্রের ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় আমাতে সেই মহাত্মার সম্পূর্ণ অধিকার। রাবণ! গজাধিপের নিকটে করেণুর ন্যায় তুই এক্ষণে এই দুঃখিনীকে রামচন্দ্রের নিকটে লইয়া চল্। যদি লঙ্কার শ্রী রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, নিজের স্ববংশে উৎসন্ন হইবার বাসনা না থাকে, তাহা হইলে সত্বর পুরুষশ্রেষ্ঠ শরণাগত বৎসল ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর্। তুই যদি স্বয়ং বিনীত-ভাবে আমাকে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিস্ তবেই তোর মঙ্গল, অন্যথা তোর ভদ্রতা নাই। বজ্রাস্ত্র তোকে বিনাশ না করিতে পারে, যম তোকে ভুলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মহাবীর রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলে তোর কিছুতেই নিস্তার নাই। ইন্দ্রের বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় তুই অচিরাৎ রামচন্দ্রের ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার শুনিতে পাইবি। তাঁহার ও বীর লক্ষ্মণের নামাঙ্কিত শরজাল জ্বলন্ত উরগের ন্যায় মহাবেগে লঙ্কায় আসিয়া পতিত হইবে। ঐ সমস্ত সুপর্ব্ব ও কঙ্কপত্রলাঞ্ছিত শর এই স্থান আচ্ছন্ন ও এক একবারে শত শত রাক্ষসকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। পক্ষিরাজ গরুড়ের সম্মুখে সর্পসমূহের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে তোর রাক্ষসসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। অনন্তর বিষ্ণু যেরূপ ত্রিবিক্রমে অসুর হস্ত হইতে সুরশ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি তোর হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন। রাবণ! বিবেচনা করিয়া দেখ, তোর জনস্থান উৎসন্ন হইয়াছে, খর, দূষণ ও ত্রিশিরার সহিত

চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে তুই অতি অক্ষম।

রাক্ষসাধম! তুই যে কার্য্য করিয়াছিস্ তাহা অতি ঘৃণিত। সেই ক্ষত্রিয়বীর মৃগানয়নের জন্য ভ্রাতার সহিত অরণ্যে গিয়াছিলেন, ইত্যবসরে তুই শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছিস্। বলিতে কি তুই তাহাদিগের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে ব্যাঘ্রের নিকট কুক্কুরের ন্যায় কদাচ তিষ্ঠিতে পারিতিস্ না। যাহা হউক তোর আর পরিত্রাণ নাই; ইন্দ্রের নিকট বৃত্রাসুরের ন্যায় তোকে এইবার প্রাণ হারাইতেই হইবে। সূর্য্যের নিকট জলবিন্দু শোষণের ন্যায় রামচন্দ্রের নিকট তোর প্রাণ হরণ অতি সামান্য কার্য্য। এক্ষণে তুই কৈলাসেই যা আর পাতালেই আশ্রয় গ্রহণ কর, বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় তোকে সেই বীরের ক্রোধাগ্নিতে অবশ্যই দগ্ধ হইতে হইবে।"

দ্বাবিংশ সর্গ

রাবণের ক্রোধ।

রাবণ প্রিয়দর্শনা সীতার এই প্রকার পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, "সীতে! পুরুষ স্ত্রী-

লোককে যে পরিমাণ ভালবাসে তাহারা সেই পরিমাণে পুরুষের বশীভূত হয়, কিন্তু তোমাতে তাহার বিপরীত ফল দেখিতেছি; আমি যে পরিমাণে তোমাকে সমাদর করি তুমি সেই পরিমাণে আমার অপমান করিলে। সুন্দরি! তোমার বড় সৌভাগ্য যে আমি তোমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি। সুনিপুণ সারথি যেরূপ বিপথগামী অশ্বকে নিরোধ করে, সেইরূপ কেবল কাম অদ্য আমার ভীষণ ক্রোধকে নিরোধ করিতেছে। কাম অত্যন্তই প্রতিকূল, ইহা যে রমণীকে পাইতে ইচ্ছা করে, তাহার প্রতি স্নেহ ও দয়া জন্মাইয়া দেয়। সীতে! এই জন্যই তোমাকে বধ করিলাম না, নতুবা তুমি সম্পূর্ণরূপে বধ ও অপমানের যোগ্য।"

এই বলিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; পরে ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, "জানকী! তুমি আমাকে যেরূপ কঠোর কথা বলিলে তাহা আমি আর অধিক দিন সহ্য করিব না। আমি এক্ষণে যাহা বলিতেছি, শুন। আমি তোমার কথা প্রমাণ আর দুই মাস অপেক্ষা করিব, কিন্তু ঐ সময়ের পরে তোমাকে আমার শয্যায় শয়ন করিতে হইবে। যদি তখনও ইহাতে অসম্মত হও তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাচকগণ তোমাকে আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিবে।"

রাবণ এইরূপ কঠোর বাক্যে সীতাকে ভর্ৎসনা করিলে দেব গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধর কন্যাগণ যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন এবং পাপাত্মার ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলিতে না পারিয়া ওষ্ঠ, চক্ষু ও মুখের নানারূপ আকারইঙ্গিতের দ্বারা ভীতা সীতাকে

আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। জানকী কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া রাবণকে সম্বোধন পূর্ব্বক পাতিব্রত্য তেজ ও স্বামীর বীর্য্যগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন, "রাক্ষস! নিশ্চয় বুঝিলাম, তোর শুভাকাঙ্ক্ষা করে এ নগরীতে এমন কেহই নাই; থাকিলে সে অবশ্যই তোকে এই গর্হিত কার্য্য হইতে নিবারণ করিত। শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রের, সেইরূপ আমি মহাত্মা রামচন্দ্রের ধর্ম্মপত্নী; নীচ! তুই ভিন্ন ত্রিলোকে এমন কেহই নাই যে আমাকে মনেও কামনা করিতে সাহসী হয়। যাহা হউক রাক্ষসাধম! তুই মহাতেজা রামচন্দ্রের ভার্য্যাকে যে সমস্ত ঘৃণিত কথা বলিয়াছিস্ বল্ দেখি এক্ষণে তাহার জন্য তোর দশায় কি হইবে? রাম গর্ব্বিত মাতঙ্গ ও তুই একটা ক্ষুদ্র শশক; সুতরাং তুই তাঁহার হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবি? পাপিষ্ঠ! সেই মহাবীরের অসাক্ষাতে তাঁহার নিন্দা করিতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? হায়! তুই যে আমাকে কুদৃষ্টিতে দেখিতেছিস্ তজ্জন্য তোর ঐ বিকৃত ক্রূর কৃষ্ণপিঙ্গল চক্ষু স্খলিত হইল না কেন? আমি মহাত্মা রামচন্দ্রের পত্নী এবং মহারাজা দশরথের পুত্রবধূ; আমাকে কুবাক্য বলিয়া তোর জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন? রাবণ! মনে রাখিস্ আমি ইচ্ছা করিলেই পাতিব্রত্য তেজে তোকে ভস্ম করিতে পারি কেবল তপোরক্ষার জন্য এবং রামচন্দ্রের অনুমতি না থাকায় তাহাতে নিরস্ত আছি। রাক্ষস! তুই যে আমার ন্যায় পতিপরায়ণা রমণীকে অপহরণ করিয়া আনিতে পারিয়াছিস্ এই আশ্চর্য্য; তবে বোধ হয় বিধাতা এইরূপেই তোর মৃত্যু লিখিয়াছেন।

নীচ! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ; মারীচের মায়াবলে রামচন্দ্র দূরবর্ত্তী হইলে চৌর্য্যবৃত্তি পূর্ব্বক তাঁহার স্ত্রীকে আনিয়া এক্ষণে আপনাকে মহাত্মা কুবেরের ভ্রাতা ও বীরপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতে কি তোর মনে একটু ঘৃণার উদয় হইতেছে না?"

পতিপরায়ণা সীতা এই বলিয়া বিরত হইলে রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধে ক্রূর নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার শরীর নীলমেঘাকার, বাহুদ্বয় প্রকাণ্ড, গ্রীবা উচ্চ, জিহ্বা প্রদীপ্ত ও নেত্র ভীষণ। তাঁহার বলবিক্রম ও গতি সিংহের ন্যায়। তাঁহার মস্তকে স্বর্ণমুকুট, উহার অগ্রভাগ ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছে। তিনি রক্তবসন, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে অতিশয় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার হস্তে স্বর্ণ অঙ্গদ ও কটিতটে স্বর্ণমেখলা। তিনি ঐ মেখলা দ্বারা সমুদ্রমন্থনকালে উরগপরিবৃত মন্দরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার ভুজদ্বয় দুইটী শৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রাক্ষসরাজের কর্ণে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল স্বর্ণ কুণ্ডল; রক্তবর্ণ পুষ্প ও পল্লবে শোভিত অশোকবৃক্ষে পর্ব্বতের ন্যায় ঐ কুণ্ডলে তাঁহার অতিশয় শোভা হইয়াছে। তিনি সুবেশে ও শ্মশানস্থ চৈত্যের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ হইয়া আছেন। রাক্ষসরাজ আরক্তলোচনদ্বয় জানকীর দিকে ফিরাইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কহিলেন, "দুর্নীতিনিষ্ঠে! তুমি নিজের হিত বুঝিতে না পারিয়া আমাকে যার পর নাই অপমান করিলে। এক্ষণে আর আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না; সূর্য্য যেরূপ অন্ধ-

কারকে নষ্ট করে, সেইরূপ আমি অদ্যই তোমার প্রাণনাশ করিব।" এই বলিয়া রাবণ সমীপস্থ ঘোরদর্শনা রাক্ষসী-দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "রাক্ষসিগণ! সীতা যাহাতে আমার বশীভূতা হয় তোমরা স্বতন্ত্র বা মিলিত হইয়া সত্বর তাহার উপায় নির্দ্ধারণ কর। প্রতিকূল বা অনুকূল কার্য্য এবং সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডে উহাকে আমার প্রতি অনুকূল করিয়া দেও। যদি কিছুতেই উহার চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে উহাকে প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিব।" রাবণ পুনঃ পুনঃ রাক্ষসীদিগকে এইরূপ আদেশ দিয়া কাম ও ক্রোধভরে জানকীকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে ধান্যমালিনী নামে এক রাক্ষসী হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে রাবণের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! তুমি আমার সহিত ক্রীড়া কর; এই দীনা বিবর্ণা মানুষী সীতাকে লইয়া কি হইবে? রাক্ষসেশ্বর! বলিতে কি, বিধাতা এই রমণীর ভাগ্যে ভোগসুখ লিখেন নাই; নতুবা তোমার বাহুবলার্জ্জিত অতুল ঐশ্বর্য্য হস্তগত হইলেও উপেক্ষা করিবে কেন? যাহা হউক তুমি আর ইহাকে কামনা করিও না। যে নারী প্রতিকূলা তাহাকে কামনা করিয়া কোন সুখ নাই। কিন্তু যে নারী অনুরাগিনী, সুন্দরী না হইলেও তাহার সহিত সম্ভোগে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।" এই বলিয়া ধান্যমালিনী প্রণয়ভরে রাবণকে কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া দিল। নীলমেঘাকার রাবণও হাসিতে হাসিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং দেব ও

নাগকন্যাগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া পদভরে মেদিনী কম্পিত করতঃ গৃহাভিমুখে চলিলেন।

রাবণ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেও সীতা ভয়ে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিতা হইতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রাক্ষসীগণের সীতাকে ভৎসনা।

রাবণ জানকীকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া রমণীগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে, ভীমরূপা রাক্ষসীরা সীতার সন্নিহিত হইল এবং উহাঁকে ক্রোধভরে কঠোরবাক্যে কহিতে লাগিল, "মূঢ়ে! তুমি অতি হতভাগিনী; জানিলাম বিধাতা তোমার কপালে সুখ লিখেন নাই; নতুবা পুলস্ত্যবংশোদ্ভব মহামান্য রাবণ স্বয়ং আসিয়া তোমাকে এত অনুনয় বিনয় করিলেন তুমি তত্রাপি তাঁহার পত্নীভাব স্বীকার করা গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিলে না।" পরে একজটা নামে এক রাক্ষসী ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া কহিল, "জানকি! জান ব্রহ্মার মানসপুত্র ছয়জন, প্রজাপতির মধ্যে পুলস্ত্যদেবই চতুর্থ। প্রজাপতিকল্প মহর্ষি বিশ্বশ্রবা ঐ পুলস্ত্যের মানসপুত্র; মহাবীর রাবণ এই বিশ্বশ্রবা হইতে উৎপন্ন

হইয়াছেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, রাক্ষসেশ্বর সর্ব্বাংশেই তোমার উপযুক্ত। তুমি এখনও আমার সৎ উপদেশ গ্রহণ কর। যদি ভাল চাহ, রাবণের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী হও।” হরিজটা নামে এক বিড়ালাক্ষী রাক্ষসী ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া কহিল, “সুন্দরি! যিনি দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছেন, তুমি কিজন্য তাঁহাকে উপেক্ষা করিলে? যিনি বলগর্ব্বিত রণদক্ষ ও বীর, তুমি কিজন্য তাঁহাকে ভজনা না করিয়া একজন সামান্য মানুষের প্রতি অনুরক্ত হইলে? রাক্ষসেশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রাণ অপেক্ষা ও প্রিয়তরা মহিষী মন্দোদরীকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে আসিতেছেন; তিনি তোমার পদতলে নানারত্নশোভিত রমণীপূর্ণ অন্তঃপুর প্রদান করিতেছেন, ইহাতেও কি তোমার মন উঠিল না?” অনন্তর বিকটানামে এক রাক্ষসী কহিল “যিনি নাগ, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণকে পুনঃ পুনঃ সমরে পরাজয় করিয়াছেন, তিনিই স্বয়ং প্রণয় ভিক্ষা করিতে তোমার পার্শ্বে আসিয়াছিলেন। অধমে! ঐশ্বর্য্যশালী মহাত্মা রাবণের পত্নী হইতে তোর কেন ইচ্ছা হইল না, বুঝিতে পারি না।” দুর্ম্মুখী নামে রাক্ষসী কহিল, “যাঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দেন না, বায়ু সভয়ে সঞ্চরণ করেন, তরুগণ সর্ব্বদা পুষ্পবৃষ্টি করে এবং মেঘগণ জলবর্ষণ করেন, তুমি কিজন্য সেই সর্ব্বশক্তিমান রাজাধিরাজ রাবণকে অভিলাষ করিতেছ না? বিশাললোচনে! আমি তোমাকে ভালই কহিতেছি; আমার উপদেশ গ্রহণ কর। নচেৎ প্রাণ হারাইবে।”

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

বাক্ষসীদিগের সীতাকে ভয় প্রদর্শন।

অনন্তর ঐ সমস্ত বিকৃতাননা ঘোরদর্শনা রাক্ষসীগণ একত্র মিলিতা হইয়া সুকুমারহৃদয়া জানকীকে কঠোরবাক্যে কহিতে লাগিল "সীতে! রাবণের মনোরম অন্তঃপুরে বহুমূল্য শয্যা সকল সজ্জিত আছে; তুমি কিজন্য তাহাতে শয়ন করিতে অভিলাষ করিতেছ না? তুমি মানুষী; বোধ হয় সেই জন্যই মনুষ্যের পত্নী হওয়া গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতেছ। কিন্তু তোমার সে সংকল্প কোন মতেই সিদ্ধ হইবে না। রাম এক্ষণে রাজ্যভ্রষ্ট, ভগ্নমনোরথ ও দীন; তুমি তাহাকে ভুলিয়া যাও। রাবণ ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছেন, অতএব তিনিই তোমার উপযুক্ত স্বামী। তুমি তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া যথাসুখে বিহার কর।"

পদ্মপলাশলোচনা সীতা রাক্ষসীদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে কহিলেন, "তোমরা যে আমার নিকটে পরপুরুষ সংশ্রবরূপ ঘৃণিত পাপের প্রস্তাব করিতেছ উহা আমার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। মানুষী কি প্রকারে রাক্ষসের পত্নী হইবে? বরং তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর, তথাপি আমি তোমাদের কথা রাখিতে পারিব না। দীনই হউন, আর রাজ্যহীনই হউন রামচন্দ্রই আমার পতি ও গুরু। সুবর্চলা যেমন সূর্য্যের, শচী যেমন ইন্দ্রের, অরুন্ধতী যেমন

বশিষ্ঠের, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, সুকন্যা যেমন চ্যবনের, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, শ্রীমতী যেমন কপিলের ও দময়ন্তী যেমন নলের, সেইরূপ আমিও সেই মহাত্মার অনুরাগিণী ও পক্ষপাতিনী হইয়া আছি।”

রাক্ষসীগণ জানকীর এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং রাবণের আদেশমত তাঁহাকে পরুষবাক্যে যার পর নাই ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ঐ সময়ে মহাবীর পবনকুমার শিংশপা বৃক্ষের শাখান্তরালে নীরবে বসিয়াছিলেন তিনি ঐ স্থানে থাকিয়া রাক্ষসীদিগকে দেখিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সমস্ত কথাই স্বকর্ণে শুনিতে লাগিলেন।

জানকী ভয়ে কাঁপিতেছেন; বিকটদর্শনা রাক্ষসীগণ তাঁহার নিকটে গিয়া তাহাদের প্রদীপ্ত লম্বিত ওষ্ঠ সকল পুনঃ পুনঃ লেহন করিতে লাগিল এবং পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক এই কথাই কহিতে লাগিল, “এই হতভাগিনী কোন অংশেই রাক্ষসরাজ রাবণের উপযুক্ত নহে। আইস, আমরা ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করি।”

অবশেষে সীতা তাহাদের ভয়ঙ্কর আকার দর্শন এবং অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অন্যত্র গিয়া উপবেশন করিলেন। কিন্তু রাক্ষসীরাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সরলা সীতা তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় নাই দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও ক্রূরহৃদয়া নিশাচরীদিগের মনে

কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না। উহাদের মধ্যে বিনতা নামে এক নিম্নোদরী ভীমদর্শনা রাক্ষসী ছিল। সে ক্রোধ-ভরে জানকীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, "ভদ্রে! তুমি স্বামীর প্রতি যে পরিমাণ স্নেহ দেখাইলে ইহাই যথেষ্ট; আর কেন? অতিশয় কিছুই ভাল নহে। এ পর্য্যন্ত আমি তোমার ব্যবহারে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি; মনুষ্যজাতির যাহা কর্ত্তব্য তুমি তাহাই করিয়াছ। এক্ষণে আমার সৎ উপদেশ গ্রহণ কর। রাক্ষসরাজ রাবণ ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী. অনুকূল, ত্যাগশীল ও প্রিয়বাদী। তুমি দীন মানুষকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় কর এবং অগ্নির স্বাহা ও দেবরাজের শচীর ন্যায় রাবণের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া ত্রিলোকের অধিশ্বরী হও। বিবেচনা করিয়া দেখ, সেই নির্জীব দরিদ্র রামকে লইয়া আর কি করিবে? সীতে! আমি তোমার ভালর জন্যই এরূপ বলিলাম; এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর। কিন্তু মনে রাখিও আমাদের বাক্যে সম্মত না হইলে আমরা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিব।"

বিনতা এই বলিয়া বিরত হইলে বিকটা নামে আর এক বিকট দর্শনা লম্বিতস্তনী রাক্ষসী মুষ্টি উত্তোলন করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "রাজপুত্রি! তোমার অত্যন্ত দুর্ম্মতি হইয়াছে। আমি এতদিন দয়া ও সৌজন্যে তোমার অনেক কটূ কথা সহ্য করিয়াছি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি আমাদের কথা না শুনিয়া ভাল করিতেছ না। তুমি দুর্গম সমুদ্রপারে আনীত হইয়াছ, রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে

প্রবেশ করিয়াই এবং অশোকবনে রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা আমাদের দ্বারা সাবধানে রক্ষিত হইতেছ। বলিতে কি, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রেরও তোমাকে এস্থান হইতে উদ্ধার করিবার সাধ্য নাই। অতএব আমার কথা শুন, অকারণ ক্রন্দন করিও না। এই চিরদীনতা দূর করিয়া প্রফুল্ল হও। সুন্দরি! তুমি কি জান না স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী। যতদিন এই মধুর কাল আছে ততদিন সুখভোগ করিয়া লও। তুমি রাক্ষসরাজের সহিত সুরম্য উদ্যান, উপবন ও পর্ব্বতোপরি মহাসুখে বিহার কর। মদিরেক্ষণে! অসংখ্য রমণী তোমার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবে, তুমি রাবণকে ভজনা কর। কিন্তু যদি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমার কথা না রাখ, তাহা হইলে আমি তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিব।"

অনন্তর চণ্ডোদরী নামে এক ক্রূরদর্শনা রাক্ষসী এক প্রকাণ্ড শূল ঘুরাইয়া কহিল, "এই মৃগশাবাক্ষী রমণী অতিশয় ভীরু। আমাদিগকে দেখিয়া ত্রাসে ইহার পয়োধর কম্পিত হইতেছে। বলিতে কি আমার বড়ই সাধ হইতেছে, ইহার যকৃৎ, প্লীহা, উন্নত বক্ষ, হৃৎপিণ্ড, মুণ্ড ও সুকুমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করি।"

এই কথা শুনিয়া প্রঘসা কহিল, "আইস, আমরা এই হতভাগিনীর গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলি। পরে মহারাজাকে গিয়া বলিলেই হইবে সীতা হঠাৎ মরিয়া গিয়াছে। তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে ইহার দেহ ভক্ষণ করিতে অনুমতি দিবেন।"

অজামুখী কহিল, "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আইস,

আমরা ইহাকে বধ করিয়া ইহার মাংস সমভাগে বিভাগ করিয়া লই। এক্ষণে একজন শীঘ্র পানার্থ জল লইয়া আইস।”

শূর্পণখা কহিল, “অজামুখী যাহা বলিল আমারও ঐ মত। এক্ষণে শীঘ্র সন্তাপহারিণী সুরা আনয়ন কর। অদ্য আমরা সুস্বাদু মনুষ্য মাংস খাইয়া মহানন্দে নিকুম্ভিলা দেবীর নিকটে নৃত্য করিব।”

দেবকন্যা সমা সীতা বিরূপা বিকটদর্শনা রাক্ষসীদিগের এই সমস্ত লোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অধীরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

সীতার রোদন।

সুকুমারহৃদয়া সীতা বিকটদর্শনা রাক্ষসীদিগের এই সমস্ত নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই ভীত হইলেন এবং নিজ অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া অবিরল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তিনি রাক্ষসীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, “রাক্ষসীগণ! আমি কোনরূপেই

তোমাদের কথা রাখিতে পারিব না। তোমাদের ইচ্ছা হয় আমাকে ভক্ষণ কর।”

দেবকন্যাসদৃশী সীতা বিকটদর্শনা রাক্ষসীদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি ভয়ে কম্পিত হইতেছেন এবং ভয়ে যেন নিজ শরীর মধ্যেই প্রবিষ্ট হইতেছেন। অরণ্যে যূথভ্রষ্টা ব্যাঘ্রপীড়িতা মৃগীর ন্যায় রাক্ষসীদিগের অত্যাচারে তাঁহার মন যারপরনাই ব্যাকুল ও অবসন্ন হইয়াছে। তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক সুদীর্ঘ পুষ্পিত শাখা অবলম্বন করিয়া ভগ্নমনে রামচন্দ্রকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তনদ্বয় অশ্রুজলে সিক্ত হইতে লাগিল। কিরূপে যে দুস্তর শোকসাগর উত্তীর্ণ হইবেন তিনি তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। আহা! তৎকালে তাঁহার মুখশ্রী একান্ত মলিন। তিনি বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে এক সুদীর্ঘ বেণী; উহাও পুনঃ পুনঃ কম্পিত হওয়াতে গমনশীল ভুজঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। তিনি শোকে ও দুঃখে একান্ত বিহ্বল হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং “হা রামচন্দ্র! হা লক্ষ্মণ! হা মাতঃ কৌশল্যে! হা সুমিত্রে।” বলিয়া বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে দীনস্বরে কহিলেন, “হায়! পণ্ডিতেরা যে বলিয়া থাকেন, স্ত্রীই হউক আর পুরুষই হউক কালপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মৃত্যু কাহারও পক্ষে সুলভ নহে, তাহা যথার্থ—নচেৎ আমি কিরূপে রামবিরহে এবং এই সকল রাক্ষসীর উৎপাড়ন সহিয়াও ক্ষণকাল জীবিত আছি। হায়!

আমি অতি হতভাগিনী; সমুদ্রমধ্যে ভারাক্রান্তা নৌকা যেরূপ প্রবল বায়ুবেগে নিমগ্ন হয় তদ্রূপ আমি নিতান্ত অনাথার ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। এক্ষণে আমি রাক্ষসীদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি এবং রামচন্দ্রকেও আর দেখিতে পাই না সুতরাং বর্ষাকালীন প্রবাহবেগে নদীর কূলের ন্যায় একান্ত অবসন্ন হইয়া যাইতেছি। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই আমার সেই পদ্মপলাশলোচন সিংহগতি কৃতজ্ঞ প্রিয়বাদী প্রাণনাথকে সর্ব্বদা দেখিতে পান্। আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। সুতীক্ষ্ণ বিষপানে যেরূপ প্রাণবিনষ্ট হয় তদ্রূপ রামচন্দ্রবিরহেও আমার নিশ্চিত প্রাণ নষ্ট হইবে। হায়! জানি না, আমি জন্মান্তরে কি মহা-পাপই করিয়াছিলাম যাহার জন্য আমাকে এই নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। আমি যে স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণত্যাগ করিব তাহারও উপায় নাই। এ মনুষ্যজন্মে ধিক্! এবং এ পরাধীনতাকেও ধিক্!”

ষড়বিংশ সর্গ।

সীতার বিলাপ।

জানকী শোকভরে যেন উন্মত্তা—যেন ভ্রান্তচিত্তা। তিনি পরিশ্রান্তা বড়বার ন্যায় পুনঃ পুনঃ ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহার আননমণ্ডল অশ্রুজলে সিক্ত; তিনি অধোবদনে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। "হায়! আমি কি কুক্ষণে মারীচের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রামচন্দ্রকে মৃগানয়নে প্রেরণ করিয়াছিলাম। দুরাত্মা রাবণ আমাকে ঐ সুযোগে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিল। এক্ষণে আমি রাক্ষসীদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া নিদারুণ বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতেছি। আমার আর বাঁচিতে সাধ নাই। আমি যখন মহাবীর রামচন্দ্রের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্না হইয়াছি তখন আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? রত্ন অলঙ্কারেই বা আবশ্যক কি? আমি নিশ্চয় জানিলাম, আমার হৃদয় পাষাণনির্ম্মিত, নতুবা এত দুঃখেও শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন? হায়! পরপুরুষের স্পর্শে আমি হয়ত অসতী হইয়াছি নতুবা রাম ব্যতীত মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতাম না। পাপাত্মা রাক্ষস অতি নীচ। কামনা করা দূরে থাকুক আমি তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি—তাহাকে বামপদেও স্পর্শ করি না। কিন্তু দুরাত্মা প্রত্যাখ্যান বুঝে না এবং আপনার গৌরব ও কুলমর্য্যাদাও জানে না। সে স্বীয় নিষ্ঠুর-

প্রকৃতির পরতন্ত্র হইয়া পুনঃ পুনঃ রাক্ষসীদিগের দ্বারা আমাকে প্রার্থনা করিতেছে। রাক্ষসীগণ! তোমরা কেন আর বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ। আমাকে ছিন্ন, ভিন্ন, বিদীর্ণ বা অগ্নিতেই দগ্ধ কর আমি কিছুতেই তোমাদের ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হইব না। রামচন্দ্র প্রাজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সুশীল ও দয়ালু; তিনি কেবল আমার ভাগ্যদোষেই এরূপ নির্দ্দয় হইয়াছেন। নতুবা যিনি জনস্থানে একাকী খর, দূষণ ও ত্রিশিরার সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের নিধন সাধন করেন তিনি কিজন্য আমার নিকটে আসিতেছেন না। হীনবীর্য্য রাবণ আমাকে আনিয়া এই কাননে রুদ্ধ করিয়াছে; রাম তাহাকে যুদ্ধে অনায়াসেই বিনাশ করিবেন। যিনি দণ্ডকারণ্যে বিরাধকে বধ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে ইহা অতি সামান্য কথা। লঙ্কা সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং অন্যের অগম্য; কিন্তু রামচন্দ্রের শরসমূহের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। আমি সেই মহাবীরের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা পত্নী; জানি না তিনি কিজন্য আমার উদ্ধারে নিশ্চেষ্ট আছেন। বোধ হয় আমি যে এখানে আছি তাহা তিনি অবগত নহেন, নচেৎ সেই তেজস্বী কদাচ এরূপ অপমান সহ্য করিতেন না। হায়! তাঁহাকে যিনি আমার হরণ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবেন রাবণ সেই মহাত্মা জটায়ুকেও বিনাশ করিয়াছে। আর্য্য জটায়ু বৃদ্ধ হইলেও আমার উদ্ধারার্থ কি অদ্ভুত বলপ্রদর্শনই করিয়াছিলেন! আমি এখানে এরূপ অবস্থায় আছি আজ যদি রামচন্দ্র এ কথা জানিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্রোধভরে অব্যর্থ শরজালে ত্রিলোক

রাক্ষসশূন্য করিতেন, লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতেন, সমুদ্রকে শোষণ করিতেন এবং নীচ রাবণের কীর্ত্তিও বিলুপ্ত করিতেন। তাহা হইলে আমি যেমন এক্ষণে ব্যাকুলপ্রাণে কাঁদিতেছি প্রতিগৃহে রাক্ষসীরা অনাথা হইয়া এইরূপে ক্রন্দন করিত। রাক্ষসীগণ! তোমরা নিশ্চয় জানিও অচিরেই দুরাত্মা রাবণকে তাহার পাপের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। মহাবীর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত অল্পকালমধ্যেই লঙ্কাপুরী অন্বেষণ করিয়া রাক্ষসকুলকে নির্ম্মূল করিবেন। বিপক্ষ একবার তাঁহার চক্ষে পড়িলে আর মুহূর্ত্তকালও বাঁচিবে না। অচিরাৎ লঙ্কার রাজপথ চিতাধূমে আকুল ও গৃধ্রসমূহে সঙ্কুল হইবে। অচিরাৎ এই সুরম্য পুরী শ্মশানতুল্য হইবে এবং আমারও মনোরথ পূর্ণ হইবে। ইতিমধ্যেই যে সকল অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় রাক্ষসদিগের ঘোর বিপদ ঘটিবে। পাপাত্মা রাবণ বিনষ্ট হইলে এই নগরী বিধবা নারীর ন্যায় হতশ্রী হইয়া যাইবে। আজ ইহাতে নানারূপ আনন্দোৎসব হইতেছে, কিন্তু অচিরেই আমি ইহার গৃহে গৃহে পতিহীনা রাক্ষসীদিগের শোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইব। আমি রাবণের গৃহে রুদ্ধ হইয়াছি এ কথা যদি রামচন্দ্র কোনরূপে জানিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার শরজালে লঙ্কাপুরী অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দগ্ধ হইবে এবং ইহার রাক্ষসবীর সকলও নিহত হইবে। নৃশংস রাক্ষসাধম রাবণ আমার সহিত যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে তাহা ত প্রায় অতীত হইল; সুতরাং এক্ষণে আমাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। রাক্ষসগণ পাপপরায়ণ

ও হিতাহিত বিবেচনাশূন্য; ঐ সমস্ত মাংসাশী ক্রূরেরা ধর্ম্মের অনুরোধ রক্ষা করিবে না এবং তাহাদের অধর্ম্ম হইতে যে কি ঘোর উৎপাত উপস্থিত হইবে তাহাও দেখিবে না। আমি মরিয়া যে রাক্ষসদিগের প্রাতর্ভক্ষ্য হই তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু মৃত্যুকালে যে প্রিয়দর্শন প্রাণনাথকে দেখিতে পাইলাম না এই দুঃখ। হায়! সেই উৎপলনেত্র রামচন্দ্রকে না দেখিয়া না জানি কত কষ্টেই আমার প্রাণ নির্গত হইবে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে আমি যে জীবিত আছি তাহা বোধ হয় আর্য্যপুত্র জানেন না। জানিলে অবশ্যই সমস্ত পৃথিবীতে আমার অন্বেষণ করিতেন। হয় ত সেই মহাত্মা এই হতভাগিনীর শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হায়! দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণই ধন্য যে দিবানিশি আমার রাজীব-লোচন বীর রামচন্দ্রকে দেখিতেছেন। অথবা তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই। সেই ধীমান জীবন্মুক্ত রাজর্ষির ধর্ম্মসাধনই জীব-নের একমাত্র উদ্দেশ্য; বোধ হয় ভার্য্যাসহবাসে তাঁহার ইচ্ছা নাই, এইজন্য আমার উদ্দেশ লইতেছেন না। না তাই বা কিরূপে সম্ভব। নিকটে থাকিলেই প্রীতি এবং দূরে থাকি-লেই স্নেহের উচ্ছেদ এই যে প্রবাদবাক্য আছে তাহা কৃতঘ্নদিগের পক্ষেই সম্ভব; ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের পক্ষে ইহা কদাচ সঙ্গত নহে। আমি যখন তাঁহার স্নেহ হারাইয়াছি তখন বোধ হয় আমারই কোন দোষ আছে, অথবা সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। যাহা হউক বীর রামচন্দ্রকে হারা-ইয়া আমার আর এক মুহূর্ত্ত বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। বোধ হয় সেই দুই বীর ভ্রাতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক

ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। অথবা হয়ত দুরাত্মা রাবণ উপাংশুবধ দ্বারা তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমার মৃত্যুই শ্রেয়, কিন্তু দেখিতেছি এত দুঃখেও বিধাতা আমার কপালে মৃত্যু লিখেন নাই। সত্যনিষ্ঠ জিতাত্মা মহাভাগ মুনিরাই ধন্য; তাঁহাদের পক্ষে কিছুই প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। প্রিয় হইতে দুঃখনিবৃত্তি এবং অপ্রিয় হইতে দুঃখোৎপত্তি হইয়া থাকে; যাঁহারা সেই প্রিয়াপ্রিয়ের অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহাদিগকে নমস্কার। কিন্তু আমি সামান্য মানবী; প্রিয় রামের স্নেহচ্যুত ও রাবণের বশবর্ত্তিনী হইয়া দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, সুতরাং আমার পক্ষে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়।”

সপ্তবিংশ সর্গ।

ত্রিজটার স্বপ্ন।

বিকটদর্শনা রাক্ষসীগণ জানকীর এই বাক্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল কথা দুরাত্মা রাবণের কর্ণগোচর করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। কেহ বা সীতার নিকটে গিয়া পরুষস্বরে কহিতে লাগিল, “পাপীয়সি! তুই আর একমাস থাক্

তাহার পর আমরা মনের সুখে তোকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিব।”

ত্রিজটা নামে এক বৃদ্ধা রাক্ষসী এতক্ষণ নিদ্রা যাইতেছিল। সে সহসা জাগরিত হইল এবং রাক্ষসীদিগকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে দেখিয়া কহিল, “রাক্ষসীগণ! ক্ষান্ত হও; জানকী জনকের স্নেহাস্পদ কন্যা এবং মহারাজা দশরথের পুত্রবধূ। তোমরা ইহাঁকে ভক্ষণ না করিয়া বরং পরস্পর পরস্পরকে খাও। আজ আমি এক দারুণ স্বপ্ন দেখিলাম; উহা মনে পড়িয়া আমার এখনও রোমাঞ্চ হইতেছে। বোধ হয় রাক্ষসরাজ রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইবেন।”

রাক্ষসীগণ সহসা এই সম্বাদ শুনিয়া যার পর নাই ভীত হইল এবং শুষ্কমুখে ত্রিজটাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। ত্রিজটা কহিতে লাগিল, “আমি দেখিলাম যেন রামচন্দ্র শুভ্র বস্ত্র ও শুভ্র মাল্য ধারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত গজদন্তনির্ম্মিত অন্তরীক্ষগামী সহস্র অশ্বযোজিত দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়াছেন। যেন ঐ সময়ে সীতাদেবীও শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া সমুদ্রবেষ্টিত এক শ্বেত পর্ব্বতোপরি উপবিষ্টা আছেন। অনন্তর সূর্য্যের সহিত যেরূপ প্রভা মিলিত হয় সেইরূপ সীতা রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন। আবার দেখিলাম যেন রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত এক পর্ব্বতাকার চতুর্দ্দন্তশোভী মহাগজে আরোহণ করিয়া সীতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। উহাঁরা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, স্বতেজে প্রদীপ্ত এবং শ্বেতবসনপরিহিত। অনন্তর রামচন্দ্র যেন পূর্ব্বোক্ত শ্বেতপর্ব্বতের শিখরদেশে ঐ হস্তীকে গ্রহণ করি-

লেন এবং সীতা তাঁহার অঙ্কদেশ হইতে উত্থিত হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। পরক্ষণেই দেখিলাম সীতা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কার উপরিভাগে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ়া আছেন এবং স্বহস্তে চন্দ্রসূর্য্যকে স্পর্শ করিতেছেন। * পুনরায় দেখিলাম, রামচন্দ্র পূর্ব্বোক্তবেশে, লক্ষ্মণের সহিত আটটি শ্বেতবর্ণ বৃষভবাহিত একখানি রথে আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার দেখিলাম, তিনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দিব্য পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন।

রাক্ষসীগণ! অনন্তর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, রাক্ষসরাজ রাবণ মুণ্ডিতমুণ্ড ও তৈলাক্ত; তিনি উন্মত্ত হইয়া মদ্যপান করিতেছেন; তাঁহার পরিধান রক্তবস্ত্র এবং গলে করবীর মাল্য। পরক্ষণেই দেখিলাম তিনি কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং পুষ্পকরথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহার কণ্ঠে রক্তমাল্য এবং অঙ্গে রক্তচন্দন; একটি স্ত্রীলোক তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। পুনরায় দেখিলাম তিনি গর্দ্দভযোজিত রথে আরোহণ করিয়া আছেন; তাঁহার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত; তিনি পুনঃ পুনঃ তৈলপান করিতেছেন এবং কখন বা হাসিতেছেন, কখন নাচিতেছেন। আবার দেখিলাম, তিনি গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতেছেন। পরক্ষণেই তিনি যেন ভয়বিহ্বল চিত্তে গর্দ্দভপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন এবং সসম্ভ্রমে পুনরায় উঠিলেন; তৎকালে তাঁহার আকার উন্মত্তের ন্যায়,

* স্বপ্নে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ বিস্তৃত রাজ্যপ্রাপ্তির লক্ষণ।

কটিতটে বস্ত্র নাই এবং মুখে কেবল দুর্বাক্য। অনন্তর তিনি যেন নরকতুল্য ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন মল ও পঙ্কপূর্ণ দুর্গন্ধময় এক হ্রদে নিমগ্ন হইলেন এবং তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া এক শুষ্কহ্রদে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে দেখিলাম একটী কর্দ্দমাক্তকলেবরা রক্তবসনা কৃষ্ণবর্ণা নারী রাক্ষসরাজের কণ্ঠে রজ্জুবন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তরদিকে আকর্ষণ করিতেছে।

স্বপ্নে আরও দেখিলাম মহাবল কুম্ভকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি রাবণের বীরপুত্রগণ মুণ্ডিতমুণ্ড ও তৈলাক্ত হইয়াছেন। রাবণ বরাহপৃষ্ঠে, ইন্দ্রজিৎ শিশুমারপৃষ্ঠে এবং কুম্ভকর্ণ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন। দেখিলাম, একমাত্র বিভীষণ মস্তকে শ্বেত ছত্র ধারণ করিয়া চারিজন সচিবের সহিত অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে সুসজ্জিত বৃহৎ সভা; তথায় গীতবাদ্যের সুমধুর শব্দ শ্রুত হইতেছে। আবার দেখিলাম, এই হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলা লঙ্কাপুরীর পুরদ্বার ভগ্ন; ইহা যেন সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। রাক্ষসীগণ ভস্মাবশিষ্ট লঙ্কায় রক্তমাল্য ও রক্ত বসন পরিধান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তৈলপান করিতেছে এবং প্রমত্ত হইয়া অট্টহাস্যে হাসিতেছে। কুম্ভকর্ণাদি বীরগণ রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া দুর্গন্ধময় গোময়হ্রদে প্রবিষ্ট হইতেছেন।

রাক্ষসীগণ! তোমরা এখনই এস্থান হইতে পলায়ন কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, রামচন্দ্র জানকীকে পাইবেন। তোমরা যদি সীতাকে এইরূপে যন্ত্রণা দাও তাহা হইলে তিনি তোমাদের প্রাণসংহার করিবেন। এই রমণী তাঁহার

প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা ভার্য্যা ও অরণ্যবাসের সহচরী; তোমরা ইহাঁকে যে ভৎর্সনা ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছ, তাহা তিনি কদাচ সহ্য করিবেন না। অতএব এক্ষণে কর্কশ কথা ছাড়িয়া দাও এবং ইহাঁকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা কর। আইস আমরা সকলে মিলিয়া সীতার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি; আমার ইহাই শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। ইনি এক্ষণে যদিও শোকসাগরে নিমগ্না আছেন, তথাপি আমি যেরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহাতে নিঃসন্দেহ বোধ হইতেছে ইনি অচিরেই প্রিয়লাভ করিবেন। অতএব রাক্ষসীগণ! আমি পুনরায় বলিতেছি, তোমরা কর্কশ কথা ছাড়িয়া দিয়া ইহাঁকে প্রসন্ন করিতে যত্ন কর। রামচন্দ্র হইতে রাক্ষসদিগের মহৎ ভয়ের কারণ উপস্থিত। জনকাত্মজা প্রণিপাতে প্রীত হইয়া আমাদিগকে সেই ভয় হইতে রক্ষা করিবেন। আরও তোমরা দেখ, ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গে কোনরূপ কুলক্ষণ দেখিতেছি না কেবল গাত্রসংস্কার না থাকাতে যেন ইহাঁকে কিঞ্চিৎ দুঃখিত বোধ হইতেছে। ইনি দুঃখভোগের অনুপযুক্ত এবং বলিতে কি অচিরেই ইহাঁর দুঃখ দূরও হইবে। অচিরেই রাক্ষসরাজ রাবণের মৃত্যু এবং রামের জয়শ্রী লাভ হইবে। আমরা যে শীঘ্রই উহাঁর প্রিয়সম্বাদ শুনিতে পাইব এই স্বপ্নই তাহার একমাত্র প্রমাণ নহে। ঐ দেখ ইহাঁর পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল চক্ষু স্ফুরিত হইতেছে, ইহাঁর বামবাহু কণ্টকিত ও কম্পিত হইতেছে এবং ঐ করিশুণ্ডাকার বাম উরু স্পন্দিত হইয়া যেন রামচন্দ্রের আগমনবার্ত্তা সূচনা করিতেছে। ঐ শুন পক্ষিগণ বৃক্ষশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক

হৃষ্টমনে পুনঃ পুনঃ শান্তস্বরে ডাকিয়া যেন সীতাকে কহিতেছে, 'অচিরেই তোমার রামচন্দ্র আসিবেন।'"

লজ্জাবতী সীতা স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "ত্রিজটে! তুমি যাহা কহিলে তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করিব।"

অষ্টাবিংশ সর্গ।

সীতার বিলাপ।

ত্রিজটার স্বপ্নবৃত্তান্তে প্রথমতঃ রাক্ষসীদিগের অত্যন্ত ভয় হইল বটে, কিন্তু তাহাদের ক্রূর হৃদয়ে তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় জানকীকে ভয়-প্রদর্শন করিতে লাগিল। সরলা সীতা তাহাদের বিকট মূর্ত্তি দর্শনে অরণ্যে সিংহভয়ভীতা গজবধূর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং বিজনবনে পরিত্যক্তা অসহায়া বালিকার ন্যায় কাতরভাবে বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, "হায়! জানিলাম বিধিনির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে মৃত্যু কাহারও পক্ষে সুলভ নহে; নতুবা এই হতভাগিনী এত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও কি প্রকারে জীবিত থাকিবে? আজ আমার এই সুখলেশ-

শূন্য দুঃখপূর্ণ কঠিন হৃদয় বজ্রাহত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ক্রূরদর্শন রাবণ কয়েকদিন পরেইত আমাকে বধ করিবে; অতএব এক্ষণে যদি নিজের ইচ্ছায় প্রাণত্যাগ করি তজ্জন্য কেন আত্মহত্যা পাপে দোষী হইব? ব্রাহ্মণ যেমন শূদ্রকে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারে না তদ্রূপ আমিও দুরাত্মাকে মন সমর্পণ করিতে পারিব না। এক্ষণে যদি সেই বীর রামচন্দ্র আমায় উদ্ধার না করেন তাহা হইলে চিকিৎসক যেরূপ গর্ব্ভস্থ জন্তুকে ছেদন করে তদ্রূপ ঐ নীচ রাক্ষস শাণিত শরে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিবে। হায়! আমি একে দুঃখিনী; বিধাতা কি আমার ভাগ্যে বধযন্ত্রণাও লিখিয়াছেন। এক্ষণে এই ঘটনার আর দুই মাস মাত্র বিলম্ব আছে। অনন্তর যেরূপ একজন সামান্য তস্কর রাজাজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া নিশান্তে মৃত্যুর আশঙ্কা করে আমারও সেই দশা ঘটিবে। হা প্রভো রামচন্দ্র! হা দেবর লক্ষ্মণ! হা জননী কৌশল্যে! হা মাতৃগণ! বুঝি এই হতভাগিনী মহাসমুদ্রে প্রবলবাতাহতা নৌকার ন্যায় বিনষ্ট হইল। হায়! সেই দুই তেজস্বী ভ্রাতা আমারই কারণে হয়ত মৃগ-রূপী মারীচের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি হতভাগিনীই সেই মায়াবী রাক্ষসের মায়ায় ভুলিয়া তাঁহাদিগকে অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম। হা প্রিয়দর্শন রামচন্দ্র! তুমি সত্য-প্রতিজ্ঞ ও জীবগণের হিতকারী। কিন্তু প্রাণনাথ! আজ তোমার সাধের জানকী রাক্ষসদিগের গৃহে বধদণ্ড অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহার কিছুই জানিতেছ না। হায়! আমার পাতিব্রত্য, ক্ষমা, ভূমিশয্যা ও নিয়ম সমস্তই বৃথা হইল।

কৃতঘ্নের প্রতি কৃত উপকারের ন্যায় ইহা হইতে কোন ফল দর্শিল না। আমি যেরূপ বিবর্ণ, দীন ও কৃশ হইয়াছি তাহাতে বোধ হয় আর অধিক দিন বাঁচিব না; সুতরাং রামচন্দ্রের চরণ দর্শনে আমার আর কিছুমাত্র আশা নাই। প্রাণনাথ! বোধ হয় তুমি পিতার আদেশপালন ও ব্রতাচরণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইলে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিবে এবং বহুসংখ্যক বিশাললোচনা সুন্দরী রমণীর সহিত মনোসুখে কালযাপন করিবে। কিন্তু আমি তোমার একান্ত অনুরাগিনী হইয়া এক্ষণে রাক্ষসদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করিতেছি; আমাকে এক একবার মনে করিও। হায়! আমি অত্যন্ত হতভাগিনী; আমাকে ধিক্। আমার ব্রত ও নিয়ম সমস্তই বৃথা হইল। এক্ষণে আমি বিষপান ও শাণিত অস্ত্র দ্বারা প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু এ রাক্ষসপুরীতে আমার সে বিষয়েও উপকার করে এমন কাহাকেও দেখি না।

পতিপরায়ণা জানকী রামচন্দ্রকে স্মরণ পূর্ব্বক এইরূপে অনেক বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। তাঁহার আনন শুষ্ক ও হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন। তিনি বহুক্ষণ অনন্যমনে চিন্তা করিলেন, অনন্তর সহসা পৃষ্ঠলম্বিত বেণীগ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি ইহাই কণ্ঠে বন্ধন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিব।" এই বলিয়া তিনি স্বীয় সুকোমল করে শিংশপাবৃক্ষের এক শাখা ধারণ করিলেন এবং মৃত্যুর কামনা করিয়া রাম লক্ষ্মণ ও আত্মকুল পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

নিমিত্ত দর্শনে সীতার হর্ষ।

সীতা শোকাকুল, নিরানন্দ ও দীন। তিনি বৃক্ষশাখা ধারণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন; ইত্যবসরে নানারূপ শুভনিমিত্ত তাঁহার অঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহার কুটিলপক্ষ্ম কৃষ্ণতারক উপান্তশুক্ল লোহিতপ্রান্ত বামনেত্র মীনাহত পদ্মের ন্যায় অনবরত স্পন্দিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে যাহা রামচন্দ্রের উপাধানস্বরূপ ছিল, সেই অগুরু চন্দনযোগ্য সুবৃত্ত সুচারু বাম হস্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার করিশুণ্ডাকার স্থূল সুগঠিত বাম উরু পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইয়া যেন বলিতে লাগিল, "রামচন্দ্র শীঘ্রই আসিবেন" এবং তাঁহার ঈষৎ মলিন স্বর্ণবর্ণ বস্ত্রও গাত্র হইতে কিঞ্চিৎ স্খলিত হইয়া পড়িল।

রৌদ্র ও বায়ুপ্রণষ্ট বীজ যেমন বৃষ্টিজলে স্ফীত হয় তদ্রূপ সুলোচনা জানকী এই সমস্ত ও অন্যান্য বিশ্বাসজনক নিমিত্ত দর্শনে হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার অকলঙ্ক মুখখানি উপরাগমুক্ত চন্দ্রের শোভা ধারণ করিল। তাঁহার শোক এবং জড়তা দূর হইল। অনন্তর রাত্রি যেমন শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়েন সেইরূপ তিনি প্রসন্নমুখে নিরতিশয় শোভা ধারণ করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

হনুমানের চিন্তা।

হনূমান শিংশপাবৃক্ষের অগ্রশাখায় প্রচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি তথা হইতে রাক্ষসীদিগের তর্জ্জন, ত্রিজটার স্বপ্ন এবং জানকীর বিলাপ সমস্তই শ্রবণ করিলেন। অনন্তর ঐ কপি-বীর নন্দনকাননে দেবকন্যার ন্যায় জানকীকে অশোককাননে দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, "যাঁহার অন্বেষণার্থ শতসহস্র কপিবীর দিগ্‌দিগন্তে প্রেরিত হইয়াছে, আমি অদ্য তাঁহাকেই দেখিতে পাইলাম। যাঁহার জন্য আমি সুগ্রীবের গুপ্তচর হইয়া শত্রুর শক্তি পরীক্ষা করিতেছিলাম, আজ তাঁহাকেই দেখিতে পাইলাম। এতদিনে আমার সাগর-লঙ্ঘন সার্থক হইল। আমি রাক্ষসদিগের ঐশ্বর্য্য, লঙ্কাপুরী এবং রাক্ষসরাজের প্রভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; এক্ষণে অসীমপরাক্রম দয়াশীল রামচন্দ্রের অনুরাগিনী ভার্য্যাকে স্বামীর সংবাদদানে আশ্বস্ত করিব। এই পূর্ণচন্দ্রাননা কখন দুঃখভোগ করেন নাই সুতরাং ইনি এই দুঃখসাগরের অন্ত দেখিতে পাইতেছেন না। আমি যদি এই শোকাকুলা সতীকে সান্ত্বনা প্রদান না করিয়া ফিরিয়া যাই তাহা হইলে অত্যন্ত অন্যায় হইবে। এই মনস্বিনী রাজপুত্রী হয়ত দুরাত্মা রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় না দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। রামচন্দ্র এই সতীকে দেখিবার জন্য যার পর নাই

উৎসুক হইয়াছেন; তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করা যেমন আবশ্যক, ইহাঁকেও সেইরূপ বা তাহা অপেক্ষাও অধিক। কিন্তু রাক্ষসীদিগের সমক্ষে ত আমি ইহাঁর সহিত কথা কহিতে পারিতেছি না। এক্ষণে কি করা যায়; আমি এক বিষম সঙ্কটেই পড়িলাম। সীতার যেরূপ মনের গতি দেখিতেছি তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে যদি আমি রাত্রিশেষে ইহাঁকে না আশ্বাস প্রদান করি তাহা হইলে ইনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। আরও আমি যদি ইহাঁর সহিত কথোপকথন করিয়া না যাই, তাহা হইলে রামচন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, 'সীতা আমাকে কি বলিয়া দিয়াছেন?' তখন আমি তাঁহাকে কি উত্তর দিব। সীতার কোন কথা না বলিতে পারিলে তিনি হয়ত ক্রোধ-জ্বলিত নেত্রে আমাকে দগ্ধ করিবেন। মহাবল সুগ্রীবেরও লঙ্কায় সসৈন্যে আগমন ব্যর্থ হইবে, কারণ তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই সীতা প্রাণত্যাগ করিবেন। অতএব যেরূপেই হউক ইহাঁর সহিত কথা কহিতেই হইবে। এক্ষণে আমি সতর্ক হইয়া থাকি; রাক্ষসীরা কিঞ্চিৎ অসাবধান হইলেই মৃদুবচনে শোকার্ত্তা রামভার্য্যাকে সান্ত্বনা করিব। আমি এক্ষণে ক্ষুদ্রাকার বানর, তথাপি মনুষ্যের ন্যায় সংস্কৃত কথা কহিব। না না; তাহা করা ভাল বোধ হইতেছে না। আমি যদি ব্রাহ্মণের ন্যায় সংস্কৃতে আলাপ করি, তাহা হইলে সীতা হয়ত আমাকে মায়াবী রাবণ মনে করিয়া অত্যন্ত ভয় পাইবেন। সুতরাং এক্ষণে মানুষী ভাষায় আলাপ করাই যুক্তিসঙ্গত; অন্য কোনরূপে ইহাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করা সহজ হইবে না।"

এইরূপে মহাবীর হনুমান মানুষী ভাষায় আলাপ করাই স্থির করিলেন বটে কিন্তু পরক্ষণেই উহাও তাঁহার পক্ষে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। তিনি পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন, "এই সরলা একেত মায়াবী রাক্ষসদিগের ভয়ে ভীত আছেন, তাহাতে আবার আমার এই অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শন ও বাক্য শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই যার পর নাই ভীত হইবেন। তিনি আমাকে কামরূপী রাবণ জ্ঞান করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবেন। তাঁহার চীৎকার শ্রবণ করিলেই বিকটদর্শনা রাক্ষসীগণ চতুর্দ্দিক হইতে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইবে এবং ইতস্ততঃ অন্বেষণের পর আমাকে প্রাপ্ত হইয়া বধ ও বন্ধনের চেষ্টা করিবে। তখন আমি অবশ্য নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা ও স্কন্ধে লম্ফপ্রদান করিতে থাকিব। তদ্দর্শনে রাক্ষসীরাও ভয় পাইয়া বিকৃতস্বরে রাবণনির্দ্দিষ্ট প্রহরীদিগকে আহ্বান করিবে। তাহারা রাক্ষসীদিগের উদ্বেগ-দর্শনে বিপদ আশঙ্কা করিয়া শূল, শর ও নিস্ত্রিংশ হস্তে মহাবেগে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইবে। আমি চতুর্দ্দিক হইতে রাক্ষসসৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইব এবং প্রাণপণে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে থাকিব; কিন্তু বলিতে কি, এরূপ হইলে যে আমি পুনরায় সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারিব তাহার আশা নাই। যুদ্ধে শ্রান্ত হইলে রাক্ষসেরা আমাকে অনায়াসেই গ্রহণ করিবে এবং সীতা আমার আগমনের যথার্থ উদ্দেশ্য জানিতে পারিবেন না। রাক্ষসেরা অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ তাহারা হয়ত এই সূত্রে জানকীর প্রাণনাশ করিবে এবং তদ্দারা রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের উদ্দেশ্য বিফল করিয়া দিবে।

লঙ্কায় আসিবার কোনরূপ পথ নাই; ইহা সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত, রাক্ষসরক্ষিত ও গুপ্ত। জানকী এখানে থাকিলে তাঁহার আর কোন কালে উদ্ধার হইবে না। রাক্ষসেরা যদি আমার প্রাণদণ্ড করে, বা আমাকে বন্দী করিয়া রাখে তাহা হইলে রামচন্দ্র তাঁহার একটী প্রধান সহায় হারাইবেন। আমার অভাবকালে এই শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও ত এমন কোন বানরকে দেখিতেছি না। আমি যুদ্ধে সহস্র সহস্র রাক্ষসকে বধ করিতে পারিব তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎপরে শ্রান্তিবশতঃ কখনই এই শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিব না। আর যুদ্ধেই যে কি ফল হইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? সুতরাং এই সংশয়াত্মক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। জানিনা আমি এক্ষণে কিরূপে এই বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইব। যদি জানকীর সহিত কথোপকথন করি তাহা হইলে ঐ সমস্ত বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা; যদি না করি, তাহা হইলে হয়ত ইনি প্রাণত্যাগ করিবেন। সিদ্ধপ্রায় কার্য্যও দূতের দোষে দেশকালবিরোধী হইয়া সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারবৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে কোনরূপ মন্ত্রণা স্থির হইলেও দূতের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে সমস্ত বিফল হইয়া থাকে। এক্ষণে কিসে কার্য্য নষ্ট না হয়, আমার বুদ্ধিদোষ উপস্থিত না হয় এবং সমুদ্রলঙ্ঘন ব্যর্থ না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। অতএব যাহাতে জানকী নিঃশঙ্কচিত্তে আমার বাক্য শ্রবণ করেন এমন কোন উপায় নির্দ্ধারণ করা যাউক।

ধীমান কপিবীর কিয়ৎকাল চিন্তার পর সিদ্ধান্ত করিলেন, "এই পতিপ্রাণা অনন্যমনে রামচন্দ্রকে চিন্তা করিতেছেন। আমি যদি এক্ষণে সেই ইক্ষ্বাকুকুলপ্রদীপ মহাবীরের নাম কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে ইনি কদাচ ভয় পাইবেন না। রামচন্দ্র যে সমস্ত ধর্ম্মানুকূল শুভকার্য্য করিয়াছেন আমি তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিয়া নিজ বক্তব্য শান্ত ও মধুরবাক্যে জ্ঞাপন করিব। সীতা যাহাতে আমাকে বিশ্বাস করেন আমি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিব।"

একত্রিংশ সর্গ।

সীতার হনূমানকে দর্শন।

মহাবীর হনূমান এইরূপ স্থির করিয়া শাখা প্রশাখার অভ্যন্তর দিয়া জানকীর নিকটস্থ হইলেন এবং মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "দশরথ নামে এক সত্যপরাক্রম রাজা ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুকুলে তাঁহার জন্ম। তিনি ঐশ্বর্য্যবান, পুণ্যশীল, মহাকীর্ত্তি, যশস্বী ও দয়াবান ছিলেন। সমগ্র পৃথিবীতেই তাঁহার খ্যাতি ছিল এবং তিনি মিত্রগণকে সুখী করিতেন। রামচন্দ্র দশরথের প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য, স্বজনপালক, সুশীল, জীবলোকের

আশ্রয়, ধর্ম্মরক্ষক ও জ্ঞানবান। তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়। ঐ মহাত্মা সত্যপ্রতিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতার আদেশে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাস অবলম্বন করেন। তিনি যখন মৃগয়ান্বেষণে মহারণ্যে পর্য্যটন করিতেন তখন তাঁহার পরাক্রমে বহুসংখ্য কামরূপী রাক্ষসবীর নিহত হয় এবং খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত সমস্ত জনস্থান উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হয় এবং মৃগরূপী মারীচ নামক রাক্ষসের মায়াবলে রামচন্দ্রকে বঞ্চনা করিয়া তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তরা ভার্য্যা সীতাদেবীকে অপহরণ করে। পরে রামচন্দ্র সীতার অন্বেষণে বনমধ্যে উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সুগ্রীবকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার সহিত সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অনন্তর তিনি বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কপিরাজ্য প্রদান করিলেন। সুগ্রীবও মিত্রের উপকার স্মরণ রাখিয়া জানকীর অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে মহাবল বানরদিগকে নিয়োগ করিলেন। আমি সেই উপলক্ষে দক্ষিণদিকে আসিয়াছি এবং সম্পাতির বাক্যে শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছি। রামচন্দ্রের নিকট আমি সীতার যেরূপ রূপ, বর্ণ ও লক্ষণ শুনিয়াছিলাম তাহাতে বোধ হয় আমি এক্ষণে সীতাকেই স্বচক্ষে দেখিতেছি।” কপিশ্রেষ্ঠ হনূমান এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

জানকী সহসা হনূমানের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল চিত্রিত

পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রুক্ষ অলকাকুল মুখখানি সভয়ে উত্তোলন করিয়া শিংশপা বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রামচন্দ্রের নাম শ্রবণ ও তাঁহার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সরলা সীতার হৃদয়ে যার পর নাই হর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে তিনি কখন ঊর্দ্ধে, কখন অধোতে কখন বা চারিদিকে চাহিতেছেন, ইতিমধ্যে উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ধীমান পবন-কুমার হনুমান সহসা তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

হনুমানকে দেখিয়া সীতার চিন্তা।

হনুমান শ্বেতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বৃক্ষশাখায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, সীতা তাঁহাকে দেখিবামাত্র চমকিত হইয়া উঠিলেন। হনুমান বিনীত ও প্রিয়বাদী; তাঁহার বর্ণ অশোকের ন্যায় আরক্ত এবং চক্ষু কাঞ্চনের ন্যায় পিঙ্গল। সীতা উহাঁকে শাখাভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিতে দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "উঃ এই বানরের আকৃতি কি ভীষণ!" তিনি হনুমানের দিকে অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না; ভয়ে মূর্চ্ছিত

হইলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া করুণস্বরে "হা রাম! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় ধীরে ধীরে বানরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু পুনরায় তাঁহার দুর্নিরীক্ষ্য রূপ দর্শন করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া কহিলেন, "আঃ আমি কি দুঃস্বপ্নই দেখিলাম! একটী অমঙ্গলসূচক বানরমূর্ত্তি আজ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দেবগণ রাম, লক্ষ্মণ এবং পিতা জনকের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন্। অথবা না ইহা স্বপ্ন নহে; রামচন্দ্রের বিরহে আমি শোক ও দুঃখে একান্ত পীড়িতা; সুতরাং নিদ্রা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি নিরন্তর তাঁহাকেই ধ্যান করিতেছি, তাঁহারই কথা আলাপ করিতেছি; সুতরাং যদি স্বপ্নে কিছু দেখি তাহা হইলে তাঁহারই সংক্রান্ত কিছু দেখিব। ইহা নিশ্চয়ই কল্পনাও নহে, কারণ তাহাতে বুদ্ধির সংস্রব থাকে না এবং রূপও প্রত্যক্ষ হয় না। আমি এই বানরকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং ইহার কথা সুস্পষ্ট শুনিতেছি। এক্ষণে বাচস্পতিকে নমস্কার, দেবরাজ ইন্দ্রকে নমস্কার, অগ্নিকে নমস্কার এবং সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকেও নমস্কার। এই বানর আমার নিকট যাহা বলিল তাহা সত্য হউক।"

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

হনূমান ও সীতার কথোপকথন।

মহাবীর হনূমান বৃক্ষের উচ্চ শাখা হইতে অবতরণ করিলেন এবং বিনীত ও দীনভাবে জানকীর নিকটস্থ হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে প্রণাম ও অভিবাদন পূর্ব্বক মস্তকে অঞ্জলি ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে? কিজন্য মলিন কৌশেয়বসন পরিধান করিয়া বৃক্ষের শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছ? কমলদল হইতে যেরূপ জল নিঃসৃত হয় সেইরূপ কিজন্য তোমার নেত্রযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে? তুমি কি সুর, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর অথবা রুদ্র, মরুত বা বসুদিগের কেহ হইবে? আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে তুমি কোন দেবতা। তুমি কি নক্ষত্রশ্রেষ্ঠা গুণবতী রোহিণী; চন্দ্রের স্নেহভ্রষ্টা হইয়া সুরলোক হইতে পতিত হইয়াছ? কল্যাণী তুমি কে? তুমি কি দেবী অরুন্ধতী—ক্রোধ বা মোহবশতঃ বশিষ্ঠদেবকে কুপিত করিয়াছ। বিশাললোচনে! তোমার পিতা কে? পুত্র কে? ভ্রাতা কে? স্বামীই বা কে? তুমি কি এই জন্মের মত ইহাঁদের কাহাকেও হারাইয়া এত শোকাকুল হইয়াছ? তোমার রোদন, দীর্ঘনিশ্বাস, ভূমিস্পর্শ এবং পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রের নামগ্রহণে বোধ হইতেছে তুমি দেবী নহ। বরং তোমার

অন্যান্য যে সমস্ত লক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে তোমাকে রাজার মহিষী ও রাজকন্যা বলিয়াই অনুমান হইতেছে। তুমি যদি দুরাত্মা রাবণকর্তৃক জনস্থান হইতে বলপূর্ব্বক অপহৃতা সীতা হও, তাহা হইলে আমার বাক্যের উত্তর দাও; তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার সেরূপ অলৌকিক রূপ, দীনতা ও তপশ্চরণোপযোগী বেশ দেখিতেছি তাহাতে তোমাকে রামচন্দ্রের পত্নী বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে।"

এই বলিয়া হনূমান বিরত হইলেন। পতিপরায়ণা সীতা রামচন্দ্রের নাম কীর্ত্তনে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, "আমি রাজশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা শত্রুনাশন দশরথের পুত্রবধূ, রাজর্ষি জনকের দুহিতা এবং ধীমান রামচন্দ্রের পত্নী; আমার নাম সীতা। আমি বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসর কাল শ্বশুরালয়ে নানারূপ সুখভোগে অতিবাহিত করি। অনন্তর ত্রয়োদশ বৎসরে রাজা দশরথ উপাধ্যায়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার কল্পনা করেন। অভিষেকোপযোগী সমস্ত দ্রব্যজাত সম্ভৃত হইলে, আমার স্বামীর বিমাতা কনিষ্ঠা মহিষী কৈকেয়ী রাজাকে কহিলেন, 'রাজন্! তুমি আমাকে দুইটী বরদানে প্রতিশ্রুত আছ। এক্ষণে তোমার বাক্য সত্য হউক। তুমি ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে যাইতে আদেশ কর। যদি তুমি রামকে রাজ্য দাও তাহা হইলে আমি অদ্যাবধি পানাহার পরিত্যাগ করিব এবং এ প্রাণ আর রাখিব না।'

বৃদ্ধ রাজা দশরথ কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ এবং নিজ প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া শোকে অভিভূত হইলেন। কিন্তু সত্যে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, 'বৎস! তুমি ভরতকে রাজ্য দিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে গমন কর।' রামচন্দ্র তৎকালে পিতার এই আদেশ রাজ্য অপেক্ষাও প্রীতিকর জ্ঞান করিয়া বাক্য ও মনে উহা স্বীকার করিলেন। সত্যপরাক্রম দাশরথি অশেষ গুণের আধার; তিনি দান করেন কিন্তু কদাপি প্রতিগ্রহ করেন না। সত্যেই তাঁহার অনুরাগ, তিনি প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা কহেন না। ঐ ধর্ম্মাত্মা মহার্হ উত্তরীয় পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যের আশা বিসর্জ্জন দিয়া জননীর হস্তে আমাকে অর্পণ করিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না; কারণ রামচন্দ্রকে ছাড়িয়া আমার স্বর্গ সুখও ভাল লাগে না। আমি গুরুজনের চরণে বিদায় লইয়া স্বামীর অনুগামিনী হইলাম। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই অগ্রজের অনুসরণার্থ কুশচীর ধারণ করিয়াছিলেন। পরে আমরা রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। দণ্ডকারণ্যেও আমরা কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ঐ স্থান হইতে রাবণ আমাকে অপহরণ করিয়া আনে। দুরাত্মা দুই মাস আমার প্রাণরক্ষায় অনুগ্রহ করিয়াছে; ঐ কাল অতীত হইলেই আমাকে বধ করিবে।"

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

সীতা ও হনুমানের কথোপকথন।

মহাবীর হনূমান শোকাকুলা সীতার এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। তিনি বাষ্প-গদ্গদস্বরে সীতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "দেবি! আমি মহাত্মা রামচন্দ্রের দূত; তাঁহারই আদেশে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। যিনি ব্রহ্ম-অস্ত্র ও সমগ্র বেদে অধিকারী সেই মহাবীর দাশরথি এক্ষণে কুশলে আছেন এবং আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনার স্বামীর চির অনুচর ও প্রিয় ভ্রাতা তেজস্বী লক্ষ্মণও শোকাকুল হৃদয়ে আপনার চরণে প্রণাম জানাইয়াছেন।"

ভ্রাতৃদ্বয় কুশলে আছেন এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া সরলা সীতার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি কিয়ৎকাল নিজ কষ্টের কথা ভুলিয়া গেলেন। অনন্তর হর্ষভরে কহিলেন, "মনুষ্য জীবিত থাকিলে শতবৎসরেও আনন্দ লাভ করে এই যে একটি কথা আছে, আজি বুঝিলাম তাহা সম্পূর্ণ সত্য।" ফলতঃ সীতা, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের দর্শনে যেমন প্রীত হইতেন, হনূমানের নিকট তাঁহাদের কুশল সম্বাদ শ্রবণেও সেইরূপ হইলেন এবং বিশ্বস্তমনে উহাঁর সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

সীতার মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে দেখিয়া হনূমান ক্রমশঃ

তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি দুই এক পদ অগ্রসর হন্ আর সীতার মনে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেই সীতা হনূমানকে একবার মায়াবী রাবণ মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। তিনি ভীত ও দুঃখিতমনে কহিলেন, "ছি! ছি! আমি কেন ইহার সহিত বাক্যালাপ করিলাম? এ নিশ্চয়ই দুরাত্মা রাবণ মায়াবলে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে।"

জানকী এইরূপ চিন্তা করিয়া শিংশপাবৃক্ষের শাখা উন্মোচন পূর্ব্বক ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। মহাবাহু হনূমানও তাঁহার নিকটে গমন করিয়া অভিবাদন করিলেন। কিন্তু সীতা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন; তিনি হনূমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইলেন না, কেবল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই মাত্র কহিলেন, "আমি বুঝিয়াছি তুমি মায়াবী রাবণ; পুনরায় মায়াজাল বিস্তার করিয়া আমাকে কষ্ট দিতে আসিয়াছ। কিন্তু হায়! এত যন্ত্রণা দিয়াও কি তোমার আশা মিটিল না। যে ব্যক্তি জনস্থানে স্বীয় রূপ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরিব্রাজকবেশে আমার নিকটে গিয়াছিল, তুমি যে সেই রাবণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিশাচর! বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি এক্ষণে উপবাসে কৃশ ও দীন হইয়াছি। এ অবস্থায় আমার প্রতি অত্যাচার করা তোমার উচিত হয় না। অথবা তোমাকে মায়াবী রাক্ষস বলিয়া সন্দেহ করিবার আমি কোন কারণ দেখিতেছি না। বরং তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মনে বিলক্ষণ প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। যাহা হউক যদি তুমি যথার্থই

রামচন্দ্রের দূত হও তাহা হইলে আমার নিকটে সেই মহাত্মার গুণ কীর্ত্তন কর; আমি তাঁহার কথা শুনিতে বড় ভাল বাসি। বানর! যাহাতে তোমার প্রতি আমার সন্দেহ দূর হয় শীঘ্র তাহা কর। বলিতে কি যেমন প্রবাহবেগ নদীকূলকে শিথিল করে সেইরূপ তুমি আমার বিশ্বাসকে হ্রাস করিয়া দিতেছ।" এই বলিয়া সীতা পুনরায় কহিলেন, "আমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিতেছি। নতুবা রামচন্দ্রের দূত এখানে কিরূপে আসিবে? যাহা হউক এই স্বপ্ন কি সুখকর! আমি বহুদিন হইল অপহৃত ও আনীত হইয়াছি কিন্তু কখনও এরূপ স্বপ্ন দেখি নাই। এক্ষণে যদি একবার এইরূপে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাই তাহা হইলে প্রাণ শীতল হয়। কিন্তু এ হতভাগিনীর স্বপ্নও শত্রু হইয়াছে। অথবা ইহা স্বপ্ন নহে। স্বপ্নে বানর দর্শন করিলে মঙ্গল হয় না, কিন্তু আমি নানারূপ নিমিত্ত দর্শনে বুঝিয়াছি, আমার শীঘ্র মঙ্গল হইবে। তবে কি ইহা মোহ? না বায়ুর ব্যাপার? না উন্মাদজ বিকার? না মৃগতৃষ্ণা? অথবা ইহা উন্মাদ নহে, মোহও নহে, কারণ আমি আপনাকে এবং এই বানরকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।"

সীতা এইরূপ নানা তর্ক-বিতর্কের পর বানরকে মায়াবী রাবণ বলিয়াই স্থির করিলেন এবং উহার সহিত আর বাক্যালাপ করিলেন না। তদ্দর্শনে হনূমান তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া শ্রুতিসুখকর বাক্যে হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "আর্য্যে! মহাত্মা রামচন্দ্র আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী, চন্দ্রের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, ধনাধিপতি

কুবেরের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী, মহাযশা বিষ্ণুর ন্যায় বিক্রান্ত, বাচস্পতির ন্যায় সত্যবাদী ও মিষ্টভাষী এবং সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় রূপবান ও শ্রীমান। তিনি যথাস্থানেই ক্রোধ প্রকাশ ও দণ্ডপ্রদান করিয়া থাকেন। তিনি মহারথী ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবলোক তাঁহার বাহুচ্ছায়ায় সুখে ও নির্ভয়ে অবস্থিতি করিতেছে। দেবি! যে পাপাত্মা মৃগরূপের দ্বারা তাঁহাকে দূরে লইয়া গিয়া শূন্য আশ্রম হইতে আপনাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে সে অচিরাৎ তাহার পাপের ফলভোগ করিবে। মহাবীর রামচন্দ্র জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য ক্রোধনির্ম্মুক্ত শরে শীঘ্রই তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেন। আর্য্যে! আমি সেই মহাত্মার দূত; তাঁহারই আদেশে আপনার নিকট আসিয়াছি। তিনি আপনার বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সুমিত্রানন্দন মহাতেজা লক্ষ্মণ আপনার চরণে প্রণাম জানাইয়া আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং রামচন্দ্রের সখা কপিরাজ সুগ্রীবও আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সর্ব্বদা আপনাকে স্মরণ করেন। দেবি! আপনি রাক্ষসীদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়াও সৌভাগ্যবশতই জীবিত আছেন। এক্ষণে অচিরেই রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবেন। অসংখ্য বানরসৈন্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবও শীঘ্রই লঙ্কায় আগমন করিবেন। আমি সুগ্রীবের একজন মন্ত্রী আমার নাম হনূমান। তাঁহারই আদেশে শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কাপুরীতে আগমন করিয়াছি এবং স্ববীর্য্যে রাবণের মস্তকে

পদাঘাত করিয়া আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। দেবি! আপনি যাহা মনে করিতেছেন, আমি তাহা নহি। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার বাক্যে বিশ্বাস করুন।”

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

হনূমানকর্ত্তৃক রামচন্দ্রের রূপ ও গুণবর্ণন।

সীতা বানরশ্রেষ্ঠ হনূমানের মুখে রামের কথা শ্রবণ করিয়া সান্ত্ব ও মধুরবাক্যে কহিলেন, “বীর! রামচন্দ্রের সহিত কিরূপে তোমার সংস্রব হইল? তুমি লক্ষ্মণকেই বা কিরূপে জানিলে? এবং নর ও বানরদিগের সমাগমই বা কিরূপে ঘটিল? কপিবর! রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের যে সমস্ত অভিজ্ঞান চিহ্ন আছে—অর্থাৎ তাঁহাদের আকার কিরূপ? বর্ণ কিরূপ? উরু কিরূপ এবং বাহুই বা কিরূপ সমস্ত আমার নিকটে পুনরায় উল্লেখ কর। শুনিলে অনেক পরিমাণে আমার শোকদূর হইবে।”

হনূমান কহিলেন, “দেবি! আপনি যে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা আমার পক্ষে বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে আমি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের যে সমস্ত চিহ্ন দেখিয়াছি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

রামচন্দ্রের চক্ষু উৎপলের ন্যায় এবং আনন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়। তিনি জন্মাবধিই রূপবান ও দাক্ষিণ্যসম্পন্ন। তিনি তেজে আদিত্যের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং যশে ইন্দ্রের ন্যায়। তিনি জীবলোকের রক্ষক এবং স্বজনের পালক। তিনি ধর্ম্মশীল ও সচ্চরিত্র; বর্ণ-চতুষ্টয় তাঁহার আশ্রয়ে সুখে কালযাপন করিতেছে। তিনি লোকের মর্য্যাদা রক্ষা ও বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। তিনি দীপ্তিমান; সকলেই তাঁহাকে পূজা করে। ব্রহ্মচর্য্যে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা; তিনি সাধুগণের উপকার ও সৎকার্য্যের প্রচার করিয়া থাকেন। তিনি রাজনীতিতে বিলক্ষণ অভ্যস্ত এবং ব্রাহ্মণদিগকে অত্যন্ত ভক্তি করেন। তিনি জ্ঞানবান সুশীল ও বিনীত; যজুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও বেদাঙ্গে উত্তমরূপ শিক্ষিত এবং বেদবিদ্‌গণের পূজিত। তাঁহার অংসদেশ স্থূল, বাহু দীর্ঘ, গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়যুক্ত, আনন সুন্দর, জত্রুদ্বয় প্রচ্ছন্ন, চক্ষু তাম্রবর্ণ, স্বর দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর, বর্ণ স্নিগ্ধ ও শ্যামল এবং অঙ্গ সুবিভক্ত। তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী। তাঁহার ঊরু, মণিবন্ধ ও মুষ্টি স্থির; মুষ্ক, ভ্রু ও বাহু লম্বিত; কেশাগ্র বৃষণ ও জানু সমান; নাভিমধ্য, কুক্ষি ও বক্ষ উন্নত; নেত্রান্ত, নখ ও হস্তপদতল আরক্ত এবং পাদরেখা ও কেশ স্নিগ্ধ। তাঁহার স্বর, গতি ও নাভি গভীর; পদমধ্য পদরেখা ও স্তনচুচুক নিম্ন এবং উদর ও কণ্ঠে ত্রিবলী। তাঁহার পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা হ্রস্ব; শিরো-দেশে তিনটী কেশের আবর্ত্ত; মস্তকে ও ললাটে চারিটী রেখা এবং দেহের দৈর্ঘ্য চারিহস্তপরিমিত। তাঁহার বাহু,

জানু, উরু ও গণ্ড সমান ; ভ্রূ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ স্থান একরূপ, এবং দন্তপংক্তির পার্শ্বে দন্ত। তাঁহার গতি সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও বৃষের অনুরূপ ; ওষ্ঠ, হনু ও নাসিকা প্রশস্ত ; মুখ, নখ, লোম, ত্বক ও বাক্য স্নিগ্ধ এবং বাহু, অঙ্গুলী ও উরু দীর্ঘ। তাঁহার মুখনেত্রাদি দশ স্থান পদ্মাকার ; ললাটাদি দশস্থান বিশাল : কক্ষাদি ছয়স্থান উন্নত এবং অঙ্গুলিপর্ব্ব, কেশ, রোমাদি নয় স্থান সূক্ষ্ম। তিনি শ্রীমান, যশস্বী ও তেজস্বী। তাঁহার পিতৃ ও মাতৃকুল উভয়ই বিশুদ্ধ। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গেরই যথোচিত সেবা করিয়া থাকেন। তিনি ধন ও বলাদির সংগ্রহে এবং তদ্দ্বারা প্রজা-রক্ষণে সুদক্ষ, দেশজ্ঞ ও কালজ্ঞ। তিনি সকলকেই প্রিয় বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তিনিও দীপ্তিমান, তেজস্বী, রামচন্দ্রের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত এবং রূপে ও গুণে তাঁহারই অনুরূপ। লক্ষ্মণ কাঞ্চনবর্ণ এবং রামচন্দ্র শ্যামবর্ণ।

দেবি ! এই দুই নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা আপনার অদর্শনে যার পর নাই কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তাঁহাদের সহিত আমাদিগের মিলন হয়। ঐ সময়ে কপিরাজ সুগ্রীব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীকর্তৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তাঁহার ভয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন এবং আমরাও চারিটী বানর তাঁহার পরিচর্য্যার্থ ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতে-ছিলাম। একদিন আমরা দেখিলাম রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ

চীরপরিধান ও ধনুর্ধারণ করিয়া ঐ পর্ব্বতের সন্নিহিত বনে প্রবিষ্ট হইলেন। বালী আমাদিগের প্রাণসংহারার্থ অনেকবার ঐ স্থানে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিলেন এইজন্য ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়াই আমরা প্রথমে প্রচ্ছন্নচারী শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিলাম। সুগ্রীব ভয়ে শিখর হইতে শিখরে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া এক নিভৃত স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন এবং তথায় সমবেত বৃদ্ধ বানরদিগের মন্ত্রণানুসারে আমাকে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের আগমনের উদ্দেশ্য জানিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র আমি কৃতাঞ্জলিপুটে ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। অনন্তর তাঁহাদিগের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমি তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে আরোপণ পূর্ব্বক সুগ্রীবের নিকট লইয়া গেলাম এবং তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলাম। নররাজ রামচন্দ্র এবং কপিরাজ সুগ্রীব পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্ভাষণ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং অগ্নি সাক্ষী করিয়া সখ্যতাবন্ধন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা নিজ নিজ দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। সুগ্রীব সাশ্রুলোচনে বালীকর্ত্তৃক নিজস্ত্রী গ্রহণ ও রাজ্য হইতে নির্ব্বাসনের কথা বলিলে রামচন্দ্র তাঁহার দুঃখ দূর করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন।

দেবি! অনন্তর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের নিকট আপনার হরণ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। সেই শোচনীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় ম্লান হইয়া উঠিল।

আর্য্যে! দুরাত্মা রাবণ যৎকালে আপনাকে হরণ করিয়া আকাশপথে লইয়া যায় তৎকালে আপনি স্বীয় গাত্রশোভী যে ভূষণগুলি সশব্দে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন সেগুলি আমরা প্রাপ্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়াছিলাম। এক্ষণে আমরা ঐগুলি আনয়ন পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে দেখাইলাম। ঐ দেবপ্রভাব মহাত্মা দেখিবামাত্র শোকভরে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক অলঙ্কারগুলিকে ক্রোড়ে করিয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার শোকাগ্নি একবারে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি দুঃখভরে অনেকক্ষণ ভূতলে শয়ন করিয়া রহিলেন এবং অবশেষে আমরা পুনঃ পুনঃ বুঝাইলে গাত্রোত্থান করিলেন। সরলপ্রকৃতি মহাত্মা লক্ষ্মণও আপনার পদশোভী চিরপরিচিত নূপুর দর্শন করিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

দেবি! অভ্যন্তরস্থ অগ্নিতে আগ্নেয়পর্ব্বত যেরূপ সন্তপ্ত হয় আপনার অদর্শনে রামচন্দ্রের হৃদয়ও সেইরূপ সন্তপ্ত হইতেছে। তাঁহার নিদ্রা দূর হইয়াছে এবং শোক ও চিন্তা আসিয়া চিত্তকে আচ্ছন্ন হইয়াছে। ভূমিকম্প যেরূপ বৃহৎ পর্ব্বতকেও বিকম্পিত করে সেইরূপ আপনার বিরহশোক সেই গম্ভীরপ্রকৃতি মহাত্মাকেও সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বিচলিত করিয়াছে। তিনি এক্ষণে সুরম্য কানন, নদী এবং প্রস্রবণ সকল দর্শন করিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু আর্য্যে! আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না। সেই মহাবীর অচিরেই দুরাত্মা রাবণ এবং তাহার

বন্ধুবান্ধবকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আপনার দুঃখ দূর করিবেন।”

মহাত্মা হনূমান এইরূপে সীতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “আর্যে! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামচন্দ্র বালীকে বধ করিয়া বন্ধুর দুঃখমোচন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। সুগ্রীব তাঁহাকে ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলেন এবং বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অভিষেক করিলেন। দেবি! এইরূপে নর ও বানরের সমাগম হইয়াছে।

মহাত্মা সুগ্রীব রাজ্যলাভানন্তর রামচন্দ্রকৃত উপকার স্মরণ করিয়া আপনার অনুসন্ধানার্থ বানরগণকে দশদিকে প্রেরণ করিলেন। ঐ সমস্ত পর্ব্বতাকার মহাতেজা বানর উগ্রশাসন সুগ্রীবের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে নির্গত হইল। আমরাও ঐ সূত্রে বালীপুত্র মহাবল অঙ্গদের সহিত দক্ষিণদিকে আগমন করি। অনন্তর জলান্বেষণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের এক গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের বহুদিন অতীত হইয়া যায়। আমরা যখন তথা হইতে নির্গত হইলাম তখন সুগ্রীবনির্দ্দিষ্ট প্রত্যাগমনের কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। দেবি! আমরা ইতিপূর্ব্বে গিরিদুর্গ, নদী ও প্রস্রবণে আপনার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এক্ষণে কার্য্য উদ্ধার না করিয়া সুগ্রীবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে নিশ্চয় প্রাণ হারাইতে হইবে জানিয়া সমুদ্রতীরে

প্রায়োপবেশনের দ্বারা দেহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। বানরেরা সকলে উপবিষ্ট হইলে অঙ্গদ শোকার্ত্তস্বরে রাবণ কর্ত্তৃক আপনার অপহরণ, জটায়ুর মৃত্যু, রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের মিত্রতা, বালীবধ প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে মহাবল জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতি নামক পক্ষিরাজ ঐ পর্ব্বতের এক গুহায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া বহুবিধ বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'বানরগণ। আমার প্রাণাধিক জটায়ুর কিরূপে এবং কোথায় মৃত্যু হইয়াছে সমস্ত আমার নিকট সবিশেষ বর্ণন কর।' এই কথা শুনিয়া অঙ্গদ জনস্থানে রাক্ষসবধ হইতে আমাদিগের অন্বেষণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। সম্পাতি শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃশোকে যার পর নাই কাতর হইলেন। পরে আমাদিগকে কহিলেন, 'কপিগণ। তোমরা সমুদ্রমধ্যস্থ লঙ্কাদ্বীপে রাবণের ভবনে গমন কর তাহা হইলেই সীতার দর্শন পাইবে। আমি দৈবী ক্ষমতা-প্রভাবে জানিতেছি তিনি এক্ষণে সেইখানেই আছেন।'

বানরগণ এই সম্বাদে হর্ষে পুলকিত হইয়া উৎসাহভরে বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে প্রস্থান করিল এবং অল্পকালের মধ্যে সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইল। কিন্তু ঐ স্থানে আসিয়া তাহাদের উৎসাহ বিষাদে পরিণত হইল। সেই উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল দুস্তর সমুদ্র দর্শনে তাহারা সকলে হতাশ হইয়া

পড়িল। অনন্তর আমি বানরসৈন্যের ভয় ও বিষাদ দূর করিয়া এক লম্ফে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় উপস্থিত হইলাম। পাছে রক্ষকগণ দেখিতে পায় এই ভয়ে আমি রাত্রিকালে পুরীতে প্রবেশ করিয়াছি। আমি দুরাত্মা রাবণকে দেখিয়াছি এবং এক্ষণে পবিত্রদর্শনা শোকাকুলা রামভার্য্যাকেও দেখিলাম। দেবি! এই আমি আপনাকে সমস্তই বলিলাম। আমি মহাত্মা রামচন্দ্রেরই দূত; আপনি আমার সহিত কথা কহিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইবেন না। আমি পবনদেবের পুত্র এবং কপিরাজ সুগ্রীবের অমাত্য; এখানে রামচন্দ্র ও আপনার কার্য্যের জন্যই আসিয়াছি।

আর্য্যে! সর্ব্বশস্ত্রবিদ্ মহাবীর রামচন্দ্র এক্ষণে কুশলে আছেন। মহাত্মা লক্ষ্মণও কুশলে থাকিয়া পূর্ব্বের ন্যায় একান্তমনে অগ্রজের সেবা করিতেছেন। আমি তাঁহাদের এবং কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশ স্মরণ রাখিয়া একাকী এইস্থানে আসিয়াছি। আমি কামরূপী এজন্য তাঁহারা আমাকে এই গুরু কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু আর্য্যে! আজ আমার সমস্ত শ্রম সফল হইল। আজ আমি সহচর বানরদিগের প্রাণরক্ষা করিব, কপিরাজ সুগ্রীবকে ঋণ হইতে মুক্ত করিব এবং মহাত্মা রামচন্দ্রেরও শোক দূর করিতে সমর্থ হইব। অদ্যাবধি অনন্তকাল জগতে আমার এই কীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইবে। দেবি! আপনিও আর চিন্তিত হইবেন না। অচিরেই মহাবীর রামচন্দ্র রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া আপনার উদ্ধার করিবেন।

দেবি! পবনদেবের পুত্র হইয়াও আমার কেন বানরের

ন্যায় আকার হইল জানিবার জন্য বোধ হয় আপনি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন। আমি ইহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ করুন্। মাল্যবান পর্ব্বতে কেশরী নামে এক বানর বাস করিতেন। ইনি অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন। দেবর্ষিদিগের আদেশে ইনি একদিন গোকর্ণ পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক সমুদ্র-তীরে শম্বসাদন নামক এক অসুরকে বধ করেন। আমি ঐ বানরবীরের ক্ষেত্রজ পুত্র। আমার নাম হনূমান ; আমি স্বীয় কর্ম্মসমূহেই জগতে বিখ্যাত।

দেবি! আমি কেবল আপনার বিশ্বাসের জন্যই এত কথা বলিলাম। এক্ষণে আপনি আমার প্রতি সন্দেহ দূর করুন। আমি সত্যই বলিতেছি, আপনি অচিরেই রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন।”

শোকাকুলা সীতা হনুমানের এই সমস্ত বিশ্বাসজনক বাক্যে তাঁহাকে রামচন্দ্রের দূত বলিয়াই বুঝিলেন। তৎ-কালে সীতার আর হর্ষের সীমা রহিল না। তাঁহার কুটিল-পক্ষ্ম ঈষৎ তাম্র শ্বেত ও বিশাল নেত্রদ্বয় হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার সুন্দর মুখখানি রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি ভয় দূর হওয়াতে বিশ্বাসসূচক দৃষ্টিতে হনূমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

হনুমানের সীতাকে অঙ্গুরীয়র দান।

পবনকুমার হনুমান সীতার অধিকতর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য বিনীতবাক্যে পুনরায় কহিলেন, "দেবি! আমি যথার্থই বানর এবং রামচন্দ্রের দূত। এই দেখুন, রামনামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরীয়ক আমার নিকট রহিয়াছে। মহাত্মা রামচন্দ্র আপনার বিশ্বাসের জন্য আসিবার কালে আমাকে এটী দিয়াছিলেন। আপনি অতঃপর আশ্বস্ত হউন। অচিরেই আপনার দুঃখনিশির অবসান হইবে।"

জানকী তৎকালে স্বামীর করশোভন সেই অঙ্গুরীয়ক হস্তে করিয়া নির্নিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রকে সম্মুখে দেখিলে তিনি যেরূপ আহ্লাদিত হইতেন ঐ অঙ্গুরীয়কটীকে দেখিয়াও সেইরূপই হইলেন। তাঁহার ঈষৎ তাম্র, শুক্ল ও আয়ত নেত্রশোভী মনোহর মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল হওয়াতে রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি ঈষৎ লজ্জিত হইয়া অপার আহ্লাদের সহিত হনূমানকে প্রশংসা করিতে করিতে কহিলেন, "কপিবর! তুমি যখন একাকী এই রাক্ষসপরিবৃত ভীষণ পুরীমধ্যে আসিতে সাহসী হইয়াছ তখন তুমি নিশ্চয়ই অতিশয় বিক্রান্ত ও কার্য্যকুশল। তুমি এই শতযোজন বিস্তৃত সাগরকে গোষ্পদবৎ জ্ঞান করিয়াছ এবং দুর্দ্ধর্ষ রাবণ

হইতেও ভীত হও নাই; অতএব আমি তোমাকে সামান্য বানর বলিয়া জ্ঞান করি না। এক্ষণে যদি তুমি মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট হইতে আসিয়া থাক, তাহা হইলে আমার সহিত কথোপকথন কর। রামচন্দ্র যাহার বিক্রম বা দক্ষতা পরীক্ষা করেন নাই এরূপ ব্যক্তিকে কখনই আমার নিকট প্রেরণ করিবেন না।

হনূমান! সত্যপ্রতিজ্ঞ দাশরথি ও মহাতেজা লক্ষ্মণ কুশলে আছেন শুনিয়া আমি মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম। কিন্তু বীর! যদি রামচন্দ্রের কোন অমঙ্গল না হইয়া থাকে তবে তিনি কিজন্য প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়া এই সাগরবেষ্টিতা পৃথিবীকে দগ্ধ করিতেছেন না? অথবা সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয় ইচ্ছা করিলে দেবগণকেও নিগ্রহ করিতে পারেন কেবল আমারই ভাগ্যে আজিও দুঃখের অবসান হয় নাই। যাহা হউক কপিবর! রামচন্দ্র ত দুঃখে ব্যথিত ও কাতর হন নাই? তিনি ত আমার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন? দীনতা ও ভয় ত তাঁহাকে অভিভূত করে নাই? কার্য্যকালে ত তাঁহার বুদ্ধিমোহ উপস্থিত হয় না? পৌরুষ প্রকাশে ত তাঁহার উৎসাহ আছে? তিনি ত জয়-লাভের জন্য মিত্রবর্গে সামদান এবং শত্রুবর্গে ভেদ ও দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন? তিনি ত মিত্রলাভ করিতেছেন এবং ঐ সকল মিত্র ত তাঁহার প্রতি যথোচিত অনুরক্ত? তিনি ত দেবগণকে প্রসন্ন করিতে অবহেলা করেন না? কারণ পুরুষকার ও দৈব এ উভয় ভিন্ন কার্য্যসিদ্ধি হয় না। দূরবাসনিবন্ধন আমার প্রতি ত তাঁহার স্নেহের হ্রাস হয়

নাই ? তিনি ত আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন ? কপিবর ! রামচন্দ্র চিরকাল সুখভোগ করিয়া আসিয়াছেন এক্ষণে দুঃখের পর দুঃখে পতিত হইয়া তিনি ত অবসন্ন হইতেছেন না ? মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রা এবং দেবর মহাত্মা ভরতের কুশল সংবাদ ত মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় ? রামচন্দ্র ত আমার শোকে অতিশয় কাতর হন নাই ? তিনি কি সর্ব্বদা বিষণ্ণ হইয়া থাকেন ? ভ্রাতৃবৎসল ভরত কি আমার উদ্ধারার্থ মন্ত্রিরক্ষিত সৈন্যগণকে নিয়োগ করিবেন ? কপিরাজ সুগ্রীব কি খরদন্ত ও খরনখ বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া এখানে আগমন করিবেন ? সুমিত্রানন্দন মহাবীর লক্ষ্মণ কি অস্ত্রজালে রাক্ষসদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেন ? আমি কি অচিরেই রামচন্দ্রের ভীষণ শরে দুরাত্মা রাবণকে সবান্ধবে রণস্থলে নিহত দেখিতে পাইব ? কপিবর ! জলশোষ হইলে যেরূপ পদ্ম ম্লান হয় তদ্রূপ আমার বিরহশোকে ত রামচন্দ্রের সেই পদ্মগন্ধি মনোহর মুখখানি ম্লান হয় নাই ? তিনি যখন ধর্ম্মের অনুরোধে হস্তস্থিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে আমাকে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার ভয় কি শোক কিছুই দেখিতে পাই নাই ; তিনি ত এখন সেইরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন ? হনূমান ! বলিতে কি রামচন্দ্র আমাকে যেরূপ ভাল বাসেন, কি মাতা, কি পিতা, কাহাকেও তদপেক্ষা অধিক বা তদ্রূপ ভাল বাসেন না। তুমি পুনরায় তাঁহার কথা বল, আমি শ্রবণ ভরিয়া পান করি।” এই বলিয়া সীতা রামসংক্রান্ত সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য মৌনাবলম্বন করিলেন।

পবনকুমার হনূমান সরলা সীতার এই কথা শ্রবণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "দেবি! আপনি যে এখানে আছেন কমললোচন রামচন্দ্র তাহা এখন পর্য্যন্ত জানেন না; জানিলে অবশ্যই ইন্দ্র যেমন শচীকে উদ্ধার করিয়াছেন, তদ্রূপ আপনাকে উদ্ধার করিতেন। এক্ষণে তিনি আমার মুখে আপনার সংবাদ শ্রবণ করিলেই মহতী বানরসেনার সহিত উপস্থিত হইবেন এবং অক্ষোভ্য সাগরকে শরজালে স্তম্ভিত করিয়া লঙ্কানগরীকে রাক্ষসশূন্য করিবেন। তাঁহার এই কার্য্যে যদি দেবগণ, অসুরগণ অথবা স্বয়ং মৃত্যু আসিয়া অন্তরায় হন্ তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিবেন। আর্য্যে! রামচন্দ্র আপনার অদর্শনশোকে কাতর হইয়া সিংহপীড়িত হস্তীর ন্যায় কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। দেবি! আমি মন্দর, মলয়, বিন্ধ্য, সুমেরু ও দর্দুর পর্ব্বতের নামোল্লেখ পূর্ব্বক এবং ফলমূল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি আপনি রামচন্দ্রের নেত্রোৎপলশোভী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত সুন্দর মুখমণ্ডল অচিরেই দেখিতে পাইবেন। অচিরেই ঐরাবত পৃষ্ঠে আরূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তিনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইবেন।

দেবি! এক্ষণে রামচন্দ্র আপনার বিরহে মধুপান বা মাংসভক্ষণ করেন না; যথাকালে শাস্ত্রবিহিত বন্যফলমূল ভক্ষণেই দিনপাত করেন। তিনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তন্ময়চিত্তে আপনাকেই ধ্যান করেন; সুতরাং দংশ, মশক, কীট বা সরীসৃপের উপদ্রব কিছুই জানিতে পারেন না।

তিনি সততই শোকার্ত্ত ও চিন্তাপরায়ণ; আপনি ভিন্ন এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে অন্য চিন্তা নাই। তাঁহার নিদ্রা দূর হইয়াছে; যদিও বা কখন একবার নিদ্রিত হন তাহা হইলে পরক্ষণেই সুমধুর 'সীতা' নাম উচ্চারণ করিয়া জাগিয়া উঠেন। তিনি যখনই কোন ফল, পুষ্প বা অন্যকোন স্ত্রীজনপ্রিয় বস্তু দেখেন তখনই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 'হা প্রিয়ে!' বলিয়া রোদন করিয়া উঠেন। দেবি! সেই মহাত্মা আপনার বিরহে যার পর নাই পরিতপ্ত হইয়াছেন এবং আপনাকে পুনরায় পাইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন।"

তৎকালে সীতা রামচন্দ্রের কুশল সম্বাদে বীতশোকা এবং তাঁহার বিরহযন্ত্রণা শ্রবণে শোকাকুলা হইয়া মেঘাবৃত-চন্দ্রা শারদীয়া নিশার ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

সীতা ও হনূমানের কথোপকথন।

পূর্ণচন্দ্রাননা সীতা হনূমানের এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "কপিবর। তোমার বাক্য আমার পক্ষে বিষময় অমৃত। রামচন্দ্র যে এ অভাগিনীকে

ভুলেন নাই, এই বাক্য অমৃত; কিন্তু তিনি যে শোকে যাঁর পর নাই কষ্ট পাইতেছেন, এই কথা বিষ।

বীর! প্রভূত ঐশ্বর্য্যেই হউক বা ঘোর বিপদেই হউক দৈব সকল সময়েই মনুষ্যকে রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে। দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে এমন কাহারও সাধ্য নাই। সেই দৈবদুর্ব্বিপাকেই রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও আমি এই দুস্তর বিপদসাগরে পতিত হইয়াছি। এক্ষণে সমুদ্রে নৌকা জলমগ্ন হইলে যেমন কেবল সন্তরণ দ্বারা তীরে উত্তীর্ণ হওয়া যায় তদ্রূপ রামচন্দ্র একমাত্র বিশেষ যত্নেই শোকসমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইবেন। জানিনা কবে সেই মহাবীর রাবণকে সবান্ধবে বধ এবং লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া আমাকে উদ্ধার করিবেন। কপিবর! যাহাতে তিনি সত্বর এই কার্য্য সম্পন্ন করেন তুমি তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিও। তুমি তাঁহাকে আরও বলিও, দুরাত্মা রাবণ আমাকে বলিয়াছে, এক বৎসরের মধ্যে তাহার বাক্যে সম্মত না হইলে আমার প্রাণসংহার করিবে। তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে এইটী দশম মাস; সুতরাং আর দুই মাস পরেই আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

হনূমান! বিভীষণ নামে রাবণের এক ধর্ম্মশীল ভ্রাতা আছেন। আমি শুনিয়াছি তিনি আমাকে রামচন্দ্রের হস্তে প্রত্যর্পণের জন্য রাবণকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু দুরাত্মা একথায় সম্মত হয় নাই। সে মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়াছে এবং যম তাহাকে অনুক্ষণ আহ্বান করিতেছে। বিভীষণের কলা

নামে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যা একদা মাতার আদেশে আমার নিকটে আসিয়া এই কথা কহিয়াছিল। কলা আরও বলিল, এই লঙ্কানগরীতে অবিন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বাস করেন। তিনি বুদ্ধিমান, বিদ্বান, সুধীর, সুশীল ও রাবণের প্রিয়পাত্র। অবিন্ধ্য একদিন রাবণকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে সীতাকে প্রত্যর্পণ না করিলে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইবে। কিন্তু পাপিষ্ঠ এই হিতকর বাক্যে কর্ণপাত করে নাই।

কপিবর! আমি যে শীঘ্র রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইব এ বিষয়ে আমার আর এক্ষণে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ তাঁহার যেরূপ অসাধারণ পরাক্রম এবং উৎসাহ, পৌরুষ প্রভৃতি তাঁহার যে সমস্ত গুণ আছে, তাহাতে তিনি অনায়াসেই রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে পারিবেন। যিনি লক্ষ্মণের সাহায্য না লইয়া জনস্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোন্ শত্রু তাঁহা হইতে ভীত না হইবে? রাক্ষসগণ যদিও তাঁহাকে বিপন্ন করিয়াছে তথাপি তাঁহার সহিত উহাদিগের কোন অংশেই তুলনা হইতে পারে না। শচী যেমন ইন্দ্রের প্রভাব অবগত আছেন তদ্রূপ আমি রামচন্দ্রের প্রভাব সম্যক অবগত আছি। তিনি প্রদীপ্ত সূর্য্যতুল্য এবং নিশিত শরজাল তাঁহার কিরণ; এক্ষণে তিনি তদ্দ্বারা রাক্ষসসৈন্যরূপ সলিলরাশি শুষ্ক করিবেন।”

হনূমান এই কথা শুনিয়া শোকাকুলা অশ্রুপরিপ্লুতবদনা সীতাকে কহিলেন, “দেবি! রামচন্দ্র আমার মুখে আপনার সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ ভল্লুক ও বানরসঙ্কুলা

মহতী সেনাসমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। অথবা আর্য্যে! আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, আমি অদ্যই আপনাকে এই দুঃখ ও রাক্ষসদিগের এই অত্যাচার হইতে মুক্ত করিব। আমি আপনাকে পৃষ্ঠে রাখিয়া অনায়াসে সাগর পার হইতে পারিব; অধিক কি, আমি পৃষ্ঠে করিয়া রাবণের সহিত সমগ্র লঙ্কানগরীও লইয়া যাইতে পারি। অগ্নি যেমন দেবরাজকে হব্য ও কব্য প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমি আপনাকে প্রস্রবণশৈলস্থ রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিব। দেবি! আপনি অদ্যই দৈত্যবধোদ্যত বিষ্ণুর ন্যায় রাক্ষসবধোদ্যত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাই-বেন। আর্য্যে! রামচন্দ্র আপনাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক, তিনি এক্ষণে পুরন্দরের ন্যায় শৈলশিখরে উপবিষ্ট আছেন। আপনি আমার পৃষ্ঠে শীঘ্র আরোহণ করুন; ইহাতে উপেক্ষা করিবেন না। চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় আপনি রামচন্দ্রের সহিত মিলন ইচ্ছা করুন। আপনার আজ্ঞামাত্রেই আমি আপনাকে রামচন্দ্রের পার্শ্বে বসাইব। দেবি! লঙ্কাবাসী কেহই আমার গতির অনুসরণ করিতে পারিবে না। আমি যেরূপে এখানে আসিয়াছি সেইরূপে আপনাকে লইয়া আকাশপথে গমন করিব; অতএব আপনি শীঘ্র আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন্।”

জানকী হনূমানের এই কথা শুনিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ভরে কহিলেন, “বীর! রামচন্দ্র এস্থান হইতে অনেক দূরে অব-স্থিতি করিতেছেন; তুমি এই পথ কিরূপে আমাকে লইয়া যাইবে? বলিতে কি, ইহাতে তোমার বানরত্বই প্রকাশ

পাইতেছে। তোমার আকার যার পর নাই ক্ষুদ্র। তুমি যে কোন্ সাহসে আমাকে রামচন্দ্রের নিকট লইয়া যাইতে চাহিতেছ বুঝিতে পারি না।”

হনুমান এই কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, “জানকী আমার বল ও প্রভাবের বিষয় কিছুই জানেন না। অতএব আমি যে ইচ্ছা করিলে কিরূপ আকার ধারণ করিতে পারি তাহা একবার ইহাঁকে দেখান আবশ্যক।”

হনুমান এইরূপ চিন্তা করিয়া শিংশপাবৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সীতার মনে প্রত্যয় জন্মাইবার নিমিত্ত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি মেরুমন্দারতুল্য ও প্রদীপ্ত অগ্নিকল্প। তাঁহার আকার ভয়াবহ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং দংষ্ট্রা ও নখ বজ্রের ন্যায় কঠিন। তিনি এই ভীমরূপ ধারণ পূর্ব্বক সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, “দেবি! আমি বন, পর্ব্বত, প্রাসাদ, প্রাকার, তোরণ, এমন কি রাবণের সহিত এই সমগ্র লঙ্কাপুরী অক্লেশে লইয়া যাইব। আপনি আমার শক্তিতে বিশ্বাস করুন্ এবং কিছুতেই সন্দেহ না করিয়া আমার সহিত গমনপূর্ব্বক রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের শোক দূর করুন।”

বিশাললোচনা জানকী পবনকুমার হনুমানের পর্ব্বতাকার ভীমমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “কপিবর! তোমার বল ও বীর্য্য যে কিরূপ আমি তাহা বুঝিলাম; তোমার গতি বায়ুর ন্যায় এবং তেজ অগ্নির ন্যায় তাহাও জানিতে পারিলাম। আর সামান্য বানরেই বা কিরূপে দুস্তর সমুদ্র পার হইয়া এস্থানে আসিতে সমর্থ হইবে? তুমি যে

আমাকে লইয়া অনায়াসে রামচন্দ্রের নিকট যাইতে পারিবে, সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সবিশেষ বিবেচনা করিয়া আমি দেখিতেছি, তোমার সহিত গমন করা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নহে। দেখ, তুমি যখন আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া গমন করিবে, তখন আমি তোমার ভীষণ গতি-বেগে হয়ত বিমোহিত হইতে পারি, অথবা সাগরজলে চ্যুত হইতে পারি। সমুদ্র হিংস্র জলজন্তুতে পরিপূর্ণ; আমি পতিত হইবামাত্র হয়ত নক্রকুম্ভীরগণ আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। কপিবর! আমি স্ত্রীলোক; তুমি আমাকে লইয়া প্রস্থান করিতেছ দেখিলেই রাক্ষসদিগের মনে সন্দেহ উপ-স্থিত হইবে এবং উহারা আমাকে অপহ্রিয়মান জানিয়া দুরাত্মা রাবণের আদেশে তোমার অনুসরণ করিবে। উহারা শূল, মুদ্গর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র হস্তে আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া প্রাণসংকটে ফেলিবে। বিবেচনা করিয়া দেখ, রাক্ষসদিগের হস্তে অস্ত্র শস্ত্র, তুমি নিরস্ত্র; তাহারা বহুসংখ্য, তুমি একাকী; এরূপ অবস্থায় তুমি কিরূপে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? সম্ভবতঃ ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসদিগের সহিত তোমার যুদ্ধ ঘটিবে এবং আমি যুদ্ধকালে ভয়কম্পিতদেহে তোমার পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইব। রাক্ষস-গণ অত্যন্ত ভীষণ ও পরাক্রমশালী; হয়ত উহারা তোমাকে জয়ও করিতে পারে! অথবা যদিও তুমি যুদ্ধে জয়ী হও তথাপি যুদ্ধকালে আমাকে রক্ষা করিতে না পারিলে আমি নিশ্চয়ই পতিত হইব এবং পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া পলায়ন করিবে। হয়ত তাহারা আমাকে ক্রোধভরে

বিনাশও করিতে পারে। কিম্বা রণস্থলে তাহাদের তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রবণ করিলেই হয়ত আমি ভয়ে প্রাণত্যাগ করিব এবং তোমার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যাইবে। আরও যুদ্ধে জয় পরাজয়ের কিছুই স্থিরতা নাই; থাকিলেও এক্ষণে উহার একটীও প্রার্থনীয় নহে। কারণ যদি তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে রামচন্দ্রের যশঃক্ষয় হইবে। অপর পক্ষে তুমি পরাজিত হইলে উহারা আমাকে লইয়া এখন অবধি এরূপ গুপ্ত স্থানে রাখিবে, যে রামচন্দ্র ও বানরগণ তাহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। এইরূপে তোমার সমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতি সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

বীর! তুমি যদি আমাকে না লইয়া গিয়া রামচন্দ্রকে এইখানে লইয়া আসিতে পার, তাহা হইলে বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, তুমি এবং বানরগণের জীবন আমার জীবনের উপরি নির্ভর করিতেছে। এরূপ অবস্থায় আমার প্রাণনষ্ট হইলে অথবা আমার উদ্ধার-সঙ্কল্প নিষ্ফল হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব এক্ষণে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্য করা উচিত।

কপিবর! এই সমস্ত কারণ ব্যতীত তোমার সহিত না যাইবার আমার একটী বিশেষ কারণ আছে। পতিভক্তির অনুরোধে আমি রামভিন্ন অন্য পুরুষের গাত্রস্পর্শ করিতে ইচ্ছুক নহি। তবে যে দুরাত্মা রাবণ আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল সে বলপূর্ব্বক; তৎকালে আমি নিতান্ত অনাথা ও বিবশা ছিলাম সুতরাং কি করিব? এক্ষণে যদি রামচন্দ্র

স্বয়ং আসিয়া দুরাত্মা দশাননকে সবান্ধবে বধ করিয়া আমায় লইয়া যান, তবেই তাঁহার উচিত কার্য্য করা হয় এবং আমারও গৌরব রক্ষিত হয়। আমি সেই মহাবীরের যেরূপ পরাক্রম দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি উরগ, কি রাক্ষস, কেহই রণে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না। সেই ইন্দ্রপরাক্রম মহাবল রামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণের সহিত রণস্থলে শরাসন ধারণ করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকেন, তখন কোন শত্রু তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হয়? যখন তিনি মত্ত দিগ্‌গজের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করেন এবং প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে শররূপ জ্যোতি নির্গত হইতে থাকে তখন কে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে? হনূমান! তুমি সুগ্রীবের সহিত শীঘ্র রামচন্দ্রকে এই স্থানে আনয়ন কর; আমি তাঁহার শোকে যার পর নাই ক্লেশ পাইতেছি, তুমি তাঁহাকে আনিয়া আমায় সন্তুষ্ট কর।”

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

হনূমানের হস্তে সীতার অভিজ্ঞান প্রদান।

কপিশ্রেষ্ঠ হনূমান সীতার এই বাক্যে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, "দেবি! আপনি যাহা বলিলেন তাহা সর্ব্বাংশেই আপনার এবং আপনার স্ত্রীস্বভাব, বিনয় ও পাতিব্রত্যের উপযুক্ত। আপনি স্ত্রীলোক, সুতরাং আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক শতযোজনবিস্তৃত ভীষণ সমুদ্র লঙ্ঘন করা আপনার পক্ষে অসম্ভব। আর রামভিন্ন অন্য পুরুষকে স্পর্শ করা অসঙ্গত আপনি যে এই দ্বিতীয় কারণ প্রদর্শন করিলেন, বলিতে কি, ইহা মহাত্মা রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীরই উপযুক্ত। আপনি ভিন্ন এরূপ উদার কথা আর অন্য কোন্ স্ত্রীলোক বলিতে পারে? আর্য্যে! আমি আপনাকে যেরূপ অবস্থায় দেখিলাম এবং আপনি আমাকে যাহা যাহা বলিলেন আমি সমস্তই রামচন্দ্রের নিকট বলিব।

দেবি! আমার সঙ্গে আপনাকে যাইতে বলিয়াই আমি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু আপনি মনে করিবেন না যে আমার কোনরূপ দুরভিসন্ধি ছিল। রামচন্দ্রের হিতেচ্ছা ও তাঁহার প্রতি স্নেহে প্রবর্ত্তিত হইয়া এবং এই লঙ্কাপুরী নিতান্ত দুষ্প্রবেশ, মহাসমুদ্র যার পর নাই দুস্তর ও আমার পরাক্রম অসাধারণ এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়াই আমি ঐরূপ বলিতে সাহসী হইয়াছিলাম। বলিতে কি,

আমার হৃদয়ে সেই মহাত্মার প্রতি স্নেহ ও আপনার প্রতি ভক্তি এইরূপ, যে আমার ইচ্ছা হয় এই মুহূর্ত্তেই আপনা-দিগকে সম্মিলিত করিয়া দিই। যাহা হউক আপনি যদি আমার সহিত যাইতে সম্মত না হন্, তাহা হইলে রামচন্দ্রের প্রত্যয়ের জন্য কোন অভিজ্ঞান আমাকে দিউন্।"

হনূমানের এই কথা শুনিয়া সীতা বাষ্পগদ্গদস্বরে কহি-লেন, "বীর! আমি নিম্নে যে কথা বলিতেছি ইহাই উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞান হইবে—রামচন্দ্রের নিকট উল্লেখ করিও।

চিত্রকূটের পূর্ব্বোত্তরভাগে একটী প্রত্যন্ত পর্ব্বত আছে; উহা ফলমূলবহুল ও বহুসংখ্যক তাপস এবং সিদ্ধজনের আবাসস্থান। ঐ পর্ব্বতের অদূরে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে। হনূমান! আমি যে কথা বলিতেছি তাহা ঐ স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যে রামচন্দ্রকে কহিও, নাথ! তুমি চিত্রকূটপর্ব্বতের নানাপুষ্প-সুরভি উপবনে জলক্রীড়া করিয়া আর্দ্রদেহে আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিতে। একদা একটা কাক মাংসলোলুপ হইয়া আমাকে তুণ্ডপ্রহার করিতেছিল। আমি লোষ্ট্র লইয়া তাহাকে বারংবার নিবারণ করিতেছিলাম কিন্তু সে কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। তৎকালে আমি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া-ছিলাম; ব্যস্ততায় আমার কটিদেশ হইতে বস্ত্র স্খলিত হইতেছিল এবং আমি রসনা পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে-ছিলাম। তুমি আমাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলে। তোমার বিদ্রূপে আমি যার পর নাই ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইলাম এবং ক্ষতদেহে তোমার

নিকটস্থ হইয়া শ্রান্তিবশতঃ তোমার ক্রোড়ে উপবেশন করিলাম। তৎকালে আমার মুখে অশ্রুধারা ; আমি বস্ত্রাঞ্চলে নেত্রমার্জ্জনা করিতেছি এবং সেই কাকের উপর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছি। তুমি আমাকে সাদরে সান্ত্বনা করিতে লাগিলে। নাথ! অনন্তর আমি শ্রান্তিবশতঃ তোমার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম এবং তুমিও আমার ক্রোড়ে শয়ন করিলে।

বহুক্ষণ পরে আমি জাগরিত ও উত্থিত হইলাম। এমন সময়ে ঐ কাক সহসা আমার সন্নিহিত হইল এবং পুনঃ পুনঃ আমার স্তনমধ্য ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। তুমি আমার চীৎকারে জাগরিত হইয়া উঠিলে এবং আমার বক্ষঃস্থল শোণিতাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলে, 'জানকি! বল, কে তোমার স্তনমধ্য বিদীর্ণ করিয়া দিল? ক্রুদ্ধ পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কাহার ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইল?'

নাথ! তুমি এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এবং উক্ত কাককে শোণিতাক্তনখে আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলে। ঐ কাক ইন্দ্রের পুত্র এবং গতিবেগে বায়ুর তুল্য। সে ভূবিবরে বাস করিত। তুমি উহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে নেত্রদ্বয় কুটিল করিয়া উহার প্রাণসংহারে কৃতসংকল্প হইলে এবং কুশাসন হইতে একটী কুশ গ্রহণ পূর্ব্বক উহা ব্রহ্মাস্ত্রে যোজনা করিলে। ঐ কুশ মন্ত্রপূত হইবামাত্র কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং তুমিও উহা বায়সের প্রতি নিক্ষেপ করিলে। কাক আকাশে উড্ডীন হইল;

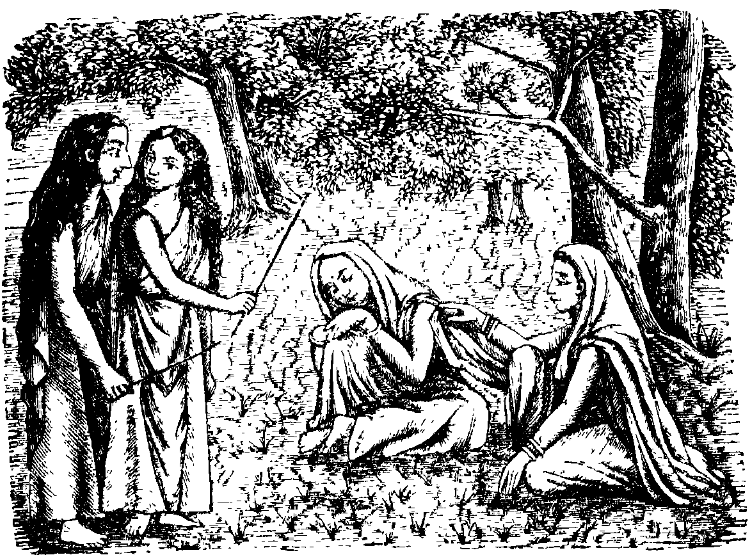
দর্ভও উহার অনুসরণ করিল। কাক পরিত্রাণ পাইবার জন্য ত্রিলোক পর্য্যটন করিল; কিন্তু কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। ইন্দ্রদেব এবং মহর্ষিগণও তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সে অবশেষে তোমারই শরণাপন্ন হইল। তুমি শরণাগতবৎসল;—ঐ বধার্হ কাককেও পদতলে লুণ্ঠিত, হীনবল ও বিবর্ণ দেখিয়া তোমার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তুমি উহাকে কহিলে, 'কাক! আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, এক্ষণে ইহা দ্বারা তোমার কি নষ্ট করিব বল।' অনন্তর সে দক্ষিণ চক্ষু দিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করিল এবং রাজা দশরথ ও তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

হনূমান! তুমি রামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া পুনরায় আমার বাক্যে এইরূপ বলিবে। নাথ! তুমি যখন আমার জন্য সামান্য কাকের এরূপ নিগ্রহ করিয়াছিলে, তখন যে দুরাত্মা আমাকে অপহরণ করিয়াছে, যে তাহার পাপহস্তে আমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে তাহাকে কি কারণে ক্ষমা করিতেছ? প্রভো! ত্রিলোকের নাথ যাহার নাথ তাহাকে আজ কিজন্য অনাথার ন্যায় অশেষবিধ অপমান সহ্য করিতে হইতেছে? প্রাণনাথ! আমার প্রতি দয়া কর। আমি ত তোমারই মুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে দয়া পরম ধর্ম্ম। বীর! আমি জানি তুমি মহাবল, মহাবীর্য্য ও মহোৎসাহী; তোমার গাম্ভীর্য্য সাগরের অনুরূপ; তুমি সসাগরা ধরার অধীশ্বর ও ইন্দ্রপ্রভাব। কিন্তু নাথ! তুমি কিজন্য এই

অধিনীর প্রতি কৃপা করিতেছ না? কিজন্য এরূপ অসাধারণ পরাক্রম সত্ত্বেও রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিতেছ না?"

এই বলিয়া সীতা কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "হনূমান! নাগ, গন্ধর্ব্ব, দেব কি মরুৎগণের মধ্যেও কেহ সমরে রামচন্দ্রের প্রভাব সহ্য করিতে পারেন না। এক্ষণে তিনি যদি আমাকে কিছুমাত্র ভালবাসেন, তবে কিজন্য তীক্ষ্ণ শরে রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতেছেন না? কিজন্যই বা মহাতেজা লক্ষ্মণ ভ্রাতার আদেশে আমার উদ্ধার করিতেছেন না? সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয় আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী এবং সমরে সুরগণেরও দুর্নিবার হইয়া কিজন্য আমার পরিত্রাণে উপেক্ষা করিতেছেন? অথবা বোধ হয় আমারই কোন দোষ আছে; নতুবা তাঁহারা সমর্থ হইয়াও আমার উদ্ধারবিষয়ে এরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবেন কেন?"

জানকী সজলনয়নে এইরূপ কহিলে মহাতেজা হনূমান যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "দেবি! আমি সত্যশপথে কহিতেছি কেবল আপনার বিরহশোকে মহাত্মা রামচন্দ্রের এখন আর কোন কার্য্যে উৎসাহ নাই এবং ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও অগ্রজের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত আছেন। এক্ষণে আমি বহুক্লেশে আপনার দর্শন পাইলাম; অতঃপর আপনি আর হতাশ হইবেন না। অচিরেই আপনার দুঃখের অবসান হইবে। সেই মহাবল ভ্রাতৃদ্বয় আপনার দর্শনাশায় উৎসাহিত হইয়া প্রতাপানলে ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিবেন এবং পাপাত্মা রাবণকে সবান্ধবে



অশোকবনে সীতা।

বিনাশ করিয়া আপনাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। এক্ষণে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরদিগকে আপনার যাহা বলিবার থাকে, বলুন।”

এই কথা শুনিয়া সীতা কহিলেন, “কপিবর! মনস্বিনী কৌশল্যা যাঁহাকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তুমি সেই লোকাধিপতি রামচন্দ্রকে আমার হইয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক অভিবাদন করিবে। অনন্তর যিনি দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য, প্রাণসমা স্ত্রী এবং ধনরত্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতামাতাকে প্রণাম ও প্রসন্ন করিয়া রামচন্দ্রকে বনে অনুসরণ করিয়াছিলেন, যিনি মাতা সুমিত্রার ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়াছেন, যিনি রামচন্দ্রকে পিতৃবৎ এবং আমাকে মাতৃবৎ ভক্তি করেন, যিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার অপহরণের কথা অগ্রে কিছুই জানিতে পারেন নাই, যিনি বৃদ্ধগণকে সেবা করিয়া থাকেন, যিনি আমা অপেক্ষাও রামচন্দ্রের অধিকতর স্নেহের পাত্র, যিনি কোন কার্য্যেরই ভারগ্রহণে কুণ্ঠিত হন্ না, যাঁহার মুখ চাহিয়া রামচন্দ্র পিতৃবিয়োগ দুঃখ ভুলিয়া আছেন, তুমি সেই সিংহস্কন্ধ মহাবাহু প্রিয়দর্শন মিতভাষী তেজস্বী লক্ষ্মণকে আমার হইয়া কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বক কহিবে তিনি যেন আমার দুঃখ দূর করেন। হনূমান। তোমাকে আর অধিক কি বলিব; তুমিই আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধির মূল; তোমারই অনুগ্রহে রামচন্দ্র আমাকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিবেন। বীর! তুমি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ এই কথা বুঝাইয়া বলিও যে, আমি আর এক মাস কাল জীবন ধারণ করিব। ইহার মধ্যে যদি তিনি আমার দুঃখমোচনের চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে

আর কিছুতেই প্রাণ রাখিব না। পাপিষ্ঠ রাবণ আমাকে অপমান পূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিয়াছে; এক্ষণে নারায়ণ যেমন পাতাল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি আমাকে উদ্ধার করুন।"

এই বলিয়া সীতা একটী উৎকৃষ্ট চূড়ামণি গ্রহণ পূর্ব্বক হনূমানের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "কপিবর! তুমি এই অভিজ্ঞানটী রামচন্দ্রের হস্তে প্রদান করিও।" হনূমান উক্ত অভিজ্ঞান গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গুলিতে ধারণ করিতে অভিলাষী হইলেন কিন্তু পাছে রাক্ষসেরা কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে পারিলেন না। অনন্তর তিনি বিদায়গ্রহণার্থ সীতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার যার পর নাই আহ্লাদ হইয়াছিল। তিনি পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং চূড়ামণি গ্রহণ করিয়া তথা হইতে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

সীতা ও হনূমানের কথোপকথন।

সীতা হনূমানের হস্তে চূড়ামণি প্রদান করিয়া তাঁহাকে পুনরায় কহিলেন, "বীর! এই অভিজ্ঞান রামচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত। ইহা দর্শন করিলেই তাঁহার আমাকে, আমার জননীকে এবং মহারাজা দশরথকে মনে পড়িবে। হনূমান! বোধ হয় রামচন্দ্র পুনরায় তোমাকেই আমার উদ্ধার কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। অতএব এক্ষণে উক্ত কার্য্য কিরূপে সুসম্পন্ন হইবে তাহা স্থির কর। বীর! তোমাকে আর অধিক কি বলিব; তুমিই আমাদিগের কার্য্যসাধনের মূল। যাহাতে রামচন্দ্র আমার দুঃখ দূর করেন, তাহার উপায় তোমাকে করিতেই হইবে।"

মহাবীর হনূমান জানকীর এই বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। তদ্দৃষ্টে সীতা বাষ্পগদ্গদস্বরে পুনরায় কহিলেন, "বীর তুমি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও; অমাত্যসহ সুগ্রীব এবং অন্যান্য বৃদ্ধ বানরগণকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিও। যাহাতে সেই মহাবাহু রামচন্দ্র আমাকে এই দুঃখসাগর হইতে পরিত্রাণ করেন, তুমি তাহার উপায় করিও। দেখিও, যেন আমি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই আমার উদ্ধার হয়। কপিবর! তুমি কথামাত্রে আমার উপকার করিয়া ধর্ম্মলাভ

কর। রামচন্দ্র অতীব উৎসাহশীল ; একবার তোমার মুখে আমার সংবাদ প্রাপ্ত হইলেই তিনি আমার দুঃখমোচনের জন্য বিক্রম প্রকাশ করিবেন।"

সীতার এই কথা শুনিয়া হনুমান মস্তকে অঞ্জলিধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "দেবি ! রামচন্দ্র ভল্লুক ও বানর-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শীঘ্রই এখানে উপস্থিত হইবেন এবং যুদ্ধে শত্রুসংহার করিয়া আপনার শোক দূর করিবেন। আর্য্যে ! বলিতে কি, রামচন্দ্র যখন রণস্থলে অনবরত শর উদ্গীরণ করেন, তখন মনুষ্য কি সুরাসুর কেহই তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না। তিনি আপনার জন্য সূর্য্য, চন্দ্র ও যমের সহিত যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত এবং আপনারই জন্য তিনি এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিবেন। অধিক কি, তিনি এক্ষণে জয়লাভের জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ করিতেছেন তাহা সমস্ত আপনারই জন্য।"

সীতা হনুমানের এই সমস্ত প্রিয় বাক্য সাদরে শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রস্থানে উদ্যত দেখিয়া পুনঃ পুনঃ সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি রামচন্দ্রের প্রতি স্নেহনিবন্ধন পুনরায় কহিলেন, "বীর ! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে এই লঙ্কার কোন নির্জ্জন স্থানে অন্ততঃ একদিন বিশ্রাম কর ; পরে কল্য গমন করিও। হনুমান ! বলিতে কি, তোমাকে দেখিয়া এই হতভাগিনী ক্ষণকালের জন্যও শোক ভুলিতে পারিয়াছিল। এক্ষণে তুমি পুনরায় এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে পারিবে কি না সে বিষয়ে আমার নানা

প্রকার আশঙ্কা হইতেছে। তুমি না আসিলেও আমার প্রাণধারণ কঠিন হইবে। আমি একে দুঃখের পর দুঃখ সহ্য করিতেছি তাহাতে তোমাকে না দেখিতে পাইলে আর বাঁচিব না। বীর! তুমি যে অবধি আমার নিকটে আসিয়াছ, সেই অবধি আমার মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। জানিনা বানর ও ভল্লুকগণ, কপিরাজ সুগ্রীব এবং মহাতেজা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ কিরূপে এই দুষ্পার সমুদ্র পার হইতে সক্ষম হইবেন। এই জগতে গরুড়, পবনদেব এবং তুমি কেবল এই তিন ব্যক্তির সমুদ্রলঙ্ঘনে সামর্থ্য আছে। হনূমান! তুমি কার্য্যবিদ্; জানিনা এ কার্য্যের কি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছ। তুমি যে একাকীই সমস্ত কার্য্য সাধন এবং তদ্দ্বারা অক্ষয় যশ লাভ করিতে পার, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু যদি রামচন্দ্র সসৈন্যে আসিয়া রাবণকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া আমার অপমানের প্রতিশোধ লয়েন্, তাহা হইলেই তাঁহার সমুচিত কার্য্য হইবে। যদি তিনি এই লঙ্কাপুরী বানরসৈন্যে আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া যান্, তাহা হইলেই আমার গৌরব রক্ষিত হইবে। হনূমান! তোমাকে আর অধিক কি বলিব; এক্ষণে যাহাতে সেই জগদেকবীর রামচন্দ্র অনুরূপ বিক্রম প্রকাশে উৎসাহী হন, তোমাকে তাহা করিতে হইবে।”

মহাবীর হনূমান এই কথা শুনিয়া বিনীত ও যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, “দেবি! কপিরাজ সুগ্রীব সত্যপ্রতিজ্ঞ; তিনি আপনার উদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এক্ষণে সেই মহাবীর অসংখ্য বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া শীঘ্রই

রাক্ষসবধার্থ এখানে উপস্থিত হইবেন। তাঁহার নিদেশবর্ত্তী বানরগণ বিক্রান্ত, সত্ত্বসম্পন্ন ও মহাবীর্য্য। উহাদিগের গতি কোনদিকেই কদাচ প্রতিহত হয় না। উহারা মনের ন্যায় বেগগামী এবং কখন কোন দুষ্কর কার্য্যেও অবসন্ন হয় না। উহারা উৎসাহভরে এই সসাগরা ধরাকে বায়ুবেগে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়াছে। আর্য্যে! সুগ্রীবের অনুচর বানরগণের মধ্যে আমার তুল্য অথবা আমার অপেক্ষা অধিকবল অনেক বানর আছে, কিন্তু আমা অপেক্ষা হীনবল কাহাকেও দেখিতেছি না। অতএব দেখুন, আমি যখন এরূপ দুর্ব্বল হইয়াও সমুদ্রলঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইয়াছি তখন অন্যান্য বানরেরা যে ইহা অনায়াসেই পারিবে তাহাতে সন্দেহ কি? আরও আমি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াই এই কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছি। অতএব দেবি! আর বৃথা শোক প্রকাশ করিবেন না। বানরগণ এক এক লম্ফেই সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইবে এবং রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা প্রদীপ্ত শরসমূহে লঙ্কাপুরী ছারখার এবং রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া আপনাকে মহাসমারোহে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। দেবি! আপনি আশ্বস্ত হউন; আপনার মঙ্গল হইবে। আপনি স্থিরচিত্তে আর কিয়দ্দিন অপেক্ষা করুন; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অচিরেই জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় মহাতেজা রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন। অচিরেই আপনার শোকরজনীর অবসান হইবে, পাপিষ্ঠ রাবণ রণস্থলে নিহত ও লুণ্ঠিত হইবে এবং রোহিণী

যেরূপ শশাঙ্কের সহিত সঙ্গত হন্ তদ্রূপ আপনি রামচন্দ্রের সহিত সঙ্গত হইবেন।”

মহাবীর হনূমান এইরূপে সীতাদেবীকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া প্রস্থানমানসে পুনরায় কহিলেন, “আর্য্যে! আপনি সেই শত্রুহন্তা ভ্রাতৃদ্বয়কে ধনুর্ব্বাণ হস্তে শীঘ্রই লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত দেখিবেন। খর নখ এবং তীক্ষ্ণ দন্তই যাহাদিগের অস্ত্র, যাহারা বিক্রমে সিংহ ব্যাঘ্রাদির তুল্য, আপনি সেই সমস্ত মহাবল বানরকেও শীঘ্র এইস্থানে সমাগত দেখিবেন। মেঘাকার বানরসৈন্য শীঘ্রই মলয়গিরির শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষসদিগের মনে ভয় উৎপাদন করিয়া ঘোর সিংহ-নাদে ভুবনতল কম্পিত করিবে। দেবি! রামচন্দ্র আপনাকে হারাইয়া মর্ম্মে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত তিনি আপনাকে না দেখিতে পাইতেছেন ততদিন তাঁহার কিছুতেই শান্তি নাই। আর্য্যে! আপনি আর ক্রন্দন করিবেন না; মনে কোনরূপ আশঙ্কাও করিবেন না। ইন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায় আপনি শীঘ্রই রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, রামচন্দ্র বা লক্ষ্মণের সদৃশ বীর আর এ জগতে কে আছে? তাঁহাদের তেজ ও পরাক্রম অগ্নি ও বায়ুর তুল্য। সেই দুই মহাবীর যাঁহার আশ্রয়, তাঁহারা যাহাঁর উদ্ধারের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহার আবার চিন্তা কি? আমি নিশ্চয় বলিতেছি আপনাকে আর অধিক দিন এই ভীষণ রাক্ষসভূমিতে বাস করিতে হইবে না। রামচন্দ্র শীঘ্রই আসিবেন। আমি যতক্ষণ না তাঁহার নিকটে গিয়া আপনার সংবাদ দিতেছি

ততক্ষণই তাঁহার আসিতে বিলম্ব আছে। সেই স্বল্পকাল আপনি কোনরূপে প্রতীক্ষা করুন।”

চত্বারিংশ সর্গ।

হনুমানের সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ।

হনুমানকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া সীতা যার পর নাই দুঃখিত হইলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “কপিবর! তুমি প্রিয়বাদী; উত্তাপতপ্তা পৃথিবী বৃষ্টিপাতে যেরূপ তুষ্ট হইয়া থাকেন, তদ্রূপ আমি তোমার বাক্যে যার পর নাই পুলকিত হইয়াছি। এক্ষণে এই শোকশীর্ণদেহে যাহাতে রামচন্দ্রের চরণ আলিঙ্গন করিতে পাই, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উপায় করিও। হনুমান! আমি তোমাকে যে চূড়ামণি প্রদান করিয়াছি, তুমি তাহা রামচন্দ্রকে দেখাইও এবং সেই কাকের কথাও উল্লেখ করিও। এই দুই অভিজ্ঞান ব্যতীত তুমি আমার বাক্যে আরও কহিও, নাথ! মনে করিয়া দেখ, একদিন আমার তিলক বিলুপ্ত হইলে তুমি মনঃশিলা দ্বারা গণ্ডপার্শ্বে অপর একটী তিলক রচনা করিয়া দাও। দেব! তুমি মহাবীর এবং প্রতাপে ইন্দ্র ও বরুণের তুল্য; এক্ষণে তোমার

সাধের জানকী রাক্ষসদিগের কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া তাহাদিগের মধ্যে বাস করিতেছে, ইহা তুমি কিরূপে সহ্য করিতেছ? প্রাণনাথ! আমি এই জলজ চূড়ামণিটী এতদিন সাবধানে রক্ষা করিয়াছিলাম; যখন হৃদয় শোকে অতিশয় আচ্ছন্ন হইত, তখন এইটীকে দেখিয়া অনেক পরিমাণে শান্তি লাভ করিতে পারিতাম। এক্ষণে এইটী অভিজ্ঞানের জন্য তোমার নিকটে পাঠাইলাম; কিন্তু জানিও যদি তুমি শীঘ্র এখানে না আইস, তাহা হইলে আমি শোকে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। নাথ! আমি কেবল তোমারই জন্য এই দুর্ব্বিষহ দুঃখ, রাক্ষসীদিগের মর্ম্মভেদী লাঞ্ছনাবাক্য এবং তাহাদিগের সহবাস সহ্য করিতেছি। আর আমি এক মাস কাল প্রাণরক্ষা করিব; যদি ইহার মধ্যে তোমাকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিও সীতা আর এ জগতে নাই। দুরাত্মা রাবণ অত্যন্ত উগ্রস্বভাব; সে আমাকে পাপদৃষ্টিতে দর্শন করে, সুতরাং মৃত্যু ভিন্ন আমি আর কিরূপে অপমান হইতে পরিত্রাণ পাইব?"

মহাবীর হনুমান অশ্রুমুখী সীতার এই সমস্ত সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, "দেবি! আমি সত্য শপথে কহিতেছি মহাবীর রামচন্দ্র আপনার বিরহদুঃখে সকল কার্য্যেই নিরুৎসাহ হইয়াছেন। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও অগ্রজের দুঃখে যার পর নাই কাতর আছেন। এক্ষণে আমি বহুকষ্টে আপনার দর্শন পাইলাম; অতঃপর আপনি আর শোক করিবেন না। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, অচিরেই আপনার দুঃখ দূর হইবে। সেই দুই তেজস্বী রাজপুত্র আপনার

দর্শনাশায় উৎসাহিত হইয়া লঙ্কানগরীকে ভস্মসাৎ করিবেন। তাঁহারা পাপিষ্ঠ রাক্ষসকে সবান্ধবে সমরে বিনাশ করিয়া আপনাকে স্বগৃহে লইয়া যাইবেন। এক্ষণে যাহা দেখিবামাত্র তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারেন এবং যাহা তাঁহার পক্ষে সবিশেষ প্রিয় এরূপ কোন অভিজ্ঞান আপনি আমাকে প্রদান করুন।”

সীতা কহিলেন, “বীর! আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞানই দিয়াছি। রামচন্দ্র ইহা আদরের সহিত দেখিবেন এবং তোমার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন।”

কপিবর হনূমান চূড়ামণি গ্রহণ এবং সীতাকে প্রণাম পূর্ব্বক গমনের উদ্যোগ করিলেন। তদ্দর্শনে সীতা স্নেহবশতঃ অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্গদবচনে কহিলেন, “হনূমান! তুমি সিংহবিক্রম রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এবং অমাত্যসহিত সুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। যাহাতে সেই মহাবীর আমাকে এই দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করেন তুমি তাহার সবিশেষ যত্ন করিবে। রাক্ষসদিগের ভর্ৎসনা এবং আমার এই দুঃসহ শোকবেগের কথা তুমি তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ কহিবে। এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা কর। পথিমধ্যে তোমার মঙ্গল হউক।”

একচত্বারিংশ সর্গ।

প্রমদাবন ভঙ্গ।

মহাবীর হনূমান সীতার নিকট বিদায় লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি ভাবিলেন, "আমি যখন সীতাদেবীকে দেখিতে পাইলাম তখন আমার এখানে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর অতি অল্পমাত্রই কার্য্য অবশিষ্ট আছে; ঐ কার্য্য শত্রুপক্ষের বলজ্ঞান। কিন্তু দেখিতেছি এস্থলে সামাদি তিন উপায়ে কোন ফল দর্শিবে না; অতএব চতুর্থ উপায় দণ্ডই প্রযোজ্য। রাক্ষসগণের সহিত সন্ধিতে কোন ফল দর্শিবে না; উহারা যেরূপ ঐশ্বর্য্যশালী তাহাতে দান কার্য্যকর হইবে না এবং যেরূপ বলদর্পিত তাহাতে ভেদের চেষ্টাও বৃথা; সুতরাং আমার বিবেচনায় পরাক্রম প্রকাশই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শত্রুপক্ষের বলজ্ঞানের ত আর কোন উপায়ই দেখিতেছি না। আরও আমার হস্তে কতকগুলা রাক্ষসবীর হত হইলে উহারা অবশ্যই ভীত এবং ভাবীযুদ্ধে নিরুৎসাহ হইবে। যদিও কপিরাজ সুগ্রীবের এ কার্য্যে কোন আদেশ নাই, তথাপি ইহাতে আমি কোন দোষ দেখিতেছি না। কারণ যে দূত প্রধান কার্য্য সম্পাদনান্তর তাহার অবিরুদ্ধ অন্য কার্য্য সম্পাদন করেন, তিনি কদাপি নিন্দনীয় হইতে পারেন না, বরং প্রশংসার ভাজন হয়েন। কিন্তু যিনি প্রভুর

আজ্ঞা ব্যতীত সামান্য কার্য্যেও সঙ্কুচিত হয়েন, তিনিই বাস্তবিক নিন্দনীয়। আমি জানকীর উদ্দেশ করিয়াছি: এক্ষণে যদি নিজপক্ষ ও শত্রুপক্ষের বলাবলের বিশেষ তত্ত্ব লইয়া সুগ্রীবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারি তাহা হইলে তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্যই করা হইবে। যাহা হউক এক্ষণে কিরূপে আমার আগমন সুফল উৎপাদন করিবে, কিরূপে রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ ঘটিবে এবং কিরূপেই বা আমার এবং আমার পক্ষীয় বীরগণের বলবিক্রম রাবণ সম্যকরূপ বুঝিতে পারিবে তাহা স্থির করা যাউক। এরূপ কোন উপায় নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক যাহাতে অমাত্যাদির সহিত রাবণকে দেখিতে পাই এবং উহার অভিপ্রায় ও সামর্থ্য বুঝিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করি।”

এই বলিয়া সুধীর পবনকুমার কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন; অনন্তর কহিলেন, “পাপিষ্ঠ রাক্ষসের এই অশোকবন নন্দনকাননতুল্য; ইহা নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা-শোভিত এবং নেত্র ও মনের প্রফুল্লকর। অগ্নি যেমন শুষ্ক বনকে দগ্ধ করে সেইরূপ আমি আজ ইহাকে ছারখার করিয়া ফেলিব। তাহা হইলেই দুরাত্মা অবশ্য কুপিত হইবে এবং শূল, পট্টিশাদি নানাবিধ অস্ত্রধারী চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবে। অনন্তর ঐ সমস্ত রাক্ষসের সহিত আমি ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব এবং ভীম পরাক্রমে উহাদিগকে বিনাশ করিয়া সুগ্রীবের নিকট মহানন্দে প্রত্যাগমন করিব।”

সুধীর মহাবীর হনুমান এইরূপ স্থির করিয়া ক্রোধ-

ভরে অশোকবন ভগ্ন এবং বৃক্ষসকল বায়ুবৎ বেগে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পক্ষিগণ আর্ত্ত-স্বরে কোলাহল আরম্ভ করিল। ক্রীড়াপর্ব্বতের সুদৃশ্য শৃঙ্গ চূর্ণ এবং জলাশয়ের তলদেশ বিদীর্ণ হইল। লতাসকল ছিন্নভিন্ন এবং তাম্রবর্ণ পত্র সকল ম্লান হইয়া গেল। চিত্র-গৃহ, শিলাগৃহ, লতাগৃহ এবং অন্যান্য অনেক গৃহ নষ্ট হইল। হিংস্র জন্তুগণ প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অশোকবন দাবানলদগ্ধ কাননের ন্যায় শ্রীহীন হইল এবং মদবিহ্বলা স্খলিতবসনা কামিনীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ সেই রমণীয় প্রমোদকানন তৎকালে মহাবীর হনূমানের হস্তে যার পর নাই শোচনীয় আকার ধারণ করিল। পবনকুমারও রাবণের এই মহৎ অপ্রিয় সাধনান্তর একাকী বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত সংগ্রামার্থী হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল আকার ধারণ পূর্ব্বক উদ্যানের তোরণে আরোহণ করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

রাক্ষসদিগের সহিত হনূমানের যুদ্ধ।

লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণ সহসা বৃক্ষভঙ্গের শব্দে এবং পক্ষিগণের কোলাহলে যার পর নাই ভীত হইল। মৃগগণ প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র রাক্ষসদিগের অমঙ্গলসূচক নানাবিধ কুলক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এদিকে অশোকবনস্থা রাক্ষসীগণ অনেকে নিদ্রিতা ছিল; তাহারা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিল মহাবীর পবনকুমার উক্ত বন ভগ্ন করিয়া তোরণোপরি উপবিষ্ট আছেন।

ঐ সময়ে হনূমানও রাক্ষসীদিগকে দেখিয়া ভয়প্রদর্শনের জন্য নিতান্ত ভীষণ আকার ধারণ করিলেন। তাহারা তাঁহার সেই পর্ব্বতাকার ভীম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "জানকি! ঐ বানর কে? কাহার চর? কিজন্য কোথা হইতে আসিয়াছে? এবং তুমিই বা উহার সহিত কেন কথোপকথন করিতেছিলে? সুন্দরি! তুমি ভয় পাইও না; বল ঐ বানর তোমাকে কি বলিয়া গেল।"

সাধ্বী সীতা তাহাদিগকে কহিলেন, "আমার কি সাধ্য যে কামরূপী রাক্ষসদিগের অভিসন্ধি বুঝিয়া উঠি? ঐ বানর যে কে এবং উহার উদ্দেশ্যই বা কি তাহা তোমরাই বলিতে পার; কারণ সর্পেই সর্পের পদ চিনিতে পারে। ফলতঃ আমি উহার কিছুই জানি না। উহাকে দেখিয়া আমিও

অত্যন্ত ভয় পাইয়াছি। আমার বিশ্বাস ও একজন রাক্ষস, মায়াবলে ঐ প্রকার রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে।”

সীতার এই কথা শুনিয়া রাক্ষসীরা ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিল। কেহ কেহ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, “মহারাজ! অশোকবনে একটী ভীষণমূর্ত্তি বানর আসিয়াছে। সে সীতার সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া এক্ষণে তোরণের উপরি উপবিষ্ট আছে। আমরা জানকীকে তাহার সম্বন্ধে অনেক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কোন কথাই বাহির করিতে পারিলাম না। আমাদের অনুমান হইতেছে সে হয় ইন্দ্রের, না হয় কুবেরের দূত হইবে; কিম্বা রাম সীতার অন্বেষণার্থ তাহাকে পাঠাইয়া থাকিতে পারে। সে যাহাই হউক ঐ অদ্ভুতাকার বানর আপনার নানাবিধ মৃগসঙ্কুল রমণীয় প্রমোদবন ভগ্ন করিয়াছে। সে ঐ বনের প্রায় সকল স্থানই নষ্ট করিয়াছে কেবল সীতা যে অংশে আছেন সেই অংশ স্পর্শও করে নাই। বোধ হয় জানকীর রক্ষার্থ বা নিজের শ্রান্তিবশতঃ ঐ অংশ অবশিষ্ট রাখিয়াছে; অথবা তাহার আবার শ্রান্তি কি? সে নিশ্চয়ই জানকীর প্রিয়ার্থ ঐ অংশ নষ্ট করে নাই। অতএব মহারাজ। ঐ দুরাত্মার প্রতি উগ্রদণ্ড প্রদান করুন। যেহেতু সে আপনার নন্দনকাননতুল্য মনোহর প্রমোদকানন নষ্ট করিয়াছে এবং সীতার সহিত বাক্যালাপ করিতে সাহসী হইয়াছে। রাক্ষসরাজ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে আপনার মনোহারিণী সীতার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছে প্রাণদণ্ড ভিন্ন তাহার আর অন্য কি দণ্ড হইতে পারে?”

রাবণ রাক্ষসীদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় আবর্ত্তিত হইল এবং দুইটী প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হইতে যেরূপ জ্বলন্ত তৈলবিন্দু পতিত হয়, তদ্রূপ উহাদের মধ্য হইতে ক্রোধজ অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। তিনি আপনার সদৃশ বলবান কিঙ্কর নামক বীর রাক্ষসদিগকে আহ্বান করিয়া হনূমানের নিগ্রহার্থ আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র অশীতিসহস্র বেগবান কিঙ্কর কূট, মুদ্গরাদি অস্ত্রহস্তে গৃহ হইতে নির্গত হইল। উহারা সকলেই মহোদর, মহাদংষ্ট্র, ঘোররূপ এবং মহাবল; সকলেই যুদ্ধে হনূমানকে গ্রহণে উৎসুক। কিয়ৎকাল পরে তাহারা তোরণস্থ হনূমানকে দেখিতে পাইল এবং বহ্ন্যভি-মুখ পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহারা বিচিত্র গদা, আদিত্যতুল্য প্রদীপ্ত শর, মুদ্গর, পট্টিশ, শূল, প্রাস, তোমর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে হনূমানকে বেষ্টন করিল।

এদিকে পর্ব্বতাকার শ্রীমান হনূমান উহাদিগকে দেখিয়া উৎসাহভরে লাঙ্গূল আস্ফালন পূর্ব্বক ঘোর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার আকার অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তৎকালে গগনচারী পক্ষিগণ তাঁহার লাঙ্গূলাস্ফালন এবং গর্জ্জনের শব্দে মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ঐ শব্দের প্রতিধ্বনি অনন্ত গগন-ময় ব্যাপ্ত হইয়া দেব এবং সিদ্ধগণকে আহ্লাদিত করিল। মহাবীর হনূমান সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীরস্বরে "জয় রামচন্দ্রের জয়, জয় লক্ষ্মণের জয়, জয় সুগ্রীবের জয়" এই বাক্য

উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "রে ক্ষুদ্রপ্রাণ রাক্ষসগণ! আমি জগদেকবীর মহাত্মা রামচন্দ্রের দাস শত্রুসৈন্যের হন্তা পবনাত্মজ মহাবীর হনূমান। তোদের কথা দূরে থাকুক, যদি সহস্র রাবণ আমার সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলেও আমি কেবল শিলা ও বৃক্ষ লইয়া সহস্রই বিনাশ করিতে পারি। বরং দেখ্, আমি তোদের সাক্ষাতেই লঙ্কাপুরী ছারখার এবং সীতাকে অভিবাদন করিয়া হাসিতে হাসিতে নিজস্থানে গমন করিতেছি।"

মহাতেজা হনূমানের এই বীরগর্ব্বমিশ্রিত আস্ফালন এবং সর্ব্বপ্রাণীভয়ঙ্কর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া রাক্ষসেরা ভয়ে অভিভূত হইল; কিন্তু উগ্রশাসন রাবণের আদেশ অলঙ্ঘ্য জানিয়া তাহারা নানাবিধ অস্ত্র লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। মহাবীর মুহূর্ত্তের মধ্যে তোরণসম্মুখস্থ একটী বৃহৎ লৌহময় পরিঘ গ্রহণ করিয়া গগনতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন পক্ষিরাজ গরুড় একটী বৃহৎ সর্প মুখে করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা দৈত্যগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ মহাবীর ক্ষণকালমধ্যেই পরিঘ দ্বারা রাক্ষসদিগকে সংহার করিলেন এবং কিছুমাত্র পরিশ্রান্ত না হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধকামনায় তোরণোপরি উপবেশন করিলেন।

হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা শুষ্কমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া রাবণের নিকট উপস্থিত হইল এবং সমস্ত কিঙ্করসৈন্যের বিনাশ সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর করিল। রাবণ এই সংবাদ

শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া প্রহস্তপুত্রকে হনুমানবধার্থ নিয়োগ করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

চৈত্যপ্রাসাদ ভঙ্গ।

মহাবীর হনুমান কিঙ্করদিগকে সংহার করিয়া তোরণোপরি উপবেশন পূর্ব্বক ভাবিলেন, "আমি ত প্রমদাবন ভগ্ন করিয়াছি এক্ষণে রাবণের কুলদেবতার প্রাসাদটা অবশিষ্ট আছে। অতএব রাক্ষসেরা পুনরায় যুদ্ধার্থ না আসিতেই আসিতেই ওটা নষ্ট করা কর্ত্তব্য হইতেছে।" এই ভাবিয়া মহাতেজা হনুমান এক লম্ফে শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত ঐ প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া সুমেরুপর্ব্বতগত সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি উল্লম্ফনবেগেই ঐ বৃহৎ প্রাসাদ ভগ্ন করিয়া রাক্ষসদিগের মনে ভয়সঞ্চারের জন্য ভীষণ আকার ধারণ এবং পুনঃ পুনঃ ঘোর সিংহনাদ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই শ্রোত্রঘাতী ভয়াবহ গর্জ্জন শ্রবণে গগনচারী পক্ষিগণ ভূতলে পতিত এবং অনেকানেক রাক্ষসও মূর্চ্ছিত হইল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে "জয় জগদেকবীর রামচন্দ্রের

জয়, জয় মহাতেজা লক্ষ্মণের জয়, জয় কপিরাজ সুগ্রীবের জয়" এই কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "রে রাক্ষসগণ! আমি কোশলরাজ মহাবীর রামচন্দ্রের দাস পবনকুমার শত্রুহন্তা হনূমান। অন্যান্য রাক্ষসের কথা দূরে থাকুক, যদি রাবণের ন্যায় সহস্র বীরও আমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলেও আমি কেবল শিলা ও বৃক্ষ লইয়া সেই সহস্র জনের প্রাণসংহার করিতে পারি। বরং দেখ, আমি তোদের সাক্ষাতেই লঙ্কাপুরী নাশ এবং মৈথিলীকে অভিবাদন করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছি।" এই বলিয়া হনূমান পুনরায় রাক্ষসদিগকে চমকিত করিয়া এক ভয়াবহ গর্জ্জন করিলেন।

এদিকে প্রাসাদরক্ষক রাক্ষসেরা রাবণের শাসনভয়ে নানাবিধ অস্ত্র লইয়া মহাকায় হনূমানকে বেষ্টন করিল। তাহারা ঐ বীরের প্রতি বিচিত্র গদা, পরিঘ, সূর্য্যতুল্য বাণ প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তৎকালে রাক্ষসসৈন্য-পরিবৃত পবনকুমারকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন একটী বৃহৎ মাতঙ্গ গঙ্গাস্রোতের বিপুল আবর্ত্তে পতিত হইয়াছে। মহাবীর পবনকুমার রাক্ষসদিগের আক্রমণে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিলেন এবং নিমেষের মধ্যে একটী হেমময় স্তম্ভ উৎপাটন পূর্ব্বক অনবরত ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। সহসা সেই বিঘূর্ণিত স্তম্ভের সহিত অন্য স্তম্ভের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া সেই ভগ্ন প্রাসাদকে ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিল। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বজ্র দ্বারা দৈত্যগণের প্রাণ-

সংহার করেন তদ্রূপ মহাবীর হনূমান, সেই স্তম্ভের দ্বারা শত শত রাক্ষসের প্রাণবিনাশ করিলেন এবং অন্তরীক্ষ হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "রে লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণ! তোদের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে। তোরা যখন আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বানরের পরাক্রমেই মৃতপ্রায় হইলি, তখন আর তোদের কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। আমার সমান এবং আমা অপেক্ষা অধিকতর বলশালী অসংখ্য বানর কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতেছে। উহাদের কেহ দশ মত্ত হস্তীর বল ধারণ করে, কেহ বা শতসহস্র বা অযুত হস্তীর বল ধারণ করে। উহাদের কাহারও বল পবনের ন্যায়, কাহারও বা অপ্রমেয়। শত্রুনাশন সুগ্রীব এইরূপ কোটী কোটী বানর লইয়া অচিরেই লঙ্কায় আগমন করিবেন। আমি দেখিতেছি লঙ্কাপুরী আর নাই, তোরাও আর নাই এবং তোদের রাজা রাবণ, যে ইক্ষ্বাকুবীর রামচন্দ্রের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, সেও আর নাই।"

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

জম্বুমালীর সহিত হনুমানের যুদ্ধ।

প্রহস্তের পুত্র মহাবল জম্বুমালী রাক্ষসরাজের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া হনুমানবধার্থ ধনুর্হস্তে নির্গত হইল। সে রক্ত-মাল্য ও রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক খরযোজিত রথে বেগে আগমন করিতে লাগিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে আরক্ত ও ভীষণ; সে একটী প্রকাণ্ড ধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আস্ফালন করিতেছিল এবং তাহার টঙ্কারের শব্দে দশদিক এবং নভঃস্থল পরিপূরিত হইতেছিল। মহাবীর হনুমান রাক্ষসকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া হর্ষভরে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

মহাতেজা জম্বুমালী হনুমানকে তোরণোপরি উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে বর্ষাকালীন ধারাপাতের ন্যায় তাঁহার উপরি অনবরত সুতীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল এবং একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার শরে হনুমানের আনন একটী অঙ্কুশাকার বাণে তাঁহার মস্তক এবং দশটী নারাচে বাহুদ্বয় বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। তৎকালে পবনকুমারের শোণিতাক্তমুখে শর পতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন প্রস্ফুটিত রক্তোৎ-পলের উপরি সূর্য্যরশ্মি পতিত হইতেছে।

মহাবীর পবনকুমার শরপ্রহারে ব্যথিত হইয়া ক্রোধভরে এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে জম্বুমালীর দিকে

নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু রাক্ষস দশটী শাণিত শরের দ্বারা অর্দ্ধপথেই উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। ভীষণবিক্রম হনূমান তাঁহার শিলা নিষ্ফল হওয়াতে ক্রোধে অধীর হইয়া এক বিশাল শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক বেগে ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষস তাঁহার উপরি অবিরল শাণিত বাণবর্ষণ করিতে লাগিল এবং চারিটী বাণে তাঁহার শালতরু খণ্ড খণ্ড করিয়া অবশেষে পাঁচটী শরে তাঁহার ভুজদ্বয়, একটীতে বক্ষঃস্থল এবং দশটীতে স্তনান্তর বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। মহাবীর পবনকুমার সর্ব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়া আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত লৌহময় পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে বিঘূর্ণিত করিয়া জম্বু-মালীর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষস সেই ভীষণ প্রহারে বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় চূর্ণিতাঙ্গ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহার মুণ্ড, ধনুক, বাণ, রথ, অশ্ব ছিন্নভিন্ন হইয়া যে কোথায় পতিত হইল তাহার স্থিরতা রহিল না।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

মন্ত্রিপুত্রগণের সহিত হনূমানের যুদ্ধ।

প্রহস্তপুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধে অধীর হইলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইয়া জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ডদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রবলপরাক্রম মন্ত্রিপুত্রগণকে আহ্বান পূর্ব্বক হনূমানের নিগ্রহার্থ আদেশ করিলেন। অগ্নির ন্যায় তেজস্বী মন্ত্রিপুত্রেরাও আদেশমাত্র মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া বেগে নির্গত হইল। তাহারা সকলেই ধনুর্দ্ধারী, মহাবীর্য্য, বল-গর্ব্বে গর্ব্বিত এবং অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ। তাহাদিগের ধ্বজ ও পতাকাসকল স্বর্ণদণ্ডশোভিত এবং রথসকল মেঘের ন্যায় গম্ভীরনির্ঘোষ অশ্বযোজিত। তাহারা তপ্তকাঞ্চনচিত্রিত ধনুক হস্তে লইয়া আস্ফালন করিতে করিতে যাইতে লাগিল; তাহাতে বোধ হইতে লাগিল বিদ্যুৎশোভিত জলদাবলী গর্জ্জন করিতে করিতে যাইতেছে। যৎকালে ঐ সমস্ত বলদর্পিত রাক্ষস হনূমানকে বধার্থ মহোল্লাসে গমন করিতে-ছিল তৎকালে উহাদের আত্মীয়গণ কিঙ্করদিগের পরিণাম স্মরণ করিয়া যার পর নাই ভীত ও শোকার্ত্ত হইয়াছিল।

ক্রমে রাক্ষসগণ হনূমানের সন্নিহিত হইল এবং উহাঁকে তোরণোপরি উপবিষ্ট দেখিতে পাইল। অনন্তর বর্ষাকালীন মেঘসমূহ যেরূপ পর্ব্বতের উপরি অনবরত বারিবর্ষণ করে

তদ্রূপ ঐ রাক্ষসসৈন্য মহাবীর হনূমানের উপরি শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রথসকলের গম্ভীর নির্ঘোষ সজল জলদাবলীর গর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কপিবীর কিয়ৎকাল সেই শরজালে একবারে অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর রাক্ষসদিগের বাণপথ অতিক্রম করিয়া একলম্ফে আকাশে উত্থিত হইলেন এবং পবনদেব যেরূপ ইন্দ্রধনু-চিত্রিত মেঘাবলী লইয়া ক্রীড়া করেন তদ্রূপ তথা হইতে রাক্ষসসৈন্যের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর পবনকুমার সহসা এক ঘোর রোমহর্ষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাক্ষসদিগের মনে ভয় উৎপাদন করিয়া উহাদিগের মধ্যে পতিত হইলেন এবং কতকগুলিকে চপেটাঘাতে, কতকগুলিকে পদাঘাতে, কতকগুলিকে বা মুষ্ট্যাঘাতেই যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি কতকগুলিকে নখদ্বারা বিদারণ, কতকগুলিকে ঊরু এবং বক্ষের আঘাতে একবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কোন কোন রাক্ষস তাঁহার ভয়াবহ গর্জ্জন শ্রবণেই ভূতলে শয়ন করিল। যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল তাহারা প্রাণভয়ে যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল।

যুদ্ধাবসানে সেই রণস্থলী অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল। ইতস্ততঃ নদীস্রোতের ন্যায় শোণিতপ্রবাহ বহিতে লাগিল। হস্তীসকল বিকৃতস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; অশ্বসকল নিষ্পন্দদেহে শয়ন করিল। এ দিকে মৃত রাক্ষস-দিগের আত্মীয় স্বজনের বিলাপ ও হাহাকারে লঙ্কানগরী পরিপূর্ণ হইল।

ভীষণপরাক্রম কপিবর হনূমান এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাক্ষসদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধপ্রতীক্ষায় পূর্ব্বোক্ত তোরণে উপবেশন করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

পঞ্চসেনাপতির সহিত হনূমানের যুদ্ধ।

দূতমুখে মন্ত্রিপুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তেজস্বী রাবণের আর ক্রোধের সীমা রহিল না। কিন্তু তিনি মনে মনে ইহা বুঝিলেন যে,এই রাক্ষসহন্তা বানর সামান্য নহে। বলিতে কি, তাঁহার হৃদয়ে কথঞ্চিৎ ভয়েরও উদ্রেক হইল। অনন্তর মন্ত্রণাকুশল রাক্ষসরাজ আন্তরিক ভাব গোপনপূর্ব্বক বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ,দুর্দ্ধর,প্রঘস এবং ভাসকর্ণ নামক পাঁচজন নীতিজ্ঞ মহাবল সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া দুরাত্মা বানরের নিগ্রহার্থ গমন কর। তোমরা নীতিশাস্ত্রে বৃহস্পতির ন্যায়, বেগে পবনের ন্যায় এবং পরাক্রমে অতুল; সুতরাং তোমাদিগকে কোন উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলিতেছি, তোমরা দেশকাল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিও। বলিতে কি, এই দুরাত্মার যেরূপ কার্য্য-

কলাপ দেখিতেছি তাহাতে ইহাকে যথার্থ বানর বলিয়া আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না। আমার বোধ হয়, ইন্দ্র আমার নিগ্রহার্থ তপোবলে এই মহাবল অদ্ভুত প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছেন। অথবা, বীরগণ! আমি তোমাদিগের সাহায্যে নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেব, অসুর, মহর্ষি প্রভৃতি সকলকেই উৎপীড়ন করিয়াছি, এক্ষণে তাহারাই হয়ত আমার অনিষ্টকামনায় উহাকে প্রেরণ করিয়াছে! কিন্তু যেই প্রেরণ করিয়া থাকুক এই বানর যে আমার ঘোর শত্রু তাহার আর সন্দেহ নাই; অতএব তোমরা সত্বর সৈন্যসামন্ত লইয়া গিয়া উহাকে উপযুক্ত শাস্তি দাও। বীরগণ! তোমরা নিজ নিজ বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া যেন এই দুরাত্মাকে বানরবোধে অবজ্ঞা করিও না। বলিতে কি, আমি অনেক ভীম পরাক্রম বানর দেখিয়াছি। কপিরাজ বালী, তাঁহার ভ্রাতা সুগ্রীব, মহাবল জাম্ববান, সেনাপতি নীল এবং দ্বিবিদাদি অন্যান্য কপিবীরদিগকেও নিরীক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু তাহাদের গতি, তেজ, পরাক্রম, বুদ্ধি বা উৎসাহ এরূপ ভয়াবহ নহে এবং তাহারা ইহার ন্যায় কামরূপ পরিগ্রহ করিতেও সমর্থ নহে। এ অবশ্যই কোন মহৎ প্রাণী, বানরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছে; অতএব তোমরা ইহাকে নিগ্রহার্থ বিশেষ যত্ন করিবে। বীরগণ! আমি তোমাদের পরাক্রম সবিশেষ অবগত আছি; সুরাসুরেরাও যে সমরে তোমাদের সম্মুখীন হইতে পারে না তাহাও জানি। তথাপি তোমরা ইহা স্মরণ রাখিও যে, জয়াভিলাষী নীতিজ্ঞ ব্যক্তির কদাপি যুদ্ধে অবহেলা করা উচিত নহে, কারণ জয়লক্ষ্মী অতিশয় চঞ্চলা।

বিশেষ সতর্ক না হইলে মহাবীরেরাও সহসা প্রাণ হারাইতে পারেন।”

অগ্নির ন্যায় তেজস্বী মহাবল সেনাপতিগণ প্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া হনূমানের নিগ্রহার্থ মহাবেগে নির্গত হইল। তাহারা নিশিত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া কেহ রথে, কেহ মত্তহস্তীতে কেহ বা বেগবান অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিল। অনন্তর তাহারা দূর হইতে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় তোরণোপরি উপবিষ্ট হনূমানকে দেখিতে পাইল। তিনি মহাবেগ, মহাসত্ত্ব, মহাবল, মহামতি, মহোৎসাহ এবং মহাভুজ। রাক্ষসেরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে নানাবিধ ভীষণ প্রহরণ লইয়া আক্রমণ করিল। দুর্ধর নামক রাক্ষস পাঁচটী তীক্ষ্ণ শাণিত শরে হনূমানের শিরোদেশ বিদ্ধ করিল। কপিবীর শরবিদ্ধ হইয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইলেন এবং ভয়াবহ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশদিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। রাক্ষস দুর্ধরও রথ হইতে হনূমানের উপরি শত শত শাণিত শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বর্ষাবসানে প্রবল বায়ু যেরূপ ধারাবর্ষী মেঘ সকলকে বিচ্ছিন্ন করে মহাবীর হনূমানও সেইরূপ দুর্ধরের শরজালকে নিবারণ করিতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। অনন্তর রাক্ষসের অব্যর্থ সন্ধানে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তিনি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভীষণ গর্জ্জন করত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে পর্ব্বতশৃঙ্গে যেরূপ বিদ্যুৎরাশি পতিত হয় তদ্রূপ তিনি সহসা রাক্ষসের

রথোপরি পতিত হইলেন। সেই পতনবেগেই দুর্ধরের আটটী অশ্বসহিত রথ একবারে চূর্ণ হইয়া গেল এবং সে স্বয়ং মৃতদেহে ভূতলে পতিত হইল।

বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষ নামক দুর্জয় রাক্ষসদ্বয় দূর হইতে এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া রোষভরে হনুমানের সম্মুখে অগ্রসর হইল এবং দুইটি মুদ্গর লইয়া তাঁহাকে অনবরত বক্ষঃস্থলে প্রহার করিতে লাগিল। কপিবীর সবলে এক শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক উহার প্রহারে মুহূর্ত্তমধ্যে রাক্ষসদ্বয়কে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

এইরূপে হনূমান তিনজনকে বিনাশ করিলে প্রঘস ও ভাসকর্ণ নামক অবশিষ্ট সেনাপতিদ্বয় ক্রোধভরে উহাঁকে এককালেই আক্রমণ করিল। ভাসকর্ণ এক শূলাস্ত্র এবং প্রঘস একটী শাণিত পট্টিশ লইয়া প্রহার করিতে লাগিল। মহাবীর পবনকুমার উহাদের প্রহারে ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তাক্তকলেবর হইয়া নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং ক্রোধভরে পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদি সহিত একটী গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া রাক্ষসদ্বয়কে প্রহার করিলেন। উহারা তৎক্ষণাৎ নিষ্পিষ্ট হইয়া প্রাণ হারাইল।

এইরূপে সেনাপতিরা প্রাণ হারাইলে মহাবীর হনূমান অনায়াসেই অবশিষ্ট বানরদিগকে বিনাশ করিলেন। তিনি অশ্ব দ্বারা অশ্ব, হস্তী দ্বারা হস্তী, রথ দ্বারা রথ এবং রাক্ষস দ্বারা রাক্ষস বিনাশ করিলেন। তৎকালে রাক্ষস, হস্তী ও অশ্বগণের শোণিতপ্রবাহ ও মৃতদেহে এবং ভগ্ন রথাদিতে রণস্থলী অতি ভীষণ দৃশ্যে পরিণত হইল।

এদিকে মহাবীর পবনকুমার রাক্ষসবিনাশে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পুনরায় যুদ্ধপ্রতীক্ষায় পূর্ব্বোক্ত তোরণোপরি উপবেশন করিলেন।

তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন যমরাজ প্রজানাশে একটু অবকাশ পাইয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

অক্ষের সহিত হনূমানের যুদ্ধ।

হনূমান সৈন্যসামন্ত সহিত পঞ্চসেনাপতিকে বিনাশ করিয়াছে এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং সমরোন্মুখ সম্মুখস্থিত কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। মহাপ্রতাপ অক্ষ সেই দৃষ্টিতেই পিতার আদেশ বুঝিতে পারিলেন এবং সমরার্থ কাঞ্চনচিত্রিত ধনুক হস্তে করিয়া হুতপ্রদীপ্ত যজ্ঞীয় অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি স্বর্ণজালজড়িত বালারুণের ন্যায় উজ্জ্বল একখানি রথে আরোহণ পূর্ব্বক হনূমানের নিগ্রহার্থ যাত্রা করিলেন। ঐ অপূর্ব্ব রথ তপোবলে লব্ধ এবং উহার ধ্বজ ও পতাকা সকল রত্নবিভূ-

মিত; উহা সুরাসুরেরও অধৃষ্য, অপ্রতিহতগতি, আকাশ-গামী এবং বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল। উহাতে আটটী অতিশয় বেগগামী অশ্ব যোজিত ছিল এবং উহার অভ্যন্তরে শর, অসি প্রভৃতি অস্ত্র যথাস্থানে সজ্জিত থাকায় উহা নাগবহুল পাতালপুরীর ন্যায় অতিশয় ভীষণ হইয়াছিল। মহাবীর অক্ষ যৎকালে উজ্জ্বল স্বর্ণমাল্যে সজ্জিত এই রথে আরোহণপূর্ব্বক নির্গত হইলেন তৎকালে তুরঙ্গদিগের হ্রেষারব, হস্তীসকলের বৃংহিতধ্বনি, রথের সুগম্ভীর নির্ঘোষ, রাক্ষসবীরদিগের আস্ফালন এবং সৈন্যদিগের তুমুল কোলাহলে এক দিগন্ত-বিসারী শব্দ উত্থিত হইল। ঐ শব্দে সশৈলকাননা পৃথিবী এবং অনন্ত আকাশ যেন পরিপূর্ণ হইল।

অক্ষ সসৈন্যে অশোককাননের তোরণের নিকটে উপ-স্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর হনুমান যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি কিয়ৎকাল সবহুমানে হনু-মানের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন; অনন্তর তাঁহার ও নিজের বলাবল চিন্তা করিয়া প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় নিজ শরীর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

মহাবীর অজেয় হনুমান অক্ষের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; অটলভাবে তোরণোপরি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসবীর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া হনূমানের গাত্রে তিনটী শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাতেজা মারুতির আর সহ্য হইল না। উভয় বীরের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল; ঐ সংগ্রাম দর্শনে স্বর্গে দেবগণ পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। তৎকালে সূর্য্য ভয়ে বিবর্ণ হইয়া

তাপদানে বিরত হইলেন, বায়ুর গতিরোধ হইল, পর্ব্বত সকল অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল, গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত ও আকাশ বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল এবং পৃথিবীও যেন বীরদ্বয়ের পদভরে আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শরসন্ধানকুশল মহাবীর অক্ষ আশীবিষ উরগের ন্যায় তিনটী সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত শর হনূমানের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। শরবিদ্ধ হওয়াতে কপিবীরের মস্তক শোণিতে আপ্লুত হইল এবং তাহাতে তিনি কিরণচ্ছটা সহিত নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সমরোন্মুখ মহাবীর পবনকুমার শরাঘাতজনিত ক্রোধে এবং যুদ্ধজনিত হর্ষে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার রোষবিরক্ত ভীষণ নেত্রদ্বয় দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে তিনি যেন হস্ত্যশ্বসহিত সমগ্র রাক্ষস-সৈন্যকে ভস্মীভূত করিতেই উদ্যত হইয়াছেন। এদিকে রাবণপুত্র অক্ষ বিচিত্র কার্ম্মুক হস্তে করিয়া ইন্দ্রধনুচিত্রিত মেঘ যেরূপ পর্ব্বতের উপরি বারিবর্ষণ করে তদ্রূপ পর্ব্বতাকার কপিবীরের উপরি অনবরত বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসবীর বালস্বভাববশত বলদর্পে দর্পিত এবং তাঁহার নেত্রদ্বয় ক্রোধে আরক্ত; কিন্তু তিনি জানিতেন না তৃণাচ্ছন্ন মহাকূপের অভিমুখে গমন করিলে হস্তীর যে দশা হয় হনূমানের অভিমুখে গমন করিয়া তাঁহারও সেই দশা হইবে। মহাতেজা পবনকুমার শরাহত হইয়া বাহ্বাস্ফোট করতঃ মেঘগম্ভীররবে এক ভয়াবহ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন এবং বেগে রাক্ষসসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

রণচতুর অক্ষও, মেঘাবলী যেমন পর্ব্বতের উপরি শিলাবৃষ্টি করে, তদ্রূপ হনূমানের উপরি বাণবৃষ্টি করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। কপিবীর রাক্ষসের শরজালে যার পর নাই ব্যথিত হইয়া বায়ুপথে উত্থিত হইলেন এবং শরসকলের মধ্যপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার পাইলেন না। অচিরেই ভুজান্তরে বিদ্ধ হইলেন। তখন তিনি কিয়ৎকাল সবহুমানে অক্ষের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "অহো! এই রাক্ষসবীর বালক হইলেও নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় ইহার পরাক্রম কি দুঃসহ! ইহার যেরূপ রণনৈপুণ্য বীর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিতেছি তাহাতে এই বালক যে বীরসমাজে বিশেষ সম্মানের উপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। বলিতে কি সমরে ইহার ভীমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সুরাসুরেরও হৃদয়ে ভয় উপস্থিত হয়। যাহা হউক ইহার সমরোৎসাহ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, অতএব আর ইহাকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। জ্বলনোন্মুখ অগ্নিকে নির্ব্বাণ না করিয়া কোন্ মূর্খ নিশ্চিন্ত থাকে?"

রণদক্ষ হনূমান মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া নিজবেগ বৃদ্ধি করিলেন। অনন্তর আকাশপথে থাকিয়াই অক্ষের বৃহৎ রথের উপরি এরূপ তলপ্রহার করিতে লাগিলেন যে অল্পকাল মধ্যেই ঐ বিচিত্র রথ চূর্ণীকৃত এবং উহার আটটি অশ্ব বিনষ্ট হইল। তখন পুণ্যাত্মা ঋষিগণ যেরূপ রক্তমাংসময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন তদ্রূপ অক্ষ ঐ ভগ্নরথ পরিত্যাগ করিয়া খড়্গগ্রহণ পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইলেন। মহাবীর পবনকুমার অক্ষকে পক্ষিরাজ

গরুড়, পবনদেব এবং সিদ্ধচারণসেবিত আকাশপথে উত্থিত দেখিয়া এবং তথায় রাবণপুত্রের বলপ্রকাশ কার্য্যকারী হইবে না জানিয়া, সহসা দৃঢ়রূপে রাক্ষসের পদদ্বয় ধারণ করিলেন। হনুমানের পরাক্রম তাঁহার পিতা পবনদেবের ন্যায়। গরুড় যেমন অজগর সর্পসকলকে ধারণ করেন, তদ্রূপ তিনি অবলীলাক্রমে অক্ষকে ধারণ করিয়া বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন, অনন্তর সবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অক্ষের বাহু, ঊরু, কটি এবং বক্ষঃস্থল ইত্যাদি ভগ্ন হইল; সন্ধিবন্ধন সকল বিশ্লিষ্ট হইল এবং অস্থি চূর্ণ হইয়া গেল। অক্ষ ভূতলে পতিত হইয়া রক্ত বমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

মহাকপি এইরূপে অক্ষকে বিনাশ করিয়া রাক্ষসরাজের মনে প্রথম ভয় উৎপাদন করিলেন। এদিকে তাঁহার এই অলৌকিক কার্য্যে বিস্মিত হইয়া স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবগণ, জ্যোতিশ্চক্রমধ্যগত মহর্ষিগণ এবং যক্ষপন্নগাদি প্রাণীগণ তাঁহাকে সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পবনকুমারও রণান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য পুনরায় সেই তোরণোপরি উপবেশন করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

ইন্দ্রজিতের সহিত হনুমানের যুদ্ধ।

কুমার অক্ষ হনুমানের হস্তে রণে নিহত হইয়াছেন, এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অবিলম্বে দেববিজয়ী পুত্র ইন্দ্রজিৎকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি অস্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী। তুমি সুরাসুরেরও শাসনকর্ত্তা; তাহারা সমরে তোমার সম্মুখীন হওয়া দূরে থাকুক, তোমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় ভয় করিয়া থাকে। তুমি তপঃপ্রভাবে পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকটে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছ। যুদ্ধে কখন ক্লান্ত হয় না, তুমি ভিন্ন ত্রিলোকেও এমন কাহাকে দেখি না। তুমি যেরূপ স্বীয় ভুজবলে রক্ষিত, সেইরূপ তপোবলেও রক্ষিত। তুমি দেশকালজ্ঞ এবং রাজনীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। অধিক কি, রণস্থলে বা মন্ত্রণাগৃহে এমন কোন কার্য্যই নাই যাহা তোমার ভুজবল বা বুদ্ধিবলে সহজে সম্পন্ন হয় না। জগতে সকলেই তোমার অসাধারণ পরাক্রমের বিষয় অবগত আছে। তোমার অস্ত্রবল ও তপোবল কোন অংশে আমার হইতে ন্যূন নহে; সুতরাং তুমি যুদ্ধযাত্রা করিলে আমি জয়লাভ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। বৎস! তোমায় আর দুঃখের কথা কি বলিব, যাহারা সমরে পরাজয় কাহাকে বলে

কখন জানিত না, আমার অনুচর কিঙ্কর নামক সেই সমস্ত রাক্ষসদিগের মধ্যে আর এক প্রাণীও জীবিত নাই; মহাবল জম্বুমালী নিহত হইয়াছেন, অগ্নিকল্প অমাত্যপুত্রেরা নিহত হইয়াছেন, অজেয় দুর্ধরাদি পঞ্চজন সেনাপতিও নিহত হইয়ছেন; অবশেষে আমার প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র কুমার অক্ষও আমাকে দুর্বিষহ পুত্রশোক প্রদান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। হনুমান নামক একজন বানর এই সমস্ত দুষ্কর কার্য্য করিয়াছে। বৎস! এক্ষণে আমি তোমার উপরেই এ অপমানের প্রতিশোধ লইবার ভার দিতেছি। তুমি রণকুশল, তোমাকে আর অধিক কি উপদেশ দিব। এই অসংখ্য সৈন্যের বিনাশের কথা স্মরণ রাখিয়া, সেই দুরাত্মা বানরের বলাবল স্থিরকরণান্তর নিজপরাক্রমানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। যাহাতে আর বৃথা সেনা নাশ না হয় তাহার চেষ্টা করিবে। বৎস! আমার বিবেচনায় তোমার অধিক সেনা লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই, কারণ এই বানরের সহিত যুদ্ধে তাহারা হয় প্রাণ হারায় নচেৎ রণস্থল হইতে পলায়ন করে; বজ্রের ন্যায় সুশাণিত শরেও প্রয়োজন নাই, কারণ আমি শুনিয়াছি পবনকুমারের শরীর অস্ত্রে দুর্ভেদ্য, গতি অপ্রতিহত, বলবীর্য্য অসীম এবং তেজ অগ্নির ন্যায়। তাহাকে অস্ত্রের দ্বারা বিনাশের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। অতএব তুমি আমার উপদেশ সম্যক বিবেচনা করিয়া অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্রের সামর্থ্য স্মরণ কর, তাহা হইলে বিনা ক্লেশেই শত্রুর পরাভব সিদ্ধ হইবে। ইন্দ্রজিৎ! তুমি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পুত্র; আমার ইচ্ছা ছিল না তোমাকে এই কার্য্যে নিয়োগ করি,

কিন্তু রাজধর্ম্মের অনুরোধে আমাকে বাধ্য হইতে হইল। শত্রুকে রণে পরাজয় করা নিতান্ত আবশ্যক। আর কাহারও উপরে বিশ্বাস করিয়া সে কার্য্যের ভার দিতে পারিলাম না।”

দেবপ্রভাব ইন্দ্রজিৎ পিতার এই আদেশ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সভাস্থ অন্যান্য সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। তৎকালে হর্ষভরে পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় তাঁহার বিপুল দেহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মহাতেজা রাক্ষসবীর গরুড়ের ন্যায় বেগবিশিষ্ট তীক্ষ্ণদংষ্ট্র বিষধর সর্পচতুষ্টয়যোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগে হনূমানের অভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে কপিবীরও দূর হইতে ইন্দ্রজিতের রথনির্ঘোষ, জ্যাশব্দ এবং ধনুষ্টঙ্কার শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। ক্রমে উভয় পক্ষ সম্মুখীন হইল। রণপণ্ডিত ইন্দ্রজিৎ শাণিত শর সকল হনূমানের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা হনূমানও হর্ষভরে ঘোর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে দিক্‌সকল সহসা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, মৃগ ও পক্ষী সকল বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। গগনে দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং জ্যোতিশ্চক্রগত মহর্ষিগণ যুদ্ধদর্শনার্থ উপস্থিত হইলেন।

ক্রমে উভয় বীর ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সুরেন্দ্র ও অসুরেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ

রথোপরি অবস্থিতি করত বিচিত্র ধনুকে পুনঃ পুনঃ ভীষণ টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক কপিবীরের উপরি অনবরত বাণবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রণদক্ষ হনূমানও রাক্ষসবীরের শরবেগ ব্যর্থ করিবার জন্য পবনপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরবীরহন্তা ইন্দ্রজিৎ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রের ন্যায় সারবিশিষ্ট সুবর্ণপুঙ্খ বাণসকল ধনুকে যোজনা করিলেন। রথের সুগম্ভীর নির্ঘোষ, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহিত এবং মৃদঙ্গ, ভেরী পটহাদির ধ্বনি অতিক্রম করিয়াও তাঁহার ধনুষ্টঙ্কারের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছু-তেই হনূমানকে পরাভব করিতে সমর্থ হইলেন না। কপি-বীর আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত ইন্দ্রজিতের বাণপথ অতিক্রম করিয়া হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ গগনমার্গে উত্থিত হইতে লাগিলেন। ফলতঃ বীরদ্বয় রণদক্ষতায় পরস্পরের সমকক্ষ ছিলেন। গগনে দেবগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিয়া যার পর নাই আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধানে অক্ষম হওয়াতে কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

ইন্দ্রজিৎ নিজ অব্যর্থ অস্ত্র সকলও ব্যর্থ হইতে দেখিয়া যার পর নাই চিন্তিত হইলেন এবং ধ্যান দ্বারা শত্রুর অবধ্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন কি উপায়ে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পরিশেষে তিনি স্থির করিলেন, এই বানর যখন অবধ্য তখন ব্রহ্মাস্ত্রেও ইহার মৃত্যু হইবে না; তবে ইহাকে বন্ধনের উপায় দেখা যাউক। এই ভাবিয়া তিনি পিতামহপ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র ধনুকে যোজনা

করিলেন। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবীর হনূমান উহাতে বদ্ধ এবং একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

ব্রহ্মার অনুগ্রহে হনূমান অতি অল্পকালের মধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, "অহো! আমি স্বায়ম্ভুব মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। এখন আর আমার এমন সামর্থ্য নাই যে ইহা হইতে মুক্তিলাভ করি। অতএব আমাকে পিতামহের নির্দেশবর্ত্তী হইয়া এই বন্ধন ভোগ করিতে হইবে।" এই ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে আবার স্থির করিলেন, "সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র এবং স্বয়ং পবনদেব যখন আমাকে রক্ষা করিতেছেন, তখন আর আমার এ বন্ধনে ভয় কি? মুক্ত হইতে পারিলাম না বলিয়া এত দুঃখিতই বা হইতেছি কেন? আর আমি দেখিতেছি আমার যাহা উদ্দেশ্য তাহাই এই বন্ধনেই সিদ্ধ হইবে। ইহাতে রাবণের সহিত আমার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইবার সম্ভাবনা। অতএব রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া চলুক, আমি কিছুই বলিব না।"

বিচক্ষণ হনূমান মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন এবং রাক্ষসদিগের অত্যাচারে যেন অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়াছেন এই ভাণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও তাঁহাকে অবসন্ন দেখিয়া মহানন্দে শোণবল্কল ও দ্রুমচীরের রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিতে লাগিল। "রাবণ হয়ত আমাকে দেখিতে অভিলাষী হইবে" এইরূপ কৌতূহলী হইয়াই তৎকালে হনূমান রাক্ষসদিগের বন্ধন ও বিদ্রূপাদি সমস্তই

সহ্য করিলেন। এদিকে বল্কলের দ্বারা বদ্ধ হইবামাত্র তাঁহার অস্ত্রবন্ধন আপনিই শিথিল হইয়া পড়িল; কারণ অস্ত্রবন্ধনের ধর্ম্মই এই যে, উহা অন্য বন্ধনের সহিত এককালে থাকিতে পারে না। তদ্দর্শনে ইন্দ্রজিৎ যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন এবং মনে মনে কহিলেন, "আমি এত পরিশ্রমে যে মহৎ কর্ম্ম সাধন করিলাম তাহা নিষ্ফল হইল। মূঢ় রাক্ষসেরা মন্ত্রের প্রভাব না জানিয়া ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। এক্ষণে যে আর অন্য কোন অস্ত্রে কার্য্য সিদ্ধ হইবে তাহাও বোধ হয় না।"

এদিকে বিচক্ষণ হনুমান অস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তিনি এইরূপ ভাণ করিলেন, যেন রজ্জুবন্ধনেই যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। রাক্ষসেরা মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া রাবণের নিকট লইয়া চলিল। তাহারা কেহ উহাঁকে প্রহার করিতে লাগিল কেহ বা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কেহ কহিল, "উহাকে কাটিয়া ফেল" কেহ বা কহিল, "পুড়াইয়া খাইয়া ফেল।" ইন্দ্রজিৎ অভ্যর্থনাগত বন্ধুবর্গকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক মত্তমাতঙ্গাকার হনুমানের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিলেন। তাহারাও অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "এই বানর কে? কাহার? কোথা হইতে আসিয়াছে? উহার কার্য্যকলাপই বা কিরূপ?"

ক্রমশ হনূমান রাক্ষসদিগের দ্বারা রত্নবিভূষিত উজ্জ্বল গৃহে নীত হইলেন। তিনি দেখিলেন রাক্ষসরাজ রাবণ

মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন। চতুর্দ্দিকে পাত্র, মিত্র এবং মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

হনূমানের রাবণকে দর্শন।

মহাবীর হনূমান দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ মুক্তামণি-খচিত বহুমূল্য আস্তরণাচ্ছাদিত এক স্ফাটিক সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী রমণীগণ চামর হস্তে ব্যজন করিতেছে। তাঁহার মস্তকে মুক্তাজালশোভিত মহার্হমণিখচিত উজ্জ্বল স্বর্ণমুকুট এবং গাত্রে নানাবিধ স্বর্ণ আভরণ। তাঁহার পরিধান পট্টবস্ত্র, সর্ব্বশরীর রক্তচন্দনে চর্চ্চিত—মধ্যে মধ্যে বিচিত্র শৈব ত্রিপুণ্ড্র সকল শোভা পাইতেছে। হিংস্রজন্তুসঙ্কুল মন্দর পর্ব্বতের শিখরসমূহের ন্যায় তাঁহার তীক্ষ্ণদন্তশোভিত দশ মস্তক অতিশয় ভীষণ হইয়াছে। তাঁহার বর্ণ নিবিড় মেঘের ন্যায় নীল; সুতরাং বক্ষঃস্থলস্থ রাজত হার বলাকা শ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাঁহার অঙ্গদশোভিত কৃষ্ণবর্ণ হস্ত সকল পঞ্চশীর্ষ উরগের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে;

অঙ্গুরীয়ক সকলকেও সর্পের মস্তকস্থ মণিসমূহের ন্যায় বোধ হইতেছে। ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে যেমন চারি সমুদ্র, তদ্রূপ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দুর্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব এবং নিকুম্ভ নামক চারিজন মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রী উপবিষ্ট রহিয়াছে। আরও অন্যান্য অনেক সচিব সর্ব্বদা রাক্ষসরাজকে মন্ত্রণা প্রদান করিতেছে।

মহাবীর হনূমান মেরুশিখরস্থ জলদের ন্যায় অপ্রতিম-তেজ রাবণকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হইলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "অহো! রাবণের কি তেজ! কি প্রতাপ! কি গাম্ভীর্য্য! কি রূপ! ইহার শরীরে রাজলক্ষণ সমস্তই বিদ্যমান। বলিতে কি, দুরাত্মা যদি অধর্ম্ম পথে পদার্পণ না করিত, তাহা হইলে ইন্দ্রের লক্ষ্মীও ইহার অঙ্কগতা হইতেন। কিন্তু দুরাত্মা আর অধিক দিন বাঁচিবে না; উহার ক্রূরকর্ম্মাবলী দেখিয়া ত্রিলোক ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছে।"

পঞ্চাশ সর্গ।

প্রহস্তের হনূমানকে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা।

রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধভরে অগ্রবর্ত্তী রজ্জুবদ্ধ মহাকায় বানরকে নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু হনূমানের তেজোময় মূর্ত্তি এবং পিঙ্গল নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "অহো! আমি একদিন কৈলাসপর্ব্বতে ভগবান নন্দীকে কুমুখ বলিয়া উপহাস করাতে তিনি আমাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, যে 'আমার ন্যায় মুখবিশিষ্ট প্রাণীই তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে;' এক্ষণে কি তিনি স্বয়ং বানররূপে আমাকে শাস্তি দিতে আসিয়াছেন? অথবা ইনি কি অসুররাজ বাণ; নন্দীর আদেশে আমার অনিষ্টার্থ উপস্থিত হইয়াছেন? না, আমি কেন বৃথা আশঙ্কাকে হৃদয়ে স্থান দিতেছি? বরপ্রভাবে রাবণ অমর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

রাক্ষসরাজ রাবণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া আরক্তলোচনে মন্ত্রী প্রহস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "মন্ত্রিবর! তুমি এই দুরাত্মা বানরকে জিজ্ঞাসা কর, ও কোথা হইতে, কিজন্য আসিয়াছে? কাহার অনুমতিতে আমার বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল? কিজন্য ঐ নন্দনকাননসদৃশ বন ভগ্ন করিল এবং কেনই বা অকারণ কতকগুলি রাক্ষসের প্রাণসংহার করিল? আমার যে পুরীর মধ্যে

প্রবেশ করিতে দেবরাজ ইন্দ্রেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, ও কোন্ সাহসে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল?"

রাবণের এই বাক্য শেষ হইলে প্রহস্ত হনূমানের দিকে চাহিয়া শান্তভাবে কহিল, "বানর! আশ্বস্ত হও, ভয় করিও না। তুমি বল,—তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ। দেবরাজ ইন্দ্র কি তোমায় প্রেরণ করিয়াছেন? বল, ভয় কি? সত্য বলিলে আমরা তোমার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিব। তুমি কি যম বা বরুণদেবের চরস্বরূপ আমাদের পুরীতে আসিয়াছ? অথবা বিজয়াকাঙ্ক্ষী ভগবান বিষ্ণু তোমাকে পাঠাইয়াছেন? বলিতে কি, তোমার তেজ দেখিয়া তোমাকে কখনই প্রকৃত বানর বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ সত্য করিয়া বল। মিথ্যা বলিলে তোমার প্রাণসংশয় হইবে।"

এই বলিয়া প্রহস্ত বিরত হইলে, হনূমান রাবণের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! আমি দেবরাজ ইন্দ্র, যম বা বরুণের নিকট হইতে আসি নাই। কুবেরের সহিত আমার সখ্যতা নাই; ভগবান বিষ্ণুও আমাকে বিজয়ার্থী হইয়া প্রেরণ করেন নাই। আপনি আমার যে আকৃতি দেখিতেছেন, ইহাই আমার স্বাভাবিক আকৃতি—আমি যথার্থই বানর। আমার এখানে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য আপনার দর্শনলাভ। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইবে না দেখিয়া আমি আপনার বন ভগ্ন করিয়াছিলাম। অনন্তর যখন মহাবল রাক্ষসেরা যুদ্ধার্থী হইয়া আমাকে আক্রমণ করিল, তখন দেহরক্ষার্থ আমাকে কাজে কাজেই প্রতিযুদ্ধ

করিতে হইল। পরে আপনারই দর্শনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সামান্য বন্ধনেও আবদ্ধ হইয়াছি; নতুবা পিতামহের বরপ্রভাবে দেবাসুরগণ অস্ত্রপাশেও আমাকে বন্ধন করিতে পারেন না। এক্ষণে রাক্ষসরাজ! আমি যে কার্য্যের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি, শ্রবণ করুন্।"

একপঞ্চাশ সর্গ।

হনূমানের দৌত্য।

হনূমান পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "রাক্ষসরাজ! কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশানুসারে আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি। তিনি আপনাকে ভ্রাতৃস্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া যে কথা বলিয়াছেন, তাহাও শ্রবণ করুন্। উত্তরকোশলের অধীশ্বর ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী ঐশ্বর্য্যশালী দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ মহাতেজা রামচন্দ্র পিতার আদেশে হস্তগত রাজ্যে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর জনস্থানে তাঁহার প্রাণসমা ভার্য্যা সীতা সহসা নিরুদ্দিষ্টা হন্। রামচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা

লক্ষ্মণের সহিত বন, নদী, পর্ব্বত ও সরোবর সমূহে তন্ন তন্ন করিয়া সেই সুন্দরীর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে তাঁহারা বিষণ্ণমনে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইলেন। কপিরাজ সুগ্রীব তৎকালে বালীর অত্যাচারে অতিশয় দুঃখে পতিত হইয়াছিলেন; সুতরাং রামচন্দ্রের সহিত সহজেই তাঁহার মিত্রতা হইল। সুগ্রীব সীতার অন্বেষণার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে রামচন্দ্রও তাঁহাকে কপিরাজ্য দিতে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর অল্প দিনের মধ্যেই রামচন্দ্র যুদ্ধে বালীকে বধ এবং সুগ্রীবকে তৎপদে স্থাপিত করিলেন। রাক্ষসরাজ! বালীর বলবিক্রম কিরূপ অলৌকিক ছিল, তাহা আপনি জানিতেন। রামচন্দ্র সেই বালীকে একই বাণে বধ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, অনন্তর সত্যপ্রতিজ্ঞ কপিরাজ সুগ্রীব সীতার অন্বেষণার্থ বানরসমূহকে প্রেরণ করিলেন। আদেশমাত্র শত শত, সহস্র সহস্র, কোটি কোটি বানর দশদিকে প্রধাবিত হইল। উহাদের কাহারও পরাক্রম গরুড়ের ন্যায়, কাহারও পবনের ন্যায়, কাহারও বা অসীম। আমি ঐ সমস্ত বানরের মধ্যে একজন; আমি পবনদেবের ঔরসপুত্র—আমার নাম হনুমান। আমি সীতার অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম। সুগ্রীব বলিয়াছিলেন, আপনি তাঁহার ভ্রাতৃতুল্য; যদি সীতার কোন সংবাদ জানেন, তাহা হইলে অবশ্যই বলিবেন।

রাক্ষসরাজ! আমি যদিও সীতার সংবাদ জানিবার জন্যই আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সে উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে। আমি আসিতে আসিতে আপনারই গৃহে সীতাকে দেখিতে পাইয়াছি।

লঙ্কেশ্বর! আপনাকে আর অধিক কি বলিব? আপনি ধর্ম্মার্থের যথার্থ তত্ত্ব বুঝিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যার বলে বিপুল ঐশ্বর্য্যও লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি এরূপ প্রাজ্ঞ হইয়াও যে কি কারণে একজন পরনারীকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, বুঝিতে পারি না। এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সর্ব্বনাশের কার্য্যে অগ্রসর হওয়া আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত হয় নাই। লঙ্কেশ্বর! আপনি কি জানেন না ক্রোধোদ্দীপ্ত লক্ষ্মণের শরসমূহের অগ্রে সুরাসুরেরাও তিষ্ঠিতে পারেন না? আপনি কি জানেন না ত্রিলোকে এমন কেহই নাই, যিনি রামচন্দ্রের অনিষ্ট করিয়া নিরুদ্বেগে থাকিতে পারেন? অতএব যদি নিজের মঙ্গল কামনা করেন, যদি নির্ব্বিঘ্নে এই বিস্তৃত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, যদি সবংশে উচ্ছিন্ন হইতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে আমার উপদেশ গ্রহণ করুন্; অবিলম্বে রামচন্দ্রের সীতা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুন্। রাক্ষসরাজ! সীতা এখানে নাই একথা আপনি বলিতে পারেন না; কারণ আপনি যদিও তাঁহাকে গুপ্তস্থানে রাখিয়াছেন, আমি সেখানেও তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। অতঃপর আপনার সর্ব্বনাশের জন্য আমাকে কিছুই চেষ্টা করিতে হইবে না, কেবল রামচন্দ্রকে এই সংবাদ দিলেই হইবে।

রাক্ষসরাজ! আপনি শোকার্ত্তা সীতাকে অশোককাননে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আপনি কি ভ্রমেও চিন্তা করেন না, তিনি পঞ্চাস্য উরগীর ন্যায় আপনাকে দংশন করিবেন? তাঁহার বিষের জ্বালায় আপনাকে জর্জ্জরিত হইতে হইবে? যেরূপ বিষমিশ্রিত অন্ন কেহ জীর্ণ করিতে পারে না, তদ্রূপ সুরাসুরেরাও সীতাকে অপহরণ করিয়া রাখিতে পারে না। কিন্তু লঙ্কেশ্বর! আপনার সাহস বোধ হয় অসীম। কঠোর তপঃপ্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত আছেন; কিন্তু পরদারপরিগ্রহরূপ অধর্ম্মে তৎসমুদয় যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা কি আপনি বিবেচনা করিতেছেন না? আর আপনি যদি বরপ্রভাবে দেবাদির অবধ্য বলিয়া আপনাকে কার্য্যতঃ অমর মনে করিয়া থাকেন, আমি আপনার সে ভ্রমও দূর করিতেছি। আপনি দেখুন, কপিরাজ সুগ্রীব দেবতা নহেন, যক্ষঃ নহেন, গন্ধর্ব্ব নহেন, অসুর নহেন, রাক্ষসও নহেন। দুর্ভাগ্যবশত মনুষ্যবীর রামচন্দ্রও এই সকলের মধ্যে কিছুই নহেন। এক্ষণে আপনিই দেখুন, আপনার বর কিরূপে রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে।

রাক্ষসরাজ! আপনাকে বলা বাহুল্য, ধর্ম্মের ফল সুখ এবং অধর্ম্মের ফল দুঃখ। এই দুইটী এককালে ভোগ করা ঘটিয়া উঠে না এবং পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মও কদাচ অধর্ম্মকে নষ্ট করিতে পারে না। আপনি এতদিন ধর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এক্ষণে আপনাকে অচিরেই অধর্ম্মের ফলও ভোগ করিতে হইবে। অতএব জনস্থানে

খর, দূষণ ও ত্রিশিরার সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের নিধন, মহাবল বালীর বধ এবং রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের মিত্রতার কথা স্মরণ রাখিয়া এক্ষণে আপনার কি কর্ত্তব্য তাহা আপনিই স্থির করুন্। বলিতে কি আমিই একাকী হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলা লঙ্কানগরীকে নিমেষের মধ্যে ছারখার করিতে পারি; কেবল রামচন্দ্রের এরূপ আদেশ নাই। আরও তিনি বানর ও ভল্লুকগণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে দুরাত্মা সীতাকে হরণ করিয়াছে, তিনি স্বহস্তে তাহাকে বিনাশ করিবেন।

রাক্ষসরাজ! সাক্ষাৎ ইন্দ্রও রামচন্দ্রের কোন অনিষ্ট করিয়া সুখী হইতে পারেন না; আপনি ত অতি সামান্য ব্যক্তি। আপনি জানিবেন, যে রমণী এক্ষণে আপনার গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন এবং আপনি যাঁহাকে সীতা বলিয়া জানেন, তিনি সাক্ষাৎ লঙ্কানাশিনী কালরজনী। লঙ্কেশ্বর! আপনি সীতারূপ কালপাশ স্কন্ধে সংলগ্ন করিয়া আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন না; অতঃপর কিসে মঙ্গল হয় তাহাই চিন্তা করুন্। অচিরেই এই পুরী সীতার তেজ ও রামচন্দ্রের কোপাগ্নিতে ভস্মীভূত হইবে। আপনি নিজদোষে স্বীয় পুত্র, কলত্র, অমাত্য ও বন্ধুবর্গকে উচ্ছিন্ন করিবেন না। আমি জাতিতে বানর, রামচন্দ্রের দাস ও দূত; আমি যাহা কহিতেছি তাহা সত্য, আমার বাক্য শ্রবণ করুন্। রামচন্দ্র চরাচর জগৎ সংহার করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহার পরাক্রম বিষ্ণুর তুল্য; দেবাসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, উরগ, বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধর্ব্ব, মৃগ, সিদ্ধ, কিন্নর বা পক্ষিগণের মধ্যে

এমন কেহই নাই বা ছিলেন না যিনি তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন। আপনি যখন সেই রাজসিংহের ঈদৃশ অনিষ্ট করিয়াছেন, তখন আপনার প্রাণরক্ষা করা সুকঠিন। ত্রিলোকে এমন কেহই নাই যিনি তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারেন। স্বয়ং চতুরানন ব্রহ্মা, কি ত্রিপুরান্তক রুদ্র, কি দেবরাজ ইন্দ্র, কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন।”

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

বিভীষণ ও রাবণের কথোপকথন।

রাক্ষসরাজ রাবণ হনুমানের এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অভিভূত হইলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হনুমানের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। সুধীর বিভীষণ তৎকালে সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি দেখিলেন হনুমান দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত; সুতরাং তাঁহার প্রাণদণ্ড ধর্ম্ম ও রাজনীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু তিনি অগ্রজকে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া প্রথমে কিছুই বলিতে সাহস পাইলেন না; অবশেষে যখন দেখিলেন দূতের মৃত্যু আসন্ন, তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া রাবণকে সম্বোধন পূর্ব্বক শান্ত ও হিতবাক্যে কহিতে লাগি-

লেন, "রাক্ষসরাজ! ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক প্রসন্নমনে আমার বাক্যে কর্ণপাত করুন। যে সকল মহীপাল কার্য্যের গৌরব ও লাঘব বুঝিতে পারেন, তাঁহারা কদাচ দূতবধে আদেশ প্রদান করেন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং লোকবিগর্হিত; সুতরাং ইহা কি আপনার শোভা পায়? আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, বিচক্ষণ ও রাজনীতিবিশারদ; যদি আপনার ন্যায় ব্যক্তিও এরূপ ক্রোধের বশীভূত হন্, তাহা হইলে শাস্ত্রজ্ঞান লাভের সমস্ত শ্রমই বিফল হইয়া যায়। অতএব রাক্ষসনাথ! আপনি প্রসন্ন হউন এবং ন্যায়ান্যায় সম্যক বিচার করিয়া দূতের যাহা যথার্থ দণ্ড তাহাই বিধান করুন।"

রাবণ বিভীষণের এই বাক্যে যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "বীর! পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে বধ করিলে কোন পাপ স্পর্শে না; অতএব আমি এই রাজদ্রোহী বানরকে বধ করিব।"

সুধীর বিভীষণ রাবণের এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ অসঙ্গত অনুদার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তত্ত্বোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "লঙ্কেশ্বর! প্রসন্ন হউন্; আমার ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কর্ণপাত করুন। সাধু ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন যে, দূতেরা প্রভুর নিয়োগে যে কার্য্য করেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বধ করিবে না। সত্য বটে এই শত্রু অতিশয় প্রবল এবং ইহা দ্বারা অনেক অনিষ্টও সংসাধিত হইয়াছে কিন্তু তথাপি দূতবধে কেহই অনুমোদন করিবেন না। দূত সম্বন্ধে নানাবিধ দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে। অঙ্গের বৈরূপ্যসম্পাদন, কষাঘাত

ও মস্তকমুণ্ডন এই সমস্ত দণ্ডের একটী বা সমস্তগুলিই দূতের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু প্রাণদণ্ডের কথা কোথাও শ্রুত হই নাই। রাজন্! আপনি ধর্ম্ম ও অর্থদর্শী এবং ন্যায়ান্যায় বিচারে সমর্থ; আপনার ন্যায় ব্যক্তির কদাচ কোপের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। যাঁহারা মহৎ তাঁহারা কদাচ কোপ প্রকাশ করেন না। কি ধর্ম্মবিচারে, কি লোকব্যবহারে, কি শাস্ত্রের অর্থ গ্রহণে, আপনার সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না; আপনি সুরাসুরদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। পরাক্রমে আপনি ত্রিলোকের মধ্যে অদ্বিতীয়! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই বানরকে বধ করিলে আপনার কি লাভ হইবে? যাহারা ইহাকে প্রেরণ করিয়াছে আপনি তাহাদিগকেই শাস্তিপ্রদান করুন্। এই বানর অন্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে এবং যাহা বলিয়াছে তাহা প্রিয়ই হউক, অপ্রিয়ই হউক অন্যের বাক্য; সুতরাং এরূপ পরাধীন ব্যক্তিকে বধ করা উচিত নহে। আরও আপনি যদি ইহাকে বধ করেন তাহা হইলে শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিতে পারে এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না। সুতরাং আপনার বিরোধী দুর্বিনীত মনুষ্যজাতীয় রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘুচিয়া যাইবে। এক্ষণে যুদ্ধের যে কিরূপ আবশ্যকতা তাহা আপনাকে বুঝাইতে হইবে না। রাক্ষসবীরেরা বহুদিন শান্তি ভোগ করিয়া এক্ষণে বিক্রম প্রকাশার্থ অতিশয় উৎসুক হইয়াছে। অধিক কি, একটা যুদ্ধবিগ্রহ বিনা তাহাদিগকে শান্ত করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আপনি যুদ্ধের

ব্যাঘাত দিয়া তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিবেন না। আপনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে নির্ম্মূল করুন্—যেরূপে পারেন রাক্ষসবীরদিগকে কোন যুদ্ধে নিয়োগ করুন। উহারা সদ্বংশীয় ও বীর; উহারা আপনার বশীভূত এবং নিরন্তর আপনার হিতচিন্তায় নিরত। উহাদিগের সাহায্যে আপনি অবশ্যই জয়লাভে সমর্থ হইবেন। রাক্ষসরাজ! আপনি যুদ্ধপ্রিয়; যুদ্ধের নামে আপনার হৃদয় উৎসাহ ও হর্ষে পূর্ণ হইয়া উঠে, সুতরাং আপনাকে আর অধিক বলা বাহুল্য। আপনি আদেশ করুন, কিয়দংশ সৈন্য নির্গত হইয়া শীঘ্রই সেই দুই মূঢ় রাজপুত্রকে বন্ধন করিয়া আনুক। শত্রুকে প্রভাব প্রদর্শন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

হনুমানের লাঙ্গুলদাহ।

রাক্ষসরাজ দশানন বিভীষণের এই ধর্ম্মসঙ্গত হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বীর! তুমি যথার্থই বলিয়াছ। দূতের প্রাণদণ্ড করা অতিশয় দূষণীয়; কিন্তু এই দুরাত্মা বানরের কোনরূপ নিগ্রহ করিতে হইতেছে। বানরদিগের লাঙ্গূল অতিশয় প্রিয় ভূষণ; অতএব শীঘ্র ইহার উক্ত

অঙ্গ দগ্ধ করিয়া দেও। পাপিষ্ঠ দগ্ধ লাঙ্গুল লইয়া উহার বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট ফিরিয়া গেলে তাহারা উহার দীন দশা ও বৈকল্য দেখিবে।” এই বলিয়া রাবণ অনুচরবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “তোমরা শীঘ্র ইহার পুচ্ছ অগ্নি-প্রদীপ্ত করিয়া দেও এবং ইহাকে লইয়া নগরচত্বর প্রদ-ক্ষিণ কর।”

রাক্ষসরাজের আদেশমাত্র ক্রোধকর্কশ রাক্ষসেরা জীর্ণ কার্পাস বস্ত্র দ্বারা হনূমানের লাঙ্গুল বেষ্টন করিতে লাগিল। এদিকে অরণ্যে শুষ্ক কাষ্ঠসংযোগে যেরূপ দাবানল বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ মহাবীর হনূমানের দেহ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা বস্ত্রদ্বারা বেষ্টনান্তর হনূমানের পুচ্ছে তৈলসেক করিয়া উহাতে অগ্নিপ্রয়োগ করিল। হনূমান ক্রোধভরে প্রদীপ্ত লাঙ্গুল দ্বারা রাক্ষসদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও সকলে মিলিত হইয়া উহাঁকে বন্ধন করিতে লাগিল।. লঙ্কাপুরীর আবালবৃদ্ধবনিতা এই ব্যাপার দর্শনে যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। মহাবীর হনূমান মনে মনে ভাবিলেন, “যদিও আমি বদ্ধ হইয়াছি, তথাপি রাক্ষসেরা আমার বিক্রম সহ্য করিতে পারিবে না; আমি ইচ্ছা করিলেই বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া উহাদিগকে বধ করিব। দুরাত্মা রাক্ষসেরা উহাদের প্রভুর আদেশে যদিও আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে, তথাপি আমি রামচন্দ্রের শুভোদ্দেশে ইহাদের যে অনিষ্ট করিয়াছি উহারা তদনুরূপ প্রতিফল দিতে পারিল না। কি বলিব; আমি একাকীই এই সমস্ত রাক্ষসের প্রাণসংহার করিতে পারি;

কেবল রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে বলিয়া তাহা করিতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া লঙ্কা প্রদক্ষিণ করুক। আমি রাত্রিকালে এই নগরীর দুর্গম স্থান সকল দেখি নাই; এক্ষণে এই সুযোগে একবার দেখিয়া লইতে হইবে। আরও রাক্ষসেরা আমাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছে এবং আমার পুচ্ছে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক যন্ত্রণা দিতেছে বটে, কিন্তু আমার মন ত এখনও অবসন্ন হয় নাই।”

অনন্তর রাক্ষসেরা কপিবীর হনূমানকে স্কন্ধে করিয়া মহানন্দে লইয়া চলিল এবং শঙ্খ ও ভেরীবাদন পূর্ব্বক রাজপথে বিদ্রোহীর দণ্ডবার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। হনূমান রাক্ষসদিগের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মহাসুখে শত্রুপুরী দেখিতে দেখিতে গমন করিলেন। তিনি বিচিত্র বিমান, সংবৃত ভূমিভাগ, সুবিভক্ত চত্বর, প্রাসাদমধ্যস্থ রথ্যা, চতুষ্পথ এবং উপরথ্যা সকল দর্শন করিতে করিতে চলিলেন। এদিকে রাক্ষসেরা রাজমার্গ, চতুষ্ক এবং চত্বরে তাঁহাকে গূঢ় চর বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিকটদর্শনা রাক্ষসীরা সীতাদেবীর নিকটে গিয়া কহিল, “সীতে। যে রক্তমুখ বানরের সহিত তুমি অদ্য কথাবার্ত্তা কহিতেছিলে, রাক্ষসেরা তাহার পুচ্ছে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক রাজপথের ইতস্ততঃ লইয়া বেড়াইতেছে।”

সীতা এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন এবং পবিত্রমনে নিকটবর্ত্তী জ্বলন্ত অগ্নিকে উপাসনা করিয়া কহিলেন, “দেব! যদি আমি পতিসেবা করিয়া থাকি, যদি আমি তপঃসঞ্চয় করিয়া থাকি এবং

যদি আমি যথার্থ সতী হই, তাহা হইলে আপনি হনূমানের অঙ্গে শীতল হউন্।

অনন্তর দীপ্তার্চ্চি অনলদেব দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া যেন সীতাকে কহিতে লাগিলেন, "হনূমানের জন্য কোন চিন্তা নাই।" এদিকে কপিবীরের পুচ্ছাগ্নিসন্নিহিত বায়ু হিমশীতল ও স্বাস্থ্যকর হইয়া বহিতে লাগিল। তখন হনূমান যার পর নাই বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমার পুচ্ছে অগ্নিপ্রদীপ্ত হইতেছে, কিন্তু ইহা দ্বারা কেন আমার সর্ব্বদেহ দগ্ধ হইতেছে না? এই অগ্নি দেখিতে জ্বালাকরাল, কিন্তু আমি ত তজ্জন্য কিছুই পীড়া অনুভব করিতেছি না। অথবা ইহা যে রামচন্দ্রের প্রভাব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি সমুদ্রলঙ্ঘন কালে তাঁহারই প্রভাবে গিরিবর মৈনাককে দর্শন করিয়াছিলাম। যদি রামচন্দ্রের প্রভাবে সমুদ্র ও মৈনাক আমার প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অগ্নি যে শীতল হইবেন ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? যাহাই হউক, সীতার স্নেহ, রামচন্দ্রের তেজ এবং আমার পিতা পবন-দেবের বন্ধুতা, এই কয়েকটী কারণে অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতেছেন না।"

কিয়ৎকাল পরে মহাবীর হনূমান মনে মনে ভাবিলেন, "এক্ষণে ত আমার দুর্গাদি দর্শনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; অতঃপর নীচ রাক্ষসেরা যে আমাকে বন্ধন করিয়াছে তাহার প্রতিফল দেওয়া উচিত।" এইরূপ স্থির করিয়া তিনি বন্ধন-রজ্জু ছিন্নভিন্ন করিলেন এবং ঘোররবে এক গর্জ্জন করিয়া

উঠিলেন। অনন্তর কপিবীর মহাবেগে এক লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ পুরদ্বারে উত্থিত হইলেন। তথায় একজনও রাক্ষস ছিল না। হনূমান তথায় উপনীত হইয়া প্রথমে পর্ব্বতপ্রমাণ হইলেন এবং পরক্ষণেই দেহ সঙ্কোচ করিয়া অতি ক্ষুদ্রাকার হইলেন। এইরূপে তাঁহার বন্ধনরজ্জু সমস্ত উন্মুক্ত হইয়া গেল। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার দীর্ঘাকার ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তোরণাশ্রিত একটী প্রকাণ্ড লৌহ-অর্গল দেখিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিলেন। তৎকালে তাঁহার লাঙ্গুল প্রদীপ্ত; তিনি জ্বলন্ত অগ্নিপ্রভাবে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া পুনঃ পুনঃ লঙ্কানগরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

লঙ্কাদাহ।

রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া হনূমানের অন্তঃকরণে যার পর নাই উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "এক্ষণে আমাকে এমন কোন কার্য্য করিতে হইবে যাহাতে দুরাত্মা রাক্ষসদিগের মনে অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত

হয়। আমি উহাদিগের নন্দনকানন তুল্য মনোহর প্রমদাবন ভগ্ন করিয়াছি, রাক্ষসবীরদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছি, সৈন্যেরও কিয়দংশ নষ্ট করিয়াছি; এক্ষণে দুর্গ বিনাশই অবশিষ্ট। এই ক্ষুদ্র কার্য্যটী সমাধা করিলেই আমার সমুদ্র-লঙ্ঘনাদি সমস্ত শ্রম সফল হয়। অতএব আমার পুচ্ছদেশে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, লঙ্কার উৎকৃষ্ট গৃহ সকলকে দগ্ধ করিয়া এক্ষণে তাহার তর্পণ করা আবশ্যক।"

বিদ্যুদ্দামজড়িত মেঘের ন্যায়, প্রদীপ্ত লাঙ্গুলে শোভিত মহাবীর হনূমান এইরূপ স্থির করিয়া লঙ্কার গৃহোপরি বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নির্ভয়ে দৃষ্টিপ্রসারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে গৃহ, উদ্যান ও প্রাসাদে লম্ফপ্রদান করিতে লাগিলেন। কপিবীর বায়ুবেগে মহাবীর প্রহস্তের গৃহে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। অনন্তর তথা হইতে মহাবীর মহাপার্শ্বের গৃহে গমন পূর্ব্বক তাহাতেও অগ্নিপ্রদান করিলেন। ঐ গৃহ প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে কপিবীর ক্রমান্বয়ে বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিত, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মি-কেতু, সূর্য্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঘোর, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ, যজ্ঞশত্রু, ব্রহ্মশত্রু, প্রভৃতি রাক্ষসবীরদিগের গৃহে অগ্নিপ্রদান করিলেন। ফলতঃ তিনি ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণের গৃহ ব্যতীত সকল রাক্ষসেরই গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মনোহর গৃহ অভ্যন্তরস্থ বিপুল ঐশ্বর্য্য ও রত্নাদির সহিত ভস্মীভূত হইয়া যাইতে

লাগিল। এদিকে মহাতেজা হনূমান ক্রমে রাবণের প্রাসাদের সন্নিহিত হইলেন। ঐ গৃহ নানাবিধ মঙ্গলদ্রব্যে সজ্জিত নানারত্নবিভূষিত এবং মেরুমন্দরবৎ উন্নত। হনূমান ঐ প্রাসাদে লাঙ্গূলস্থ অগ্নিপ্রয়োগ পূর্ব্বক প্রলয়কালীন জলদের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। প্রবল বায়ুসংযোগে অগ্নি ভীষণ আকার ধারণ পূর্ব্বক দেখিতে দেখিতে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকালমধ্যে উহা কালাগ্নির ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তখন রত্ন ও মুক্তামণিশোভিত স্বর্ণজাল-জড়িত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ সকল ভগ্ন ও পতিত হইতে লাগিল; দেখিয়া বোধ হইল পুণ্যক্ষয়ে সিদ্ধগণের আবাস-স্থল অম্বরতল হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দিকে রাক্ষস-দিগের তুমুল আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল; উহারা স্ব স্ব গৃহরক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হায়! স্বয়ং অগ্নিদেবই বানররূপে আসিয়াছেন।" স্ত্রীলোকগণ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে করিতে অবশেষে অগ্নিমধ্যেই পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ আলুলায়িত কেশে চতুর্দ্দিকে অগ্নিবেষ্টিত হইয়া ক্ষণকাল আগ্নেয়ী দেবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; কেহ বা পতনশীল ভগ্ন হর্ম্ম্যের সহিত পতনকালে মেঘ-নির্ম্মুক্ত বিদ্যুতের ন্যায় লক্ষিত হইল। প্রতি গৃহে হীরক, প্রবাল, বৈদূর্য্য, মুক্তা, মণি, স্বর্ণ, রজতাদি উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেরূপ কাষ্ঠ ও তৃণ দগ্ধ করিয়া অগ্নির তৃপ্তি হয় না তদ্রূপ অসংখ্য রাক্ষস বধ করি-

য়াও হনূমানের তৃপ্তি হইল না। রাক্ষসদিগের মৃতদেহে লঙ্কার ভূমিভাগ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; তথাপি তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ভগবান রুদ্রদেব ত্রিপুরসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ক্রমশঃ অগ্নি লঙ্কার আধারভূত ত্রিকূট পর্ব্বতের শিখরদেশে উত্থিত হইয়া করাল শিখাজাল বিস্তার পূর্ব্বক ভীষণ বেগে প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। উহা পবনদেবের সংযোগে এবং রাক্ষসদিগের দেহরূপ ঘৃতসেবনে ধূমশূন্য ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় ভীষণ আকার ধারণ পূর্ব্বক গগনতল স্পর্শ করিল। উহা কোটী সূর্য্যের ন্যায় তেজে লঙ্কাপুরী বেষ্টন করিয়া বজ্রবৎ কঠোর শব্দে যেন ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ অগ্নির প্রভা অতিশয় ভীষণ এবং উহার শিখা কিংশুকপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইল। উহা হইতে বিচ্ছিন্ন ধূমরাজী নীলমেঘাকারে পরিণত হইয়া গগনতল আচ্ছন্ন করিল।

রাক্ষসেরা এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, "এই ভয়ঙ্কর প্রাণী কখনই প্রকৃত বানর নহে; বোধ হয় স্বয়ং বজ্রধর দেবরাজ ইন্দ্র অথবা বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, কুবের, চন্দ্র বা সাক্ষাৎ যম হইবে। বোধ হয় রুদ্রদেবের নেত্রাগ্নি কিম্বা সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার ক্রোধ রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য বানরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছে। অথবা অচিন্ত্য অব্যক্ত ও অনন্ত বিষ্ণুতেজই মায়াবলে এইরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবে।"

লঙ্কাপুরী হস্ত্যশ্ব, মৃগ, পক্ষী, রাক্ষস এবং গৃহ ও বৃক্ষাদির সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে তুমুল রোদনরোল উত্থিত হইল। "হা পিতঃ!" "হা পুত্র!" "হা স্বামিন্!" "হা মিত্র!" "হায় কি হইল!" এই বলিয়া রাক্ষসেরা বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। হনূমানের ক্রোধে তৎকালে লঙ্কাপুরী শাপগ্রস্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। জ্বালা-করাল অগ্নিদর্শনে রাক্ষসেরা ভীত, ব্যস্তসমস্ত ও বিষণ্ণ; তৎকালে লঙ্কা ব্রহ্মার ক্রোধে দগ্ধ পৃথিবীর ন্যায় অতিশয় শোচনীয় হইল।

এদিকে উৎকৃষ্ট পাদপে শোভিত নন্দনকাননতুল্য প্রমদাবন ভগ্ন এবং মহাকায় রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া হনূমান যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে আবার লঙ্কা দগ্ধ করিয়া হর্ষভরে পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবগণ আকাশে মহাবীর হনূমানের স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর এবং পন্নগেরাও লঙ্কাদাহে যারপরনাই প্রীতিলাভ করিলেন। এদিকে কপিবীর এক প্রাসাদশিখরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার দীর্ঘ লাঙ্গুল প্রজ্বলিত হইতেছে; তদ্দ্বারা তিনি প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। পরে সমস্ত লঙ্কাই ভস্মাব-শিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া লাঙ্গূলাগ্নি সমুদ্রজলে নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

হনূমানের চিন্তা।

লঙ্কা দগ্ধ হইলে মহাবীর হনুমান সীতার কথা স্মরণ করিয়া যার পর নাই চিন্তিত হইলেন। তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয়ও জন্মিল। তিনি পুনঃ পুনঃ আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা করিয়া মনে মনে কহিলেন, "হায়! আমি লঙ্কা দগ্ধ করিয়া কি কুকার্য্যই করিয়াছি! জলদ্বারা দীপ্ত অগ্নির ন্যায় বুদ্ধি দ্বারা উদ্রিক্ত ক্রোধকে যে সকল মহাত্মা নির্ব্বাণ করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কোন অকার্য্যই নাই। ক্রুদ্ধের পাপভয় নাই; সে গুরুজনকে সংহার করিতে পারে এবং পরুষবাক্যে সাধুজনকেও ভৎর্সনা করিতে পারে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির বাচ্যাবাচ্য বিচার থাকে না। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক ত্যাগ করে, তদ্রূপ যিনি ক্ষমা গুণে উদ্রিক্ত ক্রোধকে ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই পুরুষ নামের উপযুক্ত। আমি একবার জানকীর বিপদ না ভাবিয়া লঙ্কা দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম, সুতরাং আমার মত নির্ব্বোধ আর কেহই নাই। আমি নিতান্ত নির্লজ্জ, স্বামিঘাতক ও পাপাচার; আমাকে ধিক্! যখন সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে তখন আর্য্যা জানকীও অবশ্যই দগ্ধ হইয়াছেন; অতএব আমি না জানিয়া স্বামীর মহান্ অনিষ্ট সাধন করিয়াছি। হায়! যাঁহার জন্য এত উদ্যোগ, এত যত্ন, এত চেষ্টা, আমি তাঁহাকেই রক্ষা

করিলাম না! লঙ্কা দগ্ধ করা অতি সামান্য কার্য্য। আমি ক্রোধে অধীর হইয়া সেই সামান্য কার্য্যের জন্য আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যের মূলোচ্ছেদ করিলাম। হায়! জানকী নিশ্চয়ই আর নাই; লঙ্কার এমন কোন স্থানই দেখিতেছি না যাহা একেবারে ভস্মীভূত হয় নাই।

হায়! আমার বুদ্ধিদোষে প্রভুর কার্য্য নষ্ট হইল, এক্ষণে প্রাণত্যাগ ভিন্ন আমার পাপের আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব, অথবা সমুদ্রে ঝম্প দিয়া সাগর-চর প্রাণীদিগকে দেহ অর্পণ করিব। আমি ত কার্য্যের মূলোচ্ছেদ করিলাম, এক্ষণে আর কোন্ লজ্জায় বাঁচিয়া থাকিব, কি করিয়াই বা রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট মুখ দেখাইব। বানরজাতি স্বভাবতঃ চপল ত্রিলোকে এই নিন্দা আছে; আমি আজ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাহার বিশেষ পরিচয় দিলাম। হায়! আমি কার্য্য সিদ্ধ-প্রায় করিয়াও কেবল ক্রোধদোষে জানকীকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। এক্ষণে সেই সরলার অভাবে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করিবেন; অনন্তর বন্ধুর মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া মহাত্মা সুগ্রীবও সবান্ধবে দেহপাত করিবেন। পরে ভ্রাতৃবৎসল ভরত ও শত্রুঘ্নও এই সংবাদ পাইয়া বিনষ্ট হইবেন। এইরূপে ইক্ষ্বাকুকুল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, প্রজাগণ যার পর নাই শোক ও সন্তাপপীড়িত হইবে। হায়! আমি অতি দুর্ভাগ্য ও অধার্ম্মিক। আমারই ক্রোধদোষে এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।"

হনূমান এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে নানারূপ

শুভলক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তিনি পুনরায় ভাবিলেন, "সেই সাধ্বী সুন্দরী স্বতেজে রক্ষিত হইতেছেন; তিনি কখনই বিনষ্ট হইবেন না। অগ্নি কদাপি অগ্নিকে দাহ করিতে পারে না। সীতা অমিততেজা ধর্ম্মপরায়ণ রামচন্দ্রের পত্নী এবং স্বীয় পাতিব্রত্যধর্ম্মে রক্ষিতা; তাঁহাকে দাহ করা অগ্নির পক্ষে অসম্ভব। সীতার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার পুণ্যবলে এবং রামচন্দ্রের প্রভাবে অগ্নিদেব আমারই প্রতি স্বীয় দহনশক্তি প্রকাশ করেন নাই। যিনি ভরতাদি ভ্রাতৃত্রয়ের আরাধ্য দেবতা এবং রামচন্দ্রের অভিমতা পত্নী, তিনি কেন বিনষ্ট হইবেন? অগ্নিদেব সর্ব্বভুক; তিনি সকলই দহন করিতে পারেন সত্য, কিন্তু তিনি যখন আমার লাঙ্গুল দহন করেন নাই তখন নিশ্চয়ই সীতাকেও দহন করেন নাই।"

অনন্তর হনুমান সমুদ্রমধ্যে মৈনাকদর্শন স্মরণ পূর্ব্বক যার পর নাই বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "বরং জানকীই তপস্যা সত্যবাক্য ও পাতিব্রত্যতেজে অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু অগ্নি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারেন না।"

হনুমান এইরূপে জানকীর ধর্ম্ম ও তেজের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে আকাশে চারণগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, "অহো! মহাবীর হনুমান রাক্ষসদিগের গৃহসমূহে এই ভয়ানক অগ্নি উৎপাদন করিয়া কি ভীষণ কার্য্যই করিয়াছেন। লঙ্কানগরীর অট্টালিকা, প্রাকার ও তোরণ সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। রাক্ষসদিগের স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধেরা ব্যাকুলভাবে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। গিরি-

গহ্বর সকল উহাদের বিলাপ ও হাহাকারে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, যেন লঙ্কানগরী আর্ত্তনাদ করিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সমস্ত পুরী ভস্মীভূত হইয়া গেল, তথাপি অগ্নিদেব জানকীর একগাছি কেশও স্পর্শ করেন নাই।”

হনূমান এই অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং বিশ্বাস্য শুভনিমিত্ত ও চারণদিগের বাক্যে জানকী জীবিত আছেন নিশ্চিত জানিয়া তাঁহাকে দর্শনার্থ পুনরায় শিংশপাবৃক্ষের অভিমুখে গমন করিলেন।

ষটপঞ্চাশ সর্গ।

হনূমানের পুনর্ব্বার জানকীদর্শন ও অরিষ্ট পর্ব্বতে গমন।

হনূমান শিংশপাবৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সীতাদেবী তাহার মূলদেশে উপবিষ্টা আছেন। তিনি তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, “দেবি! আমি সৌভাগ্যক্রমেই আপনাকে নিরাপদে দেখিতে পাইলাম।”

সীতাদেবী হনূমানের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহাকে গমনে উদ্যত দেখিয়া স্নেহভরে কহিলেন, “বৎস! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে লঙ্কার কোন

গুপ্তস্থানে একদিন বিশ্রাম কর, পরে কল্য গমন করিও। হনূমান! তোমাকে দেখিলে এই হতভাগিনীর দুর্ব্বিষহ শোকও কিয়ৎপরিমাণে দূর হয়। বীর! তুমি পুনর্ব্বার আসিবে, বলিয়া যাইতেছ বটে, কিন্তু আমি ততদিন বাঁচি কি না সন্দেহ। আমার মন শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে; আমি দুঃখের পর দুঃখ সহ্য করিতেছি, এক্ষণে আবার তোমাকে না দেখিতে পাইলে যার পর নাই কষ্ট পাইব। আরও বীর! একটী বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ হইতেছে। কপিরাজ সুগ্রীবের বহুসংখ্য মহাবল ভল্লুক ও বানর সহায় আছে সত্য, কিন্তু তিনি কিরূপে সেই সমস্ত সৈন্য লইয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘনে সক্ষম হইবেন। তুমি, তোমার পিতা পবনদেব এবং বিহগরাজ গরুড় এই তিনজন ব্যতীত সমুদ্রলঙ্ঘনে আর কাহারও সামর্থ্য নাই। তুমি সকল কার্য্যেই সুপটু; এক্ষণে এই কঠিন কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইবে, তাহা স্থির কর। হনূমান! তোমার পরাক্রম সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়; তুমি একাকীই রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া অনায়াসে আমার উদ্ধার করিতে পার; কিন্তু যদি রামচন্দ্র স্বয়ং সসৈন্যে লঙ্কা বেষ্টন পূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান্, তাহা হইলেই তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য করা হয়। অতএব, বৎস! তুমি তাঁহাকে এই কার্য্যে উদ্যোগী করিও।”

হনূমান জানকীর এই যুক্তিসঙ্গত সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “দেবি! সত্যপ্রতিজ্ঞ তেজস্বী মহাবীর সুগ্রীব বানর ও ভল্লুকগণের অধিপতি; তিনি আপনার

উদ্ধারার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। তিনি কোটি কোটি বানর-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া অচিরেই এই স্থানে উপস্থিত হইবেন। অচিরেই লঙ্কানগরী রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের শরজালে ছারখার হইয়া যাইবে। দেবি! রামচন্দ্র অচিরেই রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া আপনাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। আপনি আশ্বস্তা হউন্ এবং কাল প্রতীক্ষা করুন্। অচিরেই সেই রঘুবীরের শরে দুরাত্মা রাবণ নিহত হইবে এবং রামচন্দ্র বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ পূর্ব্বক আপনার শোক দূর করিবেন।”

পবনকুমার হনূমান এইরূপে সীতাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক গমনের উদ্যোগ করিলেন। তিনি রাক্ষসবধ, স্বনাম-কীর্ত্তন, বলপ্রদর্শন, লঙ্কাদাহ, রাবণকে বঞ্চনা, জানকীকে প্রবোধদান এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক এক্ষণে সুগ্রীব ও রামচন্দ্রকে দর্শনার্থ উৎসুক হইলেন। লঙ্কার একদেশে অরিষ্ট পর্ব্বত; হনূমান সমুদ্র লঙ্ঘনাভিপ্রায়ে ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। উহার নিম্নে নীল বনরাজী এবং ঊর্দ্ধে নীল মেঘসমূহ; তাহাতে বোধ হয় উহা যেন বস্ত্রে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে। উহার সর্ব্বত্র সূর্য্যকিরণ; তদ্দ্বারা উহা যেন প্রবোধিত হইতেছে। উহার চতুর্দ্দিকে ধাতু সকল উড্ডীন; তাহাতে বোধ হয় যেন পর্ব্বত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সহস্র নেত্র উন্মীলন করিয়া আছে। উহার স্থানে স্থানে নির্ঝরের সুগম্ভীর শব্দ শ্রুত হইতেছে; তাহাতে বোধ হয় উহা যেন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে বা গান করি-করিতেছে। উহার উপরে অত্যুচ্চ দেবদারু বৃক্ষসমূহ;

তাহাতে বোধ হয় উহা যেন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দণ্ডায়মান আছে। উহার কোথাও জলপ্রপাতের ভয়াবহ শব্দে বোধ হইতেছে যেন উহা চীৎকার করিতেছে। কোথাও শারদীয় সপ্তপর্ণাদি বৃক্ষসমূহের নিবিড়বন বায়ুবেগে আন্দোলিত হওয়াতে বোধ হয় যেন উহা ভয়ে কম্পিত হইতেছে। স্থানে স্থানে কীচকবংশ; তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাতে বোধ হয় যেন উহা মধুর শব্দে কূজন করিতেছে। কোথাও ভীষণ অজগর গর্জ্জন করাতে বোধ হয় যেন উহা রোষভরে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতেছে। উহার গহ্বর সকল নীহারজালে আচ্ছন্ন; যেন উহা ধ্যানে মগ্ন আছে। ইতস্ততঃ মেঘখণ্ডতুল্য প্রত্যন্ত পর্ব্বতসমূহ; যেন উহা গমনার্থ উদ্যত হইয়া পাদক্ষেপ করিয়াছে। উহার শিখর সকল মেঘে আচ্ছন্ন; যেন উহা আকাশে জৃম্ভাত্যাগ করিতেছে। ঐ অরিষ্ট পর্ব্বত শাল, তাল ও বংশ প্রভৃতি বৃক্ষে পরিশোভিত; স্থানে স্থানে নানাবিধ কুসুমিত লতা। উহার সর্ব্বত্র মৃগগণ মনোসুখে বিচরণ করিতেছে। ঐ পর্ব্বত বহুসংখ্যক শৃঙ্গ ও গুহায় অতিশয় রমণীয় হইয়াছে। উহার স্থানে স্থানে গৈরিক ধাতুনিস্রব, বেগবান নির্ঝর ও প্রস্তরস্তূপ সকল শোভা পাইতেছে। উহা মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও উরগগণ কর্ত্তৃক পরি-ষেবিত। উহার কোথাও সিংহেরা গহ্বরমধ্যে শয়ন করিয়া আছে। কোথাও ব্যাঘ্রগণ আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। উহা বহুসংখ্যক স্বাদুফল ও স্বাদুমূল বৃক্ষে পূর্ণ। মহাবীর হনূমান রামচন্দ্রকে দর্শনার্থ উৎসুক হইয়া মহাহর্ষে ঐ পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক উরগনিষেবিত মহাসমুদ্র দর্শন

করিলেন। তাঁহার পদভরে শিলাখণ্ড সকল চূর্ণ হইয়া সশব্দে পতিত হইতে লাগিল। কপিবীরও লবণসমুদ্রের দক্ষিণ পার হইতে উত্তর পারে গমন করিবার জন্য নিজ দেহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

তৎকালে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ অরিষ্ট হনুমানের পদভরে পীড়িত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং প্রাণিগণের চীৎকারচ্ছলে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। উহার শৃঙ্গ সকল কম্পিত হইতে লাগিল এবং পুষ্পিত বৃক্ষ সকল বজ্রাহতের ন্যায় ভগ্ন ও পতিত হইল। গুহাবাসী সিংহেরা নিতান্ত পীড়িত হইয়া ভীমগর্জ্জনে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ ভয়ে বিগলিতবসনা ও স্রস্তভূষণা হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইল। মহাকায় দীপ্তাজিহ্ব মহাবিষ সর্পগণের গ্রীবা ও মস্তক নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল এবং উহারা ইতস্ততঃ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কিন্নর, উরগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও বিদ্যাধরগণ পর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইল। ঐ পর্ব্বত দশযোজন বিস্তীর্ণ এবং ত্রিশ-যোজন উন্নত; হনুমানের পদভরে উহা সমস্তই ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। অমিতপরাক্রম কপিবীরও কল্লোলময় ভীষণ লবণ-সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য গগনতলে উত্থিত হইলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

হনূমানের মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন ও বানরগণের সহিত সাক্ষাৎ।

হনুমান সপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় সেই অসীম আকাশসাগরে ভাসমান হইয়া অপরিশ্রান্তভাবে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রের শীতল ও নির্ম্মল কিরণজাল ঐ মহাসাগরের জল এবং মেঘরাজী উহার শৈবাল। চন্দ্র উহার বিকসিত কুমুদের ন্যায়, নক্ষত্রাবলী কুসুমকলিকাসমূহের ন্যায় এবং আকাশবিহারী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি উহার বিকসিত কমলের ন্যায়। পুনর্ব্বসু ঐ সমুদ্রের বৃহৎ মৎস্য, মঙ্গলগ্রহ নক্রকুম্ভীর, স্বাতী হংসশ্রেণী, ঐরাবত মহাদ্বীপ ও বায়ুসংঘাত ঊর্ম্মিমালা। তৎকালে মহাবীর হনুমানকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল তিনি যেন কখন আকাশমণ্ডলকে গ্রাস করিতে যাইতেছেন, কখন যেন সুতীক্ষ্ণ নখরের দ্বারা চন্দ্রের শরীর বিদীর্ণ করিতেছেন, কখন বা যেন সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের সহিত নভোমণ্ডলকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি গতিবেগে শ্বেত, নীল ও হরিত প্রভৃতি নানা বর্ণের মেঘ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন এবং কখন উহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট, কখন বা বহির্ভূত থাকিয়া মেঘাবৃত ও মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় লক্ষিত হইলেন। মহাবীর পবনকুমার রাক্ষসবধ, স্বনামকীর্ত্তন, লঙ্কাদাহ, রাবণকে বঞ্চনা, জানকীকে প্রবোধদান এবং তাঁহাকে অভিবাদন

পূর্ব্বক এক্ষণে সাগরের মধ্যস্থলে আসিয়া উৎসাহ ও হর্ষভরে মেঘগম্ভীরস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তিনি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাককে স্পর্শমাত্র করিয়া জ্যামুক্ত নারাচের ন্যায় মহাবেগে মহেন্দ্রপর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং আনন্দভরে ঘোর সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। "অদ্য সুহৃদ্গণকে দেখিতে পাইব এবং তাঁহাদের দুঃখমোচন করিব" এই ভাবিয়া তিনি হর্ষভরে পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন ও লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সেই ভয়াবহ গর্জ্জনে যেন সূর্য্যমণ্ডল সহিত আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

ওদিকে যে সমস্ত মহাবল বানর পবনকুমারের জন্য উৎসুকচিত্তে দীনান্তঃকরণে সমুদ্রের উত্তরকূলে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা সহসা প্রাবৃটকালীন মেঘের ন্যায় হনুমানের এই সুগম্ভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া যে কি অননুভূত আনন্দরসে অভিষিক্ত হইল তাহা আর বলিবার নহে। ক্ষণকাল কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সকলেই উৎসুক-চিত্তে সেই গর্জ্জন শ্রবণ করিতে লাগিল এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই হনুমানের আগমন প্রতীক্ষা করিল। অনন্তর বৃদ্ধ জাম্ববান বানরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক হর্ষভরে কহিলেন, "মহাবীর পবনকুমার যে সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অন্যথা তিনি কখনই এরূপ গর্জ্জন করিতেন না। আজি আমাদের সমস্ত দুঃখের অবসান হইল।"

তৎকালে অন্য অন্য বানরেরা মহাত্মা হনুমানের উরু ও

বাহুর বেগজনিত শব্দ এবং ঘোর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শনমানসে, যে যেখানে পাইল, বৃক্ষ ও পর্ব্বতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক উঠিতে লাগিল। তাহারা কেহ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে, কেহ বা শিখর হইতে শিখরে লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল। কেহ বা পতনভয়ে দৃঢ়রূপে বৃক্ষের শাখা ধারণ করিয়া অনিমেষনেত্রে আকাশপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ আহ্লাদভরে বস্ত্র উড়াইতে লাগিল। অনন্তর গিরিগহ্বরস্থ বায়ুর ন্যায় গর্জ্জনশীল পবনকুমারকে প্রকাণ্ড মেঘের ন্যায় আকাশপথে আসিতে দেখিয়া তাহারা সকলে পুলকিতগাত্রে ও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

এদিকে পর্ব্বতাকার কপিবীর দেখিতে দেখিতে পাদপশোভিত মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখরে আসিয়া মহাবেগে নিপতিত হইলেন। সহসা বোধ হইল যেন ইন্দ্রের কোপে ছিন্নপক্ষ কোন পর্ব্বত ভূতলে পতিত হইল। বানরেরা পবনকুমারকে দেখিবামাত্র হর্ষে কিলকিলাধ্বনি করিয়া উঠিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। উহারা কেহ নানাবিধ সুমিষ্ট ফল মূল লইয়া পবনকুমারকে উপহার প্রদান করিতে আসিল, কেহ তাঁহার উপবেশনার্থ সপল্লব বৃক্ষের শাখা আনয়ন করিল, কেহ বা গর্জ্জন করিতে লাগিল। মহাবীর হনূমান তাহাদের পূজাগ্রহণান্তর কুমার অঙ্গদকে এবং জাম্ববান প্রভৃতি বৃদ্ধ ও পূজ্য বানরসমূহকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সুহৃৎগণ! আমি আর্য্যা জনকাত্মজাকে স্বচক্ষে দেখিয়া

আসিলাম।” এই কথা শ্রবণ করিয়া বানরেরা এরূপ আনন্দিত হইল যে কিয়ৎকাল কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর বৃদ্ধ জাম্ববান জিজ্ঞাসা করিলেন, “বীর! তুমি তাঁহাকে কোথায় এবং কি অবস্থায় দেখিয়া আসিলে, তাহা সবিশেষ বলিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ কর।”

অন্যান্য বানরেরা জাম্ববানের এই বাক্যের অনুমোদন করিলে হনূমান কুমার অঙ্গদের হস্তধারণ পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতের এক সুরম্য কাননোদ্দেশে লইয়া গেলেন এবং তথায় সকলে উপবিষ্ট হইলে কহিলেন, “কপিগণ! আর্য্যা জনকাত্মজা দুরাত্মা রাবণের অশোককাননে অবরুদ্ধা আছেন। চতুর্দ্দিকে ঘোরদর্শনা রাক্ষসীগণ তাঁহাকে সতত রক্ষা করিতেছে। তিনি এক বেণী ধারণ করিয়া আছেন এবং উপবাসে যার পর নাই মলিনা, কৃশা ও দীনা হইয়া নিরন্তর ‘হা রাম! হা রাম!’ বলিয়া রোদন করিতেছেন। যাহা হউক আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিলাম; এক্ষণে অচিরেই রামচন্দ্র দুরাত্মা রাক্ষসকে সবংশে বিনাশ করিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিবেন।”

হনূমানের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র বানরদিগের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা কেহ হর্ষভরে নৃত্য, কেহ গান, কেহ বা গর্জ্জন করিতে লাগিল। কোন কোন বানর সুদীর্ঘ লাঙ্গূল উন্নত করিয়া পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন করিতে লাগিল, কেহ বা গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক হনূমানের নিকটে আসিয়া তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে লাগিল। অনন্তর যুবরাজ অঙ্গদ বানরগণের মধ্যে তাঁহাকে সম্বোধন

পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! তুমি যখন এই শতযোজন বিস্তৃত সাগর এক লম্ফে উল্লঙ্ঘন করিয়া সীতাকে দর্শনপূর্ব্বক পুনরাগত হইলে, তখন বুঝিলাম পরাক্রমে ত্রিলোকে তোমার সমকক্ষ কেহই নাই। বলিতে কি, তুমি অদ্য আমাদের জীবনদান করিলে। তোমারই প্রসাদে আমরা কৃতকার্য্য হইয়া রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে এবং নির্ভয়ে উগ্রশাসন সুগ্রীবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারিব। হনূমান! তোমার স্বামিভক্তিকে ধন্য! তোমার বীর্য্যকে ধন্য! তোমার পরাক্রমকেও ধন্য! আমরা যে কখন কৃতকার্য্য হইয়া কিষ্কিন্ধায় যাইতে পাইব, এরূপ আশা ছিল না। না জানি রামচন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া কতই সুখী হইবেন। বীর! তুমি অদ্য জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিলে।"

অঙ্গদের বাক্য শেষ হইলে বানরগণ বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে এবং সুধীর জাম্ববান ও মহাবীর হনূমানকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইল। অনন্তর তাহারা পবনকুমারের মুখে সাগরলঙ্ঘন, লঙ্কায় গমন, রাবণদর্শন প্রভৃতি কার্য্যের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুকচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে অপেক্ষা করিতে লাগিল। দেবগণবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় তৎকালে মহেন্দ্রাচলে বানরগণে পরিবৃত যুবরাজ অঙ্গদ অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং কীর্ত্তিমান হনূমানও তাঁহার সঙ্গে উপবেশন করিয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

হনূমানের লঙ্কাগমন বৃত্তান্ত কথন।

অনন্তর ধীমান জাম্ববান প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে হনূমানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! তুমি কিরূপে সীতার দর্শন পাইলে? তিনি তথায় কি অবস্থায় আছেন? এবং ক্রূরকর্ম্মা পাপাত্মা দশাননই বা তাঁহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতেছে? এই সমস্ত আমাদের নিকট সবিশেষ বল; শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে। পাপিষ্ঠ রাক্ষস কি সীতাদেবীর প্রতি কোন দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়াছে এবং যদি করিয়া থাকে ত তিনি কি উত্তর দিয়াছেন? এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহা আমরা অবধারণ করিব। আর এতদ্ভিন্ন তুমি যদি কোন গুপ্তবিষয় অবগত হইয়া থাক, তাহাও আমাদের নিকটে বল; যাহা গোপনীয় হইবে তাহা আমরা অবশ্য রক্ষা করিব।"

জাম্ববান এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, হনূমানের সর্ব্বশরীর হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি উদ্দেশে সীতাকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ঋক্ষরাজ! আমি এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনাদের সমক্ষেই মহেন্দ্রপর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে আকাশে উত্থিত হইলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলাম, এক কাঞ্চনময়

মনোহর গিরিশিখর পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। আমি উহাকে আমার কার্য্যের অন্তরায় স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, ক্রোধভরে এক লাঙ্গূলাঘাত করিলাম। ঐ আঘাতে পর্ব্বতের সূর্য্য-সঙ্কাশ স্বর্ণময় শিখর শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমার এই অদ্ভুত পরাক্রম দর্শনে পর্ব্বত যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া মধুরবাক্যে আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'বৎস! আমি তোমার পিতা পবনদেবের সখা, সুতরাং সম্পর্কে আমি তোমার পিতৃব্য। আমার নাম মৈনাক এবং নিবাস এই মহোদধি। পূর্ব্বে পর্ব্বতগণ পক্ষবিশিষ্ট ছিল। তাহারা স্বেচ্ছামত পৃথিবীর ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া পতনকালে অসংখ্য জীবজন্তু এবং মহর্ষি প্রভৃতির প্রাণনাশ করিত। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদিগের এই অন্যায় আচরণে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র দ্বারা তাহাদিগের পক্ষচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি ভয়ে তোমার পিতা পবনদেবের শরণ লইলাম এবং তাঁহারই দ্বারা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম। বীর! তুমি আমার সখার পুত্র এবং এক্ষণে ইন্দ্রপরাক্রম ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের কার্য্যে যাইতেছ, অতএব আমি তোমার সাহায্য করিবার জন্য যার পর নাই উৎসুক হইয়াছি। তুমি কিয়ৎকাল আমার শিখরে বিশ্রাম করিয়া পরে অবশিষ্ট পথ গমন করিও।' ঋক্ষরাজ! মৈনাক এইরূপ অনুরোধ করিলে আমি তাঁহাকে বিনীতভাবে কহিলাম, 'মহাত্মন্! অন্য সময় হইলে আমি কদাচ আপনার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া যাইতে পারিতাম না। কিন্তু এক্ষণে আমি যে গুরু কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বিশ্রাম করা

কখনই উচিত হয় না। বিশেষতঃ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র একই লম্ফে উল্লঙ্ঘন করিব।' মৈনাক আমার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে আমার গমনে অনুমতি প্রদান করিয়া সমুদ্রমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। আমিও মহাবেগে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কিয়ংকাল পরে নাগমাতা সুরসাদেবী আমার বল পরীক্ষা করিবার জন্য ভীষণা রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং ভয়ঙ্কর স্বরে কহিলেন, 'কপিবর! আমি বহুদিন ক্ষুধার্ত্ত আছি; অদ্য দেবগণ অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে আমার ভক্ষ্যার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তুমি আমার আস্যকুহরে প্রবিষ্ট হও, আমি তোমাকে মনোসুখে ভক্ষণ করিব।' ঋক্ষরাজ! আমি রাক্ষসীরূপধারিণী সুরসার এই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিতের ন্যায় কহিলাম, 'ভদ্রে! দশরথতনয় রামচন্দ্র, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও আর্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় দুরাত্মা রাবণ সীতাকে অপহরণ করে। আমি এক্ষণে রামচন্দ্রের আদেশে জানকীর নিকট দূতস্বরূপ যাইতেছি। চরাচর সমস্তই রামচন্দ্রের অধিকার। তুমি যখন তাঁহার অধিকার মধ্যে বাস করিতেছ, তখন কি তাঁহার সাহায্য করা তোমার কর্ত্তব্য নহে? অথবা তোমার কোন সাহায্য করিয়া কাজ নাই। তুমি আপাততঃ আমাকে ছাড়িয়া দাও; আমি অঙ্গীকার করিতেছি রামচন্দ্রকে সীতার সংবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক পরে তোমার নিকটে আসিব।'

তৎশ্রবণে সুরসা কহিল, 'দেবদত্ত বরপ্রভাবে যে কোন প্রাণী আমার সম্মুখে পতিত হয় আমি তাহাকেই গ্রাস করিয়া ফেলি; অতএব তোমার পরিত্রাণ নাই। যদি পার ত আমার আস্যকুহর হইতে গমন করিও।' এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত ক্রোধোদ্রেক হইল। তখন আমি কহিলাম, 'রাক্ষসি! যদি নিতান্তই আমাকে ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার দেহের অনুরূপ মুখবিস্তার কর্।' এই বলিয়া আমি তাহার দেহপ্রমাণ দশযোজন দীর্ঘ হইলাম; সুরসা বিংশ যোজন মুখবিস্তার করিল। আমি ত্রিশ যোজন হইলাম; সুরসা চল্লিশ যোজন মুখব্যাদান করিল। এইরূপে আমি নবতি যোজন হইলে সুরসার মুখও শতযোজন হইল। তখন আমি নিমেষের মধ্যে দেহ সংক্ষিপ্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইলাম এবং সুরসার মুখে প্রবেশ করিয়া ঝটিতি নির্গত হইলাম। পরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, 'দেবি! আপনার বর সত্যই হইয়াছে। আমি আপনার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনাকে নমস্কার; আমি স্বকার্য্য সাধনে চলিলাম; আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন কৃতকার্য্য হই।'

তখন সুরসা কহিলেন, 'কপিবর! তুমি যথা ইচ্ছা সুখে গমন কর। তোমার কার্য্য সিদ্ধ হউক। আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি।'

ঋক্ষরাজ! অনন্তর আমি গগনবিহারী জীবগণের সাধুবাদ প্রাপ্ত হইতে হইতে দ্বিতীয় গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে অন্তরীক্ষে গমন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে সিংহিকা নামে

এক রাক্ষসী সমুদ্র হইতে আমার ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক আমার গতিশক্তি রোধ করিয়া ফেলিল। আমি সহসা গতিহীন হইয়া আকুলের ন্যায় দশদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু আমার গতিনাশের কোনই কারণ স্থির করিতে পারিলাম না। অনন্তর সহসা অধোভাগে দৃষ্টি পতিত হওয়াতে আমি দেখিতে পাইলাম এক ভীষণা রাক্ষসী প্রকাণ্ড মুখব্যাদান করিয়া সমুদ্রের মধ্যভাগ হইতে উত্থিত হইতেছে। তাহাকে দেখিয়াই আমি কপিরাজ সুগ্রীবকথিত লবণসমুদ্রস্থ ছায়াগ্রাহী জীব বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। রাক্ষসীও বিকট হাস্য করিয়া কহিল, 'অহো! আমি বহুদিন অনাহারে মৃতপ্রায় ছিলাম; আজ বিধাতা আমার ক্ষুধার অনুরূপ আহার মিলাইয়াছেন। এই প্রকাণ্ড জীবটিকে ভক্ষণ করিয়া আজ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিব।'

ঋক্ষরাজ! আমি রাক্ষসীর এই লোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলাম না। প্রত্যুত স্বীয় দেহের প্রমাণ বর্দ্ধন করিতে লাগিলাম। তদ্দর্শনে সিংহিকাও আকাশপাতালপ্রমাণ মুখব্যাদান করিয়া জলদগম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। আমি উহার মর্ম্মভেদের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলাম; এক্ষণে সহসা খর্ব্বকায় হইয়া উহার জঠরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম এবং সুতীক্ষ্ণ নখপ্রহারে উহার মর্ম্মস্থান ছিন্নভিন্ন করিয়া পুনরায় আকাশে উত্থিত হইলাম। রাক্ষসীও ছিন্নমর্ম্মা হইয়া সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেল।

এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া গগনচারী সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,

'অহো! পবনকুমারের পরাক্রম কি অদ্ভুত! ইনি অনায়াসে এই ভীষণা রাক্ষসীকে বধ করিয়া অদ্য প্রাণিগণের ভয় দূর করিলেন।' আমি তাঁহাদিগের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিতে করিতে উৎসাহভরে আরও অনেক দূর অতিক্রম করিলাম এবং অবশেষে সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলাম। তথায় ত্রিকূট নামক পর্ব্বতের উপরি লঙ্কানগরী অবস্থিত আছে। দিবাকর অস্তগমন করিলে আমি ক্ষুদ্রকায় হইয়া রক্ষক নিশাচরদিগের অজ্ঞাতসারে পুরীপ্রবেশ করিলাম। ঐ সময়ে ভগবান শশাঙ্কদেব নির্ম্মল কৌমুদীরাশিতে ধরাতল ধৌত করিতেছিলেন। কিয়দ্দূর না যাইতে যাইতেই, কল্পান্তজলদভীষণা এক রাক্ষসী অট্টহাস্য পূর্ব্বক আমার পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহার কেশকলাপ জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায়। আমি বিনীতভাবে পুরীপ্রবেশের প্রার্থনা করিলে, ঐ রাক্ষসী ক্রোধভরে আমাকে আক্রমণ করিল। তখন আমিও ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, বাম হস্তের এক মুষ্টিপ্রহারেই তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলাম। রাক্ষসী প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিয়া কহিয়া উঠিল, 'বীর! আমাকে প্রাণে মারিও না। আমি এই নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তুমি যখন আমাকে পরাজিত করিয়াছ, তখন বুঝিলাম রাক্ষসদিগের ভয়ের কারণ উপস্থিত। তুমি অনায়াসে সমস্ত রাক্ষসকেই পরাজয় করিতে পারিবে, অতএব নির্ভয়ে পুরীমধ্যে প্রবেশ কর।'

ঋক্ষরাজ! আমি এইরূপে প্রথম প্রবেশেই জয়লাভ করিয়া সমস্ত রাত্রি পুরীমধ্যে ইতস্ততঃ জনকাত্মজার অনু-

সন্ধান করিতে লাগিলাম। আমি দুরাচার রাবণের অন্তঃপুরে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম; কিন্তু কিছুতেই সীতাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি শোকে যার পর নাই অভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং কার্য্যসিদ্ধির উপায় স্থির করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম।

অনন্তর আমি মনে মনে ভাবিলাম, 'আমি কেন এত বিষণ্ন হই? বিষাদই কার্য্যনাশের মূল। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও অকৃতকার্য্য হইলাম বটে, কিন্তু পুনরায় একবার চেষ্টা করা আবশ্যক।'

আমি এই ভাবিয়া পুনরায় উৎসাহভরে জনকাত্মজার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম এবং স্বর্ণমণ্ডিত গৃহ, প্রাসাদ ও প্রাকারবেষ্টিত উপবন সকল দর্শন করিতে লাগিলাম। সহসা একটী রমণীয় অশোককানন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী সর্ব্বোচ্চ শিংশপা-বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক কাতরনেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম; কিন্তু শ্যামল বনরাজী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সহসা নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, লোকনাথ রামচন্দ্রের মহিষী মূর্ত্তিমতী বিরহব্যথার ন্যায় ভূতলে উপবিষ্টা আছেন। অহো! আমার জীবনের সেই এক মুহূর্ত্ত গিয়াছে। এ জগতে আমিই ধন্য, যে রামমহিষীকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়াছি।" এই বলিয়া মহাবীর হনূমান ভক্তিভাবে সীতাকে উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিতে লাগিলেন।

পবনকুমার পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "ঋক্ষরাজ! আমি দেখিলাম, সেই সতীকুলভূষণা বামকরে বামগণ্ড স্থাপন করিয়া তন্ময়চিত্তে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার উৎপলনিন্দিত নেত্রদ্বয়ে অবিরল অশ্রুবারি বিগলিত হইতেছে এবং তিনি পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার পরিধান একখানি মলিন বস্ত্র এবং পৃষ্ঠদেশে একটী বেণী দোতুল্যমান। তিনি শোকে সন্তপ্তা এবং উপবাসে যার পর নাই কৃশা ও দীনা। তাঁহার অঙ্গ সংস্কারবিহীন এবং কেশজাল ধূলিধূসরিত; তিনি ভূতলে উপবিষ্টা আছেন এবং হিমাগমে পদ্মিনীর ন্যায় যার পর নাই শোচনীয়া হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে ঘোরদর্শনা বিরূপা রাক্ষসীগণ কখন তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কঠোর বাক্যে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেছে, কখন ততোধিক ভয়ঙ্কর মিষ্টবাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে, কখন বা যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর চিত্র তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া আপনাদিগের পৈশাচ স্বভাবের পরিচয় দিতেছে। আহা! তৎকালে শোণিতপিপাসু ব্যাঘ্রীপরিবৃতা হরিণীর ন্যায় সীতা যার পর নাই আকুল হইয়াছিলেন এবং পাপাচার রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন।

ঋক্ষরাজ! আমি শিংশপাবৃক্ষ হইতে ভক্তিভাবে রামমহিমাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে কাঞ্চী ও নূপুরধ্বনিমিশ্রিত সুগম্ভীর কল কল শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। আমি শিংশপাবৃক্ষের শাখামধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া চকিতের ন্যায় শব্দানুসারে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম,

মহাবল রাবণ তাহার রাক্ষসী পত্নীগণ সমভিব্যাহারে অশোক-কাননে প্রবেশ করিল এবং অবিলম্বে সীতাদেবী যথায় উপবিষ্টা ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইল। ক্রূর ব্যাঘ্রমূর্ত্তি দর্শনে হরিণীর ন্যায়, পাপাত্মা রাক্ষসরাজের মূর্ত্তি অবলোকন করিবামাত্র সীতা যার পর নাই সঙ্কুচিতা হইলেন এবং ঊরুদ্বয়ে উদর এবং করদ্বয়ে স্তনমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন। আহা! তৎকালে ভয়ে তাঁহার মুখ-মণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল; তিনি বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে পুনঃ পুনঃ চতুর্দ্দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

সীতার এই অবস্থা দর্শনেও ক্রূরহৃদয় রাবণের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না। সে কামমোহে হিতাহিত বিবেচনাশূণ্য হইয়া সীতার পদতলে পতিত হইল এবং ঘৃণিতবাক্যে কহিতে লাগিল, 'সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি কৃপা কর। বিবেচনা করিয়া দেখ, এই পৃথিবীতে আমিই তোমার একমাত্র উপযুক্ত স্বামী। কি পরাক্রমে, কি ঐশ্বর্য্যে, আমার সমকক্ষ কেহই নাই। তুমি সেই নিস্তেজ দুর্ব্বল তাপসকে ভুলিয়া যাও। ছি! ছি। তুমি আর তাহার জন্য ক্রন্দন করিও না। তোমার কমনীয় অঙ্গ কি কুরূপ স্বামীর কুশশয্যার উপযুক্ত? তুমি আমার সহিত চল; উত্তম শয্যা, উত্তম ভূষণ, উত্তম পান, উত্তম আহার প্রভৃতি যে কোন বিলাস দ্রব্যে অভিলাষ হয়, তাহাই গ্রহণ কর এবং চিরকাল ত্রিলোকের অধীশ্বর রাবণেও হৃদয়ের একমাত্র অধিশ্বরী হইয়া থাক।

সীতে! আমি তোমার রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছি; আমার আশা পূর্ণ কর। এই সমস্ত সুন্দরী রমণীগণ চিরকাল তোমার দাসী হইয়া থাকিবে; তুমি আর বালিকার ন্যায় নিজের হিতকর প্রস্তাবে অগ্রাহ্য করিও না। বিবেচনা করিয়া দেখ, যৌবন চিরস্থায়ী নহে; নদীর স্রোতের ন্যায় উহা একবার গত হইলে আর কখন ফিরিয়া আইসে না।

সুন্দরি! রাবণ কখন কোন স্ত্রীলোকের পদতলে পতিত হয় নাই। কিন্তু আজ সেও তোমার পদতলে পতিত। তুমি গর্ব্ববশতঃ ইহা সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলে না। যাহা হউক গর্ব্বিতে! আমি আর তোমাকে দুই মাস সময় দিলাম; যদি ইহার মধ্যে আমার প্রস্তাবে সম্মত হও ভালই; নতুবা রাক্ষসীরা আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিবে।'

ঋক্ষরাজ! দুরাত্মা রাবণ এই বলিয়া বিরত হইলে পতিব্রতা সীতাদেবী পদদলিতা ফণিনীর ন্যায় ক্রোধভরে কহিলেন, 'রাক্ষসাধম! ইক্ষ্বাকুবংশপ্রদীপ অমিততেজা রামচন্দ্রের ভার্য্যা এবং মহারাজা দশরথের পুত্রবধূকে অবাচ্য বলিবার পূর্ব্বেই তোর জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইল না? পাপিষ্ঠ! তুই মহাবীর রামচন্দ্রের অসাক্ষাতে চোরের ন্যায় তাঁহার অসহায়া পত্নীকে অপহরণ করিয়া আনিয়া এক্ষণে আবার নিজ পরাক্রমের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতেছিস্ না? বলিতে কি, তুই সেই মহাত্মার দাস হইবারও উপযুক্ত নহিস্। তিনি দয়ালু, সত্যবাদী এবং রণে অজেয়। যদি দণ্ডকারণ্যে তুই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতিস, তাহা হইলে তোকে এই

ঘৃণিত প্রাণ লইয়া আর লঙ্কায় ফিরিয়া আসিতে হইত না। এক্ষণে তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।’

পতিদেবতা রামভার্য্যার এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। দুরাত্মা ক্রূর নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত করত দক্ষিণ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে তাহার পত্নীগণ সকলে স্ত্রীহত্যা আশঙ্কা করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। ঐ সময়ে তাহার প্রধানা মহিষী ধর্ম্মশীলা মন্দোদরী তাহাকে নিষেধ করিয়া মধুরবাক্যে কহিল, ‘নাথ! তুমি দেবরাজ মহেন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী; তুমি সীতাকে লইয়া কি করিবে? সীতা অতিশয় দুর্ব্বলা এবং একজন সামান্যা মানুষী মাত্র। বিশেষতঃ এই রমণী তোমার প্রতি অনুরক্তা নহে। তুমি আমার সহিত সুখে ক্রীড়া কর, অথবা এই সমস্ত সুরূপা সুবেশা ও সুরসিকা দেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষকন্যাদিগের মধ্যে যাহাকে অভিরুচি হয় তাহারই সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হও। সীতা তোমার উপযুক্ত নহে।’ এই বলিয়া মন্দোদরী স্বামীর হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহে লইয়া গেল। অন্যান্য সুন্দরীগণও দিক্‌বিভাগ আলোকময় করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

রাক্ষসরাজ গমন করিলে, বিকটদর্শনা রাক্ষসীগণ চতুর্দ্দিক হইতে সীতাকে বেষ্টন করিয়া, নানাবিধ কঠোর বাক্যে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কিন্তু জানকী তাহাদের কঠোরবাক্য বা গর্জ্জনে দৃক্‌পাতও করিলেন না; কেবল একমনে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসী

দিগের মধ্যে কেহ কেহ রাবণের নিকট এই সংবাদ দিতে গমন করিল, কেহ ক্লান্তশরীরে নিদ্রিত হইয়া পড়িল, কেহ বা পূর্ব্বের ন্যায় পতিদেবতা সীতার প্রতি উৎপীড়ন করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে ত্রিজটা নামে এক রাক্ষসী সহসা জাগরিত হইয়া কহিল, 'পাপিষ্ঠাগণ! যদি আপনাদের মঙ্গল চাহ, ত ক্ষান্ত হও। সীতা রাজা দশরথের পুত্রবধূ এবং মহাত্মা রামচন্দ্রের স্ত্রী। তোমরা ইহাঁকে ভক্ষণ না করিয়া বরং পরস্পর পরস্পরকে খাও। আমি এক ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি; উহা মনে করিয়া আমার এখনও রোমাঞ্চ হইতেছে। আমার বোধ হয় রামচন্দ্রের হস্তে রাক্ষসরাজ রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইবেন।

এই রমণী রামচন্দ্রের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা পত্নী। আমরা ইহাঁর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেছি, তাহা তিনি কথনই সহ্য করিবেন না। অতএব আইস, আমরা ইহাঁর নিকট অভয় প্রার্থনা করি। ইনি প্রণিপাত দ্বারা প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের ভয় দূর করিবেন।'

ত্রিজটার এই বাক্য শেষ হইলে লজ্জাবতী জানকী স্বামীর বিজয় সংবাদে হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, 'ত্রিজটে! তুমি যাহা বলিলে তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।'

ঋক্ষরাজ! এইরূপে শিংশপাবৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আমি সীতাদেবীর সমস্ত কষ্টই স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। তৎকালে আমার এই কঠিন হৃদয়ও দ্রব হইল এবং আমার নয়নদ্বয়

হইতে অবিরল অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর আমি ভাবিলাম, 'ইহাঁকে এক্ষণে একবার সান্ত্বনা প্রদান করা আবশ্যক; নতুবা ইনি হয়ত শোকে অবসন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারেন।' এইরূপ স্থির করিয়া আমি অবকাশ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এবং রাক্ষসীরা সকলে নিদ্রিত হইলে সীতার সহিত সম্ভাষণ করিব, এই স্থির করিলাম। কিন্তু তখন আবার নূতন আশঙ্কা উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, 'যদি আমি এই বানরমূর্ত্তিতে সহসা আর্য্যার নিকটে উপস্থিত হই, তাহা হইলে হয়ত ইনি আমাকে রাক্ষসী মায়া মনে করিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিবেন। সুতরাং চতুর্দ্দিক হইতে রক্ষকগণ আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে এবং আমার সমস্ত উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে।' অবশেষে নানারূপ তর্কবিতর্কের পর আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিলাম। আমি প্রথমে মৃদুস্বরে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের স্তুতিগান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই বিজন স্থানে সহসা আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতাদেবী যেন উজ্জীবিতা হইয়া উঠিলেন এবং চকিতার ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আমাকে দেখিতে পাইয়া সজলনয়নে কহিলেন, "কপিবর! তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কিজন্যই বা পুনঃ পুনঃ প্রীতিভরে রামচন্দ্রের গুণগান করিতেছ?" আমি তাঁহার এই কথা শুনিয়া কহিলাম, 'দেবি! মহাপরাক্রম কপিরাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের সহায় হইয়াছেন। আমি সুগ্রীবের ভৃত্য; নাম হনূমান। আর্য্য রামচন্দ্র আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি

আপনার প্রত্যয়ের জন্য এই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়কও দিয়াছেন। দেবি! রামচন্দ্র আপনার বিরহে যার পর নাই কাতর হইয়াছেন। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও অগ্রজের অবস্থা দর্শনে যার পর নাই শোকাকুল আছেন। দেবি! এক্ষণে আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন্। যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তে আপনাকে পৃষ্ঠে করিয়া রামচন্দ্রের পার্শ্বে লইয়া যাই।'

জনকাত্মজা আমাকে যথার্থই রামচন্দ্রের দূত জানিয়া এবং আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হনূমান্! আমি সেই রঘুবীরকে দেখিবার জন্য যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছি, তাহা আর কি বলিব। কিন্তু তথাপি আমি তোমার সহিত যাইতে পারি না। যদি রামচন্দ্র দুরাত্মা রাবণকে সবংশে নির্ম্মূল করিয়া আমার উদ্ধার সাধন করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পরাক্রমের উপযুক্ত কার্য্য করা হয় এবং আমারও গৌরব রক্ষিত হয়। আরও রাম ভিন্ন অন্য পুরুষের গাত্রস্পর্শ করিতে আমার ইচ্ছা নাই; তবে দুরাত্মা রাবণ যে আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলপূর্ব্বক।'

ঋক্ষরাজ! পতিব্রতা সীতার এই উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম এবং তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক প্রত্যয়ের জন্য রামচন্দ্রের প্রিয় কোন অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলাম। তিনি সাদরে মস্তক হইতে একটী মণি উন্মোচন পূর্ব্বক আমাকে প্রদান করিয়া কহিলেন, 'বীর! এই অভিজ্ঞান রামচন্দ্রের অতিশয় প্রিয়, তুমি তাঁহাকে এইটী প্রদর্শন করিও।' মণিটি দিয়া সীতা

আমাকে আরও অনেক কথা বলিয়া দিলেন। ঐ সমস্ত কথা রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহারও জ্ঞাতব্য নহে।

মণিগ্রহণান্তর আমি সীতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তচ্ছ্রবণে তিনি শোকভরে সজলনয়নে কহিলেন, 'বীর! তুমি আমার যে অবস্থা দেখিলে, তাহা রামচন্দ্রের নিকট সবিশেষ বর্ণন করিও। হনুমান! তোমায় আর অধিক কি বলিব; তুমিই আমাদিগের একমাত্র সহায়। যাহাতে সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয় অবিলম্বে আমাকে উদ্ধার করেন, তাহার চেষ্টা করিও। দুরাত্মা রাক্ষস বলিয়াছে, আমাকে আর দুইমাস কাল জীবিত রাখিবে। ঐ কাল অতীত হইলে রামচন্দ্র আর এখানে আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইবেন না। আমি অনাথার ন্যায় রাক্ষসদিগের হস্তে প্রাণ হারাইব।'

সীতার এই সকরুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া রাবণের প্রতি আমার যার পর নাই ক্রোধোদ্রেক হইল। কিসে দুরাত্মার অনিষ্ট সাধন করিতে পারি, আমি কিয়ৎকাল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনন্তর পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড আকার ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় উহার সুরম্য উপবন ভগ্ন করিতে লাগিলাম। মৃগপক্ষিগণ আকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাক্ষসীগণ জাগরিত হইয়া আমার ভয়াবহ মূর্ত্তিদর্শনে কেহ বা মূর্চ্ছিত হইল, কেহ বা দ্রুতপাদবিক্ষেপে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, 'রাক্ষসরাজ! এক মহাকায় বানর আপনার নন্দনকাননতুল্য রমণীয় অশোকবন ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। সেই নির্ব্বোধ বোধ হয় আপনার

পরাক্রম অবগত নহে, নতুবা তাহার এতদূর আস্পর্দ্ধা হইবে কেন? যাহা হউক, তাহাকে অবিলম্বে যথার্থ আজ্ঞা প্রদান করুন্। দুরাত্মাকে যেন আর নিজগৃহে ফিরিয়া যাইতে না হয়।'

রাক্ষসীদিগের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ কিঙ্কর নামক অশীতিসহস্র রাক্ষসকে আহ্বান পূর্ব্বক আমার নিগ্রহার্থ প্রেরণ করিল। উহারা পরাক্রান্ত, বেগবান এবং সমরে অজেয়; ঐ সমস্ত রাক্ষস শূল, মুদ্গর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র লইয়া আমাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু আমি একমাত্র লৌহময় পরিঘ প্রহারেই উহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলাম। দুই একজন হতাবশিষ্ট সৈন্য এই সংবাদ লইয়া রাবণের নিকট গমন করিল। ইত্যবসরে লঙ্কানগরীর ললামভূত চৈত্যপ্রাসাদ ভগ্ন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হওয়াতে, আমি প্রথমে উহার এক স্তম্ভ উৎপাটন পূর্ব্বক তত্রস্থ রক্ষকগণকে বিনাশ করিলাম। অনন্তর অতি অল্প আয়াসেই উক্ত রমণীয় প্রাসাদ ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিলাম। পরে প্রহস্তপুত্র জম্বুমালী রাবণের আদেশে ঘোররূপ ও মহাবল রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। জম্বুমালী বলসম্পন্ন ও রণদক্ষ ছিল; কিন্তু আমি পূর্ব্বোক্ত পরিঘ দ্বারা অতি অল্পকালের মধ্যেই উহাকে এবং উহার অনুচর রাক্ষসদিগকে বধ করিলাম। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষসরাজ ক্রোধভরে বহুসংখ্যক পদাতি সমভিব্যাহারে পাঁচজন মহাবল মন্ত্রিপুত্রকে প্রেরণ করিলেন। আমি

তাহাদিগকেও যমালয়ে প্রেরণ করিলাম। অনন্তর বহু-সংখ্যক সৈন্যসমভিব্যাহারে পাঁচজন পরাক্রান্ত সেনাপতি উপস্থিত হইল এবং অতি অল্পকালমধ্যেই মন্ত্রিপুত্রদিগের পথ অনুসরণ করিল। তখন রাক্ষসরাজ অক্ষ নামক সংগ্রাম-কুশল রণদক্ষ স্বীয় পুত্রকে চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিল। আকাশমার্গে কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিতে করিতে আমি সহসা উহার পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক বেগে বিঘূর্ণিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলাম। হতভাগ্য রাক্ষস পতিত হইবামাত্র প্রাণত্যাগ করিল।

অক্ষের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে রাবণের আর ক্রোধের সীমা রহিল না। দুরাত্মা স্বীয় অন্যতম পুত্র জগদ্বিখ্যাত বীর ইন্দ্রজিৎকে আমার নিগ্রহার্থ আদেশ করিল। ঋক্ষরাজ! রামচন্দ্র ও আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে আমি তাহারও দর্প চূর্ণ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। রাক্ষসরাজের বিশ্বাস ছিল, ইন্দ্রজিৎ রণে অজেয়। রাবণপুত্র বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া নানাবিধ অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু আমার অবিষহ্য প্রতাপে তাহার সমস্ত সৈন্যই ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, অবশেষে আমাকে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া ফেলিল। আমি নিশ্চেষ্ট হইবামাত্র মূঢ় রাক্ষসেরা চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া আমাকে বেষ্টন পূর্ব্বক মহানন্দে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে লাগিল। রজ্জুবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার অস্ত্রবন্ধন আপনা হইতেই মুক্ত হইল; সুতরাং তৎকালে আমি ইচ্ছা করিলেই রাক্ষসদিগকে বধ করিতে পারিতাম। কিন্তু

একবার রাবণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হওয়াতে আমি আর তাহা করিলাম না। অধিকন্তু এরূপ ভাণ করিলাম, যেন রজ্জুবন্ধনেই যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িয়াছি।

রাক্ষসেরা আমাকে স্কন্ধে লইয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে রাজসভায় উপস্থিত করিল। অনন্তর রাবণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া মন্ত্রিমুখে আমাকে লঙ্কাপ্রবেশ, সীতার সহিত কথোপকথন, প্রমদাকাননভঙ্গ এবং রাক্ষসবধ প্রভৃতি অপরাধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কহিলাম, 'লঙ্কেশ্বর! আমি আপনারই সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহুদূর হইতে আসিতেছি। আমি অমিততেজা পবনদেবের ঔরসপুত্র, কপিরাজ সুগ্রীবের সচিব এবং জগদেকবীর রামচন্দ্রের দূত; আমার নাম হনূমান। এখানে আসিয়া আমি দেখিলাম, আমার ন্যায় সামান্য বানরের আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া সুকঠিন। তজ্জন্য আমি প্রমদাকানন ভগ্ন করিয়াছি এবং সেই সূত্রে আত্মরক্ষার জন্য কয়েকটী রাক্ষসও বধ করিয়াছি। যাহা হউক এক্ষণে আপনার ভ্রাতা কপিরাজ সুগ্রীব আপনাকে কি বলিয়া দিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন্। তিনি বলিয়াছেন, "ভ্রাতঃ! ইতিপূর্ব্বে আমি যৎকালে আমার অগ্রজ বালীর ভয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতেছিলাম, তৎকালে ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের সহিত আমার মিলন হয়। অনন্তর আমরা উভয়ে পরস্পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সখ্যতাসূত্রে বদ্ধ হইলাম। অল্পদিন পরেই রামচন্দ্র একটীমাত্র শরে মহাবল

বালীকে বধ করিয়া, আমাকে কপিরাজ্যে অভিষেক করিলেন। এক্ষণে আমিও তাঁহার কার্য্য উদ্ধারের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি। রামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি কালে কোন মায়াবী রাক্ষস তাঁহার প্রাণাধিকা ভার্য্যা সীতাকে অপহরণ করে। ঐ সুন্দরীর উদ্ধারসাধন এক্ষণে আমাদিগের কার্য্য। যদি তুমি সীতার কোন সংবাদ জান, তাহা হইলে আমার প্রেরিত দূত হনূমানকে অবশ্য অবশ্যই বলিবে।"

রাক্ষসরাজ! সুগ্রীবের যাহা ব্যক্তব্য তাহা শুনিলেন। আমরা জানিতাম না যে, আপনিই নির্ব্বোধের ন্যায় সীতাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যদি নিজের মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে রামের সীতা রামকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার পদে শরণ লউন্। নতুবা মহাবল বানরবীরেরা আপনার পুরী ছারখার করিবে। রাক্ষসরাজ! আপনি বানরদিগের প্রভাব বিশেষরূপ অবগত আছেন, সুতরাং তাহাদিগের সহিত বিরোধ করিয়া আর নিজের মৃত্যুকে আহ্বান করিবেন না।'

ঋক্ষরাজ! আমি এই বলিয়া বিরত হইলে দুরাত্মা রাবণ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং পার্শ্বস্থ রাক্ষসদিগকে আমার বধার্থ আদেশ করিল। ঐ সময়ে তাহার ভ্রাতা মহামতি বিভীষণ যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! আপনি ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক আমার বাক্যে কর্ণপাত করুন। শাস্ত্রে লিখিত আছে, দূত অবধ্য। সুতরাং আপনি ক্রোধভরে এই ধর্ম্মবিগর্হিত ও রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে আদেশ

প্রদান করিবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রভুর যেরূপ আদেশ, দূত সেইরূপই বলিতে বাধ্য; অতএব তাহাদিগের কোন দোষ নাই। অত্যন্ত গুরু অপরাধেও বিরূপকরণ, কষাঘাত প্রভৃতি দণ্ডই দূতের প্রতি নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু প্রাণদণ্ড একবারে নিষিদ্ধ।"

বিভীষণ এইরূপ অনুরোধ করিলে দুরাত্মা রাবণ অবশেষে আমার লাঙ্গূল দহন করিতে আদেশ প্রদান করিল। রাক্ষসেরা মহানন্দে শণ, পট্ট ও কার্পাস প্রভৃতি দ্বারা আমার লাঙ্গূল বেষ্টন করিতে লাগিল। অনন্তর উহাতে তৈলসেক পূর্ব্বক অগ্নিপ্রয়োগ করিল। ঐ সময়ে কোন কোন রাক্ষস কাষ্ঠ, কেহ বা মুষ্টি দ্বারা আমাকে আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু ঋক্ষরাজ! সীতাদেবীর আশ্চর্য্য প্রভাবে অগ্নিপ্রয়োগ, প্রহার বা বন্ধনে আমার কিছুমাত্র পীড়া বোধ হয় নাই। পূর্ব্বে লঙ্কানগরীর দুর্গ প্রভৃতি আমি ভাল করিয়া দর্শন করিতে পাই নাই। এক্ষণে আমি রাক্ষসদিগের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক মহাসুখে ঐ সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। রাক্ষসেরাও রাজপথ ও পুরদ্বারে আমার অপরাধ ও শাস্তির বিষয় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল।

আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে আমি সহসা আকার সঙ্কোচ করিয়া বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিলাম এবং এক প্রকাণ্ড লৌহময় পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক আমার বাহক রাক্ষসদিগকে মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই যমালয়ে প্রেরণ করিলাম। অনন্তর এক লম্ফে পুরদ্বারে উত্থিত হইয়া তথা হইতে ক্রমান্বয়ে গৃহে গৃহে গমন পূর্ব্বক লাঙ্গূলাগ্নি প্রয়োগ করিতে লাগিলাম।

অচিরেই লঙ্কার চতুর্দ্দিকে হুতাশনের লোল জিহ্বা দৃষ্ট হইতে লাগিল ; সর্ব্বত্র তুমুল হাহাকার রব উত্থিত হইল এবং প্রলয়াগ্নিতে যেরূপ বিশ্বসংসার দগ্ধ হইয়া যায় তদ্রূপ অল্পকাল মধ্যেই ঐ নগরী একবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

লঙ্কার সমস্ত প্রদেশ ভস্মীভূত হইলে আমার সহসা সীতা-দেবীর কথা স্মরণ হইল। সেই সর্ব্বব্যাপী অগ্নিতে তিনিও প্রাণ হারাইয়াছেন মনে করিয়া আমার আর ভয়ের সীমা রহিল না। আমি মনে করিলাম, "হায়! আমাকে ধিক্! আমার মত নির্ব্বোধ ও পাপিষ্ঠ এ জগতে আর কেহই নাই। যে কার্য্যের জন্য আমি এত কষ্ট সহ্য করিয়া এখানে আগ-মন করিয়াছি, ক্রোধবশতঃ আমি তাহারই মূলোচ্ছেদ করিলাম। আমার আর এ পাপজীবনধারণে কোন প্রয়োজন নাই। আমি অদ্যই বিষপান, উদ্বন্ধন, অগ্নিপ্রবেশ বা জল-প্রবেশ দ্বারা প্রাণত্যাগ করিব।"

ঋক্ষরাজ! আমি শোকাকুলচিত্তে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছি ইতিমধ্যে শুনিলাম, অন্তরীক্ষে সিদ্ধ ও চারণগণ কহিতেছেন, "অহো! কি আশ্চর্য্য! এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে লঙ্কার সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গেল, কিন্তু উহা জানকীর এক গাছি কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই।" এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম, "যাঁহার প্রভাবে অগ্নি আমাকেও দগ্ধ করেন নাই তিনি স্বয়ং কিরূপে দগ্ধ হইবেন।" ঐ সময়ে আমার মনঃ-প্রাণ সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার শুভলক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সমস্ত কারণে আর্য্যা

যে জীবিত আছেন, তাহা আমি নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিলাম এবং পুনরায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

কার্য্য সিদ্ধ হওয়াতে আমি বন্ধুগণকে দেখিবার জন্য যার পর নাই উৎসুক হইয়াছিলাম। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া অরিষ্টপর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্রলঙ্ঘনার্থ লম্ফ-প্রদান করিলাম এবং ক্রমান্বয়ে পবন, চন্দ্র, সূর্য্য, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ সেবিত পথ অতিক্রম করিয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। রামচন্দ্র ও আপনাদিগের প্রসাদে এবং কপিরাজ সুগ্রীবের কার্য্যানুরোধে আমি যথানিয়মে যথাসাধ্য সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা আপনাদিগকে নির্ব্বাহ করিতে হইবে।"

একোনষষ্টিতম সর্গ।

হনুমানের বানরগণকে যুদ্ধার্থ উৎসাহ প্রদান।

মহাবীর হনুমান এইরূপে লঙ্কাগমনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন, 'ঋক্ষরাজ! পতি-দেবতা সীতার ধর্ম্মানুষ্ঠান, রামচন্দ্রের উদ্যোগ' এবং সুগ্রী-বের প্রতিজ্ঞা সফলপ্রায় দেখিয়া, আজ যে আমি কি পর্য্যন্ত

আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা আর কি বলিব। বিদ্বন্! সীতাদেবীর ন্যায় পবিত্র চরিত্র জগতে আর কোন রমণীর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি পতিব্রতাগণেরও শীর্ষস্থানীয়া। তিনি তপোবলে ত্রিলোকধারণ করিতে, আবার ক্রোধানলে উহা ভস্মীভূত করিতেও পারেন। আর রাবণও সামান্য লোক নহে। অসাধারণ তপঃসঞ্চয় না থাকিলে কু-অভিসন্ধিতে তাদৃশী অগ্নিস্বরূপিণী পতিদেবতার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়া কেহই এতদিন জীবিত থাকিতে পারে না। অথবা সীতাদেবী আর্য্য রামচন্দ্রের পরাক্রম ও চিরস্থায়িণী কীর্ত্তি প্রকাশের জন্য এবং তপোনাশের ভয়ে এ পর্য্যন্ত সেই দুরাত্মার প্রতি প্রকৃত কোপ প্রকাশ করেন নাই, নতুবা সে এতদিন অবশ্যই ভস্মীভূত হইয়া যাইত। প্রজ্বলিত অগ্নিকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে যাহা না হয়, সীতাদেবীর ক্রোধাগ্নিতে তাহাও হইতে পারে।

ঋক্ষরাজ! আমি আপনাদিগের মতানুসারে সীতাদেবীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সমস্তই আপনাদিগের নিকট সবিশেষ বলিলাম। এক্ষণে আমার বিবেচনায় আর্য্যাকে উদ্ধার করিয়াই রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত বোধ হইতেছে। আর ইহাতে কোনরূপ ভয়েরও সম্ভাবনা নাই। আমি যখন একাকীই রাবণ ও অন্যান্য বীরদিগের সহিত সমস্ত লঙ্কাপুরী ছারখার করিতে সমর্থ, তখন আপনাদিগের ন্যায় অসীমপরাক্রম কপিবীরের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে যে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বলিতে

কি, আমি একাকীই দুরাত্মা রাবণকে তাহার পুত্র, ভ্রাতা ও সৈন্যগণের সহিত বিনাশ করিয়া ফেলিব। যদিও বল-গর্ব্বিত ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র ও বারুণাস্ত্র প্রভৃতি ভয়াবহ অস্ত্র সকল সমরে শত্রুগণের দুর্নিরীক্ষ্য, তথাপি পিতামহদত্ত বরপ্রভাবে আমি ঐ সমস্ত অনায়াসে নিবারণ পূর্ব্বক, উহাদের দ্বারাই শত্রুপক্ষের বলক্ষয় করিব। ঋক্ষরাজ! আমি যদি সমরে পর্ব্বত নিক্ষেপ করিতে থাকি, তাহা হইলে, সামান্য রাক্ষসদিগের কথা দূরে থাকুক, দেবগণও আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারেন না। তবে ভবা-দৃশ বিচক্ষণ ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত ঈদৃশ গুরু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অন্যায় বোধেই, আমি এখনও রাক্ষসবধে প্রবৃত্ত হই নাই।

ঋক্ষরাজ! কেবল আমিই যে রাক্ষসদিগের বিনাশে সক্ষম, তাহা নহে। আপনারা সকলেই ঐ কার্য্যে সম্পূর্ণ সমর্থ। বীর! আপনার পরাক্রমের বিষয় আর কি বলিব। বরং মহাসমুদ্র বেলা অতিক্রম করিতে পারে, মন্দর পর্ব্বত বিচলিত হইতে পারে, তথাপি সমরে শত্রুসৈন্য কদাপি আপনাকে বিকম্পিত করিতে পারে না। এই মহাবীর বালীনন্দন অঙ্গদ একাকীই রাক্ষসবীরদিগকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারেন। এই অসীমপরাক্রম কপিশ্রেষ্ঠ নীলের বেগপ্রভাবে, তুচ্ছ রাক্ষসের কথা দূরে থাকুক, মন্দর পর্ব্বতও বিশীর্ণ হইয়া যায়। এই যে পরাক্রান্ত মৈন্দ ও দ্বিবিদ; দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও পক্ষীর মধ্যেও ইহাঁদিগের প্রতি-যোদ্ধা লক্ষিত হয় না। আর এই যে বেগবান্ অশ্বিপুত্রদ্বয়,

ইহাঁদের সমকক্ষ পৃথিবীতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব ঋক্ষরাজ! এই সমস্ত মহাবল বীর সমবেত হইয়া গমন করিলে, জগতে রাক্ষসনাম যে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি একাকীই লঙ্কাপুরীর যে দুর্দ্দশা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে রাক্ষসেরা চিরকাল সভয়ে আমার নাম উচ্চারণ করিবে।

ঋক্ষরাজ! আমি আর্য্যা সীতাদেবীকে যে অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা আপনাদিগকে পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন্। তিনি দুরাত্মা রাবণের অশোককাননে অবরুদ্ধা আছেন এবং শিংশপামূলে উপবেশন পূর্ব্বক অশ্রুপরিপ্লুত বদনে অনন্যমনে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতেছেন। নির্ম্মল চন্দ্রমাকে মেঘসমূহের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ঘোরদর্শনা রাক্ষসীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কঠোরবাক্যে পুনঃ পুনঃ ভৎর্সনা করিতেছে। তিনি শোকে এবং ভূমিশয়নে বিবর্ণা হইয়া হিমাগমে পদ্মিনীর ন্যায় যার পর নাই শোচনীয়া হইয়াছেন। তাঁহার পরিধান একখানি মলিন বস্ত্র এবং পৃষ্ঠদেশে একটী বেণী দোদুল্যমান। তাঁহার অঙ্গ সংস্কারবিহীন এবং কেশজাল ধূলিধূসরিত। তিনি উপবাসে কৃশা ও দীনা। নহুষরুদ্ধা শচীর ন্যায় তিনি এক-মনে প্রাণপতির পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন এবং দুরাত্মা রাবণের প্রতি একবার দৃকপাতও করিতেছেন না। তিনি রাক্ষসদিগের অত্যাচারে যার পর নাই উৎপীড়িতা হইয়া প্রাণত্যাগে উদ্যতা হইয়াছেন। ঋক্ষরাজ! আমি তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের সখ্যভাব প্রভৃতি

বৃত্তান্ত জ্ঞাপন পূর্ব্বক উজ্জীবিতা করিয়াছি। তিনি উদ্ধারের আশায় আশ্বস্তা হইয়া মরণোদ্যম হইতে বিরত হইয়াছেন। ঋক্ষরাজ! আমি সীতাদেবীর যেরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান, তপ ও পাতিব্রত্য দেখিলাম, তাহাতে তাঁহার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিয়াও যে দুরাত্মা রাবণ এখনও জীবিত আছে ইহাই আশ্চর্য্য। যাহা হউক, আর্য্যা একে স্বভাবতঃ তন্বঙ্গী; তাহাতে প্রতিপদ তিথিতে পাঠশীল লোকের বিদ্যার ন্যায়, পতিবিরহে প্রতিনিয়ত নিতান্ত কৃশা হইয়া এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণাপরম্পরা ভোগ করিতেছেন। এক্ষণে আপনারা তাঁহার দুরবস্থার কথা স্মরণ রাখিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় সত্বর অবধারণ করুন্।"

ষষ্টিতম সর্গ।

অঙ্গদের উৎসাহ ও জাম্ববানের উপদেশ।

মহাবীর হনূমানের এই করুণ ও বীররসমিশ্রিত বচনাবলী শ্রবণ করিয়া বালীনন্দন অঙ্গদ উৎসাহভরে কহিতে লাগিলেন, "ঋক্ষরাজ। মহাতেজা পবনকুমার যে প্রস্তাবের উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বোধ হইতেছে। উনি অশ্বিপুত্রদ্বয়ের সম্বন্ধে যাহা বলি-

য়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ সত্য। এই দুই ভ্রাতা অতিশয় পরাক্রান্ত, বলবান ও বেগবান। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা একদিন ইহাঁদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, অবধ্যত্ব বর প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর ইহাঁরা সেই বরগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া মহতী সেনা বিমর্দ্দন পূর্ব্বক দেবগণের হস্ত হইতে অমৃত আচ্ছিন্ন করিয়া পান করেন। ঋক্ষরাজ! ইহাঁরা ক্রুদ্ধ হইলে হস্ত্যশ্বরথাদির সহিত সমগ্র লঙ্কানগরীকে সাগরের অতল জলে নিমগ্ন করিতে পারেন। অথবা আমি একাকীই দুরাত্মা রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিব এবং লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া ফেলিব। যখন মহাবীর হনূমান বহুসংখ্যক রাক্ষস বিনাশ পূর্ব্বক লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করিয়া আসিয়াছেন, তখন কার্য্যের আর অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে।

কপিগণ! তোমাদের পৌরুষ ত্রিজগতে বিখ্যাত। কি উৎপ্লবনে, কি পরাক্রমে কেহই তোমাদিগের সমকক্ষ নাই। দেব ও দৈত্যগণও তোমাদিগের রণচাতুর্য্যে ভীত হইয়া থাকেন। এক্ষণে জানকীর উদ্দেশমাত্র সম্পাদন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া কি আমাদিগের উচিত হইতেছে? ইহা কি কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য হইতেছে না? আইস, আজি আমরা রাক্ষসকুলকে সমূলে নির্ম্মূল করি, লঙ্কাপুরীকে উৎপাটন করিয়া সাগরের জলে ফেলিয়া দিই এবং পতিদেবতা সীতাকে লইয়া গিয়া, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের মধ্যে স্থাপন করি।"

মহাবল অঙ্গদ উৎসাহভরে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে সুধীর বৃদ্ধ জাম্ববান কহিতে লাগিলেন, "যুবরাজ! আপনি

যেরূপ পরামর্শ করিলেন, তাহা আমার যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমরা কপিরাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক দক্ষিণদিকে সীতার অন্বেষণার্থই আদিষ্ট হইয়াছি। তিনি অথবা রামচন্দ্র কেহই আমাদিগকে সীতার উদ্ধার বা আনয়নের কথা বলিয়া দেন নাই। এক্ষণে যদি আমরা লঙ্কায় গিয়া স্বীয় পরাক্রমে সীতাকে উদ্ধার করি, তাহা হইলে রামচন্দ্র যে তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন, তাহার স্থিরতা কি ? বিশেষতঃ সেই মনস্বী ক্ষত্রিয়বীর বানরগণের সমক্ষে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, 'আমি স্বহস্তের সীতার উদ্ধারসাধন করিব।' এক্ষণে আমরা যদি রাক্ষসগণকে বিনাশ করি, তাহা হইলে তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হইবে। এইরূপ করিলে আমরা সেই তেজস্বী বীরকে কখনই সন্তুষ্ট করিতে পারিব না ; সুতরাং আমাদিগের এই অসাধারণ উদ্যোগ ও পরাক্রম প্রকাশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অতএব আইস, আমরা অবিলম্বে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের নিকট গমন করি এবং তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের অনুসন্ধানবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করি।"

এইরূপ বলিয়া বৃদ্ধ জাম্ববান অঙ্গদের ক্রোধ পরিহারার্থ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "বীর! আমি যাহা বলিলাম, তাহাই যে যুক্তিসঙ্গত ও অভ্রান্ত বলিয়া তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এমত নহে। তুমিও বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ; এক্ষণে যাহাতে কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং রামচন্দ্রও অসন্তুষ্ট না হন, তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন কর।"

একষষ্টিতম সর্গ।

বানরগণের প্রত্যাগমন ও মধুবনে প্রবেশ।

অঙ্গদ প্রভৃতি মহাবল বানরগণ বৃদ্ধ জাম্ববানের এই যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সম্মত ও যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পবনকুমারের সহিত মহেন্দ্রপর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে আকাশমার্গে লম্ফপ্রদান করিলেন। যৎকালে মেরু ও মন্দর-তুল্য মহাকায় ও মহাবল বানরগণ গগনতল আচ্ছাদন করিয়া মত্ত মহাগজের ন্যায় বেগে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল, তৎকালে গগনচারী সিদ্ধগণ তাহাদিগের প্রতি, বিশেষতঃ অদ্ভুতকর্ম্মা হনূমানের প্রতি সাদরনেত্রে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধি এবং আপনাদিগের অক্ষয় যশোলাভ হইল জানিয়া, বানরেরা অনুপম আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং কতক্ষণে রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের নিকট শুভসংবাদ প্রদান করিব এই উৎসাহে দ্বিগুণতর বেগে গমন করিতে লাগিল।

অল্পকাল মধ্যেই তাহারা কপিরাজ সুগ্রীবের সুপ্রসিদ্ধ মধুবনে উপস্থিত হইল। ঐ সুরম্য বন নানাবিধ সর্ব্বপ্রাণি-মনোহর বৃক্ষ ও ফলপুষ্পে সুশোভিত; সহসা ইন্দ্রের নন্দন-কানন বলিয়া ভ্রম হয়। কপিরাজ সুগ্রীবের অনুমতি ব্যতীত উহাতে কেহই প্রবেশ করিতে পাইত না এবং তাঁহার মাতুল দধিমুখ নামক এক মহাবল বানর সর্ব্বদা উহার রক্ষা

কার্য্য সম্পন্ন করিত। বানরেরা কার্য্যসিদ্ধিজনিত উৎসাহ ও আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল; এক্ষণে সম্মুখে এই মনোরম মধুবন দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ যুবরাজ অঙ্গদের নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিল। অঙ্গদও জাম্ববান প্রভৃতি বৃদ্ধ বানরদিগের পরামর্শানুসারে তাহাদের সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।

যুবরাজের অনুমতি প্রাপ্ত হইবামাত্র বানরেরা হর্ষে উন্মত্তপ্রায় হইয়া কাননমধ্যে প্রবেশ করিল এবং উদ্ধতভাবে ষট্‌পদাকুল সুদৃশ্য বৃক্ষসমূহে আরোহণ পূর্ব্বক রসাল ফল ও সুগন্ধি মূল ভক্ষণ এবং সুপেয় কুসুমাসব পানে প্রবৃত্ত হইল। অল্পকালমধ্যেই তাহাদের মত্ততা উপস্থিত হইল। তখন কেহ বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, কেহ মনোসুখে গানে প্রবৃত্ত হইল, কেহ বা অকারণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। কোন কোন বানর ভক্তিভাবে অঙ্গদের চরণে প্রণাম করিতে গিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কেহ অন্যকে উত্তোলন করিতে গিয়া আপনি পতিত হইল, কেহ বা উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপবাক্য কথনে প্রবৃত্ত হইল। কেহ আনন্দে বৃক্ষাগ্র হইতে ভূতলে লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল, কেহ বা ভূতল হইতে বৃক্ষাগ্রে অধিরোহণ করিল। কোন কোন বানর বিবাদে, কেহ বা ক্রন্দনে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে তাহারা মধুপানে উন্মত্ত হইয়া অল্পকালমধ্যেই ঐ বনবিভাগ আকুল করিয়া তুলিল।

অনন্তর উদ্যানরক্ষক দধিবক্ত্র সহসা সমস্ত কাননবিভাগ ফল, পুষ্প ও পত্রসহিত ছিন্নভিন্ন ও বিধ্বস্ত দেখিয়া ক্রোধ-

ভরে বানরদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল। কিন্তু বানরেরা উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল, সুতরাং তাহার কথায় কর্ণপাতও করিল না; প্রত্যুত তাহাকে ভৎ‍র্সনা করিয়া নূতন উৎসাহের সহিত বৃক্ষাদি ভগ্ন এবং ফলপুষ্পাদি ছিন্নভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। উগ্রতেজা দধিবক্ত্র তাহাদিগের ভৎ‍র্সনায় ভীত না হইয়া কপিরাজের আদেশ স্মরণ পূর্ব্বক উদ্যান রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিল এবং অকুতোভয়ে কাহাকেও পরুষবাক্যে ভৎ‍র্সনা করিতে লাগিল, কাহাকেও বেগে চপেটাঘাত করিতে লাগিল, কাহারও সহিত বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু দধিবক্ত্রের সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হইল। বানরেরা মদ্যপানে হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়াছিল, সুতরাং রাজদণ্ডের ভয় না করিয়া নখাঘাত, দন্তাঘাত, পদাঘাত ও চপেটাঘাত দ্বারা তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিল এবং পুনরায় বৃক্ষভঞ্জন, ফলমূল ভক্ষণ ও মধুপানে প্রবৃত্ত হইল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

সুগ্রীবের নিকট দধিবক্ত্রের গমন।

অনন্তর পবনকুমার হনূমান কপিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বানরগণ! তোমরা নির্ভয়ে মধুপান করিতে থাক। যদি কেহ তোমাদের আমোদ প্রমোদের ব্যাঘাত জন্মায়, কিম্বা তোমাদের প্রতি অহিতাচরণ করে, তোমরা তাহা আমার নিকটে কহিও; আমি তাহার যথোচিত শাস্তি-বিধান করিব।" তচ্ছ্রবণে বালীনন্দন অঙ্গদ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কপিগণ! তোমরা সকলে পবনকুমারের আদেশ পালন কর। উনি যখন অতি দুষ্কর কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছেন, তখন কোন অন্যায় আদেশ করিলেও আমাদের তাহা পালন করা উচিত। তাহাতে মধুপান ত কোন অংশেই অন্যায় কার্য্য নহে।"

মহাবীর অঙ্গদ এইরূপে হনূমানের বাক্যের অভিনন্দন করিলে বানরেরা অতুল আহ্লাদভরে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা পুনরায় উৎসাহভরে বৃক্ষাদি ভঞ্জন, মধুপান ও ফলমূল ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল এবং চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত রক্ষক দেখিতে পাইল তাহাদিগকেই বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া প্রহার ও বন্ধন করিতে লাগিল। কোন কোন রক্ষক উহাদের বিষম তাড়নে একবারে মৃতপ্রায় হইল। বানরেরা মধুপূর্ণ পাত্র লইয়া উদ্যা-

নের ইতস্ততঃ দলে দলে বিচরণ করিতে লাগিল। কেহ অপরিমিত মধুপান করিয়া বমন করিতে লাগিল; কেহ কেহ কলহে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের গাত্রে উচ্ছিষ্ট মধু নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ তরুমূলে, কেহ বৃক্ষশাখায়, কেহ পর্ণশয্যায় অবশদেহে শয়ন করিল। কেহ উচ্চৈস্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইল; কেহ বা হাস্য করিতে লাগিল। কেহ কোন নিদ্রিত সহচরকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল।

ইত্যবসরে দধিমুখের কয়েকজন অনুচর বানরদিগের অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া, ক্রোধভরে তাহাদের সম্মুখীন হইল। কিন্তু উন্মত্ত বানরদিগের হস্তে উদ্যান-পালকদিগের নিগ্রহের সীমা রহিল না। বানরেরা উহাদের কাহাকেও পদাঘাত, কাহাকেও চপেটাঘাত করিল; কাহা-কেও বা পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল।

অনুচরগণ কোনরূপে তাহাদের প্রাণ বাঁচাইয়া দ্রুতপদে দধিবক্ত্রের নিকট উপস্থিত হইল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "কপিবর! অঙ্গদের অনুচর বানরদিগের অত্যাচার আর সহ্য হয় না। হনুমানের বাক্যে সাহসী হইয়া তাহারা মধুবন ছিন্নভিন্ন করিতেছে। আমরা উহাদিগকে নিবারণ করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা আমাদের যেরূপ নিগ্রহ করিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। উহারা আমাদের কাহাকেও পদাঘাত ও চপেটাঘাতে মৃতপ্রায় করিয়াছে, কাহাকেও বা পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছে। এক্ষণে আপনি ইহার কোন প্রতিবিধান করুন্।"

অনুচরদিগের এই কথা শুনিয়া দধিমুখ ক্রোধভরে কহিতে লাগিল, "কি! ক্ষুদ্র বানরদিগের এতবড় আস্পর্দ্ধা। আর হনূমানও কি মনে করিয়াছে যে তাহার তুল্য বীর আর কেহই নাই? কপিরাজ সুগ্রীবের মাতুল এই কানন শাসন করিতেছে তাহা কি তাহারা অবগত নহে? চল, বানরগণ! আমি এখনি গিয়া দুরাত্মাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেছি।"

দধিবক্ত্রের এই বাক্যে সাহসী হইয়া বানরেরা তাহার সহিত পুনরায় কাননে প্রবেশ করিল। দধিবক্ত্র ক্রোধভরে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল। তাহার অনুচরেরাও শিলা ও বৃক্ষাদি গ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহারা বানরদিগকে যেখানে দেখিতে পাইল সেই স্থানেই আক্রমণ করিল এবং ক্রোধভরে ওষ্ঠ-দংশন পূর্ব্বক প্রহার ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

বানরেরা দধিবক্ত্রের অনুচরগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত নিগৃহীত হইয়া দ্রুতপদে হনূমানের নিকট উপস্থিত হইল। মহাবীর পবনকুমার তাহাদের নিকট দধিমুখের আক্রমণের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে তাহার সম্মুখীন হইলেন এবং সবলে তাহাকে ধারণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে অঙ্গদও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে মদান্ধ হওয়াতে অঙ্গদের দধিবক্ত্রকে আত্মীয় বা গুরুজন বলিয়া জ্ঞানই ছিল না। তিনি ক্রোধভরে তাহাকে হনূমানের হস্ত হইতে লইয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত ও নিষ্পিষ্ট করিলেন। হতভাগ্য দধিবক্ত্রের বাহু, উরু ও মুখ ভগ্ন হইল এবং অনবরত

শোণিতস্রাব হইতে লাগিল। সে কিয়ৎকাল সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিল। অনন্তর চেতনাপ্রাপ্ত হইলে, কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়া নির্জ্জনে অনুচরদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, "অনুচরগণ! এই সমস্ত উন্মত্ত বানরদিগের সহিত কলহে কোন ফল নাই। চল, যে স্থানে মহাগ্রীব সুগ্রীব রামচন্দ্রের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন, আমরা সেই স্থানে গমন করি। অদ্য নির্ব্বোধ অঙ্গদ যেরূপে মধুবন ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে এবং আমার যেরূপ অপমান করিয়াছে তাহা আমি সমস্তই তাঁহার নিকট বলিব। তিনি ক্রোধপরায়ণ; শুনিলে কখনই ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। এই অপূর্ব্ব মধুবন তাঁহার কুলক্রমাগত এবং অতিশয় প্রিয়; দেবতারাও ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হয়েন্ না। অদ্য আসন্ন-মৃত্যু বানরেরা এই বনের যে দুর্দ্দশা করিয়াছে তাহা শুনিলে তিনি উহাদের এক প্রাণীকেও জীবিত রাখিবেন না। আর তাহা হইলেই আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। দুরাত্মারা আমার যেরূপ অপমান করিয়াছে, তাহাতে উহাদের প্রাণবধ না করিয়া আমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারি-তেছি না।"

এই বলিয়া উদ্যানরক্ষক দধিবক্ত্র ভৃত্যবর্গের সহিত সুগ্রীবের উদ্দেশে গমন করিল এবং যথায় তিনি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত পর্ব্বতোপরি উপবিষ্ট ছিলেন, নিমেষের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইল। কপিরাজ সহসা মাতুলকে দেখিয়া অভ্যর্থনার্থ উঠিতেছিলেন, ইত্যবসরে দধিবক্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দ্রুতবেগে তাঁহার পদতলে গিয়া পতিত হইল।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

দধিবক্ত্রের সুগ্রীবসন্নিধানে অভিযোগ।

কপিরাজ সুগ্রীব সহসা দধিবক্ত্রকে পদতলে পতিত দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে সসম্ভ্রমে কহিলেন, "মাতুল! উঠ, উঠ। একি! তুমি সহসা পদতলে পতিত হইলে কেন? কিজন্যই বা রোদন করিতেছ? কেহ কি তোমার অবমাননা করিয়াছে? বল, আমি সেই দুরাত্মার সমুচিত শাস্তিবিধান করিব। না তুমি নিজে কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছ? যাহা হউক, আমি তোমাকে অভয়দান করিতেছি; সত্য করিয়া বল তোমার কি হইয়াছে। ভাল, আমার মধুবনের মঙ্গল ত? মাতুল! আমি তোমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিব। এক্ষণে কি হইয়াছে সত্য করিয়া বল।"

দধিবক্ত্র সুগ্রীবের এই বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "কপিরাজ! স্বর্গীয় মহারাজ বালী এবং আপনি যে বনে বানরদিগকে প্রবেশ করিতেও দিতেন না, অদ্য আপনার সেই নন্দনকাননতুল্য রমণীয় মধুবন অঙ্গদের অনুচর বানরদিগের দৌরাত্ম্যে একবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি এই সকল অনুচরবর্গের সহিত তাহাদিগকে নিবারণ করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমার কথায় দৃক্‌পাতও করে নাই। পরন্তু নূতন উৎসাহের সহিত বৃক্ষভঞ্জন, ফলমূল ভক্ষণ ও মধুপানে

প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজন্! তাহারা আমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার ও অপমান করিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে নিবারণ করিলে তাহারা অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক ভ্রূকুটি প্রদর্শন করে। আমরা ক্রোধসম্বরণ করিতে না পারিয়া একবার তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার যথোচিত প্রতিফল পাইয়াছি। তাহারা একে সংখ্যায় অধিক, তাহাতে মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়াছে, সুতরাং হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া আমাদের কাহাকেও পদাঘাত ও চপেটাঘাতে মৃতপ্রায় করিয়াছে, কাহাকেও বা পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছে। রাজন্! আপনি যদি সেই দুরাত্মাদের যথোচিত শাস্তি প্রদান না করেন, তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। আমি আপনাকে সমস্তই বলিলাম; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করুন্।"

দধিমুখ কাতরভাবে এইরূপ বলিলে সুধীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! এই বানর তোমাকে কি কহিতেছে?" কপিরাজ সুগ্রীব প্রফুল্লমুখে কহিলেন, "সখে! এই বানর যাহা কহিতেছে, তাহা যদি সত্য হয়; তাহা হইলে আমাদিগের ভাগ্যলক্ষ্মী নিশ্চয়ই সুপ্রসন্না হইয়াছেন। দধিমুখ কহিতেছে, অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ বলপূর্ব্বক আমার সুরম্য মধুবনে প্রবেশ করিয়া উন্মত্তভাবে বৃক্ষভঞ্জন, ফলমূল ভক্ষণ ও মধুপানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা যদি কৃতকার্য্য না হইয়া আসিত, তাহা হইলে কদাচ আমার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইত না; এইজন্য আমার

বিশ্বাস হইতেছে যে, কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। অঙ্গদানুচর বানরেরা যে কেবল আমার আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক বনে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নহে; তাহারা হর্ষভরে এত উন্মত্ত হইয়াছে যে, আমার উদ্যানপালক এই মহাবল দধিমুখের নিষেধবাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। দধিমুখ ও ইহার এই সমস্ত অনুচরগণ তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বাধা দিয়াছিল; তাহাতে ইহারা ভগ্নপদ, ভগ্নজানু ও ভগ্নবাহু হইয়া কোনরূপে প্রাণে প্রাণে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাতে আমার নিঃসন্দেহ বোধ হইতেছে যে, অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ আর্য্যা জানকীর উদ্দেশ লইয়া আসিয়াছেন। আর এই দুষ্কর কার্য্য যে একমাত্র হনূমানের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে তাহারও কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার পরাক্রম, বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। আমি তাঁহার সহিত যে সমস্ত বানরকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাঁহারাও সামান্য নহেন। ফলতঃ যেখানে ঋক্ষরাজ জাম্ববান ও কুমার অঙ্গদ নেতা এবং মহাবীর পবনকুমার অধিষ্ঠাতা সেখানে ত কার্য্যের কোন বিঘ্ন হইতেই পারে না। যাহা হউক দক্ষিণদিকপ্রেরিত বানরগণ যে কৃতকার্য্য হইয়া আমার মধুবন ভগ্ন করিয়াছে ইহাতে আমার যে কিরূপ আনন্দ হইতেছে তাহা আর বলিবার নহে। আমার ইচ্ছা হইতেছে এইরূপ লক্ষ কানন তাহাদিগকে ভগ্ন করিতে দিই। সখে! লক্ষ্মণ! সখে! রামচন্দ্র! আর দুঃখ করিও না, আর শোকে অবসন্ন হইও না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, মহাবীর হনূমান সীতার উদ্দেশ লইয়া আসিয়াছেন।"

এই বলিয়া কপিরাজ সুগ্রীব আনন্দভরে পুনরায় দধি-মুখকে কহিলেন, "মাতুল! বানরেরা যে মধুবন ভগ্ন করিয়াছে ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। তাহারা যদি অদ্য আমার অপমান করে, আমি তাহাও সহ্য করিব। এক্ষণে তুমি শীঘ্র প্রত্যাগমন করিয়া হনূমান প্রভৃতি কপিবীরগণকে আমার নিকট প্রেরণ কর। সখা রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও আমি তাহাদের মুখে সীতাদেবীর অনুসন্ধানবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়াছি।"

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

বানরদিগের সুগ্রীবসন্নিধানে আগমন।

উদ্যানপালক দধিবক্ত্র সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইল এবং রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক সত্বর আকাশপথে উত্থিত হইল। দধিবক্ত্র পূর্ব্বের ন্যায় নিমেষের মধ্যে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ ও উদ্যানমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তথায় দেখিল বানরেরা মধু জীর্ণ করিয়া মলমূত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। তদ্দর্শনে দধিমুখ, তাহাদের নিকটস্থ হইয়া অঙ্গদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে

বিনীতবাক্যে কহিতে লাগিল, "যুবরাজ! অজ্ঞানবশতঃ আমি ও আমার অনুচরগণ আপনাকে পরুষবাক্যে নিবারণ করিয়াছিলাম; আশা করি, তজ্জন্য এ অধীনের অপরাধ লইবেন না। আপনারা বহুদূর হইতে আসিয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন; এক্ষণে সুখে মধুপান করুন্। কপি-রাজ সুগ্রীব যেরূপ এই বনের অধীশ্বর, আপনিও তদ্রূপ; আমি কেবল মূর্খতাবশতঃ রোষভরে আপনাকে কুকথা বলিয়াছিলাম; নিজগুণে ক্ষমা করুন্। দেব! পূর্ব্বে আপনার জনক মহাবল বালীকে আমরা যেরূপ বানরদিগের প্রতিপালক স্বরূপ জ্ঞান করিতাম, আপনাকেও তদ্রূপই জ্ঞান করি। সুগ্রীব ও আপনাতে আমরা কোনই প্রভেদ দেখি না।

যুবরাজ! আপনাদিগের আগমন এবং বলপূর্ব্বক মধুবনে প্রবেশের কথা জানাইবার জন্য, আমি এই সমস্ত অনুচর-বর্গের সহিত আপনার পিতৃব্যের নিকট গিয়াছিলাম। আপনারা মধুবন ছিন্নভিন্ন করিয়া উন্মত্তভাবে মধুপান করি-তেছেন শুনিয়া, তিনি কিছুমাত্র রুষ্ট হইলেন না; বরং যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তিনি আরও কহিলেন, 'মাতুল! অঙ্গদ প্রভৃতি মহাবল বানরগণ নিশ্চয়ই সীতার উদ্দেশ লইয়া আসিয়াছেন, অতএব তুমি সত্বর গিয়া তাঁহা-দিগকে আমার নিকট প্রেরণ কর।'"

দধিবক্ত্রের এই বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গদ বানর-দিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "কপিগণ! দধিবক্ত্রের বাক্যে বোধ হইতেছে, আমাদের আগমনবৃত্তান্ত রামচন্দ্র

ও সুগ্রীবের কর্ণগোচর হইয়াছে। অতএব আর এস্থানে ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ বৃক্ষাদি ভঞ্জন ও যথেচ্ছা মধুপান করিয়া আমরা যার পর নাই অন্যায় করিয়াছি। সেই সুরম্য বনের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। এক্ষণে চল, আমরা অবিলম্বে সুগ্রীবের নিকট গমন করি। অথবা এ বিষয়ে তোমরা যেরূপ বলিবে আমি তদনুসারেই কার্য্য করিব। তোমরা দুষ্কর বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছ, সুতরাং যুবরাজ হইলেও আমি এক্ষণে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে তোমাদেরই অধীন। তোমাদের মতের বিরুদ্ধে আমি কখনই কার্য্য করিতে পারি না।"

যুবরাজ অঙ্গদ এই বলিয়া বিরত হইলে বানরসেনাধ্যক্ষেরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া কহিল, "বীর! আপনি আমাদের প্রতি যেরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন, তাহা আপনার উন্নত বংশেরই উপযুক্ত। সামান্য লোকেরা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া আপনাকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু আপনার ন্যায় সদ্বংশীয় রাজপুত্রেরা বিনয়প্রদর্শনে লজ্জা বোধ করেন না। বলিতে কি, এই বিনয় আপনার ভাবী উন্নতির পরিচায়ক। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই পালন করিব।"

বানরেরা এই বলিয়া বিরত হইলে অঙ্গদ কহিলেন, "বীরগণ! দধিবক্ত্রের বাক্যে বোধ হইল, আমাদের কার্য্যসিদ্ধিতে কপিরাজ যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আর তাঁহার নিকট যাইতে কোন আশঙ্কার

কারণ নাই। চল, আমরা অবিলম্বে শুভ সংবাদ প্রদান করিয়া রামচন্দ্রকে উজ্জীবিত করি।”

এই বলিয়া যুবরাজ অঙ্গদ হনূমানের সহিত অগ্রে আকাশপথে উত্থিত হইলেন। অন্যান্য বানরেরাও যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত উপলের ন্যায় তাঁহাদের পশ্চাৎ উত্থিত হইয়া, গগনতল আচ্ছাদন পূর্ব্বক বায়ুপ্রেরিত মেঘাবলীর ন্যায় সুগম্ভীর গর্জ্জন করিতে করিতে গমন করিল। কপিরাজ সুগ্রীব দূর হইতে অঙ্গদকে আসিতে দেখিয়াই শোকসন্তপ্ত কমললোচন রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “সখে! আশ্বস্ত হও; আর চিন্তা নাই। এখনই আনন্দময় শুভ সংবাদ শুনিতে পাইবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ সীতার উদ্দেশ লইয়া আসিয়াছে; নতুবা তাহারা নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়া কখন আমার সম্মুখে আসিতে সাহসী হইত না এবং এতাদৃশ হর্ষও প্রকাশ করিত না। সেরূপ হইলে উহারা দীনবদনে ও উদ্ভ্রান্তচিত্তে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইত। সখে! আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার পিতৃপিতামহাগত সুরম্য মধুবনে আমার আদেশ ব্যতীত দেবতারাও প্রবেশ করিতে সাহসী হয়েন্ না। বানরগণ সীতার উদ্দেশ না লইয়া আসিয়া কি কখন তাহা ছিন্নভিন্ন করিতে পারিবে? আর উক্ত কার্য্য যে একমাত্র হনূমানের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহারও কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার পরাক্রম শৌর্য্য, বুদ্ধি ও অধ্যবসায় চিরপ্রসিদ্ধ। আর আমি তাঁহার সহিত যে সমস্ত অন্যান্য বানরকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাঁহারাও সামান্য নহেন।

ঐ নগরী দুরাত্মা রাবণের রাজধানী। প্রভো! আমি তথায় ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে দেখিলাম, সীতাদেবী রাবণের অশোকবনে উপবেশন পূর্ব্বক তন্ময়চিত্তে আপনাকে ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিকটদর্শনা রাক্ষসীগণ নিরন্তর তর্জ্জন করিতেছে; কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না। আহা! তিনি সুখভোগের উপযুক্তা; এক্ষণে যার পর নাই দুঃখে পতিত হইয়াছেন এবং একমাত্র আপনার মুখ চাহিয়াই জীবন ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার অঙ্গে আর আভরণ নাই এবং তিনি একবেণী ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার পরিধান একখানি মলিন বস্ত্র, অঙ্গ সংস্কারবিহীন এবং শয্যা ভূতল; এই সকল কারণে তিনি যার পর নাই ম্লান হইয়া হিমাগমে পদ্মিনীর ন্যায় অতিশয় শোচনীয়া হইয়াছেন। আহা! তিনি সমুদ্র মধ্যে গুরুভারমগ্না নৌকার ন্যায় শোকে যার পর নাই অবসন্না হইয়া নিরন্তর অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছেন। প্রভো! আমি তাঁহাকে এতদবস্থায় দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবার জন্য, প্রথমে বৃক্ষশাখায় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ইক্ষ্বাকুবংশের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। এইরূপে তাঁহার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া আমি কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্যতাদি সমস্ত বৃত্তান্তই তাঁহার নিকটে কহিলাম। তিনি সহসা শুভসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অবিরল আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে আমাকে এই মণি প্রদান পূর্ব্বক, চিত্রকূট পর্ব্বতে বায়সের বৃত্তান্ত আপনার নিকট উল্লেখ করিতে কহিলেন।

দেব! অনন্তর আমার প্রস্থানকালে সীতাদেবী আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, 'হনূমন্! তুমি আমার যে অবস্থা দেখিলে, তাহা সবিশেষ আর্য্যপুত্রের নিকট কহিও। এই মণিটি তাঁহার বিশেষ প্রিয়, তুমি ইহা অবশ্য অবশ্য তাঁহার হস্তে প্রদান করিও। আমি এতদিন এটী অতি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলাম। যখন হৃদয় শোকে অবসন্ন হইত, তখন এইটি দেখিয়া অনেক পরিমাণে শান্তিলাভ করিতে পারিতাম। হনূমান! তুমি মণিপ্রদানান্তর মনঃশিলারচিত তিলকের কথা উল্লেখ করিও। অবশেষে আমার বাক্যে সকাতরে কহিও, আমি রাক্ষসীদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া আর জীবন ধারণ করিতে পারি না। আর একমাস কাল অপেক্ষা করিব; যদি ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের চরণ দর্শন করিতে পাই, ভালই; নতুবা তিনি আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না।'

দেব! এই আমি সীতাদেবীর সমস্ত কথাই আপনাকে বলিলাম। আপনি তাঁহার পাতিব্রত্যের জন্য চিন্তিত হইবেন না। তিনি স্বীয় তেজে রক্ষিতা হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাকে যেরূপ শোকে অবসন্ন দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে অধিক দিন বিলম্ব হইলে, তাঁহাকে জীবিতা দেখিতে পাইবেন কি না সন্দেহ। অতএব আপনি সত্বর সমুদ্র উত্তরণের উপায় চিন্তা করুন!" এই বলিয়া মহাবীর হনূমান মৌনাবলম্বন করিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্রের বিলাপ।

পবনকুমার এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র সীতা-প্রদত্ত চূড়ামণিটী বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মণিটীর প্রতি পুনঃ পুনঃ সাদরে দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে শোক-গদ্গদস্বরে সুগ্রীবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! যেরূপ বৎসদর্শনে স্নেহশীলা গাভীর দুগ্ধস্রাব হয়, এই মণি দর্শনে আমার হৃদয়েরও সেই অবস্থা হইয়াছে। আমার বিবাহকালে মহাত্মা জনক স্বীয় পত্নীর নিকট হইতে এইটী গ্রহণ করিয়া বৈদেহীর শিরোভূষণার্থ মহারাজা দশরথের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তদবধি ইহা সেই সরলার শিরোদেশে শোভা পাইয়া আসিতেছে। দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞে তুষ্ট হইয়া এই অমূল্য সাগরসম্ভব রত্নটি মহর্ষি জনককে প্রদান করিয়াছিলেন। সখে! অদ্য এইটী দেখিয়া পিতা দশরথ, রাজর্ষি জনক এবং আর্য্যা জনকপত্নী, এককালে সকলকেই স্মরণ হইতেছে। অধিক কি, ইহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আজ আমার বোধ হইতেছে যেন সাক্ষাৎ সীতাকেই প্রাপ্ত হইয়াছি। বৎস হনূমান! শোকমূর্চ্ছিত রামকে উজ্জীবিত করিবার জন্য সীতা যে সকল বাক্যামৃত সেচন করিয়াছেন তাহা তুমি পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন কর। ভাই লক্ষ্মণ!

ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে যে, আমি এই মণিটীকে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু আমার হৃদয়ের মণি সেই সরলাকে দেখিতে পাইতেছি না? হায়! না জানি, ভীরু জানকী বিকটদর্শনা রাক্ষসীদিগের মধ্যে কিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার অকলঙ্ক মুখখানি মেঘাবৃত শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায়, না জানি, কতই শোচনীয় হইয়াছে। প্রিয়ে জানকি! তুমি যদি আমার জন্য আর একমাস কাল জীবিত থাকিতে পার, তাহা হইলেই বহুদিন জীবিত রহিলে; কিন্তু প্রাণাধিকে! আমি যে তোমার বিরহে আর মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। লক্ষ্মণ! আমি সীতার সংবাদ পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। তুমি অবিলম্বে আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল।"

মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে অনেকক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুনরায় হনূমানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! মধুরভাষিণী জানকী তোমাকে আর কি বলিয়া দিয়াছেন এবং তিনি দুঃখের পর দুঃখভোগ করিয়া আমার বিরহে কিরূপে জীবিত আছেন, তাহা সবিশেষ বল। পীড়িত ব্যক্তি যেরূপ ঔষধে উজ্জীবিত হয়, তদ্রূপ আমিও তোমার বাক্যে উজ্জীবিত হইব।"

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

হনুমান কর্তৃক পুনরায় সীতার বৃত্তান্ত কথন।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে মহাবীর হনুমান কহিলেন, "দেব! সীতার সহিত আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা আপনাকে আদ্যোপান্ত কহিতেছি শ্রবণ করুন্। আমি তাঁহার নিকটে অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, 'দূত! আমি তোমাকে যে বৃত্তান্তটী বলিতেছি, ইহাই উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞান হইবে, রামচন্দ্রের নিকট উল্লেখ করিও।' এই বলিয়া সীতাদেবী চিত্রকূট পর্ব্বতস্থ বায়সের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। পরে কহিলেন, 'হনুমান! রামচন্দ্র যখন আমার জন্য সামান্য কাকের উপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন যে দুরাত্মা আমাকে অপহরণ করিয়াছে, যে তাহার পাপহস্তে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, জানি না, তাহাকে কিজন্য ক্ষমা করিতেছেন। বীর! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর কি মরুদ্গণের মধ্যে এমন কেহই নাই যে সমরে রামচন্দ্রের বেগ নিবারণ করিতে পারেন। এক্ষণে তিনি যদি আমাকে কিছুমাত্র স্নেহ করেন, তবে কিজন্য নিশিত শরে দুরাত্মা রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিতেছেন না? মহাবীর লক্ষ্মণই বা কিজন্য ভ্রাতার আদেশে আমার উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন না? অথবা সেই দুই ক্ষত্রিয়বীরের তেজ বায়ু ও অগ্নির

নায়। তুচ্ছ রাক্ষস কেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা দেবগণকেও শাস্তি দিতে পারেন। তবে যে তাঁহারা সমর্থ হইয়াও আমার দুঃখমোচনে উদাসীন রহিয়াছেন, তাহা কেবল আমার অদৃষ্টের দোষে।'

দেব! সরলা সীতাদেবী করুণবাক্যে এইরূপ কহিলে, আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ কহিলাম, 'আর্য্যে! আপনি যে এখানে আছেন, তাহা মহাবীর রামচন্দ্র জানেন না; জানিলে অবশ্যই আপনার উদ্ধার সাধন করিতেন। আমি সত্যশপথে কহিতেছি, তিনি কেবল আপনার বিরহদুঃখেই সকল কার্য্যে উদাসীন হইয়া আছেন। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও অগ্রজের অবস্থা দর্শনে যার পর নাই কাতর হইয়াছেন। এক্ষণে আমি বহুক্লেশে আপনার অনুসন্ধান পাইলাম; অতঃপর আপনি আর শোকে অবসন্ন হইবেন না। অচিরেই সেই দুই ক্ষত্রিয়বীর আপনার দর্শনাশায় উৎসাহিত হইয়া লঙ্কানগরীকে ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত করিবেন এবং দুরাত্মা রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া মহাসমারোহে আপনাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। এক্ষণে রামচন্দ্র যাহা দেখিবামাত্র চিনিতে পারেন এবং যাহা তাঁহার বিশেষ প্রিয়, এরূপ কোন অভিজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন্।'

দেব! আমি এইরূপ বলিলে সীতাদেবী সভয়ে চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক এই মহামূল্য মণিটী বস্ত্রমধ্য হইতে উন্মোচন করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি মণিটী গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গমনার্থ উদ্যত হইলাম। তদ্দর্শনে তিনি যার পর নাই

দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণমুখে বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন, 'হনু-মান! তোমাকে দেখিয়া আমার দুঃখবেগ অনেক পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি গমন করিলে আমি জীবিত থাকিব কি না সন্দেহ। যাহা হউক রামচন্দ্র যাহাতে সত্বর এই দুঃখিনীর উদ্ধারের জন্য যত্নবান হয়েন, তোমাকে তাহা করিতেই হইবে। তোমাকে আর অধিক কি বলিব; তুমিই আমাদিগের কার্য্যসাধনের একমাত্র উপায়। শোকের পর শোকে আমি নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছি। এক্ষণে যাহাতে রামচন্দ্রের চরণদুখানি ধারণ করিয়া হৃদয় জুড়াইতে পারি, তাহা করিও।' হনূমান! এক্ষণে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। এ জগতে তুমিই ধন্য যে, এখনি কমললোচন রাম-চন্দ্র ও দেবর মহাবাহু লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবে।'

আর্য্য! সীতাদেবী এইরূপ বলিলে, আমি যার পর নাই দুঃখিত হইয়া কহিলাম, 'আর্য্যে! আপনার দুঃখ আর দর্শন করিতে পারি না। আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন্, আমি আপনাকে এখনি রামচন্দ্রের নিকট লইয়া যাইতেছি।' তৎশ্রবণে তিনি কহিলেন, 'হনূমান! আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কিরূপে পরপুরুষের গাত্র স্পর্শ করিব? ইহা পতিব্রতার ধর্ম্ম নহে। দুরাত্মা রাবণ আমাকে স্পর্শ করিয়া-ছিল বটে, কিন্তু সে বলপূর্ব্বক; সুতরাং কি করিব। আরও যদি রামচন্দ্র রাবণকে বিনাশ করিয়া আমাকে লইয়া যান্, তাহা হইলেই তাঁহার পরাক্রমের উপযুক্ত কার্য্য করা হয় এবং আমারও গৌরব রক্ষিত হয়। অতএব তুমি একাকীই গমন কর। তুমি তথায় গিয়া প্রথমে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সখা

সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। অনন্তর যাহাতে মহাবাহু রামচন্দ্র আমাকে এই দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করেন, তাহা করিবে। তুমি সেই বীরের নিকট আমার যে অবস্থা দেখিলে—আমার শোক, রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক আমার তর্জ্জন, সবিশেষ কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে তুমি গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক।'"

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

সীতার বৃত্তান্ত কথন।

মহাবীর পবনকুমার কহিতে লাগিলেন, "দেব! আর্য্যা আমাকে এইরূপে বিদায় দিয়াও আপনার প্রতি স্নেহবশতঃ আমাকে পুনরায় সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'হনুমান! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে লঙ্কার কোন গুপ্তস্থানে অন্ততঃ একদিন বিশ্রাম কর; অনন্তর কল্য গমন করিও। বীর! তুমি নিকটে থাকিলে এই হতভাগিনীর দুঃখ কিয়ৎ-পরিমাণে দূর হয়। তুমি নিশ্চয় আসিবে বলিয়া যাইতেছ সত্য, কিন্তু ততদিন আমি জীবিত থাকি কি না সন্দেহ। দূত! আমি দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিতেছি, এক্ষণে আবার তোমাকে না দেখিয়া আরও যন্ত্রণা হইবে। যাহা

হউক, বীর! আমার একটী বড় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তোমায় না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মহাবল কপিরাজ সুগ্রীবের বহুসংখ্যক বানর ও ভল্লুক সহায় আছে সত্য। কিন্তু রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং তিনি ও তাঁহার সৈন্যগণ কিরূপে এই দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন। এ জগতে তুমি, তোমার পিতা পবনদেব এবং পক্ষিরাজ গরুড় কেবল এই তিনজনেরই সমুদ্রলঙ্ঘনে সামর্থ্য আছে। বীর! তুমি সকল কার্য্যেই দক্ষ, এক্ষণে ইহার কি উপায় স্থির করিয়াছ? সত্য বটে, তুমি একাকীই এই কার্য্য অনায়াসে সাধন করিতে পার। কিন্তু যদি রামচন্দ্র সসৈন্যে আসিয়া রাবণকে বিনাশ পূর্ব্বক আমাকে লইয়া যান্, তাহা হইলেই তাঁহার বীরত্বের উপযুক্ত কার্য্য করা হয় এবং আমারও গৌরব রক্ষিত হয়। বৎস! তোমায় আর অধিক কি বলিব, তুমি আমাদিগের কার্য্যসাধনের একমাত্র উপায়; যাহাতে সেই মহাবীর তাঁহার অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করেন, তুমি তাহা করিও।'

দেব! আর্য্যা কাতরবচনে এইরূপ বলিলে, আমি তাঁহাকে সান্ত্বনাপ্রদানার্থ কহিলাম, 'দেবি! সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবল সুগ্রীব বানর ও ভল্লুকগণের অধিপতি। তিনি আপনার উদ্ধারের জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাঁহার আদেশস্থ বানরগণ সকলেই সত্বসম্পন্ন মহাবল ও মনের ন্যায় বেগগামী। তাহাদিগের গতি কোনদিকেই প্রতিহত হয় না। উহাদিগের মধ্যে অনেকে বায়ুমার্গ অনুসরণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে। আমার তুল্যবল বা আমার অপেক্ষা অধিক বল, উহাদিগের মধ্যে অনেকেই

আছে; কিন্তু আমা অপেক্ষা হীনবল কাহাকেও দেখিতেছি না। আর সর্ব্বাপেক্ষা অধম বলিয়াই আমি লঙ্কায় প্রেরিত হইয়াছি। বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রকৃষ্টবল ব্যক্তিগণ সামান্য কার্য্যে প্রেরিত হয় না। অতএব দেবি! আপনি আর ব্যাকুল হইবেন না। বানরগণ এক এক লম্ফেই লঙ্কায় উপস্থিত হইবে। মহাবীর রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণও উদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় অচিরেই আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক আগমন করিবেন। অচিরেই লঙ্কার দ্বারে সেই দুই ক্ষত্রিয়বীরের ভীষণ ধনুষ্টঙ্কারশব্দ শ্রুত হইবে এবং খর নখ ও তীক্ষ্ণ দন্তই যাহাদিগের অস্ত্র, সেই সমস্ত সিংহবিক্রম বানরগণের ভয়াবহ গর্জ্জনে গগনতল বিদীর্ণ হইবে। দেবি! অচিরেই রামচন্দ্র দুরাত্মা রাবণকে বিনাশ করিয়া বনবাসান্তে আপনার সহিত অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিবেন।'

দেব! আমি এইরূপে নানাবিধ আশ্বাসবাক্যে সীতা দেবীকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া সমুদ্রলঙ্ঘন পূর্ব্বক আগমন করিতেছি।"

সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত।